বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮ সংখ্যা-১০ অক্টোবর - ২০২৫

Firefighters work to extinguish the remaining flames after a massive blaze at a factory in the Chattogram Export Processing Zone was brought under control following over 17 hours of continuous effort. PHOTO: MOHAMMAD MINHAJ UDDIN

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, **www.bilsbd.org**

সূচী :	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৬০
শ্রম বাজার	৬১ - ৭৮
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৭৯ - ১০০
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	১০১ - ১০৯
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১১০ - ১২৪
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১২৫ -১২৮

শোভন কাজ

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর ২০২৫,

প্রবাসী শ্রমিকদের অবদান ও প্রতিদান

শেখ রফিক

প্রবাসী শ্রমিকের কষ্ট মাও বুঝে না, প্রবাসী শ্রমিকের কষ্ট কেউ বুঝে না– এমন শিরোনামে সোশ্যাল মিডিয়ায় যত ভিডিও আছে, তা মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে। আমরা প্রায়ই দেখি, প্রবাসী শ্রমিকের স্ত্রী চলে গেছে। ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে, কিন্তু বাবা তাদের কাছে নেই। কেউ প্রবাসে থাকাকালে মা হারিয়েছেন, শেষবারের মতো তাকে দেখার সুযোগ পাননি। প্রবাসী শ্রমিকরা পরিবারের জন্য নিজের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ সব ত্যাগ করে টাকা বাঁচিয়ে প্রিয়জনদের পাঠান। কিন্তু কেউ সত্যিই কি বোঝে সেই কষ্ট? চোখের জল, নিঃশ্বাসে লুকানো মনের ব্যথা– যা প্রতিদিনের জীবনে ধীরে ধীরে কষ্টের পাহাড়ে পরিণত হয়– সেটা কি কেউ অনুভব করে? না, কেউ অনুভব করে না। এই ত্যাগ, অদৃশ্য ভালোবাসা আর নীরব ব্যথায় বোনা হয়েছে প্রবাসী শ্রমিকের জীবনের গল্প। যে গল্পের পাঠক শুধুই তারা– না রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার-পরিজন। ভিনদেশে স্বপ্নের সন্ধানে পাড়ি দিতে গিয়ে দালালের খপ্পরে পড়ে জমিজমা, ঘরবাড়ি, এমনকি জীবনের শেষ সম্বলটুকুও হারিয়েছেন অসংখ্য প্রবাসগামী শ্রমিক– তবুও বেঁচে আছেন। কিন্তু অনেকেই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছেন। শত শত শ্রমিক সমুদ্রপথে, জঙ্গলে কিংবা অচেনা দেশে প্রাণ হারিয়েছেন– অথচ তাদের স্বপ্নভঙ্গের দায় নেয়নি কেউ। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৫ সালে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে প্রায় ৩,৭৭১ অভিবাসী মারা যায়, ২০১৯ সালে তিউনিসিয়ার উপকূলে নৌকাডুবিতে অন্তত ৬৫ বাংলাদেশি মারা যায়। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লিবিয়া থেকে ইউরোপগামী নৌকাডুবিতে ৯ জন (৮ বাংলাদেশি) প্রাণ হারান এবং একই বছরে আরও ২৩ জন বাংলাদেশির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সামগ্রিকভাবে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৮৩ বাংলাদেশি শ্রমিক সমুদ্রপথে প্রাণ হারিয়েছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। দালালচক্র ভাঙা, নিরাপদ সরকারি চ্যানেল নিশ্চিত করা, তথ্যভিত্তিক তদারকি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করাই এখন সময়ের দাবি। নইলে সমুদ্র, মালয়েশিয়ার জঙ্গল ও দালালের ফাঁদে প্রতিনিয়ত নতুন কবর গড়ে উঠবে।

আমাদের অর্থনীতি যে স্থিতিশীল এবং গ্রামীণ জীবনমান যে উন্নত হয়েছে, তার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান রাখছেন প্রবাসী শ্রমিকরা। তাদের কঠোর শ্রম, আত্মত্যাগ এবং সঞ্চিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির রক্ত সঞ্চালনের মতো কাজ করছে এবং দেশের অর্থনীতিকে জীবন্ত রাখছে। ২০২২ অর্থবছরে প্রবাসী শ্রমিকরা প্রায় ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স আয় হয়েছে ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট জিডিপির ১২ শতাংশ। এই অর্থ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, আমদানি ব্যয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষায় অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে দেশে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ২৬.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। শুধু তাই নয়, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এক মাসেই এসেছে ২.৬৪ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের ইতিহাসে একক মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ। রেমিট্যান্স দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে উদ্দীপিত করে, যা স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। অনেক পরিবার প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বিনিয়োগ করে ছোটখাটো ব্যবসায়। রেমিট্যান্স প্রবাহ টাকার বিপরীতে ডলারের চাহিদা পূরণে সহায়তা করে, যা মুদ্রার মানকে স্থিতিশীল রাখে। এটি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে। কভিড-১৯ এর সময়ে রেমিট্যান্স অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে বড় ভূমিকা রেখেছে। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে পুনরুজ্জীবন ঘটায়।

বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক অভিবাসন মূলত ১৯৭০-এর দশকে শুরু হয়। মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলোতে শ্রমশক্তির চাহিদা দেখা দিলে লাখ লাখ তরুণ জীবিকার সন্ধানে দেশ ছেড়ে যায়। তখন থেকেই প্রবাসী শ্রমিকরা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। কিন্তু সাড়ে পাঁচ দশক পার হতে চললেও তাদের জীবন এখনো অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশের ১.৫ কোটির বেশি প্রবাসী শ্রমিক কর্মরত। প্রতি বছর প্রায় ৮-১০ লাখ নতুন শ্রমিক বিদেশে যান, প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। নারী প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২০-২৫ লাখ, যারা কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করছেন। তাদের অবদান সামাজিক উন্নয়ন, পরিবার কল্যাণ এবং দেশের মানবসম্পদ বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ৪-৫ হাজার শ্রমিক বিদেশে মারা যান। শুধু ২০২২ সালে প্রায় ৫ হাজার মরদেহ দেশে ফিরেছে। প্রতিটি মৃত্যুর সঙ্গে ভেঙে যায় একটি পরিবার, অন্ধকারে ডুবে যায় একটি ভবিষ্যৎ। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান এবং মালয়েশিয়ায় ছড়িয়ে আছে তাদের রক্ত-ঘাম-শ্রম। অধিকাংশ মৃত্যু হৃদরোগ ও স্ট্রোকে– ৬০-৭০ শতাংশ কারণ দীর্ঘ কাজের চাপ, ১৬-১৮ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অনিয়মিত জীবনযাপন এবং পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাব। নির্মাণ ও শিল্প খাতে দুর্ঘটনা, বিস্ফোরণ, নিরাপত্তাহীন পরিবেশে প্রাণ হারানো এবং মানসিক চাপ ও স্বাস্থ্যসেবার অভাব অন্যান্য কারণ। প্রবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। মধ্যপ্রাচ্যের গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত নারীরা প্রায়শই অমানবিক নির্যাতনের শিকার হন। সরকারি ও বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর আনুমানিক ৫-৭ হাজার নারী নির্যাতনের শিকার হন। শুধু ২০২২-২৩ সালেই ১২-১৫ হাজার নারী নির্যাতিত হয়ে দেশে ফিরেছেন। অতিরিক্ত কাজ, মারধর, ঘুম বা বিশ্রামের সুযোগ না দেওয়া। গালাগালি, অপমান, ভয়ভীতি প্রদান। গৃহকর্তা বা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা যৌন নির্যাতন। এছাড়াও রয়েছে, বেতন আটকে রাখা, পাসপোর্ট জব্দের বিষয়। অনেক নারী দেশে ফিরতে চাইলেও আইনি সহায়তার অভাবে, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা ও দূতাবাসের অনিয়মের কারণে তা সম্ভব হয় না। জীবনের নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা নেই। অধিকাংশের জীবনবীমা নেই, পেনশন নেই, স্থায়ী সঞ্চয় প্রকল্প নেই। প্রবাসী শ্রমিকরা বিদেশের বালুকাময় মরুভূমি, নির্মাণশালা, কারখানা কিংবা গৃহকর্মীর অমানবিক পরিবেশে প্রতিদিন ঘাম ও রক্ত ঝরিয়ে দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছেন। তাদের টাকায় জাতীয় অর্থনীতির রিজার্ভ শক্তিশালী হয়, মেগা প্রকল্প দাঁড়ায়, রাজধানীতে আকাশচুম্বী ভবন গড়ে ওঠে। অথচ নির্মম বৈপরীত্য হলো– যে শ্রমিকের ঘামে দেশ বেঁচে থাকে, তার নিজের ঘরে ফেরার পর অবস্থা হয় অনিশ্চয়তায় ভরা। অবদান অপরিসীম, কিন্তু প্রতিদান প্রায় নেই বললেই চলে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবাসী আয়ের প্রভাব আরও গভীর। রেমিট্যান্সের টাকায় গ্রামের মাটির ঘর আজ পাকা ভবনে রূপ নিয়েছে। কৃষক জমি কিনতে পারছেন, ছোট ব্যাবসা দাঁড় করাতে পারছেন, অসংখ্য ছেলে-মেয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, রেমিট্যান্সের কারণে দারিদ্র্যের হার প্রায় ৫-৬ শতাংশ কমেছে। অর্থাৎ, দেশের ভেতরে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠনের প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করছে। কিন্তু এই উজ্জ্বল ছবির বিপরীতে রয়েছে, এক অন্ধকার সম-বাস্তবতা। বিদেশে কর্মরত অবস্থায় অনেক শ্রমিককে প্রতিদিন ১৪-১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, ন্যায্য মজুরি পান না, অনেক সময় পাসপোর্ট আটকে রাখা হয় কিংবা মালিকের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। এসব অবস্থায় রাষ্ট্রীয় দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনগুলো অনেক সময় দায়সারা দায়িত্ব পালন করে, কিন্তু প্রকৃত সুরক্ষা ও সহায়তা দিতে ব্যর্থ হয়। দেশে ফেরার পর শুরু হয় আরেক দুঃসহ অধ্যায়। দশক ধরে বিদেশে রক্ত ঝরিয়ে ডলার আনা শ্রমিক দেশে ফিরে দেখেন, রাষ্ট্র তার জন্য কোনো সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রাখেনি। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, পুনর্বাসন প্রকল্প কিংবা দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। সহজ শর্তে ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগে বিনিয়োগের সুযোগ কিংবা সামাজিক নিরাপত্তার কাঠামো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে, প্রবাসী শ্রমিকরা অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যান।

রাষ্ট্র যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করত, প্রবাসী শ্রমিকরা আরও নিরাপদ, দক্ষ এবং দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী রাখার যোগ্য হতেন। আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে শ্রমিকরা স্বাচ্ছন্দ্যে বিদেশে কাজ করতে পারবেন। এ জন্য বাধ্যতামূলক বৈধ চুক্তি, দ্রুত আইনি সহায়তা, জীবনবীমা, পেনশন, নিরাপত্তা আইন, স্বাস্থ্যসেবা এবং সুরক্ষা প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য সেফ হাউজ, পুনর্বাসন ব্যবস্থা, আইনি সহায়তা ও নির্যাতন প্রতিরোধের কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এটা রাষ্ট্রেরও মানবিক দায়। শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও বিদেশে কাজের সুযোগ সম্প্রসারণ আজ সময়ের দাবি। বিদেশি শ্রমবাজারে নতুন দক্ষ শ্রমিকের সুযোগ তৈরি করতে হলে সুষ্ঠু ও বৈধ রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। দালালচক্র ভেঙে ফেলতে হবে, আর নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের সরাসরি সংযুক্ত করতে হবে। একটি ডিজিটাল রিক্রুটমেন্ট প্ল্যাটফর্ম প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করবে এবং শ্রমবাজারকে আরও স্বচ্ছ করবে। প্রযুক্তির ব্যবহার এখানে হতে পারে, নানা প্রতারণা থেকে মুক্তির অন্যতম চাবিকাঠি। প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য স্মার্ট অ্যাপ, ডিজিটাল আইডি, লাইভ চ্যাট সাপোর্ট ও রেমিট্যান্স ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা সম্ভব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক নিরাপত্তা অ্যাপ শ্রমিকদের অবস্থান, স্বাস্থ্য, বেতন, শ্রম শর্তাবলি, নির্যাতন কিংবা বিপদের সংকেত পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিক রিপোর্ট দিতে পারবে। 'রেড জোন' শনাক্তকরণ ও সতর্কবার্তা পাঠানোর মাধ্যমে অনেক প্রাণ ও স্বপ্ন বাঁচানো সম্ভব। সামাজিক সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রবাসী শ্রমিকদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রকল্প, পরিবার কল্যাণ প্রকল্প, দুর্ঘটনা ও জীবনবীমা স্কিম চালু করা জরুরি। আয় থেকে কিছু অংশ সঞ্চয়ে রাখলে তাদের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। আর নারীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, কাউন্সেলিং, সামাজিক সচেতনতা ও ওয়ার্কশপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে প্রবাসী নারীদের মানবাধিকার রক্ষা করা গেলে নির্যাতনের ঘটনা অনেকাংশে কমবে, মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ভুলে গেলে চলবে না, প্রবাসী শ্রমিকরাই দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাদের রক্ত-ঘামের রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ায়, দারিদ্র্য হ্রাস করে, গ্রামীণ জীবনমান উন্নত করে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে উদ্দীপিত করে। তাই শুধু ভোটাধিকার প্রদান নয়, রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব হলো প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা, অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা। প্রবাসী শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, তাদের অধিকার রক্ষা করা এবং জীবনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায়, ইতিহাস একদিন এই রাষ্ট্রকে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে পারে।

তাদের রক্ত-ঘামের রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ায়, দারিদ্র্য হ্রাস করে, গ্রামীণ জীবনমান উন্নত করে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে উদ্দীপিত করে। তাই শুধু ভোটাধিকার প্রদান নয়, রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব হলো প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা, অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা

লেখক
গবেষক ও কলাম লেখক
sk.rafiq1982@gmail.com

সমকাল
শনিবার। ৪ অক্টোবর ২০২৫

সাইফুল হক বললেন

শ্রমজীবীরা নতুন করে প্রতারণার শিকার হয়েছেন

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, গত দেড় দশকে ভোটের অধিকার না থাকায় শ্রমজীবী মানুষ সবচেয়ে বেশি অমর্যাদার শিকার হয়েছেন। ভোটের অধিকার না থাকায় তারা আরও গরিব ও অধিকারহীন হয়েছেন। অভ্যুত্থানে শ্রমজীবী মানুষ বেশি জীবন দিলেও গত ১৪ মাসে তারাই সবচেয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার ঢাকার সাভারে পার্টির আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

বৈষম্য বিলোপের ডাকে অভ্যুত্থান হলেও গত এক বছরে সমাজে বৈষম্য আরও প্রকট হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুরোনো মাফিয়া নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরও জেঁকে বসেছে। এর পরিবর্তন করতে না পারলে রাজনৈতিক সংস্কার দিয়ে বেশি দূর এগোনো যাবে না।

তিনি বলেন, সরকারের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে না পারলে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। তিনি ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, ভোটার ও গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনকে আস্থায় নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

পার্টির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য বহ্নিশিখা জামালী বলেন, শ্রমিকদের অমানবিক জীবনে রাখলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে না। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে আখেরে কোনো সংস্কারও কাজে দেবে না।

শ্রমিক নেত্রী শাহনাজ আকতারের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য অরবিন্দু বেপারী বিন্দু, ফিরোজ আলী, কেন্দ্রীয় সংগঠক যুবনেতা বাবর চৌধুরী, আবু হানিফ, শ্রমিক নেতা আবুল কাশেম, মোহাম্মদ লিটন মণ্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ আবু সাঈদ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির দুই শহীদ বদিউজ্জামাল, আবদুল লতিফসহ গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৪ অক্টোবর ২০২৫

সমান শ্রমেও মজুরি-মর্যাদায় বৈষম্যের শিকার নারীরা

এম আর মাসফি ▷

বিবিএসের জরিপের তথ্য

- শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৯ শতাংশ
- নারীর মাসে গড় আয় পুরুষের তুলনায় প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কম
- উচ্চশিক্ষিত নারীর ২৯% বেকার

শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বেড়েছে। পুরুষের সঙ্গে সমান সময় দিয়ে কাজও করেন। কিন্তু মজুরি পান অপেক্ষাকৃত কম। আবার প্রমোশনের বেলায়ও মূল্যায়ন কম। এ ছাড়া পরিবারে বেশি সময় দিয়েও এর অর্থনৈতিক মূল্য থেকে বঞ্চিত হন। কৃষি খাতে অবদান রাখলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পান না মজুরি। সব মিলিয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে কর্মক্ষেত্রে নারী এখনো বৈষম্যের শিকার। এসব তথ্য তুলে ধরেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। সংস্থাটির শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪-এর তথ্য বলছে, দেশে এখন শ্রমক্ষম মানুষের সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ১৮ লাখ। এর মধ্যে সক্রিয়ভাবে শ্রমশক্তিতে যুক্ত আছে সাত কোটি ১৭ লাখ মানুষ। নারী শ্রমশক্তি দুই কোটিরও বেশি—মোট শ্রমশক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ১০ বছর আগে এই হার ছিল মাত্র ২৭ শতাংশ, এখন বেড়ে প্রায় ৩৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

এই অগ্রগতি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক, কিন্তু একই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় বড় এক ফারাকের কথা। পুরুষদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ যেখানে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ, সেখানে নারীদের হার অর্ধেকেরও কম। অর্থাৎ সক্ষম নারীদের বিশাল একটি অংশ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারছে না।

আয়-ব্যয়ের সমীকরণে লুকানো বৈষম্য

একই কাজের বিনিময়ে সমান মজুরি—এমন আইন দেশে আছে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে। শ্রমশক্তি জরিপে দেখা গেছে, মাসিক গড় আয়ে পুরুষ শ্রমিক পান প্রায় ১৬ হাজার টাকা, নারীরা পান মাত্র ১২ হাজার ৬০০ টাকা। অর্থাৎ নারীরা গড়ে পুরুষের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ কম আয় করছেন।

এ বৈষম্য শহর-গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান। কৃষি খাতে নারীর শ্রমকে প্রায়ই 'সহায়ক' বলা হয়, ফলে তাঁদের আয়ের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে ধরা হয় না। আবার শিল্প বা সেবা খাতেও একই কাজের জন্য নারীরা পুরুষের চেয়ে কম বেতন পান।

এ বিষয়ে উইমেন এন্টারপ্রেনার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডব্লিউইএবি) সভাপতি নাসরিন ফাতেমা আউয়াল কালের কণ্ঠকে বলেন, কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি দেশের আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার একটি ভালো অর্জন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারছেন, কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে গিয়ে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এ জন্য নারী সহায়ক নীতি ও নারী সংবেদনশীল সমাজ গঠন করলে উচ্চ পদে নারীদের কাজের সুযোগ বাড়বে।

তৈরি পোশাক খাতের বাস্তবতা

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে বলা হয় নারীর কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। এই খাতেই কাজ করেন কয়েক লাখ নারী। কিন্তু এখানেও বেতনবৈষম্য সুস্পষ্ট। একাধিক গবেষণা বলছে, একই কাজ করেও নারী শ্রমিকের মূল বেতন পুরুষের চেয়ে ২২ থেকে ৩০ শতাংশ কম।

সাভারের একটি কারখানায় ছয় বছর ধরে একই পদে কাজ করেও সামান্য বেতন বৃদ্ধি ছাড়া কোনো প্রমোশন পাননি রেহানা আক্তার। তাঁর ভাষায়, 'একই কাজ করি, কিন্তু সুযোগে আমরা পিছিয়ে।' অন্যদিকে একই কারখানার পুরুষ সহকর্মীরা নিয়মিত পদোন্নতির সুযোগ পান।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যাংকর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক জরিপ থেকে জানা যায়, দেশের রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) ফ্যাক্টরিগুলোতে 'জেন্ডার পে গ্যাপ' বা লিঙ্গভেদে আয়ের পার্থক্য ৩০ শতাংশ পর্যন্ত লক্ষ করা গেছে। আরএমজি খাতে বেশির ভাগ কর্মী নারী হলেও ফ্যাক্টরির ম্যানেজারিয়াল পদে পুরুষরাই থাকেন। যোগ্যতা থাকলেও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পান না নারীরা। এর প্রধান কারণ সংসারের চাপে তাঁরা যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। সময় দিতে না পারার কারণে অনেক সময় পদোন্নতি পেলেও স্বেচ্ছায় সুযোগ ছেড়ে দেন।

লালমনিরহাটের বুড়িমারী ও কুড়িগ্রামের সোনাহাট স্থলবন্দরে হাজারো নারী-পুরুষ প্রতিদিন পাথর ভাঙার কাজে যুক্ত হন। কাজের ধরন, সময় ও শ্রম এক হলেও মজুরিতে রয়েছে বড় ফারাক। পুরুষ শ্রমিক দিনে পান প্রায় ৫০০ টাকা, আর নারী শ্রমিকদের দেওয়া হয় মাত্র ৪০০ টাকা। প্রতিদিনের এই শত টাকার ব্যবধান মাস শেষে দাঁড়ায় বিশাল অঙ্কে।

উচ্চশিক্ষিত নারীরাও এই বৈষম্যের বাইরে নেই। স্নাতক বা এর বেশি ডিগ্রিধারী নারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার প্রায় ২৯ শতাংশ। একই শিক্ষাগত যোগ্যতার পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ১২ শতাংশ। অর্থাৎ যোগ্যতা, দক্ষতা ও ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও নারীরা কাজ পাচ্ছেন না। যাঁরা কাজ পাচ্ছেন, তাঁরাও সমান বেতন বা পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অদৃশ্য যত্নশ্রমের হিসাব

অর্থনীতির আরেকটি অন্ধকার দিক হলো অবৈতনিক যত্নশ্রম। ঘর গোছানো, খাবার রান্না, শিশু ও বৃদ্ধের যত্ন—এসব কাজে প্রতিদিন গড়ে ছয় ঘণ্টা ৪০ মিনিট ব্যয় করেন নারীরা। পুরুষরা ঐই কাজে সময় দেন গড়ে মাত্র দুই ঘণ্টা ২০ মিনিট। 'অবৈতনিক গৃহস্থালি ও যত্নশ্রম জরিপ ২০২৪'-এর হিসাব অনুযায়ী, শুধু এই শ্রম অর্থনীতিতে ধরা হলে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসত নারীর অবদানে। অথচ এই শ্রমের কোনো পারিশ্রমিক নেই, নেই স্বীকৃতি।

নারীর কাজকে এখনো পরিবারে 'সহায়ক' বা 'অতিরিক্ত আয়' হিসেবে দেখা হয়। কর্মক্ষেত্রে নারীরা হয়রানির শিকার হন, অনেক সময় বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়তে হয়। করপোরেট ও প্রশাসনিক পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি কম। সন্তান ও গৃহস্থালির দায়িত্বের ভার তাঁদের সুযোগ সীমিত করে দেয়। ফলে তাঁরা সমান শ্রম দিলেও সমান মর্যাদা পান না।

আন্তর্জাতিকভাবে নারীর শ্রম

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ কিছু ক্ষেত্রে এগিয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়েও আছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যে বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণত নারীর অংশগ্রহণ কম, বেকারত্ব বেশি এবং কাজগুলো হয় অনানুষ্ঠানিক খাতে। বাংলাদেশও সেই বাস্তবতা থেকে বের হতে পারেনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমস্যা মূলত বাস্তবায়নে। সমান মজুরির আইন থাকলেও তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারীরা এই সুবিধা থেকে প্রায় পুরোপুরি বঞ্চিত। এই বৈষম্য দূর করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

নারীদের ঘরের কাজের মূল্যায়নের বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, গৃহস্থালিতে নারীরা যেসব কাজ করছেন তা সরকারি হিসাব বা জিডিপিতে প্রকাশিত হয় না। ফলে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, যার মূল্য অনেক।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২০ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Sunday 5 October 2025

সমান শ্রম-সময় দিয়েও মজুরি-মর্যাদায় পিছিয়ে নারীরা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বেড়েছে। পুরুষের সঙ্গে সমান সময় দিয়ে কাজও করেন।

কিন্তু মজুরি পান অপেক্ষাকৃত কম। আবার প্রমোশনের বেলায়ও মূল্যায়ন কম।

এ ছাড়া পরিবারে বেশি সময় দিয়েও এর অর্থনৈতিক মূল্য থেকে বঞ্চিত হন। কৃষি খাতে অবদান রাখলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পান না মজুরি। সব মিলিয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে কর্মক্ষেত্রে নারী এখনো বৈষম্যের শিকার। এসব তথ্য তুলে ধরেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

সংস্থাটির শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪-এর তথ্য বলছে, দেশে এখন শ্রমক্ষম মানুষের সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ১৮ লাখ। এর মধ্যে সক্রিয়ভাবে শ্রমশক্তিতে যুক্ত আছে সাত কোটি ১৭ লাখ মানুষ। নারী শ্রমশক্তি দুই কোটিরও বেশিড়মেটি শ্রমশক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ১০ বছর আগে এই হার ছিল মাত্র ২৭ শতাংশ, এখন বেড়ে প্রায় ৩৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

এই অগ্রগতি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক, কিন্তু একই সঙ্গে মনে করিয়ে দেয় বড় এক ফারাকের কথা। পুরুষদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ যেখানে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ, সেখানে নারীদের হার অর্ধেকেরও কম। অর্থাৎ সক্ষম নারীদের বিশাল একটি অংশ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারছে না।

আয়-ব্যয়ের সমীকরণে লুকানো বৈষম্য

একই কাজের বিনিময়ে সমান মজুরিড়এমন আইন দেশে আছে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

শ্রমশক্তি জরিপে দেখা গেছে, মাসিক গড় আয়ে পুরুষ শ্রমিক পান প্রায় ১৬ হাজার টাকা, নারীরা পান মাত্র ১২ হাজার ৬০০ টাকা। অর্থাৎ নারীরা গড়ে পুরুষের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ কম আয় করছেন।

এ বৈষম্য শহর-গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান। কৃষি খাতে নারীর শ্রমকে প্রায়ই 'সহায়ক' বলা হয়, ফলে তাঁদের আয়ের হিসাব আনুষ্ঠানিকভাবে ধরা হয় না। আবার শিল্প বা 'সেবা খাতেও একই কাজের জন্য নারীরা পুরুষের চেয়ে কম বেতন পান।

এ বিষয়ে উইমেন এন্টারপ্রেনার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডব্লিউইএবি) সভাপতি নাসরিন ফাতেমা আউয়াল বলেন, কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি দেশের আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার একটি ভালো অর্জন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারছেন, কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে গিয়ে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এ জন্য নারী সহায়ক নীতি ও নারী সংবেদনশীল সমাজ গঠন করলে উচ্চ পদে নারীদের কাজের সুযোগ বাড়বে।

তৈরি পোশাক খাতের বাস্তবতা

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে বলা হয় নারীর কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। এই খাতেই কাজ করেন কয়েক লাখ নারী। কিন্তু এখানেও বেতনবৈষম্য সুস্পষ্ট। একাধিক গবেষণা বলছে, একই কাজ করেও নারী শ্রমিকের মূল বেতন পুরুষের চেয়ে ২২ থেকে ৩০ শতাংশ কম।

সাভারের একটি কারখানায় ছয় বছর ধরে একই পদে কাজ করেও সামান্য বেতন বৃদ্ধি ছাড়া কোনো প্রমোশন পাননি রেহানা আক্তার। তাঁর ভাষায়, 'একই কাজ করি, কিন্তু সুযোগে আমরা পিছিয়ে।'

অন্যদিকে একই কারখানার পুরুষ সহকর্মীরা নিয়মিত পদোন্নতির সুযোগ পান।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যাংকর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক জরিপ থেকে জানা যায়, দেশের রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি) ফ্যাক্টরিগুলোতে 'জেন্ডার পে গ্যাপ' বা লিঙ্গভেদে আয়ের পার্থক্য ৩০ শতাংশ পর্যন্ত লক্ষ করা গেছে। আরএমজি খাতে বেশির ভাগ কর্মী নারী হলেও ফ্যাক্টরির ম্যানেজারিয়াল পদে পুরুষরাই থাকেন। যোগ্যতা থাকলেও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পান না নারীরা। এর প্রধান কারণ সংসারের চাপে তাঁরা যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। সময় দিতে না পারার কারণে অনেক সময় পদোন্নতি পেলেও স্বেচ্ছায় সুযোগ ছেড়ে দেন।

লালমনিরহাটের বুড়িমারী ও কুড়িগ্রামের সোনাহাট স্থলবন্দরে হাজারো নারী-পুরুষ প্রতিদিন পাথর ভাঙার কাজে যুক্ত হন। কাজের ধরন, সময় ও শ্রম এক হলেও মজুরিতে রয়েছে বড় ফারাক। পুরুষ শ্রমিক দিনে পান প্রায় ৫০০ টাকা, আর নারী শ্রমিকদের দেওয়া হয় মাত্র ৪০০ টাকা। প্রতিদিনের এই শত টাকার ব্যবধান মাস শেষে দাঁড়ায় বিশাল অঙ্কে।

উচ্চশিক্ষিত নারীরাও এই বৈষম্যের বাইরে নেই। স্নাতক বা এর বেশি ডিগ্রিধারী নারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার প্রায় ২৯ শতাংশ। একই শিক্ষাগত যোগ্যতার পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ১২ শতাংশ। অর্থাৎ যোগ্যতা, দক্ষতা ও ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও নারীরা কাজ পাচ্ছেন না। যাঁরা কাজ পাচ্ছেন, তাঁরাও সমান বেতন বা পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অদৃশ্য যত্নশ্রমের হিসাব

অর্থনীতির আরেকটি অন্ধকার দিক হলো অবৈতনিক যত্নশ্রম। ঘর গোছানো, খাবার রান্না, শিশু ও বৃদ্ধের যত্নড়এসব কাজে প্রতিদিন গড়ে ছয় ঘণ্টা ৪০ মিনিট ব্যয় করেন নারীরা। পুরুষরা এই কাজে সময় দেন গড়ে মাত্র দুই ঘণ্টা ২০ মিনিট।

'অবৈতনিক গৃহস্থালি ও যত্নশ্রম জরিপ ২০২৪'-এর হিসাব অনুযায়ী, শুধু এই শ্রম অর্থনীতিতে ধরা হলে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসত নারীর অবদানে। অথচ এই শ্রমের কোনো পারিশ্রমিক নেই, নেই স্বীকৃতি।

নারীর কাজকে এখনো পরিবারে 'সহায়ক' বা 'অতিরিক্ত আয়' হিসেবে দেখা হয়। কর্মক্ষেত্রে নারীরা হয়রানির শিকার হন, অনেক সময় বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়তে হয়। করপোরেট ও প্রশাসনিক পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি কম। সন্তান ও গৃহস্থালির দায়িত্বের ভার তাঁদের সুযোগ সীমিত করে দেয়। ফলে তাঁরা সমান শ্রম দিলেও সমান মর্যাদা পান না।

আন্তর্জাতিকভাবে নারীর শ্রম

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ কিছু ক্ষেত্রে এগিয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়েও আছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যে বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধারণত নারীর অংশগ্রহণ কম, বেকারত্ব বেশি এবং কাজগুলো হয় অনানুষ্ঠানিক খাতে। বাংলাদেশও সেই বাস্তবতা থেকে বের হতে পারেনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমস্যা মূলত বাস্তবায়নে। সমান মজুরির আইন থাকলেও তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারীরা এই সুবিধা থেকে প্রায় পুরোপুরি বঞ্চিত। এই বৈষম্য দূর করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

নারীদের ঘরের কাজের মূল্যায়নের বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, গৃহস্থালিতে নারীরা যেসব কাজ করছেন তা সরকারি হিসাব বা জিডিপিতে প্রকাশিত হয় না। ফলে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, যার মূল্য অনেক।

সময়ের আলো
রোববার। ৫ অক্টোবর ২০২৫

ট্রেড ইউনিয়ন গঠন

আইএলও-শ্রমিক শ্রেণির সুপারিশ বিবেচনায় নেওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রম আইন সংশোধনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার পরামর্শ ও শ্রমিক শ্রেণির সুপারিশকে বিবেচনায় নেওয়ার জোর দাবি জানানো হয়েছে শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে।

গতকাল শনিবার বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুর রহমান ও মহাসচিব মাহতাব উদ্দিন শহীদের যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়। বিবৃতিতে নেতারা বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রম আইন সংশোধনের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে সম্মত হওয়া অবস্থান থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন সরে এসেছেন। আশা করেছিলাম তিনি ভবিষ্যতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সব ধরনের বাধা অপসারণে শ্রম আইনের সংশোধনে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন। গত মাসে শ্রম উপদেষ্টা সংবাদপত্রে জোর দিয়ে বলেছিলেন, শ্রম আইন শ্রমিকবান্ধব এবং ইউনিয়ন গঠনে যে ঐকমত্য হয়েছে সেখান থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নেই। অথচ বর্তমানে শ্রম মন্ত্রণালয় শ্রম আইন সংশোধনে যে প্রস্তাব দিচ্ছে তাতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে আরও জটিলতা সৃষ্টি করবে। এ ধরনের শ্রম আইন সংশোধন কোনোভাবেই শ্রমিক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

শোভন কাজ

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২০ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Sunday 5 October 2025

কুমিল্লা ইপিজেডে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী বিদেশিরা, প্রয়োজন আরো প্লট

বাসস

প্রতিষ্ঠার ২৫ বছরে রপ্তানিতে রেকর্ড গড়েছে কুমিল্লা ইপিজেড। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এখান থেকে ৯০২ মিলিয়ন ডলারের পণ্য গেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। তবে কুমিল্লা ইপিজেডের এই সম্ভাবনাকে আরো বড় করে দেখছে বেপজা কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ(বেপজা) জানায়, কুমিল্লা ইপিজেডে বিনিয়োগের জন্য নতুন নতুন বিনিয়োগকারী আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্লট খালি না থাকায় নতুন বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নতুন প্লট বরাদ্দ দেওয়া হলে বিনিয়োগ যেমন বাড়বে, রপ্তানি আয়ও বাড়বে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কুমিল্লা ইপিজেড। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্মিত ২৬৭ একরের কুমিল্লা ইপিজেডে মোট প্লট সংখ্যা ২৪৩ টি।

বেপজা কুমিল্লার নির্বাহী পরিচালক আবদুল্লাহ আল মাহবুব বাসসকে বলেন, প্রতিষ্ঠার ২৫ বছরে রপ্তানিতে রেকর্ড গড়েছে কুমিল্লা ইপিজেড। ৯০২ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে বিভিন্ন দেশে। ৪৬টি প্রতিষ্ঠানে ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে যা স্থানীয় অর্থনীতিকে করেছে গতিশীল। প্লট খালি না থাকায় নতুন করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সুযোগ নেই। অনেক বিদেশি বিনিয়োগকারী কুমিল্লা ইপিজেডে বিনিয়োগে আগ্রহী।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভোর হতেই হাজার হাজার শ্রমিকের ব্যস্ত পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে কুমিল্লা ইপিজেড। যন্ত্রের শব্দ যোগ করছে শিল্প আর রপ্তানির নতুন সব গল্প। নিজেই ভাঙছে নিজের রেকর্ড।

গত ৫ বছরে কুমিল্লা ইপিজেডের বিনিয়োগ ও রপ্তানির চিত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিনিয়োগ হয়েছে ৬১.০২ মিলিয়ন ডলার, রপ্তানি হয়েছে ৫৬৫.৮৫ মিলিয়ন ডলার। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিনিয়োগ ৬৭.৪৬ মিলিয়ন ডলার, রপ্তানি ৮১৪.৮২ মিলিয়ন ডলার, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিনিয়োগ ৫০.২৩ মিলিয়ন ডলার, রপ্তানি ৭৯০.৯৪ মিলিয়ন ডলার, ২০২৩-২০২৪ বিনিয়োগ ২৪.৪৯ মিলিয়ন ডলার, রপ্তানি ৭১১.৩৭ মিলিয়ন ডলার, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ ২৫.৫৪ মিলিয়ন ডলার, রপ্তানি ৯০১.২২ মিলিয়ন।

এ পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, কুমিল্লা ইপিজেড-এর মাধ্যমে বছর বছর বিনিয়োগ যেমন বেড়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

করোনা ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ধাক্কা কাটিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে কুমিল্লা ইপিজেড। বাড়ছে অর্ডার, বাড়ছে রপ্তানি। প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিকের প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর ইপিজেডে কাজ করছে ৬৬ শতাংশ নারী। প্রতিমাসে এখানকার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাবদ খরচ প্রায় ২৫০কোটি টাকা। যা স্থানীয় অর্থনীতিকেও চাঙ্গা করছে। কমেছে বেকারত্ব।

কুমিল্লা ইপিজেডে শ্রুতি টেক্সটাইলে কর্মরত দেবিদ্বারের মেয়ে সাবিনা আক্তার বাসসকে বলেন, আমি ৫ বছর ধরে কাজ করছি। এখন সিনিয়র অপারেটর হিসেবে আছি।

আমার বেতনে পরিবার নিয়ে ভালো আছি। সন্তানদেরও পড়াশোনা করাচ্ছি।

ব্রাভিস্তা টেক্সটাইলে কাজ করতে এসেছেন খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ির বাসিন্দা মেমং মারমা। তিনি বলেন, আমি এবং আমার বউ এখানে চাকরি করছি। গ্রামে মা-বাবাকে খরচ দিচ্ছি, এখানে পরিবার নিয়ে ভালোভাবে চলছি।

বেপজার তথ্য মতে, এখানে তৈরি পোশাক, জুতা, ইলেকট্রনিক্স, প্লাস্টিক ও ফ্যাশন অ্যাকসেসরিজসহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপের দেশগুলোতে।

বিনিয়োগে যুক্ত আছে অন্তত ১৫টি দেশ। কুমিল্লা ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, এখন পর্যন্ত ৬১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ২৭০ জন বিদেশি কর্মকর্তা এখানেই বাস করেন। ইপিজেডে ৪৬টি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাস্তবায়নাধীন রয়েছে আরও ৬টি প্রতিষ্ঠান। তবে সব প্লট বরাদ্দ হয়ে যাওয়ায় নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ নেই।

বিনিয়োগকারীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, বেপজা ও সরকারের সহযোগিতায় করোনা পরবর্তী সময়ে রপ্তানি বেড়েছে। বর্তমানে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে অনেকেই। তবে কুমিল্লা বিমানবন্দর চালু হলে বিদেশি ক্রেতাদের যাতায়াত সহজ হবে বলে জানান তারা।

বেপজার নির্বাহী পরিচালক আবদুল্লাহ আল মাহবুব বাসসকে বলেন, বর্তমানে বরাদ্দ দেওয়ার মতো প্লট খালি নেই। তবে যারা বর্তমানে কর্মরত আছেন এবং বিনিয়োগ করেছেন তারা নানাভাবে সম্প্রসারণ করছেন। ইতোমধ্যে বরাদ্দ নেয়া খালি অংশে তারা নতুন করে প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগ বাড়াচ্ছেন। ফলে কর্মসংস্থানও বাড়ছে। বিনিয়োগ খুব বেশি না বাড়লেও রপ্তানি ও কর্মসংস্থান বাড়বে বলে আশাবাদী বেপজার এই কর্মকর্তা।

ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের খুব কাছেই জাতীয় অর্থনীতির শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে জানান দিচ্ছে কুমিল্লা ইপিজেড। নতুন করে প্লট সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা যেমন বাড়বে তেমনি বাড়বে কর্মসংস্থান ও রপ্তানির সুযোগ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন রবিবার ॥ ৫ অক্টোবর ২০২৫

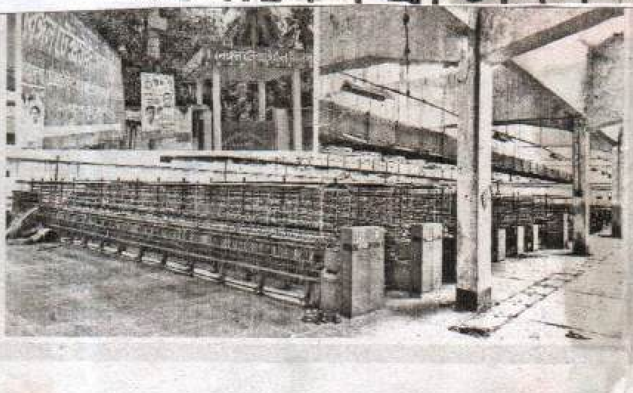

বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলস

নষ্ট হচ্ছে মেশিনারিজসহ শত শত কোটি টাকার সম্পদ

বন্ধ কারখানা বেকার সহস্রাধিক শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, যশোর

২২ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে যশোরের অভয়নগর উপজেলার রাষ্ট্রায়ত্ত বেঙ্গল টেক্সটাইল মিল। এতে বেকার হয়ে পড়েছেন মিলের সহস্রাধিক শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শত শত কোটি টাকার মেশিনারিজসহ মূল্যবান সম্পদ। একসময় কর্মচাঞ্চল্য আর কোলাহলপূর্ণ মিল এলাকাটিতে এখন সুনসান নীরবতা। সরেজমিন মিলটি ঘুরে দেখা যায়, পুরো এলাকাটি ঘাস-জঙ্গলে ঢেকে গেছে। কারখানা ও সংলগ্ন ভবনগুলোর দরজা-জানালা খুলে পড়ছে। বর্তমানে মিলটির অভ্যন্তরে ভুতুড়ে পরিবেশ দেখে বোঝাই যায় না যে, এক সময় এখানে উৎপাদিত উন্নতমানের সুতা দেশের বস্ত্রশিল্পের চাহিদার বড় একটি অংশ জোগান দিত। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৬২ সালে ব্যক্তি উদ্যোগে যশোর-খুলনা মহাসড়কের পাশে নওয়াপাড়ায় ১৬.৩২ একর জমির ওপর গড়ে তোলা হয় বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলস। ১৯৬৬ সালে মিলে উৎপাদন শুরু হয়। যেখানে উন্নতমানের সুতা উৎপাদন হতো। ১৯৭২ সালে মিলটি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। তবে লোকসানে পড়ায় এটি বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে মিলটি চালু রাখার অনুমোদন দেয় সরকার। পরে গোপাল চন্দ্র সাহা নামে এক ব্যবসায়ী ২ লাখ ১০ হাজার টাকা মাসিক ভাড়ায় মিলটি চালু করেন। কিন্তু ক্রমাগত লোকসানে তিনিও ২০২৩ সালের নভেম্বরে মিলটি বন্ধ করে দেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মিলটিতে থাকা মেশিনারিজের মেয়াদকাল বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। এগুলো এখন ব্যবহার অনুপযোগী। এসব মেশিনারিজের কার্যক্ষমতা কম, বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে, ফলে ডেমারেজও বেশি হচ্ছিল। এর বিপরীতে বর্তমানে অনেক আধুনিক মেশিনারিজ পাওয়া যায়। মিলটিতে বর্তমানে দুজন কর্মকর্তাসহ ২২ জন কর্মরত আছে। যারা দিন-হাজিরার ভিত্তিতে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করেন। মিলটিতে একসময় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন চানপদ। বর্তমানে বেকার জীবনযাপন করা চানপদ বলেন, মিল বন্ধ হওয়ার পর শ্রমিকদের বেশির ভাগই এলাকা ছেড়েছেন। মিলটি ঘাস, বন-জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে। মিলগেটের সামনে স্টেশনারি দোকানের মালিক আক্তার হোসেন বলেন, চালু থাকার সময় মিলগেটের সামনে রাস্তার পাশ দিয়ে মার্কেট গড়ে ওঠে। মিল বন্ধ হওয়ার পর তাদের ব্যবসাবাণিজ্য স্থবির হয়ে গেছে। স্থানীয় পীর মোহাম্মদ বলেন, একসময় রেকর্ড উৎপাদনের জন্য এই মিল রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিল। অথচ বন্ধ থাকায় মিলের জাপানি মেশিনারিজ সব নষ্ট হয়ে গেছে। পড়ে আছে বিশাল সম্পত্তি। মিলটি চালু করতে পারলে এলাকার মানুষের যেমন কর্মসংস্থান হবে, বস্ত্রশিল্পের সুতার চাহিদার বড় একটি অংশ এখান থেকে জোগান দেওয়া যাবে। নওয়াপাড়া পৌরসভার সাবেক কমিশনার শেখ আসাদুল্লাহ বলেন, যশোর-নওয়াপাড়া সড়কের গা ঘেঁষে ১৬.৩২ একরের মূল্যবান এ সম্পত্তিটি অব্যবহৃত পড়ে আছে।

প্রতি বছর প্রচুর সুতা আমদানি করতে হয়। সরকার টেক্সটাইল মিলটি চালুর উদ্যোগ নিলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় সম্ভব। বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলসের ব্যবস্থাপক (স্পিনিং) ও মিল ইনচার্জ মো. আতিকুর রহমান বলেন, ফের চালু করার ব্যাপারে বিটিএমসির চেয়ারম্যান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও জুট করপোরেশনের কর্মকর্তারা মিলটি পরিদর্শন করেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৫ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Friday 10 October 2025

নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধে প্রশাসক নিয়োগ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

নাসা গ্রুপের শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধে একজন প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও সরকারের যুগ্ম সচিব আরিফ আহমেদ খান।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম শাখা থেকে গত বুধবার ডিআইএফইর মহাপরিদর্শক আরিফ আহমেদ খানকে প্রশাসক পদে নিয়োগ করার অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক মামলায় আদালতের আদেশে এই প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ১৯৯০ সালে এলিফ্যান্ট রোডের ছোট কারখানা দিয়ে যাত্রা শুরু করা নাসা গ্রুপ দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাদের মোট শিল্পকারখানার সংখ্যা ৩৪। এসব কারখানায় কাজ করেন প্রায় ৩০ হাজার কর্মী। নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান আলোচিত ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম মজুমদার। বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ী গত বছরের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আত্মগোপনে চলে যান। তবে গত বছরের ১ অক্টোবর তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কয়েকটি দুর্নীতির মামলায় আসামি করা হয় তাকে। নজরুল ইসলাম মজুমদারের অনুপস্থিতিতে নাসার কারখানাগুলোয় অস্থিরতা শুরু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার ১ অক্টোবর ২০২৫

সুজানগরে নারী শ্রমিকরা মজুরিবৈষম্যের শিকার

■ সুজানগর (পাবনা) সংবাদদাতা

সুজানগরে নারী শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত মজুরিবৈষম্যের শিকার হচ্ছেন; কিন্তু তারপরও জীবনজীবিকার প্রয়োজনে তারা কাজ করে যাচ্ছেন।

উপজেলা শ্রমিক ঐক্য সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, সুজানগর পৌরসভাসহ উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে অন্তত ৮ হাজার নারী শ্রমিক রয়েছেন। ঐ সব শ্রমিক উপজেলার বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ, বাসাবাড়ি, ইটভাটা এবং রাস্তায় মাটি কাটার কাজ করেন। আর ঐ শ্রমিকদের বেশির ভাগই স্বামী পরিত্যক্তা এবং বিধবা। এছাড়া স্বামীর সংসারে অভাব-অনটনের কারণেও অনেকে কাজ করেন। তবে তারা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করলেও তাদের মজুরিবৈষম্যের শিকার হতে হয় বলে ভুক্তভোগী শ্রমিকরা অভিযোগ করেন। ছালমা খাতুন নামের একজন হোটেল শ্রমিক জানান, তারা সারা দিন পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করেন। তাছাড়া অনেক সময় পুরুষ শ্রমিক কাজে ফাঁকি দিলেও তারা যথারীতি কাজ করেন; কিন্তু মাস শেষে একজন পুরুষ শ্রমিক মজুরি পায় ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা, আর নারী শ্রমিকদের দেওয়া হয় মাত্র ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা। এ ব্যাপারে তাদের প্রতিবাদ করারও সুযোগ নেই। কারণ প্রতিবাদ করলেই বিনা নোটিশে কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয় বলে ইটভাটা শ্রমিক রাজিয়া খাতুন জানান। ফলে তারা নিরুপায় হয়ে দিনের পর দিন কম মজুরি নিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন।

শোভন কাজ

সমকাল

বৃহস্পতিবার । ৯ অক্টোবর ২০২৫

১ লাখ ৮৬ হাজার শ্রমিককে চশমা দিয়েছে ভিশন স্প্রিং

■ তবিবুর রহমান

অফিস বা কারখানায় কর্মীদের কাজের পরিমাণ এবং গুণমান কমে যাওয়া, অনুপস্থিতির হার বৃদ্ধি, বিশেষ করে সেলাইয়ের কাজের ক্ষেত্রে ভুল হওয়া, দুর্ঘটনা বৃদ্ধি ও উৎপাদন কমে যাওয়ার সঙ্গে কর্মীর দৃষ্টিশক্তির সরাসরি সম্পর্ক আছে। উৎপাদন হ্রাসসহ নিয়মিত ভুলভ্রান্তির কারণে অনেক সময় কর্মীর চাকরিও ঝুঁকির মুখে পড়ে। কেবল চোখ পরীক্ষার পর চশমা দিয়েই এসব কর্মীর কাজের সক্ষমতা বাড়ানো যায়।

ভারতের আসামের চা শ্রমিকের ওপর ২০১৮ সালে গ্লোবাল হেলথ কমিশনের বৈশ্বিক চক্ষু-স্বাস্থ্যবিষয়ক এক গবেষণা করে ভিশন স্প্রিং। তাতে দেখা যায়, চোখ পরীক্ষা করে চশমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মীদের উৎপাদন সক্ষমতা গড়ে ২২ শতাংশ বেড়েছে। ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে তা বেড়েছে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত। গবেষণার ফলাফল ২০২১ সালে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সাময়িকী দ্য ল্যানসেটে প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, কর্মীদের মাঝারি থেকে ভয়াবহ দৃষ্টিগত সমস্যার কারণে বছরে বিশ্বে উৎপাদনশীলতা হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ৪১১ বিলিয়ন ডলার বা ৫০ লাখ ৫৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশে পোশাক শ্রমিকদের নিয়ে এমন একটি গবেষণা চলমান। চোখ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চশমা নিয়ে কর্মীদের কাজের সক্ষমতা বাড়ল কিনা, সেটা দেখতেই এ গবেষণা চলছে। শিগগির এ গবেষণার ফল প্রকাশ করার কথা।

আজ বৃহস্পতিবার পালিত হচ্ছে বিশ্ব দৃষ্টি দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'আপনার চোখকে ভালোবাসুন'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রায় ২.২ বিলিয়ন মানুষ নিকট বা দূরদৃষ্টির সমস্যায় ভুগছে। ৩০ বছর বা তার বেশি বয়সী জনসংখ্যার ৪.৩ কোটিরও বেশি মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধ। দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের প্রায় ৮০ ভাগ কারণ প্রতিরোধযোগ্য বা চিকিৎসাযোগ্য। দৃষ্টিশক্তি সমস্যায় ভোগা মানুষের বেশির ভাগই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে বসবাস করেন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভিশন স্প্রিং পাঁচ লাখের বেশি শ্রমিকের চোখ পরীক্ষা করেছে। তারা এক লাখ ৮৬ হাজার শ্রমিককে চশমাও দিয়েছে। চশমা ব্যবহার করায় এই শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস ও কাজের সক্ষমতা বেড়েছে, যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

২০১৮ সাল থেকে 'স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন কর্মস্থল' শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত ও ভিয়েতনাম শ্রমিকের চোখের পরীক্ষা করছে ভিশন স্প্রিং। পরীক্ষা করা পাঁচ লাখ শ্রমিকের প্রায় চার লাখ কর্মীই বাংলাদেশের। এসব কর্মীর মধ্যে গড়ে ৩০ শতাংশের দৃষ্টিগত সমস্যা পাওয়া গেছে, যা প্রতিরোধযোগ্য। তাই স্বল্প মূল্যে চশমা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। দেশের ১৫০টি পোশাক কারখানায় কর্মীদের চোখের পরীক্ষা করা হয়েছে। ২০ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল এ কাজে যুক্ত।

ভিশন স্প্রিংয়ের রিসোর্স মোবিলাইজেশন লিড আশনা আফরোজ আহমেদ বলেন, বিশ্বে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের চশমা প্রয়োজন। সুঁইয়ে সুতা পরানো, কাপড়ে ত্রুটি খোঁজা, পাথর কাটা, চা পাতা তোলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দৃষ্টির সমস্যা নিয়ে কাজ করা কঠিন। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের শ্রমিকরা প্রতিদিন এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। চোখ পরীক্ষা করে চশমা ব্যবহার করলে মাথাব্যথা ও ক্লান্তি দূর হয়। এতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে, কাজের ভুল কম হয়।

> **বিশ্ব দৃষ্টি দিবস আজ**
>
> ৫ লাখ শ্রমিকের চোখের পরীক্ষা
>
> চশমা নেওয়ায় কর্মীদের কাজের গতি বেড়েছে
>
> চোখ পরীক্ষা করে চশমা ব্যবহার করলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে
>
> **আশনা আফরোজ আহমেদ**
> রিসোর্স মোবিলাইজেশন লিড

আশনা আফরোজ বলেন, একটি চশমা কর্মীর কাজের সময় বাঁচাবে, উন্নত কর্মদক্ষতা, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করবে এবং চাকরি সময় দীর্ঘ ও পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করবে। দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাবে। সূক্ষ্ম কাজ সহজ করে দেবে। এতে কর্মীদের কাজে আগ্রহ বাড়বে।

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. যাকিয়া সুলতানা নীলা বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে সেলাই মেশিনে কাজ করার কারণে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া সুতা থেকে বের হওয়া ছোট ছোট কণা চোখে গিয়ে সমস্যা তৈরি করে। বাসায় গিয়ে অনেকেই রাতে দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। অনেক কারখানায় আলো কম। ধুলো-দূষণের কারণে চোখে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব শ্রমিক চোখের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নন এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন না– গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। শুধু একটি চশমা এসব সমস্যা কমাতে বেশ কার্যকর।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক এটিএম শামসুদ্দিন সমকালকে বলেন, 'ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি আমার কারখানায় বছরে একবার সব কর্মীর চোখের পরীক্ষা করে থাকি। বিজিএমইএ থেকে এ উদ্যোগ নেওয়া উচিত। এতে শ্রমিকদের কাজের সক্ষমতা বাড়বে।'

বিজিএমইএর সভাপতি ও রাইজিং ফ্যাশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহমুদ হাসান খান বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কারখানা মালিক কর্মীদের চোখের পরীক্ষা করে থাকেন। বিজিএমইএ থেকে সার্বিকভাবে এমন উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ৯ অক্টোবর ২০২৫

বঙ্গোপসাগর থেকে ২৬ জেলেকে উদ্ধার নৌবাহিনীর

যুগান্তর প্রতিবেদন

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারসহ ২৬ জন জেলেকে উদ্ধার করেছেন নৌবাহিনীর সদস্যরা। মঙ্গলবার সাগরে টহল কার্যক্রমের সময় জেলেদের উদ্ধার করে নৌবাহিনীর জাহাজ 'বানৌজা শহীদ মহিবুল্লাহ'। বুধবার আইএসপিআর বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় 'মা ইলিশ সংরক্ষণ-২০২৫' অভিযানে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় প্রতিনিয়ত টহল কার্যক্রম পরিচালনা করছে নৌবাহিনী। এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার বঙ্গোপসাগরে টহল কার্যক্রমের সময় নৌবাহিনীর জাহাজ 'বানৌজা শহীদ মহিবুল্লাহ' ট্রলারসহ ২৬ জন জেলেকে উদ্ধার করে। 'এমভি তাজমিনুর রহমান' নামের মাছ ধরা ট্রলারটি ইঞ্জিন বিকল অবস্থায় কক্সবাজার বাতিঘরের প্রায় ২৭ নটিক্যাল মাইল দূর থেকে উদ্ধার করে নৌবাহিনীর জাহাজটি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ট্রলারটির গতিবিধি অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় নৌবাহিনীর জাহাজ ট্রলারটির কাছে অগ্রসর নৌসদস্যরা বিপদগ্রস্ত জেলেদের সংকেত দেখতে পায়। পরবর্তীতে নৌসদস্যরা অসহায় জেলেদের উদ্ধার করেন।

সংবাদ

Dhaka : Friday 10 October 2025

জয়পুরহাটে বধির শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের আত্ম-কর্মসংস্থানসহ ৭ দফা দাবী

প্রতিনিধি, জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে বধির শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা আত্ম-কর্মসংস্থান ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিতসহ ৭ দফা দাবী জানিয়েছে। এসব দাবীতে তারা গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় শহরের জিরো পয়েন্ট মসজিদ মার্কেটের সামনে অবস্থান কর্মসূচী করেছেন। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। জয়পুরহাট বধির সংঘ ও জাতীয় বধির ঐক্য পরিষদের যৌথ আয়োজনে এ কর্মসূচী করা হয়। এতে জয়পুরহাট বধির সংঘ ও জাতীয় বধির ঐক্য পরিষদের

সভাপতি হান্নান চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। এসময় সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আল আশিক, সদস্য রানাসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের ৭ দফা দাবিগুলো হলো- বধিরের সংস্থা ও সংগঠনের নামে একটি নিজস্ব কার্যালয় স্থাপনে স্থানীয় একখন্ড সরকারি ভূমি বরাদ্দ প্রদান; ভবঘুরে ও দরিদ্র বধির সদস্যদের জন্য আর্থ কর্ম সংস্থান পূর্ণবাসন আর্থিক সাহায্য ও আবাসন নির্মান প্রদান; সকল বধিরদের জন্য সামাজিক পূর্ন নিরাপত্তা ও সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করুন এবং আক্রান্ত ভুক্তভোগী সদস্যদের জন্য আইনগত সেবা প্রদান; ত্রাণ ও খাদ্য মন্ত্রনালয় হতে সামগ্রী বিতরন ও ভিজিএফ কার্ড ইস্যু এবং জিআর চাল বরাদ্দ প্রদান; সকল বধিরদের জন্য যাতায়াতের সুবিধার্থে লোকাল গণপরিবহন হাফ ভাড়া ব্যবস্থা গ্রহণ; সকল বধিরদের জন্য ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনে তফসিল ব্যাংক হতে সুদ মুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং জাতীয় বধির ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে আসন্ন ঢাকায় মহাসমাবেশে ১৫ দফা দাবি আদায়ে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রতি সমর্থন ও উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান।

NEW AGE
FRIDAY, OCTOBER 10, 2025,

Workers protest at CEPZ over alleged police harassment

Staff Correspondent ·
Chattogram

SEVERAL thousand workers of different factories under the Pacific Group at the Chattogram Export Processing Zone staged demonstration on Thursday, alleging harassment by the police in connection with a case filed over vandalising a police vehicle in 2024.

The authorities declared a one-day closure of the factories amid the agitation.

The workers later announced that they would resume work tomorrow following mediation by the Industrial Police.

Witnesses and officials said that the protest began at about 10:00am. Workers of Jeans 2000 Limited, which employs about 3,500 people, stopped work and came out of the factory. They gathered in front of the Bangladesh Export Processing Zones Authority office inside the CEPZ and started demonstrating.

As the protest continued, workers of other Pacific Group units, including Universal Jeans, Pacific Jeans and NHP Fashions, joined them.

A team of the EPZ police station, members of the Industrial Police, and army personnel reached the spot and tried to persuade the workers to return to their workplaces but failed.

At about 1:00pm, representatives of the workers held a meeting with officials of the Industrial Police and BEPZA. Following the meeting, the Pacific Group authorities declared a one-day closure of the factories. The workers left the BEPZA office area at about 3:30pm.

The workers said that they protested alleged police harassment over a case filed by the Industrial Police after a clash inside the CEPZ on January 5, 2024.

They alleged that Industrial Police members had recently started visiting workers' houses and attempting to detain some of them, spreading fear among workers.

Industrial Police-03 Chattogram superintendent of police Abdullah Al Mahmud denied the allegation of harassment.

He said, 'A case was filed over an attack on police and vandalising a police vehicle, which is under investigation. There was some misunderstanding. No worker has been arrested. Police visited some houses only to verify addresses as part of the investigation.'

He said that the police held talks with representatives from six groups of protesting workers.

'After we explained the matter, the workers understood and left peacefully at about 3:30pm,' he said.

Mahmud said that the Pacific Group authorities, in line with BEPZA regulations, had declared a one-day closure of the factories, but would reopen them tomorrow.

সিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস
কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১০ অক্টোবর ২০২৫। ২৫ আশ্বিন

পরিবহন শ্রমিকদের চক্ষু চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসেবা সংস্থা ভিশনস্প্রিং বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে পরিবহন শ্রমিকদের বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ও দৃষ্টি পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল রাজধানীর ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালে কার্যক্রম উদ্বোধন করেন সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস একটি নীরব সমস্যা, যা পরিবহন শ্রমিকদের নিরাপদ গাড়ি চালনা ও কর্মক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করেন। নিয়মিত চোখ পরীক্ষা ও সঠিক দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখা সম্ভব। পরিবহন শ্রমিকদের চোখের যত্ন নেওয়ার এই যৌথ উদ্যোগ তাদের পেশাগত নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভিশনস্প্রিংয়ের সহায়তায় আয়োজিত এই ক্যাম্পে প্রশিক্ষিত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও অপটোমেট্রিস্টরা শ্রমিকদের চোখ পরীক্ষা করেন। যাদের দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা শনাক্ত করা হয়, তাদের জন্য বিনামূল্যে প্রেসক্রিপশনসহ উপযুক্ত চশমা সরবরাহ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক নীলিমা আখতার (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব মো. সাইফুল আলম, ভিশনস্প্রিং বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিশা মাহজাবীন প্রমুখ।

প্রথম আলো • শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫,

কেরানীগঞ্জ

অটোরিকশাচালক হত্যায় গ্রেপ্তার ৪

ঢাকার কেরানীগঞ্জে নিখোঁজের এক দিন পর কাশবন থেকে অটোরিকশাচালক বাচ্চু মিয়ার (৬৫) হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন হৃদয় হোসেন (২১), মাহামুদুল ইসলাম (৩০), মো. সাহেদ (১৭) ও মো. নুরুল ইসলাম (৩৮)। গতকাল দুপুরে ঢাকা জেলা দক্ষিণ গোয়েন্দা পুলিশের ওসি সাইদুল ইসলামের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত মঙ্গলবার কেরানীগঞ্জের রোহিতপুর ইউনিয়নের সোনাকান্দা এলাকার সবুজছায়া আবাসিক প্রকল্পের অভ্যন্তরে কাশবন থেকে বাচ্চু মিয়ার লাশ উদ্ধার করা হয়। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায়। একপর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। পরে কেরানীগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাচ্চু মিয়ার অটোরিকশার ব্যাটারিসহ চারটি ব্যাটারি জব্দ করা হয়।

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ২৪ আশ্বিন ১৪৩২
: Thursday 9 October 2025

ঝালকাঠিতে মা ইলিশ ধরায় ১১ জেলের কারাদণ্ড

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

ইলিশ সংরক্ষনে ঝালকাঠির সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে সকাল থেকে মৎস্য বিভাগ ও প্রশাসনের অভিযান চলছে। এসময় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের দায়ে ১১ জেলেকে এক মাস করে কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত ২৪ ঘন্টায় অভিযান চালিয়ে ৩৭ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও তিন টি নৌকা জব্দ করেছে মৎস্য বিভাগ। সুগন্ধা ও বিষখালী নদীর ঝালকাঠি সদর, রাজাপুর ও নলছিটি উপজেলার ৮৫ কিলোমিটার এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে নদীতে জাল ফেলে পালিয়ে যায় জেলেরা। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত মৎস্য বিভাগ প্রশাসন পুলিশের সহযোগিতায় ৪টি মোবাইল টিম অভিযান পরিচালনা করছে।

জেলা মৎস কর্মকর্তা জানান, ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষনে সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ১১ জেলেকে আটকের পরে ১ মাস করে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩৭ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে।

NEW AGE

OCTOBER 11, 2025,

2 fishermen jailed for illegal hilsa fishing

Bangladesh Sangbad Sangstha · Patuakhali

A MOBILE court has sentenced two fishermen to 16 days' imprisonment each for catching Hilsa with electric nets, violating the government's official ban, in the Payra River in Dumki upazila of Patuakhali.

The sentence was handed down Friday morning at the office of the upazila nirbahi officer by executive magistrate Abuzar Md Ejazul Haque.

The convicts are Jamal Talukdar, 50, and Md Kausar Haoladar, 30, both from Jhatra village in Angaria union.

As the government-imposed national ban on Hilsa fishing is going on, a special team from the department of fisheries conducted a drive Thursday night in the Payra River near Baherchar.

During the drive, the two fishermen were found catching Hilsa fish using electric nets and were caught red-handed. A boat and a large quantity of electric nets used in the fishing were seized.

The arrested fishermen were produced before the mobile court at the UNO's office in the morning, where the sentence was handed over.

Officer-in-charge of Dumki police station Md Zakir Hossain said that preparations were underway to send the convicts to Patuakhali district jail.

বণিক বার্তা

শুক্রবার, অক্টোবর ১০, ২০২৫

১৬ জেলের কারাদণ্ড

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাজবাড়ীর পদ্মা নদীতে ইলিশ ধরার অপরাধে ১৬ জেলেকে আটকের পর ১৫ দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার রাত থেকে গতকাল ভোর পর্যন্ত পদ্মার বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে মৎস্য বিভাগ। এ সময় জব্দ করা হয় ৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও ৫ কেজি ইলিশ। ৪-২৫ অক্টোবর পর্যন্ত নদ-নদী ও সাগরে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। এ সময়ে ইলিশ ধরা, পরিবহন ও বিক্রি দণ্ডনীয় অপরাধ।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, রাজবাড়ী

যুগান্তর

রোববার ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২

লৌহজংয়ে পদ্মায় মা ইলিশ ধরায় ৪ জেলের কারাদণ্ড

লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

লৌহজংয়ে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনা করে ৪ জন জেলেকে আটক করেছে উপজেলা প্রশাসন। শুক্রবার মধ্যরাতে পদ্মা নদীতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালে নিষিদ্ধ সময়ে ইলিশ শিকার করার অপরাধে চার জেলেকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে প্রায় ১০ কেজি ইলিশ মাছ ও আনুমানিক ৪ লাখ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আটককৃতদের প্রত্যেককে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। জব্দকৃত মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ এবং জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মাসুদ পারভেজ। এ সময় উপজেলা প্রশাসন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও নৌ পুলিশ সদস্যরা যৌথভাবে অংশ নেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত পদ্মা নদীতে মা ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, মজুত ও বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মা ইলিশ সংরক্ষণে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

সময়ের আলো

রোববার। ১২ অক্টোবর ২০২৫

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান

দুই জেলায় ৪৮ জেলে আটক রাজবাড়ীতে ২৭ জনের জেল

● সময়ের আলো ডেস্ক

মা ইলিশ সংরক্ষণে কঠোর অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। নিয়মিত অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মাছ ধরায় জেলেদের আটক ও জেল-জরিমানা করা হচ্ছে। সরেজমিন খোঁজ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন দৈনিক সময়ের আলোর প্রতিনিধিরা।

চাঁদপুর : মা ইলিশ রক্ষায় ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরায় চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় টাস্কফোর্সের বিশেষ অভিযানে ২৪ জেলে আটক হয়েছেন। শুক্রবার রাত দেড়টা থেকে ভোর পর্যন্ত মেঘনা নদীতে বিশেষ টাস্কফোর্স এই অভিযান পরিচালনা করে। বাংলাদেশ নৌ-পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি প্রবীর কুমার রায় বলেন, সরকার ঘোষিত ২২ দিনব্যাপী মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফলভাবে বাস্তবায়নে নৌ-পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য মা ইলিশ রক্ষা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই ইলিশ সম্পদ নিশ্চিত করা।

মাদারীপুর : মাদারীপুরের শিবচরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকারের অপরাধে ২৪ জেলেকে আটক করেছে উপজেলা মৎস্য অফিসের অভিযানকারী দল। এর মধ্যে ১০ জনকে ১৬ দিন ও ১৪ জনকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত উপজেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরে অভিযানে জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং উদ্ধারকৃত ইলিশ দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়। শিবচর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে শুক্রবার রাত পর্যন্ত আমরা ২৪ জন জেলেকে আটক করেছি। শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এইচ. এম. ইবনে মিজান বলেন, আমরা প্রতিদিনই নদীতে অভিযান পরিচালনা করছি। কিছু অসাধু জেলে এখনও গোপনে ইলিশ শিকার করছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

> আমাদের লক্ষ্য মা ইলিশ রক্ষা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই ইলিশ সম্পদ নিশ্চিত করা

রাজবাড়ী : মা ইলিশ রক্ষা অভিযানের অংশ হিসেবে রাজবাড়ীতে গত এক সপ্তাহে অভিযান চালিয়ে ৫৮ লাখ ৪০ হাজার টাকার অবৈধ কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহবুব উল হক। জেলা মৎস্য বিভাগ জানায়, ১০ অক্টোবর বিকেল পর্যন্ত রাজবাড়ীতে পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে মোট ৫২টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অভিযানকালে ২ লাখ ৯৩ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ৫৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা। এ ছাড়া ২৭ জন জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বণিকবার্তা শনিবার, অক্টোবর ১১, ২০২৫

শ্রমবাজার সম্প্রসারণে ভিসা জটিলতা দূর করার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

যেকোনো ধরনের ভিসা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান জটিলতা দূর করায় মনোযোগ দেয়া হোক

দেশের নাগরিকদের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভিসা পাওয়া অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় কঠিন হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে পর্যটক, রোগী, কর্মজীবী—সব শ্রেণীর মানুষই ভিসা জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। বিদেশে গিয়ে অবৈধভাবে থেকে যাওয়ার প্রবণতা বা অবৈধ অভিবাসন, ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে আবেদন প্রভৃতি কারণে ভিসা রিজেকশন বাড়ছে বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। এছাড়া অনেক দেশের অভ্যন্তরীণ বা কূটনৈতিক নীতি-পরিকল্পনায় পরিবর্তনের কারণেও দেশের নাগরিকরা ভিসা পাচ্ছেন না। উদ্বেগের বিষয় হলো, দেশের মানুষের যেকোনো ধরনের ভিসা আবেদন বাতিলের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা ইস্যু কমে গেছে। কোথাও প্রক্রিয়া ধীরগতি, কোথাও অতিরিক্ত শর্ত, আবার কোথাও সরাসরি নিষেধাজ্ঞা। শিক্ষার্থী ভিসার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের নানা দেশে রিজেকশন হার বেড়ে গেছে; আগে যেখানে প্রায় ৩০ শতাংশ আবেদন অনুমোদন পেত, এখন প্রায় ৯৫ শতাংশই বাতিল হচ্ছে। ফলে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছেন, আর টিউশন ফি ফেরত না পাওয়ার অনিশ্চয়তায় পড়ছেন। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে পর্যটন ও চিকিৎসা ভিসার জন্য আবেদন করা মানুষও। বিশেষত গত বছরের ৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে টানাপড়েন শুরু হয়। এর প্রভাবে কয়েক মাস সব ধরনের ভিসা বন্ধ ছিল। বর্তমানে চিকিৎসা ভিসা সীমিতভাবে দেয়া হলেও পর্যটন ভিসা কার্যত বন্ধ। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ—থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া—আগে যেগুলো অন-অ্যারাইভাল ভিসা সুবিধা দিত, সেগুলোও বর্তমানে কঠোর শর্ত আরোপ করেছে। কারণ অতীতে বাংলাদেশ থেকে অনেকেই পর্যটক ভিসায় গিয়ে আর ফিরে আসেননি। তবে শ্রমবাজারের পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক।

বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর অন্তত ১০ লাখ মানুষ বিদেশে পাড়ি জমায়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো আয় দেশের অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তবে অনিয়ম, দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের অভিযোগ এনে প্রায়ই বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়া বন্ধের ঘোষণা দিচ্ছে জনশক্তি আমদানিকারক দেশগুলো। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, গত ১২ বছরে ওমান, বাহরাইন, ইরাক, লিবিয়া, সুদান, মিসর, রোমানিয়া, ব্রুনাই ও মালদ্বীপে বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া সিন্ডিকেট বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশী কর্মী নেয়া বন্ধ করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রমবাজার আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ না হলেও গত বছর জুলাই থেকেই ভিসা ইস্যু বন্ধ করে দিয়েছে দেশটি। অর্থাৎ এরই মধ্যে অনেকটাই সংকুচিত হয়ে এসেছে বৈদেশিক শ্রমবাজার। কেবল সৌদি আরবের শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ রয়ে গেছে। আবার ইউরোপের দেশগুলো, যেমন রোমানিয়া, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র নতুন গন্তব্য হিসেবে ওঠে এলেও এসব দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে না থাকায় ভিসা পাওয়া কঠিন। ফলে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে সব ধরনের ভিসা প্রাপ্তির জটিলতা কীভাবে দূর করা যায় সেদিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

সম্প্রতি বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভিসা জটিলতা দ্রুত নিরসনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কেননা অনেক দেশে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস না থাকায় ভিসা প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে। আবার অনেক অভিবাসনপ্রত্যাশীকে বর্তমানে নয়াদিল্লিতে গিয়ে ভিসার আবেদন করতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এ ধরনের প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা শ্রমবাজার সম্প্রসারণের পথে বড় বাধা। অথচ দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী আয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। রফতানি আয়ের পর রেমিট্যান্স বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম উৎস। অথচ বিশ্বের প্রতিযোগিতাপূর্ণ শ্রমবাজারগুলো ধীরে ধীরে নেপাল, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও আফ্রিকার দখলে চলে যাচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক শ্রমবাজার ধরে রাখতে চায়, তবে কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা অতি প্রয়োজনীয়। তবে কেবল শ্রমবাজার সম্প্রসারণেই না, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তির পুনরুদ্ধারেও সব ধরনের ভিসা জটিলতা দূর করতে সমমনোযোগ প্রয়োজন।

পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, হাতেগোনা কয়েকটি কারণেই মূলত ভিসা রিজেকশনের হার বেড়েছে। অবৈধ অভিবাসনের প্রবণতা, ভুয়া ও জাল কাগজপত্র, প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি এসব কারণে গন্তব্য দেশগুলো বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। আর সে কারণগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।

বিদ্যমান এসব সমস্যার সমাধান কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমে সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্য দেশের নাগরিকদের ভিসা দেয়ার ক্ষেত্রে একটি দেশ অভিবাসনের উৎস দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাসহ নানা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে। সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে কূটনৈতিক নীতি নেয় ও সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাই কূটনীতির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপরও জোর দিতে হবে। তবে সর্বাগ্রে জরুরি হলো, অবৈধ অভিবাসন ও ভুয়া নথির মাধ্যমে ভিসা আবেদনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষার্থী ও পর্যটক ভিসার ক্ষেত্রে দূতাবাস পর্যায়ে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে। এছাড়া পুরনো শ্রমবাজার খোলা ও নতুন শ্রমবাজার তৈরিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এজন্য অবশ্যই সরকারকে দক্ষ কর্মী তৈরি ও অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকেও নজর দিতে হবে। বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে রয়েছে। এর পর নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতায় প্রবেশ করবে। এ সময় বিশ্ববাজারে আমাদের অবস্থান ধরে রাখতে হলে কেবল গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য রফতানি নয়, বৈধ অভিবাসন ও দক্ষ কর্মী প্রেরণ নিশ্চিত করা দরকার। সবচেয়ে জরুরি হলো দেশের ভাবমূর্তির পুনরুদ্ধার। তাই ভিসা পেতে যেসব সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেগুলো সব গুরুত্বের সঙ্গে সমাধান করা হবে—সেটাই প্রত্যাশা।

NEWAGE

SATURDAY, OCTOBER 11, 2025,

Legal protection of informal labour a must

ANY democratic reform for the labour sector requires legal recognition of all workers. This has not been the case as the majority of the workers remain outside the legal purview. Experts in a discussion on labour rights in Dhaka on October 9 expressed concern about the lack of legal protection of informal labour. Of more than 7 crore people that are employed in Bangladesh, 85 per cent are vulnerable as they work in the informal sector, which lacks basic social and legal protection and employment benefits. Mostly rickshaw-pullers, day labourers, salespersons and people employed in farming, catering, transport and construction make up the informal sector work force. The workplace death reports of the Safety and Rights Society highlight that from 2017 to 2021, more than 700 deaths of construction workers occurred, predominantly caused by preventable accidents such as falls, electrocution, and suffocation. A Bangladesh Institute of Labour Studies study says that more than a half of the live-in household services workers have encountered some form of harassment at work. Workplace death and injury among child labourers is also commonplace.

Experts and labour rights activists also emphasised the worker right to unionise, their collective bargaining capacity and their right to assemble. There are around 8,000 trade unions and 100 collective bargaining agents, but they are generally ineffective in protecting worker interests because of policy bias towards employers and owners. Although the labour law stipulates that the sector-specific minimum wage review will be conducted every five years, it has never been initiated without the workers having taken to the streets. Even when a wage review board is constituted, workers have lacked true representation on the board. Workers in export processing zones are denied their rights to strike and to form unions. Several thousand workers of the Chattogram export processing zone took to the streets on October 9, protesting at the continuous police harassment over a case of vandalism filed in 2024. In September, an apparel worker was killed in a clash with law enforcers in the Uttara export processing zone in Nilphamari. In the apparel sector, union activities are allowed but are often conditional or limited because of factors such as bureaucratic hurdles, a weak enforcement of labour laws and employer interference. The interim government formed a labour reforms commission to improve labour rights, but the recommendations of the commission remain unimplemented.

It is high time that the government took steps to implement the commission's recommendations, which include comprehensive legal reforms aimed at ending the longstanding exclusion of informal, agricultural and household services workers from legal protection and establishing a national minimum wage board. In addition, the government should consider establishing an independent labour commission to monitor bodies responsible for protecting child rights and ensure that they perform their duties.

THE BUSINESS STANDARD

SATURDAY 11.10.2025

Customs suspects at least 12 garment exporters misused bond facility

- 12 exporters failed to account for bonded fabric
- Officials suspect bonded fabric sold in local market
- Estimated revenue loss of at least Tk28cr
- BTMA source says bond misuse rose 65% in last eight months

Illegal sales estimated at **$4.5b**, causing strain on local mills

TAX – BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Officials say audits ongoing, more irregularities likely to surface

Amid rising concerns over bond facility misuse, customs officials suspect 12 garment exporters of selling bonded fabrics in the local market after failing to account for duty-free imports under the scheme.

The Customs Intelligence and Investigation Directorate (CIID) has identified nine such garment exporters, while Customs Bond Commissionerate, Dhaka North, has flagged three others.

Officials from both agencies under the National Board of Revenue (NBR) said audits of other exporters are ongoing and more irregularities are expected to surface.

To promote exports, the government allows duty-free import of raw materials such as yarn and fabrics under the bond facility. These materials must be stored in designated warehouses and used only for producing export goods. Selling bonded fabrics locally requires taxes ranging from 45% to 89%.

Most export-oriented factories operate under bond licences, granting them duty-free import privileges.

However, local textile mill owners have long accused some bond-holding factories of diverting imported fabrics to the domestic market, undermining fair competition. A director of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), speaking on condition of anonymity, told TBS that fabric imports through bond misuse have risen by 65% in the past eight months.

Factories under scrutiny

Discrepancies in the nine factories flagged by CIID were uncovered through factory raids and cutting inspections conducted between mid-2024 and mid-2025. Legal action has already begun, officials said.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

at least 12 garment exporters misused bond facility

The list of the nine exporters has been sent to the NBR, a copy of which was obtained by TBS.

The nine factories under CIID investigation are Narayanganj-based B Brothers Garments, West Apparels, Pacific Sweaters, Abanti Colour Tex, RT Fashions, Piangka Fashion, Anam Garments in Ashulia, Knit Bazar in Tongi, and Anannaya Socks and Inners Industries in Tejgaon. RT Fashions and Abanti Colour Tex were found to have committed irregularities twice before.

An NBR official, requesting anonymity, confirmed the findings. "The concerned bond commissionerate offices have been instructed to take legal measures against the accused firms," the official said.

He added, "During field inspections and cutting supervision, we found discrepancies between the expected quantity of raw materials in warehouses and the actual stock or export records. In some cases, export evidence was completely missing."

The official further said they suspect duty-free fabrics were sold on the open market, causing estimated revenue losses of around Tk28 crore.

Cutting inspection means that Customs Bond officials visit the factory to physically inspect the fabrics and related materials before the factory starts cutting them for production.

Meanwhile, regarding the three factories identified by the Dhaka North commissionerate, Mia Md Abu Obaida, commissioner of the Customs Bond Commissionerate, told TBS, "Recently, during our raids, we discovered misuse of bonded facilities in three garment factories. Our operations to prevent such violations are ongoing."

What the accused say

Among the accused, West Apparels has been charged with misusing bond facilities worth Tk8.32 crore. The company allegedly sold 23,738kg of raw materials from an imported total of 27,480kg locally, causing the government to lose over Tk8.32 crore.

Moshiur Rahman Biplob, CEO of West Apparels, denied the allegation.

He said, "During the 2024 uprising, our production was inspected by the Customs Intelligence Office. The revenue officer could not visit the factory due to the situation. Despite that, we completed production and shipped the goods to the buyer by air, submitting all necessary documents as proof. The matter is now under hearing, and we hope to be cleared of the allegations."

Jashim Uddin, managing director of Anam Garments Limited, accused of failing to show raw materials worth Tk1.07 crore in its warehouse, also denied the charge. "Garments made from that fabric were shipped long ago, and we have already submitted all paperwork to the customs authority," he said.

Weak action against bond misuse

Textile mill owners argue that despite repeated appeals to the NBR, little has been done to curb misuse of bonded imports. They said they had informed the NBR chairman and other senior officials multiple times, but effective measures remained absent, leaving them frustrated.

Khorshed Alam, chairman of Little Star Spinning Mills, said that indifference from customs authorities and a 32% wastage allowance for knitwear exporters had led to large volumes of illegally imported yarn and fabrics being sold locally, making competition difficult for domestic mills.

He added that although the domestic apparel market is worth about $12 billion, local mills sell only $7.5 billion worth of yarn and fabrics annually. "The remaining $4.5 billion worth of materials are sold illegally, which is one of the main reasons local mills struggle to sell their yarn," he said.

NBR officials, however, maintained that operations to curb violations are ongoing. A senior official from the Dhaka South Bond Commissionerate said, "We are conducting audits and have not halted our activities."

Earlier on 28 August, NBR Chairman Abdur Rahman Khan warned that any company found selling bonded goods in the open market will have its bond licence immediately revoked.

দৈনিক ইত্তেফাক ৬ অক্টোবর ২০২৫

'শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সঠিক গতিতে নেই বাংলাদেশ'

■ রাবেয়া বেবী

হাতিরপুল থেকে কাটাবনে যাচ্ছে মেরাজের (১৫) অটোরিকশা। মেরাজ বাতাসের বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার যানকে, আস্তে চালাতে বললে উত্তর দেয় 'আমার রিকশা তো শক্তি দিয়ে চালানো লাগে না। আর সব সময় এই রাস্তা খালিও পাওয়া যায় না।' বয়সের কথা জানতে চাইলে জানায় '১৫/১৬ হবে।' 'কত দিন রিকশা চালাও' জানতে চাইলে জানায়—'এক বছর, এর আগে বাসে হেলপারের কাজ করতাম।' এই এলাকায় তার বয়সি আর কত অটোরিকশা চালক আছে—জানতে চাইলে সে জানায় তার চেয়ে ছোট বয়সের অনেকেই এখানে রিকশা চালায়।

পরিবহন খাতে শিশুশ্রমিক বাড়ার পর বাড়ছে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশুর সংখ্যাও। যদিও ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম মুক্ত করার কথা রয়েছে কিন্তু বিজ্ঞজনেরা মনে করেন ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সঠিক গতিতে নেই বাংলাদেশ। এমন বাস্তবতার মধ্যে আজ ৬ অক্টোবর 'শিশুর কথা বলব আজ, শিশুর জন্য করব কাজ' প্রতিপাদ্য করে পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশু দিবস।

কিছু পরিসংখ্যান : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) তথ্য মতে বর্তমানে (২০২২) দেশে মোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭ জনে দাঁড়িয়েছে। অথচ ২০১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৪ লাখ ৫০ হাজার ৩৬৯ জন। এসব শিশুর মধ্যে বর্তমানে ১০ লাখ ৬৮ হাজার ২১২ জন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের ৫-১৭ বছর বয়সি শিশুরা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ খাতে কাজ করছে।

বিজ্ঞজনেরা যা বলেন : ইনসিডিন বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক এ কে এম মাসুদ আলী বলেন, পরিবহন খাতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের নতুন দিক উন্মুক্ত করেছে অটোরিকশা। ঢাকা ও এর আশপাশে কত শিশু ঝুঁকিপূর্ণ এই শিশুশ্রমের সঙ্গে জড়িত আছে, আর এর ফলে কত দুর্ঘটনা ঘটছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। এই খাতে কোনো নজরদারিও নেই। ফলে দ্রুত বাড়ছে শিশুর সংখ্যা। মাসুদ আলী বলেন, করোনার কারণে বিশ্ব জুড়েই শিশুশ্রম প্রতিরোধ কার্যক্রম পিছিয়ে পড়ে। ২০২৫ সালের লক্ষ্য পূরণে সঠিক পথে কাজ হচ্ছে না। সঠিক কার্যক্রম এখনো গ্রহণ না করলে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমসহ যে কোনো শ্রম নির্মূল সম্ভব নয়। কলকারখানায় শিশুশ্রম নিযুক্ত কি না, তা দেখভালের দায়িত্ব কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের। যদিও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম নিযুক্ত আছে কি না, তা-ও তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে কিন্তু তারা তা করে না।

এ প্রসঙ্গে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম-মহাপরিচালক মোছা. জুলিয়া জেসমিন ইত্তেফাককে বলেন, অটোরিকশা তাদের আওতাভুক্ত নয়। তবে বাস-টেম্পো তাদের আওতায় থাকলেও নানা কারণে তারা পরিবহন খাত পরিদর্শন করতে পারেন না। তবে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন। এডুকো বাংলাদেশের চাইল্ড লেবার এলিমিনেশনের ব্যবস্থাপক আফজাল কবির খান বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে পরিবারগুলোকে শর্ত-সাপেক্ষে সামাজিক বেষ্টনীর আওতায় আনতে হবে। শিশুকে শ্রমে না দিলেই সে ভাতা পাবে। আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে এখনো একটি ধারণা আছে—গরিবের সন্তানের লেখাপড়ার কী দরকার। ছোটবেলা থেকে আয় করলেই ভালো। সে জায়গাতে সচেতনতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর করি, আইন করি কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন করি না।

দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এক বাণীতে শিশুর সার্বিক কল্যাণ কামনা করে বলেন, আজও দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, সহিংসতা ও বৈষম্যের মতো চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস। আর এ প্রয়াসের মাধ্যমেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমন্বিত উদ্যোগেই কেবল শিশুদের অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারী শিশুদের পরিবারকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আয়োজনে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।

প্রথম আলো •
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫

মুন্সিগঞ্জ

পদ্মায় ইলিশ ধরায় ১১ জেলের দণ্ড

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার পদ্মা নদীতে মা ইলিশ ধরার অপরাধে ১১ জেলেকে ১০ দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল ভোর ৬টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত উপজেলার বাঘড়ার চরসংলগ্ন পদ্মা নদীতে এ অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ইউএনও মো. মহিন উদ্দিন। তিনি বলেন, নিষিদ্ধ সময়ে ইলিশ মাছ ধরার অপরাধে এ কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ সময় নদীতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ কোটি ৫ লাখ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল এবং ১৭০টি ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়। জব্দ জাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয় এবং ইলিশ মাছ স্থানীয় তিনটি এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয়। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন তানজিমুল হাসান হাওলাদার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজাউল করিম, শ্রীনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গোলাম রাব্বানীসহ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

শোভন কাজ

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 12.10.2025

HEAT, HARDSHIP, AND HOPE

Rethinking worker welfare in a changing climate

TBS REPORT

Bangladesh Center for Workers Solidarity (BCWS) and The Business Standard organised a National Dialogue based on a research report on Just Transition and the Interplay between Climate Change, Labour Rights, and Gender in the Garment Industry. The study was conducted by Centre for Law and Development (CLAD) and commissioned by the Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS). Mohammad Golam Sarwar from CLAD led the study as a Principal Researcher, and Kalpona Akter from BCWS supervised the research. The research surveyed 1000 workers from 100 garment factories across five research locations -Dhaka, Ashulia, Gazipur, Narayanganj, and Chattogram and consulted with more than 100 stakeholders, including government, employers, brands, CSOs, and trade union leaders. The study reveals that Bangladesh's garment industry—that employs millions and drives the nation's export economy—is confronting mounting challenges linked to gender-based harassment, labour rights gaps, and the growing impact of climate change. Rising temperatures, unsafe working conditions, and climate-induced livelihood disruptions are putting immense pressure on workers, especially women, who form the backbone of the industry.

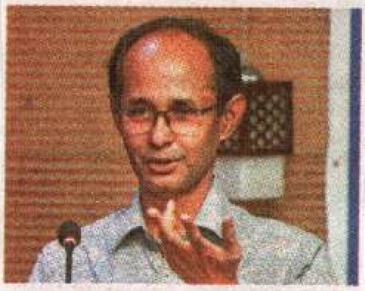

MAHFUZUR RAHMAN BHUIYAN
JOINT INSPECTOR GENERAL, DEPARTMENT OF INSPECTION FOR FACTORIES AND ESTABLISHMENTS (DIFE)

Our understanding highlights that Bangladesh's seven-and-a-half crore workers face immense challenges, such as low wages, unsafe working and living conditions, and climate risks; yet labour law enforcement barely reaches them. Universities rarely teach labour law in depth, and international "friendly labour" standards often fail to benefit workers.

Inspectors and authorities try, but limited resources make meaningful oversight difficult. Climate change worsens these struggles. Research like this is vital; it documents workers' realities and guides practical policies. Future studies must continue amplifying their voices and shaping action.

FAIZUL ISLAM
SENIOR PROGRAMME MANAGER – RESEARCH AND MEAL, CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (CED), BRAC UNIVERSITY

Workers in small factories often lack awareness about trade unions or climate issues, making their inclusion essential. Factories and brands have a responsibility to ensure safe and sustainable working conditions. Government and other stakeholders must implement effective policies, monitoring, and social safety measures.

Flooding, waterlogging, and rising temperatures impact workers' productivity and livelihoods. Without coordi-nated action and awareness, meaningful change is not possible. A collective effort is needed to build resilience, protect workers, and promote sustainable industrial growth.

KALPONA AKTER
EXECUTIVE DIRECTOR, BANGLADESH CENTER FOR WORKERS' SOLIDARITY (BCWS)

I want to share the voices of our worker brothers and sisters. Those in coastal and urban areas, earning low wages, are most vulnerable to climate change. They told us how floods, storms, extreme heat, and new illnesses affect their lives—without adequate rights or protections.

Many came to the city after losing farmland or taking loans to survive, and now work in low-paying jobs just to get by.

Our research seeks to highlight this "climate-labour nexus" and propose just, inclusive policies. Without centring workers' voices, no policy is truly effective.

It's time to ensure adaptation strategies are fair, resilient, and grounded in the realities of those most affected.

MOHAMMAD HATEM
PRESIDENT, BANGLADESH KNITWEAR MANUFACTURERS AND EXPORTERS ASSOCIATION (BKMEA)

As president of BKMEA, I have seen firsthand how Bangladesh's garment sector has undergone a profound transformation, especially in the decade since the Rana Plaza tragedy. What initially threatened our international reputation became a catalyst for resilience and reform.

Today, our industry leads the world in green, LEED-certified factories—not because global buyers demanded it, but because we ourselves took the initiative.

Of course, compliance and safety remain ongoing challenges, and at times regulations seem excessive or impractical.

Yet our determination is unwavering: to uphold fair labour rights, adapt to new realities, and strengthen collaboration between owners and workers. Transformation, for us, is a continuous process.

MOHAMMAD GOLAM SARWAR
PRINCIPAL RESEARCHER AND DIRECTOR OF CLAD

Visiting factories along our coastlines, I have seen how climate change hits our workers hardest. Extreme heat, floods, and unsafe water don't just reduce productivity, they threaten health and push families deeper into poverty. Low-wage and female workers, who contribute less than 0.5% to global emissions, bear the brunt with little support from employers or social safety nets.

Speaking with over 1,000 workers and 100 stakeholders, it's clear: our just transition policies must integrate labour rights, gender equity, and procedural justice. As a nation, we must ensure that adaptation strategies are fair, inclusive, and resilient—leaving no worker behind.

MONIR UDDIN SHAMIM
SENIOR MANAGER, ETHICAL TRADE INITIATIVE

My observation is that just transition should be seen holistically; not only

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

through a climate lens, but also in terms of social inclusion, worker agency, and local-level impacts. Vulnerable groups, including workers, need to be empowered as active agents of change, not just welfare recipients.

Participation must be meaningful, not tokenistic, and policies should address local realities, infrastructure, and economic preparedness.

Without building capacity across civil society, trade unions, and academia, global cli-mate justice negotiations risk failing to reflect the experiences and needs of the people they aim to serve.

MAHEEN SULTAN
SENIOR FELLOW, BRAC INSTITUTE OF GOVERNANCE & DEVELOPMENT (BIGD)

Climate change disproportionately affects vulnerable groups, yet social protection and insurance programmes remain limited. Funding often targets industries, but reaching citizens, especially workers, children, and local communities, is essential.

Local governments, municipalities, and unions should receive resources to address infrastructure, waterlogging, and housing challenges. Preventive measures like improving housing health conditions or managing ur-ban pollution could make a real difference.

Strengthening these recommendations in research and policy will ensure climate financing benefits people, not just industry.

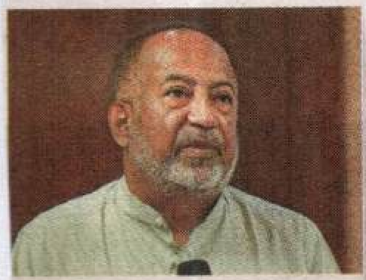

AKM NASIM
COUNTRY PROGRAMME DIRECTOR, SOLIDARITY CENTRE

I want to highlight a few critical points. Many workers may not fully understand the connection between cli-mate change and its impacts, such as rising heat or increased pests. Regarding heat stress, 98% of workers re-port extreme conditions at work.

Historically, factory rules required the provision of cold water, but recent amendments removed this obligation, despite rising temperatures. This change affects worker welfare and undermines just transition efforts.It is essential to ensure that worker safety, engagement, and adaptation measures are prioritised, with follow-up to make these protections effective in practice.

SALAUDDIN SWAPON
PRESIDENT, BANGLADESH REVOLUTIONARY GARMENT WORKERS FEDERATION (BRGWF)

Organised worker participation remains low, with only 7–8% unionised. For a just transition in the industry, workers' voices must be included in decision-making. Current green factory certifications focus on production processes but largely overlook worker engagement.

I recommend that any just transition framework explicitly ensure trade union presence and meaningful worker participation, so fair mechanisms are implemented. Including this in national-level recommendations will strengthen both worker rights and the credibility of sustainable industry initiatives.

TAHMINA RAHMAN
GENERAL SECRETARY, BANGLADESH APPAREL WORKERS FEDERATION (BAWF)

Real climate-conscious action begins with self-awareness. Are we reducing single-use plastics and managing waste responsibly? Litter clogs drainage, worsens flooding, and damages homes, especially for vulnerable communities. Beyond policies, awareness and accountability must start with each of us.

Workers and citizens alike need to understand climate change and just transitions. Before advocating for broader systemic change, we must model responsible behaviour, ensuring streets, drainage, and communities reflect sustainable practices.

Only through collective responsibility, everyday actions, and community engagement can we protect lives, min-imise environmental harm, and create meaningful, lasting climate impact.

AHSAN HABIB BULBUL
GENERAL SECRETARY, SOMAJTANTRIK SROMIK FRONT

I want to emphasise transparency in climate fund usage, ensuring it effectively supports displaced workers and vulnerable communities. Trade unions need clarity on their role in promoting sustainable and responsible busi-ness practices, particularly where decisions depend on buyers or employers.

Worker challenges, such as limited access to clean water, heat stress, and the reproductive burdens faced by women, require targeted interventions. Local-level support through municipalities and unions is essential to improve living conditions and infrastructure.

Strengthening these areas will enhance inclusivity, practical impact, and advocacy effectiveness, ensuring cli-mate and labour initiatives truly reach those who need them most.

MD SHARIF HOSSAIN
SENIOR JOINT SECRETARY, BANGLADESH KNITWEAR MANUFACTURERS AND EXPORTERS ASSOCIATION (BKMEA)

Addressing climate change requires coordinated action from factory owners, workers, the government, and buyers. The 2024 minimum wage of Tk7,000 should be reconsidered, as rising rent and living costs limit the intended benefits for workers.

BKMEA is actively promoting sustainable practices, including zero discharge of hazardous chemicals, water conservation, and green factories. Additionally, initiatives in reskilling, upskilling, and gender sensitivity are underway. Collaborative efforts across all stakeholders are essential to ensure sustainable growth, worker wel-fare, and strengthen Bangladesh's global position in the garment industry.

SHAH ABDUL TARIQUE
REPRESENTATIVE, DEPARTMENT OF LABOUR (DOL)

I believe the issues raised here reflect real and growing challenges caused by climate change. However, for any policy or initiative to be effective, it must connect directly with the people who are suffering most. Too often, these discussions take place in conference halls, far from those realities.

Without accountability and practical engagement, even well-intended policies will fail to deliver real impact. We must focus on dialogue at the grassroots level to ensure that our efforts truly reach and benefit workers and vulnerable communities.

MD AKTER HOSSAIN
CHAIRMAN, CRISIS MANAGEMENT, GAZIPUR ZONE, BGMEA

I believe the garment industry's just transition must align with fair labour laws and climate resilience. Many factories are trying to reuse natural water and practise rain harvesting, but policy and financial support from the government are vital. Establishing central ETPs in key industrial zones like Gazipur, Ashulia, and Nara-yanganj would reduce pollution and costs.

Local governments must also ensure better worker living conditions, as industries and workers pay taxes yet receive little benefit. Collaboration can make real change possible.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

MOHAMMAD NAZRUL ISLAM
DEPUTY DIRECTOR, BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES (BILS)

During the rainy season, Ashulia's worker colonies often remain submerged in knee-deep water, creating se-vere waterlogging. This hardship is beyond description. The spread of insects has also become alarming. At the same time, erratic weather affects local markets immediately, pushing up prices of essentials and worsening the suffering of low-income workers.

Groundwater levels are also falling rapidly due to climate change. However, it is encouraging that the word worker has been included for the first time in our Nationally Determined Contribution (NDC) 3.0.

RASHEDUL ALAM RAJU
GENERAL SECRETARY, BANGLADESH INDEPENDENT GARMENT WORKERS UNION FEDERATION (BIGUF)

I find the work very timely and important. It is especially commendable that the research covered five different areas including Dhaka, Narayanganj, and Ashulia; each with its own context and community dynamics. The re-port highlights that 42% of workers are unaware of the trade union's role, which is a significant issue globally. Worker participation, especially of women, remains limited in decision-making.

Additionally, specifying which stakeholders among the 100 included brands, buyers, and civil society represent-atives were involved would have made the scope of the report even clearer and more impactful.

KEY RECOMMENDATIONS

1. Just transition in the context of labour rights should be fair, equitable, and justice oriented.
2. Labour law should be reformed to address climate-induced workers' vulnerabilities and challenges.
3. Implement responsible business conduct and ensure strict compliance with obligations under national labour laws and international labour standards.
4. Advocate for strengthening trade union rights by reducing union registration thresholds.
5. Implement living wage standards and ensure fair compensation, accounting for climate impacts.

সমকাল সোমবার । ৬ অক্টোবর ২০২৫

স্কুল নয়, হাজারো শিশুর শৈশব কাটে শ্রমিক হয়ে

বিশ্ব শিশু দিবস আজ

■ সমকাল প্রতিবেদক

চৌদ্দ বছরের মো. সোহেল গাজীপুর শহরের একটি হোটেলে কাজ করে। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চা পরিবেশন, থালাবাসন ধোয়া, ঝাড়ু দেওয়া– এগুলো তার প্রতিদিনের রুটিন। ক্লান্ত মুখে সে বলে, 'খাওয়া পাই, থাকবার জায়গা পাই, তাতেই তো ভাগ্য। স্কুলে যাইনি, এখন তো সময় নাই।'

তবে তার স্বপ্ন আছে, একদিন নিজের একটা হোটেল হবে। কিন্তু এই স্বপ্নের আড়ালে লুকিয়ে আছে শৈশব হারানোর কষ্ট।

আজ সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশুর কথা বলব আজ, শিশুর জন্য করব কাজ।' কিন্তু সোহেল কিংবা তার মতো হাজারো শিশুর জীবনের বাস্তবতা এ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলে না। এই শিশুদের যখন থাকার কথা ক্লাসরুমে, এখন তারা আছে হোটেলের রান্নাঘর, গাড়ির গ্যারেজ কিংবা কারখানার উত্তপ্ত পরিবেশে। দারিদ্র্য, পারিবারিক ভাঙন এবং নগর জীবনের কঠোর বাস্তবতা তাদের শৈশব কেড়ে নিয়েছে।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল এক বাণীতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, শিশুদের হাসিখুশি মুখই নতুন বাংলাদেশের আশার প্রতীক। তাদের স্বপ্ন ও সৃজনশীলতা দিয়ে গড়ে উঠবে আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। আমাদের অঙ্গীকার হোক প্রতিটি শিশুর জন্য নিরাপদ শৈশব, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা।

২০২৪ সালে মার্চে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭। তাদের মধ্যে ১০ লাখ ৭০ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। বয়স অনুসারে ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১২ লাখ এবং ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী ২৩ লাখ। সেবা খাতে (হোটেল, দোকান, বাসাবাড়ি) ৪২ শতাংশ, উৎপাদন ও কারখানায় ৩১ শতাংশ, কৃষি ও ইটভাটা ১৯ শতাংশ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ (রাস্তা, বর্জ্য সংগ্রহ, নির্মাণ) ৮ শতাংশে শিশু কাজ করে। দেশে এখনও 'শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০২১' কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়নি।

সেভ দ্য চিলড্রেনের তথ্য অনুযায়ী শুধু ঢাকা শহরেই প্রায় ছয় লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত। ইউনিসেফের তথ্য হচ্ছে, প্রায় ৫০ লাখ শিশু শিক্ষার বাইরে।

কালের কণ্ঠ বুধবার । ৮ অক্টোবর ২০২৫

কমে গেছে জাহাজ নির্মাণ বেকার অসংখ্য শ্রমিক

নেছারাবাদ ডকইয়ার্ড শিল্প

■ করোনা মহামারির পর থেকেই থমকে যায় জাহাজশিল্পের চাকা

অহিদুজ্জামান, আঞ্চলিক (পিরোজপুর) ▷

নেছারাবাদে একসময়ের ব্যস্ততম নৌযান নির্মাণ কেন্দ্রগুলোতে এখন নীরবতা। ছোট-বড় মিলিয়ে ৩০টি ডকইয়ার্ডের মধ্যে গত দুই বছরে বন্ধ হয়ে গেছে অন্তত সাতটি। বন্ধ হয়ে যাওয়া এই ডকইয়ার্ডগুলোর সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে হাজারো শ্রমিকের স্বপ্ন। কর্মহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় আড়াই হাজার দক্ষ শ্রমিক। সংকটে রয়েছে বাকি ডকইয়ার্ডগুলোও।

বরিশাল-ঢাকা নৌ রুটের ২৭ কিলোমিটার উজানে অবস্থিত নেছারাবাদ উপজেলার দুই পাশে বয়ে চলেছে সন্ধ্যা নদী। নদী ঘেঁষেই গড়ে ওঠে ছারছিনা, নান্দুহার, কালীবাড়ি, বালিহারী, মাগুরাসহ আশপাশের গ্রামগুলোর ডকইয়ার্ডগুলো। ৩৫ বছর আগে বরছাকাঠির আবদুল বারেক ও রুস্তম আলীর হাত ধরে যাত্রা শুরু হয় এই শিল্পের। তখন থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে প্রায় ৩০টিরও বেশি ডকইয়ার্ড। এই ডকইয়ার্ডগুলোতে বছরে তৈরি হতো প্রায় ২০০টি নৌযান। মেরামত করা হতো আরো দেড় থেকে দুই হাজার নৌযান। এখানে ৫০ লাখ থেকে শুরু করে ১০ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজ নির্মাণ হতো, যার মধ্যে ছিল লঞ্চ, উন্নতমানের ট্রলার ও বড় আকারের কার্গো জাহাজ। ২০০ থেকে ২৫০ ফুট দীর্ঘ নৌযান নির্মাণে সময় লাগত প্রায় ৯-১০ মাস। তবে করোনাভাইরাস মহামারির পর থেকেই হঠাৎ থমকে যায় এই শিল্পের চাকা। মহামারির পর থেকে নৌযান নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দাম কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, কয়েকটি ডকইয়ার্ডে কমপক্ষে ৫০ থেকে ১০০ জন শ্রমিকের জায়গায় কাজ করছেন মাত্র ২০ থেকে ২৫ জন। বিশাল আকারের জাহাজ নির্মাণের জায়গাগুলো খালি পড়ে আছে। আগের মতো লোহার শব্দ নেই।

ডকইয়ার্ডের ব্যবসায়ীরা জানান, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিকল্পিত উদ্যোগ না থাকলে এই শিল্প পুরোপুরি বিলুপ্তির পথে যাবে।

জাহাজ মালিকরা বলেছেন, 'করোনার পরে বিদেশি জাহাজ এখন আর বাংলাদেশে আসে না। এ কারণে আমরা জাহাজের কাঁচামাল এবং পুরাতন জাহাজের মাল পাচ্ছি না।'

নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জাহিদুল ইসলাম জানান, ডকইয়ার্ড শিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের নিয়ে গত বছরের জুন মাসের মাঝামাঝিতে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলাম। উপজেলা প্রশাসন সব সময় তাঁদের খোঁজখবর রাখছে।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 12.10.2025

Loopholes in Bangladesh's labour laws demand immediate reform

Barrister Md Anwar Hossen
Advocate

Nearly two decades after the Bangladesh Labour Act was passed, millions of workers remain excluded from its protection. With weak enforcement, slow justice, and outdated definitions, experts warn that reforming the law is no longer optional—it's urgent

Despite decades of economic growth and the resilience of its workforce, Bangladesh still struggles with outdated and insufficient labour laws that leave millions of workers vulnerable. While the country pushes towards its goal of becoming a developed nation by 2041, its legal protections for workers remain alarmingly weak, especially when compared to those in countries like the UK and India.

The Bangladesh Labour Act of 2006 was introduced to unify and modernise previous labour regulations. Yet nearly two decades later, it still excludes a vast majority of the workforce. Over 85% of workers—including those in domestic work, gig platforms, agriculture, and informal sectors—are not covered under this law.

These workers often lack written contracts, safety protections, and access to any formal complaint system. Even those covered face barriers. For example, to form a union in any factory or enterprise, 20% of the workforce must participate—a number that is often difficult to reach in sectors like ready-made garments, where fear of retaliation is common.

Although the law promises rights like maternity leave, workplace safety, and anti-harassment protections, the reality on the ground tells a different story. Many pregnant workers lose their jobs, and most factories do not have Internal Complaints Committees, which are legally required to address workplace harassment.

Vulnerable groups, including women, religious minorities, people with disabilities, and transgender workers, often remain excluded from any policy consideration. Internationally, Bangladesh still hasn't ratified key International Labour Organization (ILO) conventions such as C155 on occupational safety, C1 on working hours, and C189 on domestic workers, signalling a significant gap between its global commitments and national laws.

A major report published in 2025 by the Labour Law Reform Commission suggested introducing a universal definition of "worker" to include all types of employment (formal and informal) along with a digital ID system and central registration database. Yet enforcement remains weak. The Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) lacks the manpower and independence needed to hold employers accountable. In Export Processing Zones (EPZs), where union activity is heavily restricted, spontaneous inspections are rare, and reports of corruption are not uncommon.

Only 5.1% of Bangladesh's workforce is unionised, leaving millions without any collective bargaining power or voice at the workplace. In most factories, fear of retaliation still silences attempts to organise.

Justice is often out of reach for workers. As of mid 2025, more than 20,000 labour-related cases were pending across the country's 13 labour courts and the appellate tribunal. Shockingly, as of April 2025, 13,402 of these cases have been pending for more than six months, despite legal deadlines requiring resolution within 60 to 150 days.

Bangladesh's enforcement mechanisms are also poorly balanced. Court orders are often ignored, there's no independent labour ombudsman, and labour inspectors face little accountability. Meanwhile, devastating tragedies like the Tazreen factory fire and Rana Plaza collapse serve as harsh reminders of the cost of inaction. More than a decade later, many factories, especially subcontractors still underpay, overwork, and operate outside safety audit systems.

To close the gap between legal rights and reality, Bangladesh must implement bold reforms.

First, redefine "worker" to include all sectors, supported by a digital ID system. Second, lower the union registration threshold and extend rights to unionise to management and EPZ workers. Third, expand the number of labour courts, hire more judges, and introduce digital systems for faster resolution. Fourth, make workplace safety real by requiring safety committees and clear enforcement. Fifth, establish an independent labour ombudsman and regularly audit enforcement agencies. Sixth, form a permanent Minimum Wage Commission to align wages with inflation and extend social protections like pensions and healthcare. Lastly, ratify missing ILO conventions and align local laws with international standards.

Bangladesh can also reduce workplace conflict by adopting alternative dispute

সমকাল সোমবার। ৬ অক্টোবর ২০২৫

সংস্কারের সঙ্গে কর্মসংস্থানও প্রয়োজন

হাসান মামুন

অর্থনীতি

কাঁচামরিচের দাম কেন লাফিয়ে বেড়েছিল, সেটি অনেকেরই জানা। দুর্গাপূজার ছুটি শেষে ভারত থেকে এর আমদানি শুরুর খবর রয়েছে। দেশে উৎপাদিত কাঁচামরিচের সরবরাহ কম থাকলেও আমদানি করে এর বাজার শান্ত করতে বেগ পেতে হবে না। এমন সংকটে অপর প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে কাঁচামরিচ আনা গেলে দাম কিন্তু অতটা বাড়ত না। তাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কারণেই আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য বিঘ্নিত। এখান থেকে রপ্তানিও ব্যাহত। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কাঁচামরিচ আমদানিতে কোনো জটিলতা নেই। পূজার সময় কিছু ইলিশও ভারতে রপ্তানি হয়েছে। তবে স্থানীয় বাজারে দাম বেশি বলে অনুমোদিত পরিমাণের অল্পই করা গেছে রপ্তানি। মিয়ানমার থেকে আসা ইলিশই সম্ভবত বেশি কিনতে হয়েছে ভারতীয়দের।

অতিশয় দামি মাছ ইলিশ না খেলেও চলে। কিন্তু কাঁচামরিচ কিনতেই হয়। বাঙালির রান্নায় ধনেপাতাও অপরিহার্য। হালে ধনেপাতার দামও বেড়েছিল। বৃষ্টি-বাদলের সময় প্রায় প্রতিবার এমন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। তবে আবহাওয়া বিভাগ বলছে, গেল সেপ্টেম্বরে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে দেশে। হালে বৃষ্টিপাত অবশ্য বেড়েছে। চলতি মাসে ঘূর্ণিঝড়ের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি বন্যা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এখন আমন ধান রয়েছে মাঠে। কৃষক মোটামুটি স্বস্তিতেই আছে এ ফসল নিয়ে। এদিকে চালের বাজার চড়া। সব রকম চালের দামই 'উচ্চস্তরে স্থিতিশীল' বলে বর্ণিত হচ্ছে। আমরা আমনের ভালো ফলন ও সফল উত্তোলনের অপেক্ষায় থাকব। আশা করব, প্রতিকূল আবহাওয়ায় কার্যক্রমটি বিঘ্নিত হবে না। মা ইলিশ রক্ষার চেষ্টায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা চলাকালে জেলেদের জোগানো হচ্ছে চাল। এমন আরও কিছু সুরক্ষা কর্মসূচি সরকারকে পরিচালনা করতে হয়। সে জন্য বিপুল পরিমাণ চাল সংগ্রহ করতে হয় সরকারকে। মাঝেমধ্যে আমদানিও করতে হয়। আমন উত্তোলন মৌসুমে যথারীতি এটি সংগ্রহের কর্মসূচি নেবে সরকার। আমরা আশা করব, তাতে ধান-চালের ভালো দাম পাবে কৃষক। উৎপাদিত পণ্যের লাভজনক দাম কৃষক পান না বলে অভিযোগ রয়েছে। তাতে কৃষি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে অনেকের মধ্যে। কৃষিজমির অন্য ধরনের ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। একরপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিই এর সমাধান নয়। উৎপাদন বৃদ্ধির একটা মাত্রা রয়েছে। চালের দাম অব্যাহতভাবে বাড়ার পেছনে এর উৎপাদন কমে যাওয়াটাও দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। হালে চাল আমদানির প্রবণতাও লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা'র গৌরব ছিল।

মূল কিছু খাদ্যশস্যের মধ্যে গম আমদানি করতে হয় অনেক বেশি। আটা-ময়দার ওপর নির্ভরতা বাড়ছে সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে। ওএমএসে চালের সঙ্গে কম দামে জোগানো হচ্ছে আটা। রাজশাহী শহরে এ কর্মসূচি থেকে চাল-আটা কিনতে গিয়ে মানুষজন মধ্যরাত থেকে লাইনে দাঁড়ানোর খবর 'ভাইরাল' হয়েছে। মানুষ কতটা সংকটগ্রস্ত হলে ভর্তুকি দামে চাল-আটা পেতে এভাবে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়! এর মধ্যে টিসিবির ট্রাক সেল বন্ধের খবর বেদনাদায়ক। সরকারের পক্ষে সারাবছর এ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া নাকি অসম্ভব। তার তহবিল সংকটের কথা শোনা যায়। সরকারি খাতের বিপুল জনবল পুষতেও নাকি হিমশিম খাচ্ছে সরকার। এর মধ্যে তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা জোগানোর কার্যক্রম কিন্তু চলমান। নতুন পে কমিশনের ঘোষণাও এসে গেছে। চলমান 'মূল্যস্ফীতি সমন্বয়' করতেই এসব উদ্যোগ বটে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতে থাকা বিপুলসংখ্যক নিম্ন আয়ের মানুষের স্বার্থ কি উপেক্ষা করা যাবে? গত এক-দেড় বছরে দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির বড় অবনতি হয়েছে বলে সরকারি তথ্য-উপাত্তেই জানা যাচ্ছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেন হয়েছিল, তা সবারই কমবেশি জানা। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে অনেক প্রত্যাশার জন্ম হয়েছে, সন্দেহ নেই। নতুন করে কিছু সংকটও দেখা দিয়েছে। চলমান সংকট আবার হয়েছে ঘনীভূত। গণঅভ্যুত্থানের ধাক্কায় শিল্পসহ অনেক খাতে দেখা দিয়েছে শ্লথগতি কিংবা স্থবিরতা। এক-একটি প্রশ্নবিদ্ধ শিল্প গ্রুপ থেকে হাজার হাজার কর্মী দ্রুত কাজ হারিয়েছে। বেক্সিমকো ও নাসা গ্রুপের কাজ হারানো প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কথা এখানে বলা যায়। তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধেও অন্তর্বর্তী সরকারকে নিতে হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। বন্ধ কারখানা চালুর উদ্যোগও লক্ষণীয়।

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে জাতীয়ভাবে প্রায় ২১ লাখ লোক কাজ হারানোর তথ্য রয়েছে। তাদের ৮৫ শতাংশই নাকি নারী। পরবর্তী সময়ে এ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়েছে বলে মনে করার কারণ নেই। প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক থেকেও কাজ হারানোর ঘটনা কম নয়। দেড়শর বেশি কারখানা বন্ধের খবর দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট খাত থেকেই। যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কনীতিতে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় ক্রয়াদেশ বাড়ছে অবশ্য। এর সুফল নিতে সরকারকেও খাতটির প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখতে হবে।

মূল্যস্ফীতি যে হারে কমে আসার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন নতুন গভর্নর, বাস্তবে তেমনটি ঘটছে না। এটি কমে আবার বেড়ে যাওয়ার ঘটনাও রয়েছে। হালে আলু ও পেঁপে বাদে সব ধরনের সবজির দাম যেভাবে বেড়েছে, তাতে মূল্যস্ফীতি নতুন করে বাড়বে। শীতকালীন সবজি বাজারে না আসা পর্যন্ত দাম কমবে বলে মনে হয় না। এদিকে, ইলিশ রক্ষা কার্যক্রমে নদী থেকে অন্যান্য মাছ আহরণ কমলে এ সময়ে মাছের

জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেন হয়েছিল, তা সবারই কমবেশি জানা। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে অনেক প্রত্যাশার জন্ম হয়েছে, সন্দেহ নেই। নতুন করে কিছু সংকটও দেখা দিয়েছে। চলমান সংকট আবার হয়েছে ঘনীভূত। গণঅভ্যুত্থানের ধাক্কায় শিল্পসহ অনেক খাতে দেখা দিয়েছে শ্লথগতি কিংবা স্থবিরতা। এক-একটি শিল্প গ্রুপ থেকে হাজার হাজার কর্মী দ্রুত কাজ হারিয়েছে। বেক্সিমকো ও নাসা গ্রুপের কাজ হারানো প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কথা এখানে বলা যায়।

দামও বাড়তির দিকে থাকবে।

'গরিবের মাছ' বলে বিবেচিত পাঙাশের উৎপাদন কমে আসার খবর মিলেছিল মাঝে। কেন এমনটা ঘটছে, সেদিকে নজর দেওয়া জরুরি। চাষের মাছ আর খামারের মুরগি ও ডিমের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা ক্রমে বাড়ছে। 'দেশি' মাছ-মুরগি তো ইলিশের মতো উচ্চ আয়ের মানুষের জন্য বরাদ্দ। এগুলো কিনতে না পেরে অভিযোগ করতেও ভুলেছে সাধারণ মানুষ। গোমাংসও তাদের নাগালের বাইরে। তারা চায়, চাষের মাছ আর খামারের মুরগির দামটা নাগালে থাকুক।

চায়, বছরজুড়ে না হলেও সংকটের সময় ট্রাক সেলসহ সব খাদ্য সুরক্ষা কর্মসূচি চলুক। জরুরি এ কাজে রাষ্ট্রীয় তহবিলের সংকট না হোক।

টিসিবির কার্যক্রমে সাবান, ডিটারজেন্ট ও চা পাতার মতো পণ্য যোগ করার পরিকল্পনা নাকি রয়েছে। খেয়াল করতে হবে, নিম্ন মধ্যবিত্তেরও একাংশ এসে দাঁড়াচ্ছে টিসিবির লাইনে। ভোজ্যতেল, ডাল, চিনি অবশ্য সব শ্রেণির মানুষেরই প্রয়োজন। হালে ভোজ্যতেল সয়াবিনের দাম আরও বাড়ানোর চেষ্টা রয়েছে ব্যবসায়ীদের দিক থেকে। বিশ্ববাজারে এসবের দাম কমলেও সরকার তাদের ঠেকাতে পারে না, এটি হলো ভোক্তাদের অভিজ্ঞতা। সে ক্ষেত্রে ভর্তুকি দামে ভোজ্যতেল, চিনি ইত্যাদি প্রাপ্তিই ভরসা। ভালো সমাধান অবশ্য বিনিয়োগ বাড়িয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। আর অগ্রগতিটা ধরে রাখা। নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে; আবার কাজ হারাচ্ছে মানুষ– এটি তো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। কোনো যুক্তিতেই এটি দীর্ঘদিন টেনে নেওয়া যাবে না। 'মৌলিক সংস্কার' প্রয়োজন বৈকি। কর্মসংস্থানও প্রয়োজন। গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ সুপ্রশস্ত করে সেটি করা গেলে মূল্যস্ফীতি মোকাবিলাও সহজ হবে।

■ হাসান মামুন: সাংবাদিক, কলাম লেখক

সময়ের আলো | সোমবার। ৬ অক্টোবর ২০২৫।

নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা

গার্মেন্টস শিল্পের অদৃশ্য সংকট

শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ পদক্ষেপ প্রয়োজন। সরকারকে শ্রম আইন শক্তিশালী করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। শ্রমিক অধিকার রক্ষার জন্য নিয়মিত মনিটরিং ও অডিট জরুরি। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। তারা যেন নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করতে পারে যে শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষা পাচ্ছে। নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানে কেবল জীবনমান রক্ষা নয়, এটি দেশের অর্থনীতিকে স্থায়ী ও সুস্থ রাখতেও সহায়ক। গার্মেন্ট শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির 'হৃদয়', কিন্তু সেই হৃদয়কে সুস্থ রাখতে হলে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং অধিকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প দেশের অর্থনীতির অগ্রণী খাত। এটি শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি নয়, দেশের লাখ লাখ নারীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়। তবে এই শিল্প খাতে কাজ করা নারী শ্রমিকদের জীবন নিরাপদ নয়। ঘর এবং কর্মক্ষেত্র–উভয় জায়গাতেই তারা শারীরিক, মানসিক এবং যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এই দিকটি প্রায়শই অদৃশ্য থাকে, অথচ এটি তাদের জীবনমান ও উৎপাদনশীলতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

সম্প্রতি আইসিডিডিআরবি ঢাকার মহাখালী ক্যাম্পাসে গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডার সহায়তায় পরিচালিত কোহর্ট গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, গত দুই বছরে কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের মানসিক সহিংসতার হার ৪৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫ শতাংশে। এই ঊর্ধ্বগতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, শ্রমিকদের মানসিক নিরাপত্তা নিয়ে অবহেলা ক্রমেই বাড়ছে। উদ্বেগজনক হলো, সহিংসতার শিকার নারীরা সাধারণত সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেন।

গবেষণার শুরুতে ৩৫ শতাংশ নারী পরিবার বা বন্ধুদের কাছে সহায়তা চাইতেন, কিন্তু দুই বছর পরে এটি কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২১ শতাংশে। এটি নির্দেশ করে যে, সহিংসতার শিকার নারীরা নিরাপত্তাহীনতা, লজ্জা বা সামাজিক চাপের কারণে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে সাহায্য নিতে সাহস পান না।

কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার ঘটনায় কর্তৃপক্ষকে জানানোও সীমিত। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজনই কর্তৃপক্ষকে সহিংসতার অভিযোগ জানান এবং দুই বছর পরও এই চিত্রে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, শুধু আইন বা নীতিমালা থাকা যথেষ্ট নয়; বাস্তবায়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিই মূল চাবিকাঠি।

শুধু মানসিক ও শারীরিক সহিংসতা নয়, নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাও উদ্বেগজনক। জরিপে দেখা গেছে, কর্মরত নারীরা যেখানে কাজ করছেন, শুধুমাত্র ২২ শতাংশ কারখানায় স্যানিটারি প্যাড পাওয়া যায় এবং মাত্র ১৪ শতাংশ কারখানায় পরিবার-পরিকল্পনাসামগ্রী সরবরাহের তথ্য আছে। স্বাস্থ্যসেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগ সীমিত থাকায় নারীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, যা তাদের উৎপাদনশীলতা ও জীবনমানকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।

এ ছাড়া, গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারী শ্রমিকরা প্রায়ই ঘরেও সহিংসতার শিকার হন। গত এক বছরে স্বামী বা পরিবারের পক্ষ থেকে সহিংসতার হার অনেক বেশি। ঘরে সহিংসতার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে মানসিক ও শারীরিক চাপ তাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা সৃষ্টি করছে। একদিকে পরিবার ও সমাজের চাপ, অন্যদিকে কাজের পরিবেশের চাপ–এটি নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। মানসিক সহিংসতা যেমন উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও হতাশার সৃষ্টি করে, তেমনি এটি তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, রাষ্ট্র এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে না। শ্রম আইন এবং শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বিধান থাকা সত্ত্বেও কার্যকর নজরদারি না থাকা, অভিযোগ দমন এবং সহায়তার সীমাবদ্ধতা নারী শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন করছে। এটি একটি চরম দুর্বলতা এবং তা শিল্প খাতের স্থায়িত্ব ও মানকে প্রভাবিত করছে।

নারীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনীতির স্থায়িত্বের জন্যও অপরিহার্য। যখন নারী শ্রমিকরা মানসিক ও শারীরিকভাবে নিরাপদ থাকেন, তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে নিরাপত্তাহীন ও স্বাস্থ্যহীন অবস্থায় কাজ করলে তা শিল্প খাতের মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব শুধুই উৎপাদন নয়; তাদের অবশ্যই শ্রমিকদের অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

সমাধানের জন্য কিছু প্রস্তাবনা জরুরি। প্রথমত প্রতিটি কারখানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে নারী শ্রমিকরা নিরাপদভাবে সহিংসতার ঘটনা জানাতে পারে। দ্বিতীয়ত মানসিক স্বাস্থ্য এবং সহিংসতা মোকাবিলায় কাউন্সেলিং সেবা, শ্রমিক কল্যাণ অফিস, অভ্যন্তরীণ কমিটি স্থাপন করা উচিত। তৃতীয়ত স্বাস্থ্যসেবা প্রসারিত করতে হবে–স্যানিটারি প্যাড, পরিবার-পরিকল্পনাসামগ্রী এবং প্রজনন স্বাস্থ্য পরামর্শ সহজলভ্য করতে হবে।

চতুর্থত পরিবার ও সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে নারীরা ঘরেও সহিংসতার শিকার না হন এবং সহায়তা চাইতে সাহস পান।

সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার যৌথ পদক্ষেপ প্রয়োজন। সরকারকে শ্রম আইন শক্তিশালী করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। শ্রমিক অধিকার রক্ষার জন্য নিয়মিত মনিটরিং ও অডিট জরুরি। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। তারা যেন নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করতে পারে যে শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষা পাচ্ছে।

নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানে কেবল জীবনমান রক্ষা নয়, এটি দেশের অর্থনীতিকে স্থায়ী ও সুস্থ রাখতেও সহায়ক। গার্মেন্ট শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির 'হৃদয়', কিন্তু সেই হৃদয়কে সুস্থ রাখতে হলে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং অধিকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা মানে সমগ্র খাতের এবং দেশের–ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে ফেলা।

সর্বশেষে বলা যায়, নারী শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষা না করা শুধু মানবিক নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও বিপজ্জনক।

সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ–তিন পক্ষের যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া এটি সম্ভব নয়। নারী শ্রমিকদের সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে হলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে, অভিযোগ জানানোর নিরাপত্তা দিতে হবে এবং মানসিক ও শারীরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখনই সময় এই সংকট মোকাবিলার, নয়তো আমরা শিল্প খাতের মূল চালিকাশক্তিকে হারাতে বসব।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৮ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Monday 13 October 2025

দুমকিতে মা-ইলিশ শিকারের দায়ে দুই জেলেকে সশ্রম কারাদণ্ড

প্রতিনিধি, দুমকি (পটুয়াখালী)

দুমকিতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ শিকারের দায়ে দুই জেলেকে একমাস করে সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত কাল রোবার সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবুজর মো. এজাজুল হক এ দন্ডাদেশ দেন। দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠি ইউনিয়নের নারাঙ্গল গ্রামের নূর মোহাম্মদ হাওলাদারের ছেলে সোহাগ হাওলাদার (৩২) এবং একই গ্রামের বাবুল হাওলাদারের ছেলে মো. সোহাগ হাওলাদার (২৪)। পুলিশ জানায়, রবিবার সকাল ৬টার দিকে উপজেলার পাতাবুনিয়া-পান্ডব নদীর মোহনায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারেন্ট জালে মা-ইলিশ শিকার করছিলো তারা।

এ সময় মৎস্য বিভাগের অভিযান টিম তাদের হাতেনাতে আটক করে। অভিযানকালে জেলেদ্বয়ের ব্যবহৃত একটি নৌকা ও পাঁচ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। জব্দকৃত নৌকা ভেঙ্গে ও জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

রোববার সকালে আটক দুজনকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে হাজির করা হলে ভ্রাম্যমাণ আদালত উভয়কে এক মাস করে সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে।

দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দন্ডপ্রাপ্ত আসামিদের পটুয়াখালী জেলা কারাগারে প্রেরণের কার্যক্রম চলছে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫,

কারখানা করে এখন বিপাকে

অর্থনৈতিক অঞ্চল ১

জামালপুর

এই অর্থনৈতিক অঞ্চল গত ৯ বছরে পুরোপুরি চালু হয়নি। একটিমাত্র কারখানা উৎপাদনে গেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে কারখানাটি এখন ধুঁকছে।

আব্দুল আজিজ, *জামালপুর*

> কারখানার চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। যতটুকু বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে, তা-ও নিরবচ্ছিন্ন নয়। অনেক সময় কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। যেভাবে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট চলছে, তা আমাদের যন্ত্রপাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
>
> **মাহমুদুল ইসলাম**, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা, ফারভেন্ট মাল্টিবোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

৯ বছর আগে বিশাল প্রত্যাশা নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও জামালপুরের অর্থনৈতিক অঞ্চল এখনো চালু হয়নি। বিশাল এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠা এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের অধিকাংশ প্লট এখনো খালি পড়ে আছে। হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো নির্মাণে ব্যস্ত। অর্থনৈতিক অঞ্চলটি পুরোপুরি চালু না হওয়ায় উৎপাদনে যাওয়া একমাত্র প্রতিষ্ঠানটি চরম বিপাকে পড়েছে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার খবরে ৯ বছর আগে স্থানীয় বাসিন্দারা যতটা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, এখন ততটাই হতাশ তাঁরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পাঁচ মাস আগে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত কারখানায় উৎপাদন শুরু করে ফারভেন্ট মাল্টিবোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজ; কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতির কারণে প্রতিষ্ঠানটি পুরোদমে উৎপাদনে যেতে পারছে না। ঘন ঘন লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজের কারণে কারখানার যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। বিদুৎ-বিভ্রাটে এরই মধ্যে আগুন লাগার ঘটনাও ঘটছে প্রতিষ্ঠানটিতে। যার ফলে বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতি হয় তাদের।

ফারভেন্ট মাল্টিবোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও উন্নত যোগাযোগ-সুবিধার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন। এই সুবিধার আশায় বেজা থেকে জমি বরাদ্দ নিয়ে কারখানা স্থাপন ও দ্রুত উৎপাদন শুরু করেছি; কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুৎ-সংকটের কারণে কারখানার উৎপাদন ও সামগ্রিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তা-ও নিরবচ্ছিন্ন নয়। ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে।

ফারভেন্ট মাল্টিবোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মাহমুদুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কারখানার চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। যতটুকু বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে, তা-ও নিরবচ্ছিন্ন নয়। অনেক সময় কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ-বিভ্রাট আমাদের মূল্যবান যন্ত্রপাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এরই মধ্যে বিদ্যুৎবিভ্রাটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও ঘটেছে। সার্বিক পরিস্থিতিতে কারখানার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।'

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, বিশাল এলাকাজুড়ে গড়ে ওঠা এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভেতরে এক ধরনের নীরবতা। হাতেগোনা কয়েকটি কারখানার নির্মাণকাজ চলছে। এর বাইরে বেশির ভাগ জমি পতিত পড়ে আছে। ফাঁকা এসব জায়গায় গবাদিপশুর বিচরণ। অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোও ভাঙাচোরা। নেই আলাদা কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থা। ফলে বহিরাগত লোকজন অবাধে চলাফেরা করছে।

কয়েকজন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দা জানান, এই অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে শুরুতে এলাকার মানুষের মধ্যে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল সেটি এখন আর নেই। কারণ, এই এলাকায় অনেক শিল্পকারখানা হবে, স্থানীয় বাসিন্দাদের তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে—এমন আশা ছিল তাঁদের। কিন্তু ৯ বছরে সেই আশা পূরণ হয়নি। এ কারণে স্থানীয় লোকজন চরম হতাশ।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রধান ফটকের সামনের দোকানদার মো. নাসির *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সরকার যখন এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের ঘোষণা দিয়েছিল, তখন আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, জামালপুরে সুদিন ফিরবে; কিন্তু এখন দেখছি, এই অর্থনৈতিক অঞ্চল একটি ভুতুড়ে এলাকায় পরিণত হয়েছে। শুধু কিছু সাইনবোর্ড আছে। কাজ নেই, কলকারখানা নেই।'

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলের উপপরিচালক (ডিডি) দুর্জয় রায় পলাশের কার্যালয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। পরে তাঁর সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হয়। বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বক্তব্য না দিয়ে এই প্রতিবেদকের কাছে জানতে চান—আপনার কাছে কেউ কি এসব বিষয়ে অভিযোগ করেছেন।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে জামালপুর সদর উপজেলার দিগপাইত এলাকায় ৪৩৬ দশমিক ৯২ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চলটির নির্মাণ শুরু করা হয়। ৩৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে অঞ্চলটি নির্মাণ করা হয়। তবে এখনো কিছু কাজ চলমান।

এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে এ পর্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠান জমি কিনেছে, তার মধ্যে রয়েছে ফারভেন্ট মাল্টিবোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সিঙ্কেন ফেব্রিকস, বায়োজিন, রিলায়েন্স সলিউশনস, এল জেড অ্যাপারেলস, মিনমেটাল বিডি, ফুকালার ফিউচার, বিটাক বাংলাদেশ, কিনবো ইন্ডাস্ট্রিজ, কিউ সেলসিয়াস, পিপিএস প্লাস্টিক, স্টেপ মিডিয়া, রেসাসকেমি বাংলাদেশ, সুইফট সিলড বাংলাদেশ, এমএজেড টেক্সটাইল, বিটিসিএল ও নেহাল ইন্ডাস্ট্রিজসহ ২২টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শুধু ফারভেন্ট মাল্টিবোর্ড ইন্ডাস্ট্রিজ আংশিক উৎপাদন শুরু করেছে। আর রেসাসকেমি বাংলাদেশ, রিলায়েন্স সলিউশনস, এম এ জেড টেক্সটাইল, মিনমেটাল বিডি, ফুকালার ফিউচার, সুইফট সিলড বাংলাদেশ, বিটাক বাংলাদেশ, এল জেড অ্যাপারেলস ও বিটিসিএল কারখানার নির্মাণকাজ শুরু করেছে।

সুইফট সিলড বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. শরিফ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের কারখানার নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। এখন যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে। একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ ও গ্যাস। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ পেয়েছি। তবে এখনো গ্যাস-সংযোগ পায়নি। গ্যাসের বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের অন্ধকারে আছি।'

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে জামালপুরের অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিচালক আবু হেলাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের জন্য প্রতিনিয়ত আমরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। দ্রুত এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের কারখানাগুলো চালু হোক—এটাই আমাদের চাওয়া।

কালের কণ্ঠ । মঙ্গলবার । ৭ অক্টোবর ২০২৫

পোশাক খাতে স্বচ্ছতা বাড়াতে বিজিএমইএ-ডিবিপির অংশীদারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের তৈরি পোশাকশিল্পে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াতে ডিজিটাল ব্রিজ পার্টনারসের (ডিবিপি) সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিতে আবদ্ধ হয়েছে বিজিএমইএ।

এই অংশীদারির মূল লক্ষ্য হলো 'ডিজিটাল ফ্যাক্টরি পাসপোর্ট (উঋচ)' নামের একটি এআইনির্ভর ইএসজি (পরিবেশগত, সামাজিক ও সুশাসন) কমপ্লায়েন্স ফ্রেমওয়ার্ক চালু করা। এই ব্যবস্থাটি দেশের পোশাক খাতে স্বচ্ছতা ও টেকসই উন্নয়নকে নতুন মাত্রা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত রবিবার উত্তরার বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সভায় এই অংশীদারির ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি বা বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, পরিচালক ফয়সাল সামাদ, নাফিস-উদ-দৌলা, মজুমদার আরিফুর রহমান ও মোহাম্মদ সোহেল। ডিজিটাল ব্রিজ পার্টনারসের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নাবিল চৌধুরী এবং হায়দার আনওয়ার।

সমকাল
মঙ্গলবার । ৭ অক্টোবর ২০২৫

শোভন পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি চামড়াশিল্পে

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশের চামড়াশিল্পে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। গতকাল সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে চ্যানেল আই কার্যালয়ে 'বিল্ডিং এ সাসটেইনেবল লেদার সেক্টর ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় ওশি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়ন ও সলিডার সুইসের কারিগরি সহযোগিতায় আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, চামড়া শিল্পে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, চাকরির নিশ্চয়তা, পেশাগত নিরাপত্তা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার ও মালিকপক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু।

ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ওশি ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপারসন ড. এসএম মোর্শেদ। বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের পরিচালক নাজমা ইয়াসমিন, সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদা বেগম এবং ওশি ফাউন্ডেশনের পরিচালক আলম হোসেন। বক্তারা সাত সুপারিশ তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে– সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অবিলম্বে বাস্তবায়ন, পৃথক টিসিসি গঠন, চামড়া শিল্পকে ইপিজেডের আওতায় আনার বিষয়ে অংশীজনের মতামত গ্রহণ।

ইত্তেফাক
বুধবার
২৩ আশ্বিন ১৪৩২, ৮ অক্টোবর ২০২৫

জাতীয় পেনশন স্কিমে মুনাফা ১১.৬১ শতাংশ, বাড়ল সর্বোচ্চ জমার হার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জাতীয় পেনশন স্কিমে জমাকৃত অর্থের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মুনাফার পরিমাণ ১৬ কোটি ৩৩ লাখ ৪ হাজার ২৩ টাকা। এতে সর্বোচ্চ মুনাফাপ্রাপ্তির হার ১১.৬১ শতাংশ। একই সঙ্গে সুরক্ষা স্কিমে সর্বোচ্চ জমার হার ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করেছে সরকার। গত সোমবার বাংলাদেশ সচিবালয়ে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের তৃতীয় সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে পেনশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অর্থ বিভাগের সচিবসহ পেনশন পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, জাতীয় পেনশন স্কিমে গত ৩০ জুন পর্যন্ত সর্বমোট ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৯৮৭ জন চাঁদাদাতার মাসিক চাঁদা এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রারম্ভিক স্থিতিসহ মোট জমাকৃত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮৭ কোটি ৯৭ লাখ ৯০ হাজার ৫৪ টাকা।

জমাকৃত অর্থের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুনাফার পরিমান ১৬ কোটি ৩৩ লাখ ৪ হাজার ২৩ টাকা। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় বিনিয়োগ সময়কালের ভিত্তিতে হিস্যা অনুযায়ী প্রাপ্য বিনিয়োগ মুনাফা বিনিয়োগকারীদের পেনশন হিসেবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চাঁদাদাতারা তাদের পেনশন আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ দেখতে পারবেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রাপ্তির হার ১১.৬১ শতাংশ।

সুরক্ষা স্কিমে চাঁদার হার বৃদ্ধিকরণ : সুরক্ষা স্কিমটি স্বনিযুক্তদের জন্য। স্বনিযুক্ত ক্যাটাগরিতে যেমন নিম্নআয়ের লোক রয়েছেন, তেমনি উচ্চআয়ের লোকও রয়েছেন। এ স্কিমে বর্তমানে সর্বোচ্চ চাঁদার হার ৫ হাজার টাকা। উচ্চআয়ের স্বনিযুক্ত নাগরিকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রগতি পেনশন স্কিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরক্ষা স্কিমে সর্বোচ্চ জমার হার ১৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করার বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

•আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের পেনশন স্কিমে সম্পৃক্তকরণ : অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০২৫-এর আওতায় আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের জন্য সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। আউটসোর্সিং সেবাকর্মীরা প্রগতি স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রগতি স্কিমের সর্বনিম্ন মাসিক চাঁদার হার ১০০০ টাকা হলেও আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের জন্য সহনীয় করার লক্ষ্যে শুধু আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের জন্য প্রগতি স্কিমে সর্বনিম্ন মাসিক চাঁদার হার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সামর্থ্য থাকলে সেবাকর্মীরা উচ্চতর শ্রেণহোল্ডে অংশ নিতে পারবেন। আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের এ স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য মাসিক চাঁদার পুরোটাই সেবাকর্মী বহন করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো অবদান থাকবে না।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ইসলামিক ভার্সন চালুকরণ : সভায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ইসলামিক ভার্সন চালুকরণ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করা হয়। এ সংক্রান্ত সর্বোত্তম অনুশীলনসমূহ পর্যালোচনা করে ধারণাপত্র তৈরির কাজ সম্পন্ন করে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ইসলামিক ভার্সন চালুর উদ্যোগ নেওয়ার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩১ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Thursday 16 October 2025

গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকাণ্ড: প্রশ্নবিদ্ধ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ঢাকার মিরপুরে একটি পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১৬ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অনেক শ্রমিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। কারখানার পাশে অবস্থিত একটি রাসায়নিক গুদামেও আগুন ধরে গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। এই ঘটনা দেশের শিল্প-কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থার গভীর সংকট ও অবহেলার একটি নজির।

অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের স্বজনদের প্রতি আমরা জানাই গভীর সমবেদনা। এই ঘটনায় আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন সেই কামনা করি। যেসব শ্রমিক এখনো নিখোঁজ আছেন তাদের সন্ধান মিলবে বলে আশা করি।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বেশ কয়েকটি বিষয় উদ্বেগজনকভাবে সামনে এসেছে। সংশ্লিষ্ট কারখানার ছাদের দরজা তালাবদ্ধ থাকায় শ্রমিকরা নিরাপদে বের হতে পারেননি। এ কারণে প্রাণহানির ঘটনা বেড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কারখানার পাশের রাসায়নিক গুদামে বিস্ফোরণ ও বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে শ্রমিকরা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এতে উদ্ধার কার্যক্রম আরও কঠিন হয়ে পড়ে। রাসায়নিক গুদামটির অনুমোদন নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

পোশাক শিল্প দেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে লাখো শ্রমিকের জীবিকা। তবে বারবার অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধস, বা অন্যান্য দুর্ঘটনার ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই শিল্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল।

২০১২ সালের তাজরীন ফ্যাশনের অগ্নিকাণ্ড এবং ২০১৩ সালের রানা প্লাজার ধসের পর নিরাপত্তা সংস্কারের নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। মিরপুরের এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই সংস্কারগুলো এখনও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। সেখানেও দেখা গেল অপর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আর তালাবদ্ধ দরজা।

কেন বারবার একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে সেটা আমরা জানতে চাইব। এজন্য দায়ী কারা, দায়ীদের জবাবদিহি কি নিশ্চিত করা হচ্ছে? রাসায়নিক গুদামের মতো স্পর্শকাতর স্থাপনার অনুমোদন এবং নিয়মিত পরিদর্শনের বিষয়ে কঠোর নজরদারি কি করা হয়?

এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সকল পোশাক কারখানা ও সংলগ্ন স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি নির্গমন পথ, এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। রাসায়নিক গুদামের মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনার জন্য কঠোর নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন জরুরি। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। তদন্তে দায়ীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে; যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অবহেলা রোধ করা যায়।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫,

পরিবেশবান্ধব সনদ পেল আরও ৫ কারখানা

নতুন করে আরও পাঁচটি তৈরি পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে। এতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে পরিবেশবান্ধব সনদ পাওয়া কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬৮। পরিবেশবান্ধব সনদ পাওয়া নতুন কারখানাগুলো হচ্ছে সাভারের পাকিজা নিট কম্পোজিট, টঙ্গী বিসিকের ফ্যাশন প্লাস, ঢাকা ইপিজেডের গাভা প্রাইভেট লিমিটেড, চট্টগ্রামের ভিজুয়াল নিটওয়্যারস ও টালিসম্যান পারফরম্যান্স লিমিটেড। যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) থেকে এই পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে পাঁচটি কারখানা। নতুন সনদ পাওয়া পাঁচ কারখানার মধ্যে তিনটি লিড প্লাটিনাম আর দুটি লিড গোল্ড পেয়েছে। প্লাটিনাম সনদ পেয়েছে পাকিজা নিট কম্পোজিট, ফ্যাশন প্লাস ও গাভা প্রাইভেট লিমিটেড। অন্যদিকে ভিজুয়াল নিটওয়্যারস ও টালিসম্যান পারফরম্যান্স লিমিটেড পেয়েছে লিড গোল্ড সনদ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৩ আশ্বিন ১৪৩২, ৮ অক্টোবর ২০২৫

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বেড়েছে, কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়েছে

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে জরুরি সংস্কার প্রয়োজন ● চলতি অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪.৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। সেই সঙ্গে সংস্থাটি বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য বেড়েছে, কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়েছে। দুর্বল কর সংগ্রহ, উচ্চতর ভর্তুকি এবং ঋণ পরিশোধ বেড়ে যাওয়ার কারণে বাজেট ঘাটতি বেড়েছে। চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে জরুরি ও সময়োপযোগী সংস্কারের প্রয়োজন। গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট শীর্ষক প্রতিবেদনে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে গতকাল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের বিভাগীয় পরিচালক জঁ পেম।

বিশ্বব্যাংক বলছে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ব্যবসায় খরচ বেশি হওয়ায় এ দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বেশ কম। এখনো অর্থনীতিতে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ আছে। চ্যালেঞ্জগুলো হলো, বিনিয়োগে ভাটা, কর্মসংস্থানে ঘাটতি, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংক খাত, উচ্চ খেলাপি ঋণ ও দুর্বল রাজস্ব আদায়। গত কয়েক মাস ধরে মূল্যস্ফীতি কমলেও এখনো তা অনেক বেশি। গত আগস্টে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৩ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের বিভাগীয় পরিচালক জঁ পেম বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতি সাম্প্রতিক সময়ে দৃঢ়তা দেখিয়েছে। টেকসই প্রবৃদ্ধি ও ভালো কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশকে সাহসী সংস্কার ও দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে রাজস্ব আয় বাড়ানো, ব্যাংক খাতের দুর্বলতা দূর করা, জ্বালানি ভর্তুকি কমান, নগরায়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করার ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে।'

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) তাদের পূর্বাভাস প্রতিবেদনে বলেছিল যে, চলতি
অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়ে ৫ শতাংশ হতে পারে। গতকাল বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস প্রতিবেদনে এই
হার ৪.৮ শতাংশের পূর্বাভাস দিল। তবে আগামী অর্থবছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৬.৩ শতাংশ পর্যন্ত হতে
পারে। উল্লেখ্য, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৪ শতাংশ। সেই হিসাবে এ বছর প্রবৃদ্ধি বাড়বে।
বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যদিও জিডিপি প্রবৃদ্ধির দিকটি ইতিবাচক, তবুও গতিশীলতা
বজায় রাখতে এবং বিশেষ করে তরুণ ও নারীদের জন্য চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে জরুরি ও সময়োপযোগী
সংস্কারের প্রয়োজন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিভিন্ন ব্যাঘাতের পর শেষার্ধে এসে জিডিপি পুনরায়
বেড়েছে। এর পেছনে মূল কারণ ছিল শক্তিশালী রপ্তানি, রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং বৈদেশিক
মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি। দারিদ্র্য হার নিয়ে বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের
মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বেড়েছে। মোট শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ কমে ৬০.৯ শতাংশ থেকে ৫৮.৯ শতাংশে
নেমেছে, যেখানে নারীরা বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। শ্রমবাজারের বাইরে থাকা ৩০ লাখ অতিরিক্ত কর্মক্ষম
মানুষের মধ্যে ২৪ লাখ নারী।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দুই দশকে শিল্পখাতের চাকরি ঢাকায় ও চট্টগ্রামে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যা
আঞ্চলিকভাবে সমান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরে। এতে দেশব্যাপী সার্বজনীন চাকরি সৃষ্টি
নিশ্চিত করতে স্থানীয় উন্নয়ন কৌশল পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেটও
প্রকাশ করেছে, যা প্রতি আড়াই বছরে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং নীতিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ
করে। বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি এই বছর বেড়ে ৬.৬ শতাংশ বাড়তে পারে,
তবে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জও রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাণিজ্য চালু রাখা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)
ব্যবহার দেশগুলোকে নতুন চাকরি সৃষ্টি করতে এবং স্থিতিশীল জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে
পারে।

এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট জোহানেস জুট প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন,
দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু দেশগুলোকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির জন্য ঝুঁকি
সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা সর্বাধিকভাবে কাজে লাগানো এবং বিশেষ
করে মধ্যবর্তী পণ্যের জন্য বাণিজ্য বাধা কমানোর মাধ্যমে দেশগুলো উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারবে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫

শিয়ালবাড়ির অগ্নিকাণ্ড

কাঠামোগত হত্যার আরেকটি বড় দৃষ্টান্ত

ঢাকার মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে পোশাক কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও হতাহতের ঘটনা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর গাফিলতি, মালিকদের দায়হীনতা মিলিয়ে কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। লাশগুলো এতটাই পুড়ে গেছে যে সেগুলো দেখে বোঝার উপায় নেই, কোনটা কার লাশ। আহত তিনজন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা নিচ্ছেন। ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা, রাসায়নিকের গুদামের আগুনের কারণে যে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, তাতে অনেকে অচেতন হয়ে পড়েন। এ ছাড়া পোশাক কারখানাটির ছাদের দরজা তালাবদ্ধ থাকায় শ্রমিকেরা ভেতরে আটকা পড়েন। এত প্রাণহানির মূল কারণ এ দুটিই। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির সব ধরনের বন্দোবস্তই সেখানে আগে থেকেই ছিল। শ্রমিকের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রশ্নটি আমাদের নীতিনির্ধারকদের কাছে যে কতটা গৌণ ও গুরুত্বহীন, সেই বিষয়টিই শিয়ালবাড়ির অগ্নিকাণ্ড চোখে আঙুল দিয়ে আবারও দেখিয়ে দিল।

বরাবরের মতো এবারও অগ্নিকাণ্ড ও প্রাণহানির পরই জানা গেল রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানা কোনোটারই অগ্নিনিরাপত্তা সনদ ছিল না। কারখানা ভবনটির কোনো জরুরি বহির্গমন পথ ছিল না। অনেককে ভবনটি থেকে জানালা ভেঙে বের হতে হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, অগ্নিনিরাপত্তা সনদ কিংবা বহির্গমন সিঁড়ি ছাড়া সেখানে কারখানা করার অনুমোদন কীভাবে মিলল? এর থেকেও বড় প্রশ্নটি হলো, একটি আবাসিক এলাকায় পোশাক কারখানার পাশে একটি রাসায়নিক গুদাম কীভাবে থাকতে পারে? ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, রাসায়নিক গুদামটি অবৈধ, তিনবার নোটিশও দেওয়া হয়েছিল। নোটিশ দেওয়া মানেই কি ব্যবস্থা নেওয়া?

আমরা মনে করি, কারখানা ও গুদামের মালিক, কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, সিটি করপোরেশনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার কোনোটাই মিরপুরের অগ্নিকাণ্ডের দায় এড়াতে পারে না। ২০১০ সালে পুরান ঢাকার নিমতলী ও ২০১৯ সালে পুরান ঢাকার চুড়িহাট্টায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির পর গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিকের গুদাম সরানোর সুস্পষ্ট সুপারিশ ছিল। কিন্তু রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন ও গুদামজাতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যুগোপযোগী আইন এবং সমন্বিত কোনো বিধিমালা নেই। বিস্ফোরক অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ একাধিক সংস্থা দেখভালের দায়িত্বে থাকায় শেষ পর্যন্ত সমন্বিত কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতিও এখানে বড় বাধা।

অগ্নিকাণ্ডে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের স্বজনদের শোক ও ক্ষত অমোচনীয়; কোনো কিছু দিয়েই সেটা পূরণীয় নয়। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে অবশ্যই যৌক্তিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আহত সবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব ডিএনএ পরীক্ষা করে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

ভবিষ্যতে যাতে এ রকম মানবিক বিপর্যয় রোধ করা যায়, তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়াটাই সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য। অতীতের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই নতুন এই বিপর্যয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। শিয়ালবাড়ির অগ্নিকাণ্ড ও হতাহতের ঘটনায় গুদামমালিক, কারখানামালিক, কারখানা পরিদর্শকসহ যাঁদের দায় ও গাফিলতি রয়েছে, তদন্ত করে তাঁদের সবাইকেই বিচারের আওতায় আনতে হবে।

শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ও তাঁদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন বেশ কয়েকটি সুপারিশ দিয়েছে। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনকে না সরকার, না রাজনৈতিক দল—কেউই আমলে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। বলা চলে সংস্কার-ভাবনা থেকে শ্রমিকেরা বাদ পড়ে গেছেন। কিন্তু শ্রমিকদের অনিরাপদ পরিবেশে রেখে কোনো উন্নয়নই টেকসই হতে পারে না।

THURSDAY OCTOBER 16, 2025
ASHWIN 31, 1432 BS
The Daily Star

Prolonged inaction, recurring fire tragedies

Failure to relocate hazardous warehouses keeps Dhaka vulnerable to deadly fires

2023

27,624

fires, explosions claimed 102 lives, caused losses worth Tk 792 crore

2024

26,659

incidents killed 140 people and injured 341

First seven months of **2025**

154

people have already died in such incidents

MAJOR INCIDENTS

NIMTOLI FIRE, OLD DHAKA
June 3, 2010
Deaths: 126

CHURIHATTA FIRE, CHAWKBAZAR
February 20, 2019
Deaths: 71

CHEMICAL GODOWNS
Active in Old Dhaka

25,000

Located inside residential buildings

15,000

SOURCE: FIRE SERVICE, BAPA

HELEMUL ALAM *and* MONJURUL HAQUE

Despite repeated deadly fire incidents, the government has yet to relocate hazardous chemical warehouses from Dhaka's residential areas to designated industrial zones in Munshiganj.

Tuesday's fire at Mirpur's Rupnagar, which has so far claimed 16 lives, once again points to the failure of successive administrations to implement relocation plans launched over a decade ago.

The devastating blaze at a chemical warehouse and garment factory is believed to have started from a chemical explosion that released toxic gas.

"We suspect the fire began with a chemical explosion that produced poisonous gas. Many victims might have died instantly after inhaling the toxic fumes," said Lt Col Mohammad Tajul Islam Chowdhury, director (operation and maintenance) of the Fire Service and Civil Defence.

Despite repeated promises, the relocation of chemical warehouses and factories from Old Dhaka remains largely incomplete, even after several catastrophic fires have claimed hundreds of lives over the past 15 years.

Following the 2010 Nimtoli fire that killed 126 people, the government launched four relocation projects for chemical, plastic, printing, and electrical goods industries. However, only one project has been completed, while the others remain stalled due to bureaucratic delays and land disputes.

Even the 2019 Churihatta fire in Chawkbazar, which killed 71 people, failed to accelerate the process.

Authorities have not updated the list of chemical warehouses in Old Dhaka since 2019, when a Dhaka South City Corporation survey identified 1,924 warehouses, 98 percent of which were categorised as "moderately risky".

Locals say the real number is higher, as many unregistered warehouses operate inside residential buildings.

Under the Bangladesh Environment Conservation Rules (1997), industrial units handling hazardous materials are banned in residential areas. The DSCC stopped issuing or renewing licences for chemical businesses after the Nimtoli and Churihatta fires, but the move has had little effect.

Chemical traders argue they cannot relocate until the government provides the promised resettlement under a 2017 MoU.

Around 1,500 die of burn injuries a year

About 12.09 lakh sustain burns annually

Lack of facilities outside Dhaka causing preventable deaths

Experts cite lack of treatment centres, trained personnel

Focus should be on preventing fire incidents

Burn injuries claim four lives a day: govt report

TUHIN SHUBHRA ADHIKARY

Around 1,500 people die in the country every year due to burn injuries -- equivalent to four deaths a day -- according to a government report, highlighting a serious issue that rarely draws attention unless a major incident occurs.

In addition, around 12.09 lakh people sustain burn injuries annually, and nearly 3,000 of them become permanently disabled, putting pressure not only on the health system but also on overall productivity.

The report, titled "Prevalence and Risk Factors for Mortality and Morbidity in Relation to National Health

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Burn injuries claim four lives

FROM PAGE 3

Injury Survey of Bangladesh 2022-23," revealed figures many times higher than those recorded by the Fire Service and Civil Defence.

Commissioned by the Non-Communicable Disease Control unit of the Directorate General of Health Services, the study was conducted by the Centre for Injury Prevention and Research, Bangladesh (CIPRB), based on data collected from 4.43 lakh participants across the country.

The issue of fire casualties came to the fore again after 16 people were killed and four others injured when a devastating blaze broke out at a chemical warehouse and an adjacent garment factory in the capital's Mirpur on Tuesday.

At least 35 people also died and many sustained burn injuries in the air force jet crash at Milestone School and College in Uttara's Diabari in July this year, further exposing the importance of emergency management of severe burns.

According to the report, a total of 1,491 people die from burn injuries every year, making it the ninth leading cause of injury-related deaths.

On the other hand, 12.09 lakh people sustain burn injuries annually, making it the fourth leading cause of injury-related morbidities.

The report said 2,983 people become permanently disabled after sustaining burn injuries. The highest number of fatalities was found among those aged over 60, while among children the highest rate was recorded in the 1-4-year age group.

However, according to Fire Service data, 140 people died and 378 sustained burn injuries last year.

Salim Mahmud Chowdhury, the principal investigator of the survey, said there is a scarcity of treatment facilities for burn injuries in the country, particularly outside Dhaka, resulting in many avoidable deaths.

He also pointed out a shortage of trained personnel for emergency management of severe burns.

"Burn treatment takes a long time and is relatively costly, making it difficult for many patients to continue treatment, often leading to life-changing disabilities," he said.

Prof Mohammad Nasiruddin, director of the National Institute of Burn and Plastic Surgery, said the number of fire incidents in the country is so high that even building 10 more burn institutes would not be sufficient to manage the growing number of patients.

He emphasised that priority must be given to preventing fire incidents, including those linked to electrical lines, gas leaks, and cylinder explosions.

"Authorities responsible for such incidents must take proactive measures to prevent them and avoid these preventable deaths and injuries," he said.

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫,

বাঘাবাড়ী নৌবন্দর
রাজস্ব আয় কমছে বেকার কয়েকশ শ্রমিক

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বাঘাবাড়ী নদীবন্দরে আশঙ্কাজনক হারে পণ্যবাহী জাহাজ আসা কমে যাওয়ায় এ বন্দরটি এখন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। মাঝেমধ্যে দু-একটি জাহাজ বন্দরে ভিড়লেও বন্দরটিতে আগের মতো কর্মচাঞ্চল্য আর নেই। একসময় প্রায় ৭০০ শ্রমিক এ বন্দরে মাল ওঠানামার কাজে নিয়োজিত থাকলেও সেটি এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১০০ থেকে ১৫০জন। স্বাভাবিকভাবেই কর্মহীন হয়েছেন কয়েকশ শ্রমিক। বন্দরটি হারাচ্ছে তার নিজস্ব ঐতিহ্য। এই বন্দর থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারের রাজস্ব আয় হতো। সেটিও এখন কমতে শুরু করেছে। গত অর্থবছরের তুলনায় চলতি বছরে ১ কোটি টাকা রাজস্ব আয় কমার খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে বাঘাবাড়ী নৌবন্দরের একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়নের বাঘাবাড়ী বড়াল নদীর তীরে প্রায় ৩৬ একর জমির ওপর ১৯৮৩ সালে এই দ্বিতীয় শ্রেণির অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরটি স্থাপন করে। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বন্দরটি আধুনিকায়ন করে এর সক্ষমতা না বাড়ানোর ফলে বন্দরটিতে অধিক ধারণক্ষমতার জাহাজ ভিড়তে না পারায় বন্দরটি গুরুত্ব হারাচ্ছে। ফলে ক্রমেই বন্দরটিতে পণ্যবাহী জাহাজ কমে আসছে।

বন্দর সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে এ বন্দরে ৩টি স্টিল গ্যাংওয়ে, ৩টি কার্গো পন্টুন। এ ছাড়া বন্দরের অভ্যন্তরে ৬২৫ মিটার পাকা সড়ক, এক হাজার টন ধারণ ক্ষমতার পাকা গোডাউন ১টি স্থাপন, ২ একর ভূমির ওপর বিএডিসি খাদ্য গুদাম, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে (বিপিসি) জ্বালানি তেলে ডিপো গড়ে তোলার জন্য ৩.৩৯ একর ভূমি প্রদান, ৭টি সরকারি খাদ্য গুদামের জন্য ৩ একর ও আবহাওয়া অফিসের জন্য ০.৭৬ একর ভূমি (লিজ) প্রদান, বিসিআইসি ৪৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সারের বাফার গুদাম তৈরির জন্য জায়গা বরাদ্দের মধ্য দিয়ে এ বন্দরের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়। বন্দরটির যাত্রা শুরুর পর থেকেই চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে নদী পথে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় রাসায়নিক সারসহ উত্তরাঞ্চলের শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন পণ্য উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাঘাবাড়ী নদী বন্দরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে যাত্রা শুরু থেকেই।

তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বন্দরটি প্রথম শ্রেণিতে রূপান্তরিত ও আধুনিকায়ন করে সক্ষমতা না বাড়ানোর ফলে শিল্প কলকাখানা স্থাপনের জন্য ভারী যন্ত্রপাতি সহ বিভিন্ন পণ্যসহ সব ধরনের মালামাল পরিবহনে পিছিয়ে পড়ে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১৩ অক্টোবর ২০২৫।

গ্যাস-বিদ্যুৎসংকট

এক বছরে ১৮৫ গার্মেন্টস বন্ধ, রপ্তানিতে ধস

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গ্যাস ও বিদ্যুৎসংকটের তীব্র প্রভাব এবং বৈশ্বিক নানা চ্যালেঞ্জে গত এক বছরে দেশে ১৮৫টি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে হাজার হাজার শ্রমিক চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন। জ্বালানিসংকটে উৎপাদন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায় গত দুই মাসে পোশাক রপ্তানি কমেছে প্রায় ৫ থেকে ৬ শতাংশ।

গতকাল রবিবার রাজধানীর নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরেছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ)। সংগঠনটি বলেছে, ক্রমাগত কারখানা বন্ধ হওয়া এবং উৎপাদন সক্ষমতা কমে যাওয়ায় বিদেশি ক্রেতারা দেশের ওপর থেকে আগ্রহ হারাচ্ছেন, যা এই শিল্পের জন্য অশনিসংকেত।

সংবাদ সম্মেলনে বিজিবিএর সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন পাভেল

এক বছরে ১৮৫

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'শিল্প টিকিয়ে রাখার মূল উপাদান হলো নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ। কিন্তু আমরা তা পাচ্ছি না। উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় আমরা সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে পারছি না। এর ফলে বিদেশি ক্রেতারা আমাদের ওপর আস্থা হারাচ্ছেন। তাঁরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, এই সংকট কাটিয়ে উঠতে না পারলে ভবিষ্যতে নতুন ক্রয়াদেশ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।'

তিনি আরো বলেন, অভ্যন্তরীণ সংকটের পাশাপাশি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জও খাতটিকে আরো বেশি চাপে ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শুল্ক এবং বাংলাদেশের নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে পণ্যের চাহিদা এখনো আশানুরূপ বাড়েনি। ক্রেতারাও তাই সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন।

বিজিবিএ নেতারা জানান, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে দেশের পোশাক খাতের সক্ষমতা তুলে ধরতে আন্তর্জাতিক মেলাগুলোতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। কিন্তু সেখানেও ঘাটতি রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পোশাক মেলা অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে শুধু শিল্প উদ্যোক্তারাই অংশ নিচ্ছেন, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন না। ফলে ক্রেতাদের কাছে দেশের সক্ষমতা সঠিকভাবে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না।

এ পরিস্থিতিতে শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য উৎপাদক ও বায়িং হাউসগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছে সংগঠনটি। তাদের মতে, শিল্পকে এই গভীর সংকট থেকে বের করে আনতে সরকারের কার্যকর ভূমিকা এখন সময়ের দাবি।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ পিন্টু, ভাইস প্রেসিডেন্ট সাইফুর রহমান ফরহাদ এবং মহাসচিব জাকির হোসেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫

কারখানায় আগুন

শ্রমিকের সস্তা প্রাণ ও আমাদের 'স্বাভাবিক' অনুভূতি

রাফসান গালিব

গত মঙ্গলবার 'জাদুর শহর' রাজধানী ঢাকার মিরপুরের রূপনগরে একটি ভবনে আগুন লাগে। বেলা সাড়ে এগারোটার ঘটনা। আগুন নেভানো ও উদ্ধার তৎপরতার জন্য ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, সেনাবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যায়। জড়ো হন সংবাদমাধ্যমকর্মীরাও। সংবাদমাধ্যমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আগুনে পুড়ে মৃত্যুর সংখ্যা আসতে থাকল। কিন্তু সে খবর আমাদের আর দেখা হয় না, সে খবরে কোনো ক্লিক নেই, ফলে ভাইরাল হয় না। এতগুলো মানুষের মৃত্যু নিয়ে কোনো আলোচনাই হলো না।

যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা তো এ শহরেরই বাসিন্দা। এ শহরের মানুষের কাছে মনোযোগই পেলেন না তাঁরা। কারণ, আগুনটা কোনো রেস্তোরাঁ ভবন, বড় মার্কেট, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অভিজাত এলাকায় লাগেনি। লেগেছে তৈরি পোশাকের কারখানায়। সমাজের ওপরতলার, সুবিধাভোগী শ্রেণি বা মধ্যবিত্তের কেউ মারা যায়নি, মারা গেছেন আসলে গরিব শ্রমিক। তা-ও অন্তত পঞ্চাশ-এক শ জন মারা গেলে নাহয় কথা ছিল। সেটাও হয়নি। ফলে আমরা দেখি না নাগরিক সমাজের কোনো উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা কিংবা ক্ষোভ। রক্ত বা অ্যাম্বুলেন্স লাগবে কি না, তা নিয়েও কোথাও কোনো আকুতি দেখা গেল না।

না, বলছি না সরকারের উপদেষ্টা, রাজনৈতিক নেতারা ঘটনাস্থলে গিয়ে ভিড় বাড়াক। উদ্ধার কার্যক্রম ব্যাহত করুক। বলছিলাম, তাঁদের নির্বিকারত্ব ও আমাদের অনুভূতিহীনতার কথা। মঙ্গলবার দেশে তো বড় কোনো ঘটনা বলতে এই একটাই ঘটনা ছিল, কিন্তু সেটি বড় কোনো ইস্যুই হতে পারল না। অনেকে বলে থাকেন, ঢাকায় কিছু না ঘটলে সেটি নিয়ে মাতামাতি হয় না। কিন্তু সেখানেও যে 'শুভংকরের ফাঁকি' আছে, তা দেখাই গেল। এই শুভংকরের ফাঁকিটা হলো শ্রেণিবৈষম্য। গরিব মরলে কার কী? জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বেশি মরল কারা? শ্রমিকেরাই তো। কিন্তু দেখেন রাষ্ট্র সংস্কারের নামে যে 'মজমা' বসেছে রাষ্ট্রীয় রংমহলে, সেখানে শ্রমিকেরা অচ্ছুত।

গরিবদের গল্প খুব একটা আকর্ষণীয় হওয়ার কথা না। এরপরও 'পোভার্টি পর্ন' হিসেবে মঙ্গলবার মারা যাওয়া মানুষগুলোর কিছু গল্প উল্লেখ করা যেতেই পারে। আলো ও জয় কারোরই বয়স বিশও পার হয়নি। দুজনই চাচাতো ভাই-বোন। গত ঈদুল আজহার দুই দিন পর তাঁদের বিয়ে হলো। বিয়ের পরে এই কারখানায় চাকরি নিয়েছিলেন। কারখানার পাশেই একটা বস্তিতে থাকতেন। বাবার কাছে ফোন করে আলোর শেষ কথা ছিল, 'কারখানায় আগুন লেগেছে। আমরা আটকে গেছি, বের হতে পারছি না।'

আচ্ছা বলুন তো, একজন মা সারা জীবন কীভাবে নিজেকে বুঝ দেবে যে মেয়েকে তিনি বাসায় বসে সেলাই কাজ শিখিয়েছিলেন, সুতার কারুকাজের দীক্ষা দিয়েছিলেন, সেই মেয়ে মাত্র দুই সপ্তাহ আগে কারখানায় চাকরি নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নার্গিস নামে মেয়েটা এসএসসি পরীক্ষা শেষে ঘরে বসে না থেকে নিজেই খোঁজ করে কাজ নিয়েছিলেন। সেই মেয়ের আর কলেজে ওঠা হলো না, নানা সংগ্রাম পেরিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া হলো না। মাহিরা নামে আরেক শ্রমিকের মায়ের কথাও ভাবুন তো। হাসপাতালের মর্গে মেয়ের লাশের সামনে নিস্তব্ধ হয়ে আছেন। বাবা ছাড়া বড় হওয়া ১৪ বছর বয়সী মেয়েটাও মাত্র ১৫ দিন আগে কারখানাটিতে কাজ নিয়েছিলেন। তা-ও মাত্র সাড়ে সাত হাজার টাকায়।

একটা প্রশ্ন : এ শহরে সারা দিন কাজ করে একটা মানুষ মাত্র সাত হাজার টাকা বেতন পায়, কীভাবে সম্ভব! তা-ও আবার কারখানায় পুড়ে মরতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র পাল্টা শুল্ক আরোপ করলে আমাদের পোশাক ব্যবসায়ীদের, আমাদের নাগরিক সমাজের উদ্বেগের শেষ নেই। পোশাক খাত না বাঁচলে দেশের অর্থনীতি বাঁচবে না। ব্যবসা বাঁচবে না। ব্যবসায়ীরা পথে বসবেন। কিন্তু যে পোশাকশ্রমিকেরা সামান্য টাকার মজুরিতে গোটা খাতকে টিকিয়ে রেখেছেন, দেশের অর্থনীতির ভিত শক্ত করে রেখেছেন, তাঁরা যখন কারখানায় গিয়ে পুড়ে কয়লা হন, লাশটাও চেনা যায় না, তাঁদের জন্য আমাদের একটু 'মায়াও' হয় না!

আর কত শ্রমিক মরলে কারখানায় অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। ছবি : প্রথম আলো

এতক্ষণে অনেকে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন এটি জানতে যে কারখানাটিতে আগুন লাগল কেন? কেন শ্রমিকেরা বের হতে পারলেন না? উত্তরগুলো আসলে আপনাদের জানাই আছে। এর আগে অসংখ্য ঘটনায় যেভাবে শ্রমিকেরা পুড়ে মরেছেন, এখানেও তার ধারাবাহিকতাই অক্ষুণ্ন থেকেছে! কারখানা ভবনটি চারতলা হলেও অবৈধভাবে টিনশেড দিয়ে আরও একতলা বাড়ানো হয়েছে। এই ভবন এবং টিনশেডের রাসায়নিক গুদামে কোনো অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। ভবন ও গুদাম কোনোটিরই ফায়ার সেফটি প্ল্যান বা লাইসেন্স ছিল না। যথারীতি কারখানার ছাদের দরজাও বন্ধ ছিল। ফলে সবাই ভেতরে আটকে পড়ে মরেছেন।

আলো, মুন্নী, নার্গিসরা আমাদের মনে করিয়ে দেন রূপগঞ্জের হাশেম ফুডসের কারখানায় পুড়ে কয়লা হওয়া শিশুশ্রমিকদের। কিন্তু কয় দিন না যেতেই আমরা তাদের কথা ভুলে যাই। ভুলে যেতে যেতে এমন অবস্থা হলো, একই শহরে আগুনে পুড়ে মরার খবরও এখন আমরা রাখি না। আমাদের রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতা, শ্রমিকনেতা, বুদ্ধিজীবী মহল, নাগরিক সমাজের কাছে মানে আমাদের সবার কাছে তাঁদের মৃত্যু স্পর্শও করে না। কিংবা আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এভাবেই তো কারখানায় মানুষ মরে। এ আর নতুন কী!

আমরা জানি না আর কত মানুষ মরলে অনুমোদনহীন ভবনে কারখানা বন্ধ হবে। আর কত শ্রমিক মরলে কারখানায় অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। কারখানার মেইন গেট বা ছাদের দরজা খোলা রাখা হবে? কত বেশি মানুষ মরলে আমাদের অনুভূতি ধাক্কা খাবে। তখন আমরা, মানে মিডলক্লাস পিপলের কাছে জনপ্রিয় বব ডিলানের একটি গানের কথাই মনে পড়ে, 'হাউ মেনি ডেথস উইল ইট টেইক টিল হি নোস...' কতটা মৃত্যু হলে আমরা জানব বহু মানুষ মরে গেছে? উত্তরটা ভেসে বেড়ায় বাতাসে...।

● **রাফসান গালিব** প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী
rafsangalib1990@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS October 13, 2025

Prioritise workers' rights, welfare, social protection in election manifestos

RMG WGCC urges parties

FE REPORT

The RMG Working Group Core Committee (WGCC) has called on all political parties to prioritise workers' rights, welfare, and social protection in their upcoming election manifestos, emphasising that the garment sector's four million workers deserve stronger legal, social, and economic safeguards.

Speaking at a press conference at the National Press Club in the capital on Sunday, the committee said although Bangladesh's labour laws and constitution, and ILO conventions recognise workers' rights, the reality remains far from satisfactory. The implementation of the Labour Reform Commission's recommendations has also seen little progress.

Citing the RMG sector's vital contribution - accounting for 10.35 per cent of the GDP and 82 per cent of the total export earnings - the WGCC stressed that sustainable industrial relations and labour protection are essential for maintaining growth and social justice.

The group placed a 12-point set of proposals for inclusion in the political parties' election manifestos, calling for stronger labour rights, better social protection, and safer workplaces for the garment workers.

The proposals included ensuring trade union rights and legal protection under the ILO conventions for all workers, including those employed in the export processing zones (EPZs) and special economic zones (SEZs).

It also called for sustainable industrial growth and employment protection that expand job opportunities while safeguarding existing workers.

The group demanded a national minimum wage aligned with living costs, and urged the government to strengthen occupational safety and health measures through improved fire, electrical, and building safety standards.

Its proposals further included comprehensive social protection measures, such as pension, provident fund, employment injury insurance, and rationing facility for workers at subsidised prices.

The WGCC also sought affordable housing and welfare schemes for all garment workers, along with family-friendly workplace policies - providing six months of paid maternity leave and introducing paternity leave.

The proposals highlighted the need for safe and harassment-free workplaces in line with the ILO Convention 190, and called for faster and fairer labour justice through more labour courts and alternative dispute resolution mechanisms.

sajibur@gmail.com

সংবাদ বুধবার ২৩ আশ্বিন ১৪৩২

সর্বজনীন পেনশনের সুরক্ষা স্কিমে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা দেওয়া যাবে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

সরকারের সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচির (স্কিম) সুরক্ষা স্কিমে সর্বোচ্চ চাঁদার হার ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এই স্কিম মূলত রিকশাচালক, কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে ও তাঁতির মতো স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য। তাঁদের মধ্যে নিম্ন আয়ের পাশাপাশি উচ্চ আয়ের পেশাজীবীও রয়েছেন। তাই সুরক্ষা স্কিমের আওতার মধ্যে আছে, এমন উচ্চ আয়ের মানুষকে আকৃষ্ট করতে চাঁদার সীমা বাড়ানো হয়েছে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

গত সোমবার জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের তৃতীয় সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভাটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সভাপতিত্ব করেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। সভায় আলোচনার বিষয় উপস্থাপন করেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. মহিউদ্দীন খান। সভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থ বিভাগের সচিব ও পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা।

সভায় আরও যা সিদ্ধান্ত হয়

সভায় আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের পেনশন স্কিমে সম্পৃক্ত করার কথা জানানো হয়। আউটসোর্সিং সেবাকর্মী হলেন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে যে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। অর্থ বিভাগের আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালার আওতায় আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। এখন থেকে আউটসোর্সিং সেবাকর্মীরা প্রগতি স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রগতি স্কিমের সর্বনিম্ন মাসিক চাঁদার হার এক হাজার টাকা। তবে আউটসোর্সিং সেবাকর্মীদের জন্য পেনশন সেবা সহজ করতে সর্বনিম্ন মাসিক চাঁদার হার পাঁচ শ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁরা চাইলে উচ্চতর স্তরেও অংশ নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে পুরো চাঁদার অর্থ কর্মীর পক্ষ থেকেই জমা দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো অবদান থাকবে না।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সভায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ইসলামিক সংস্করণ চালুর বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসংক্রান্ত সর্বোত্তম চর্চা (বেস্ট প্র্যাকটিস) পর্যালোচনা করে ধারণাপত্র প্রস্তুতের পর এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়া সর্বজনীন পেনশন স্কিমে বিমাসুবিধা চালুর বিষয়েও ধারণাপত্র তৈরির কথা বলা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মুনাফা ঘোষণা করা হয়। ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৩ হাজার চাঁদাদাতার জমা করা অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মুনাফা হয়েছে ১৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ, গত অর্থবছরে সর্বোচ্চ মুনাফার হার হয়েছে ১১ দশমিক ৬১ শতাংশ।

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার
২ কার্তিক ১৪৩২, ১৮ অক্টোবর ২০২৫

আড়াইহাজারে কারখানার ধোঁয়ায় বিপন্ন পরিবেশ

কারখানার মালিকরা বেপরোয়া, প্রশাসন নীরব

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

আড়াইহাজার উপজেলাকে শ্বাসরুদ্ধকর কালো ধোঁয়ায় গ্রাস করেছে। উপজেলার গোপালদী, রামচন্দ্রদী, দাইরাদীসহ সকল এলাকা কলকারখানার কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চিমনি বা পাইপের উচ্চতা ঠিক না থাকায় ধোঁয়া সরাসরি মানুষের বসবাসস্থল, স্কুল, বাজার এবং কৃষিজমিতে পৌঁছে জীবন অসহনীয় করে তুলছে।

দিনের আলোকে জয় করতে পারছে না এই ধোঁয়া। শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, চোখে জ্বালা; এখন নিত্যদিনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। কৃষকরা দেখছেন, তাদের ফসলের খেত ও বাগানের ফলমূল ধোঁয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্কুল শিক্ষকরা জানান, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারছে না। ব্যবসায়ীরা বলছেন, পণ্য-সম্পদও এই বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

স্থানীয়রা বলছেন, 'আমরা আর শ্বাস নিতে পারছি না। আমাদের জীবন যেন ক্রমে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতি শুধু স্বাস্থ্য ও জীবিকা নয়, পুরো উপজেলাকেই পরিবেশগত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষদের চিৎকার ও প্রতিবাদের মধ্যেও প্রশাসনের পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না।

গোপালদীর বাসিন্দা শামীম মিয়া বলেন, 'বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেছে। চোখ লাল হয়, হাঁচি-কাশি হয়। আমরা জানি এই ধোঁয়া মারাত্মক ক্ষতি করছে।'

রামচন্দ্রদীর স্কুল শিক্ষিকা শিউলী জানান, 'শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারছে না। অনেকেই হাঁপানি নিয়ে ভুগছে।'

দাইরাদীর কৃষক সাত্তার বলেন, "আমাদের ফসল ও বাগানের ফল-মূলও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা বাধ্য হয়ে বিষাক্ত বাতাস সহ্য করছি।"

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, উপজেলা প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কার্যকর মনিটরিং করছে না। কারখানার মালিকরা দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মো. মামুনুর রশীদ জানান, 'আমরা পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে আলাপ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নেব।'

THE FINANCIAL EXPRESS October 8, 2025

The urgency of recognising informal workforce

For decades, policymakers, labour rights activists and economists in Bangladesh have been drawing attention to the vast informal workforce involved with a large portion of the national economy. Despite its undeniable contribution, this sector remains excluded from official recognition, legal protection and social security coverage. As the country inches closer to its graduation from the Least Developed Country (LDC) category in 2026, the urgency to integrate this scattered and often invisible workforce into the formal system has become more pressing than ever.

Informal employment refers to jobs that are not regulated, registered or protected under national labour laws. These positions typically lack standard employment guarantees such as paid leave, termination notice, pensions or health benefits. Instead, they rely on informal arrangements, personal relationships, or kinship ties rather than legally binding contracts. Workers in this sector have little or no access to unemployment insurance, workplace safety protections or social safety nets.

These jobs are most commonly found in small, unregistered businesses, micro-enterprises or households. A majority of these enterprises fall outside the tax net and government oversight. This means that their economic contribution remains largely invisible in policy design and implementation, despite being central to national productivity.

The recently published Labour Force Survey 2024 by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) highlights just how extensive informal work is. Out of a total labour force of 69.10 million, as many as 58.04 million - or 84 per cent - are employed informally. Breaking it down further, the survey shows that 95.96 per cent of female workers and 78.08 per cent of male workers are under this category. Geographically, 13.22 million informal workers are in urban centres, while 44.82 million remain concentrated in rural areas.

Sectoral distribution tells an even clearer story. Agriculture, long considered the backbone of the economy, has an overwhelming 97 per cent of its workforce in informal employment. The industrial sector has 89 per cent informal employment, while the service sector, often assumed to be more structured, still employs 67 per cent of its workers outside the formal framework.

These figures are not anomalies. In 2023, informal workers numbered 59.68 million - accounting for 84.07 per cent of the workforce - while in 2022, the share was 84.9 per cent. Prevalence of such high ratios shows that informality is not declining despite economic growth, export expansion and urbanisation. Rather, it remains a defining feature of Bangladesh's labour market.

The informal economy is not marginal, it is central. Various studies estimate that the sector contributes between 40 and 43 per cent of Bangladesh's GDP. A joint study by Karmojibi Nari and FES Bangladesh, which covered workers across all divisions, found that most informal jobs were concentrated in retail and sales, agriculture and livestock, food and beverage services, transport; and crafts. Nearly 69 per cent of these workers are aged between 25 and 44, underscoring that the most productive segment of the population remains deprived of protection and rights.

Without these jobs, millions of people would be unemployed or underemployed, creating severe social and economic instability. Yet, their contribution remains unacknowledged in government accounts, policy planning and wage structures.

Labour rights experts and worker leaders have therefore urged the government to formally recognise the informal workforce in the upcoming amendment of the Bangladesh Labour Act, 2006. Their demands include: a national wage board that considers the realities of informal employment, a digital national database to register all workers, linked with a unique worker identity card; and expansion of social protection schemes, including workplace accident and health insurance; and unemployment allowances.

Such measures, they argue, would not only uphold workers' rights but also allow the state to better manage and regulate labour relations in line with international commitments and the requirements of LDC graduation.

Leaving the informal workforce outside the scope of national labour legislation undermines both economic planning and social justice. Workers without contracts are vulnerable to exploitation, unfair dismissal and hazardous working conditions. Women in particular, who make up an overwhelming majority in the informal workforce, suffer disproportionately due to the absence of maternity benefits, workplace safety measures and wage parity.

At present, Bangladesh's Minimum Wage Board covers only 42 sectors, leaving the overwhelming majority of workers outside its scope. Unless deliberate efforts are made to expand coverage and include informal workers, the divide between formal and informal employment will continue to widen.

Experts stress that the proposed digital database should be dynamic, not static. It should be regularly updated and integrated with national identification systems so that government benefits - from healthcare support to accident insurance - can be directly delivered. Moreover, recognition of informal workers would allow the state to extend disaster-relief measures, microcredit facilities and skill development programmes more effectively.

The informal sector is not a temporary or peripheral aspect of the economy; it is its dominant reality. Yet, for too long, the millions who keep this sector alive have remained invisible in law, policy, and governance. Their lack of recognition not only denies them rights and protections but also diminishes their immense contribution to the nation's GDP and overall development. As Bangladesh prepares for the next stage of its economic journey, the inclusion of informal workers into the formal system is no longer optional, it is inevitable.

wasiahmed.bd@gmail.com

শোভন কাজ

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Saturday 18 October 2025

সিইপিজেডে আগুন: অগ্নি নিরাপত্তা 'সনদ নেই', মানা হয়নি 'বিল্ডিং কোড'

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) আগুনে ভস্মীভূত কারখানা ভবনটির অগ্নি নিরাপত্তার কার্যকারিতা 'সনদ নেই' বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। অগ্নি নিরাপত্তা সনদের জন্য কর্তৃপক্ষ আবেদন করলেও, পরবর্তী ধাপের কার্যক্রম শেষ করা হয়নি। এছাড়া ভবনটি নির্মাণে 'বিল্ডিং কোডের নিয়মও মানা হয়নি' বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

গতকাল সকালে পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী। আগুনের কারণ অনুসন্ধানে ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে, যে কমিটি প্রতিবেদন জমা দিতে ১৫ কার্য দিবস সময় পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের এ পরিচালক।

ভবনটির অগ্নি নিরাপত্তা সনদ ছিল কিনা প্রশ্নের উত্তরে তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'এই ভবনে উনারা আবেদন করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কার্যক্রম করা হয়নি। আবেদন করলে ডিজাইন জমা দিতে হয়। তারপর আমাদের পরিদর্শন কমিটি করা হয়। কমিটির পরিদর্শনে যাচাই-বাছাই করে ডিজাইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা দেখা হয়।

'তারপর এনওসি দেয়া হয়। এরপর উনাদের সময় দেবোয়া হয়, সেফটি এনসিওর করে তারপর কার্যকারিতা সনদ পেতে হয়। এনওসিতে ফায়ার সেফটির যে শর্তগুলো দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করেছে কিনা সেটা দেখে কার্যকারিতা সনদ দেয়া হয়। কার্যকারিতা সনদ পেলে আপনি নিরাপদ। এখানে আবেদন হয়েছে কিন্তু বাদবাকি কার্যক্রম হয়নি।'

> নীতিমালা না মেনে ভবনটির চারটি ফ্লোরে পণ্য গুদামজাত করা হয়েছিল
>
> যেসব পণ্য পুড়ে রাসায়নিকে পরিণত হয়, যাতে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে
>
> কারখানার আগুন ১৭ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

কারখানার আগুন ১৭ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

কারখানা ভবনে লাগা আগুন প্রায় ১৭ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে লাগা আগুন গতকাল সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে বলে ফায়ার সার্ভিসের আগ্রাবাদ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। ফায়ার সার্ভিসের ভাষ্য, ভবনটির ৮ তলা খালি। সেখানে টিনের সিলিং দেয়া। ৭ তলায় 'অ্যাডামস ক্যাপ অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড' এবং 'জিহং মেডিকেল'

সিইপিজেডে আগুন: অগ্নি নিরাপত্তা 'সনদ নেই'

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোম্পানির গুদাম। সেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়। গতকাল সকালে আগ্রাবাদ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বলছে, আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ এখনও করা সম্ভব হয়নি। আগুন নির্বাপণের কাজ শেষ হলে তারপর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো যাবে।

সিইপিজেড এলাকায় ১ নম্বর সেক্টরের ৫ নম্বর সড়কের ৮ তলা ভবনের ৭ তলার অ্যাডামস ক্যাপ অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড এবং জিহং মেডিকেল কোম্পানি নামের দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় গত বৃহস্পতিবার দুপুরে। অ্যাডামস ক্যাপ নামের প্রতিষ্ঠানে টাওয়েল ও ক্যাপ এবং জিহং মেডিকেল সার্জিকেল গাউনসহ চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরি করে।

তবে ভবনটির ৮ তলা খালি ছিল। সেখানে টিনের সিলিং দেয়া ছিল। গত বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে লাগা আগুন গতকাল সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে বলে ফায়ার সার্ভিসের আগ্রাবাদ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ জানায়। এ ভবনে যখন আগুন লাগে তখন দুপুরের খাবারের বিরতি থাকায় কারখানার শ্রমিকরা বেশিরভাগই তখন ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কারখানার কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা বলেছেন, আগুন জ্বলার সময় 'ভবনে কোনো শ্রমিক ছিল না'। অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী আরও জানিয়েছেন, নীতিমালা না মেনে ভবনটির চারটি ফ্লোরে পণ্য গুদামজাত করা হয়েছিল। 'যেসব পণ্য পুড়ে রাসায়নিকে পরিণত হয়। যাতে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে।' তিনি বলেন, 'ভবনটি মিশ্র ব্যবহারের। প্রথম ৩ তলা অ্যাডামস ক্যাপসের। পরের চারটা ফ্লোরই ছিল স্টোর। স্টোরের যে প্রিন্সিপাল তা রক্ষা করে করা হয়নি। এখানকার প্রোডাক্টগুলো পুড়ে আরেকটা রাসায়নিক এজেন্টে পরিণত হয়েছে।'

'সেখানে ডাক্তারদের অ্যাপ্রন, মেডিকেল গাউনসহ অনেক কিছু ছিল। এটা রাসায়নিক কারণে পুড়েছে অনেকক্ষণ ধরে। আপনারা আগুনের শিখা যদি খেয়াল করেন, তাহলে দেখতে পাবেন শিখা নীলাভ ছিল। ফুয়েল এত বেশি ছিল যে পুড়ে ক্ষয়প্রাপ্ত পর্যায়ে আসতে অনেক সময় লেগেছে। খুব অল্পতেই ডেভেলপ স্টেজে ছিল। যার কারণে আমাদের খুব বেগ পেতে হয়েছে।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'ভবনটা যদি খেয়াল করেন, দুই দিক থেকে এটি খোলা। কিন্তু বাদ বাকি দুই দিকটা যে সেইফ গার্ড দরকার, মানে বিল্ডিং কোডের যে নিয়ম সে নিয়ম মেনে করা হয়নি। 'পাশের ভবনটা ছিল খুবই সন্নিকটে। এটার সেইফ গার্ডটা ছিল না। যার কারণে ফায়ার ফাইটাররা ওখানে পজিশন নিতে পারেননি।'

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর কারখানা ভবনটির পরিস্থিতি জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই ভবনটি দীর্ঘক্ষণ ধরে পুড়ছিল। ৮০০ থেকে ১ হাজার ডিগ্রি সি.সি. তাপমাত্রা হলে যা হয়, আরসিসি কলামের স্ট্রেংথ ছেড়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ৫ তলা থেকে ৮ তলা স্যান্ডউইচ হয়ে ফ্লোরগুলো সব একাকার হয়ে গেছে এবং ভেঙে এটা নিচে পড়েছে।'

'যার কারণে আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিল। দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কার্যক্রম করেছি। এতে আমাদের একটু সময় লেগেছে। তবে আমাদের কারও কোনো ক্ষতি হয়নি।' তিনি বলেন, 'এই ভবনটি ছাড়া আরেকটি ভবনের কিছু ক্ষতি হয়েছে। এক চতুর্থাংশ ক্ষতি হয়েছে, ওপর থেকে ভগ্নাংশ পড়ে। তবে সিইপিজেডের অন্য কোনো ভবনকে এই আগুনের সঙ্গে লিংক হতে আমরা দিইনি। রাসায়নিক ও মিশ্র আগুন হওয়া স্বত্ত্বেও এটা লিংক করে অন্য কোনো ভবনে যায়নি। এটা আমাদের বড় সফলতা।'

'অন্য ভবনের যাদের কমপ্লায়েন্স নেই তারা যেন দ্রুত কমপ্লায়েন্সে চলে আসে। যাতে করে আর এ ধরনের সম্পদ বিনষ্ট না হয়। এটা শুধু মালিকের না দেশের ক্ষতি। প্রাণ রক্ষা ও সম্পদ যেন বাঁচে।' আগুনের কারণ অনুসন্ধানে একটি ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে জানিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'এটা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কারণ বলতে পারছি না। কমিটিকে ১৫ কার্য দিবস সময় দেয়া হয়েছে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে। 'এখানে কোনো মৃত্যু বা আহত নেই। এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য নেই। কোন ধরনের ক্যাজুয়ালটি হয়নি।' অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখায় ইপিজেড কর্তৃপক্ষ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, আনসার আগুন নির্বাপনে সবাই সহযোগিতা করায় তাদের ধন্যবাদ জানান ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ অক্টোবর ২০২৫

কাউখালীতে ইলিশ ধরায় দুই জেলের কারাদণ্ড

কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতা

পিরোজপুরের কাউখালীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা-ইলিশ ধরায় দুই জেলের প্রত্যেককে ১৭ দিন করে কারাদ দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শুক্রবার সকালে তাদের পিরোজপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান। এর আগে কাউখালী উপজেলা মৎস্য বিভাগের অভিযানে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার সন্ধ্যা নদীর আমরাজুড়ি ব্রাহ্মণতিল্লা এলাকায় দুই জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত দেবনাথ এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন— উপজেলার আমরাজুড়ি গ্রামের বাসিন্দা ফয়সাল মৃধা ও জসিম মল্লিক।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান বলেন, 'নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশ ধরার অভিযোগে অভিযানে জেলে ফয়সাল ও জসিম মৃধাকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের দুইটি নৌকা, ৩ হাজার মিটার সুতার জাল এবং ৫ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়েছে। আটক জেলেদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে তাদের প্রত্যেককে ১৭ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন বিচারক।

THE FINANCIAL EXPRESS October 18, 2025

Cheap labour built the industry, can clean energy save it?

While the incentives are strong, the adoption of renewable energy in the RMG sector continues to face a host of interconnected barriers

writes

Naziah Anika Ahmed

More often than not, a T-shirt bought from countries like the United States of America (USA) and Australia will have a tag saying, "Made in Bangladesh", reflecting the position Bangladesh's RMG sector holds in the international market. The RMG sector contributes to 81 per cent of the country's export earnings, making it an essential benefactor to Bangladesh's economy. However, when it comes to international trade, it is important not only to establish yourself but also to ensure that you maintain that position. The sector grew upon the back of cheap labour; however, is that truly enough? Competitors such as India, China and Vietnam are only evolving with each passing day, making it essential for Bangladesh to find an edge over the others.

With increasing alarm about climate change and initiatives such as the UN Fashion Industry Charter for Climate Action, international markets are shifting toward sustainable and climate-friendly supply chains. This serves Bangladesh as a golden opportunity. Why then has little effort been made to adopt renewable energy technology (RET) - what are the key drivers, barriers, and prospects shaping this transition?

Even though the adoption of RET has been slow, there are multiple encouraging motivating factors.

For global buyers, sustainability is now an essential criterion. Major international brands are now setting emission reduction targets across their supply chains. This puts factories under immense pressure to adopt cleaner energy sources. Factories that invest in RETs are more likely to retain contracts, attract new buyers, and meet the sustainability certifications increasingly required in global markets. As a professor of the Electrical and Electronic Engineering (EEE) department of the country's leading engineering school, BUET, observed, "A product becomes more acceptable in the international market when a buyer knows that even 20 per cent of its energy comes from green sources".

Considering that profit ultimately drives decision-making in the industry, the long-term financial returns of renewable energy are among the most compelling incentives. While the initial installation cost of rooftop solar can be significant, the return on investment becomes evident over time. Once installed, solar panels generate electricity at a minimal recurring cost, reducing factories' dependency on expensive and volatile fossil fuel-based power. "If you install a solar power plant, the cost will be recouped within 4-5 years because the electricity price has risen and it will rise more," explained an energy specialist working in the World Bank Group. He also noted that the government is already receiving a 9.5-cent bid for solar IPP (Independent Power Producer), which is competitive with-or even cheaper than-grid electricity, typically costing 10-11 cents per unit. Under Bangladesh's updated net metering guidelines (2019), factories can also supply excess electricity back to the grid at approximately Tk 6 per unit, further offsetting energy costs and strengthening the economic case for renewable adoption.

While the incentives are strong, the adoption of renewable energy in the RMG sector continues to face a host of interconnected barriers.

The return on investment from renewable sources is typically visible within five years. However, that initial investment can be prohibitively high-up to US$ 100-120 million for a 100 MW plant. Therefore, high-interest loans are often necessary to take out. A leading energy analyst noted that while ROI may be positive in the long term, loans typically require repayment within five years. Since business decisions are still dominated by short-term profit, many factory owners are reluctant to invest in RETs.

Government policy further exacerbates this hesitancy. Even though the Renewable Energy Policy 2008 was updated in 2025 and the net metering guidelines were revised, there is still no comprehensive framework addressing the unique constraints of the RMG sector.

Several energy analysts have expressed the need for off-site generation models or corporate power purchase agreements (CPPAs) to ensure that factories that do not have adequate infrastructure for rooftop solar are not sidelined.

Despite the challenges, the future of renewable energy in Bangladesh's RMG sector shows promise.

Organisations such as BGMEA are actively working to hold training programs to raise awareness regarding financial scopes like refinancing while also disseminating information about the benefits of RET adoption as a means of encouraging industry leaders. Moreover, lowering import duties on solar equipment holds enormous potential as it could significantly reduce capital costs and encourage RET adoption, especially for smaller factories. Finally, a policy framework for off-site renewable power-via CPPAs-could improve energy access. An energy specialist at the World Bank emphasised that such models would allow factories to source energy from remote solar plants through the national grid.

According to the World Trade Organization (WTO), Vietnam, the world's third-largest exporter of textiles after Bangladesh, showed significantly higher exports in 2024 than in 2023, whereas Bangladesh had only a marginal increase. In response, Bangladesh must take decisive action. To ensure that the "Made in Bangladesh" tag retains its place in the hands of the world, cleaner energy must be embraced.

naziah.anika.ahmed@g.bracu.ac.bd

NEW AGE

SATURDAY, OCTOBER 18, 2025

Govt committed to OIC workers' welfare: adviser

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

LABOUR and employment adviser Brigadier General (retired) M Sakhawat Hussain said that Bangladesh was deeply committed to the initiatives of the Organisation of Islamic Cooperation for the welfare of workers.

'Bangladesh signed the OIC Labour Centre Statute in April, which serves as a reflection of its dedication. We believe that cooperation with the OIC secretariat and the Labour Centre will create new possibilities in addressing the challenges of the labour market,' he said.

The adviser made the remarks on Thursday at the two-day '6th OIC Labour Ministers Conference' held in Doha, Qatar, said a press release issued on Friday.

The conference, held under the theme 'Local experience, global achievements: success stories in the Islamic world', was attended by ministers of labour of OIC member countries, representatives of various international organizations, experts and civil societies.

Addressing the conference, the adviser highlighted major regulatory reforms and workplace improvements underway in Bangladesh.

He said Bangladesh has so far ratified 36 conventions and one protocol of the International Labor Organization.

'Out of the 10 core conventions, eight have already been ratified and the process of ratification of the remaining three - 155, 187 and 190 - are underway. If these are ratified, Bangladesh will be the only country in South Asia to have ratified all 10 core conventions of the ILO,' he added.

The adviser said that the government was introducing the Alternative Dispute Resolution system to resolve various disputes of workers.

'The trade union registration process has been simplified. In addition, penalties are being increased for unfair labour practices and anti-trade union activities,' he added.

Over the past decade, he said, Bangladesh has achieved visible improvements in the working environment of industrial factories through close cooperation with the ILO, the European Union, and the United States.

'Significant progress has been made, particularly within the ready-made garment sector, in establishing a woman-friendly environment. In compliance with the Labour Act 2006, many factories now provide essential facilities such as paid maternity leave, day-care facilities, and breastfeeding corners,' he added.

SATURDAY OCTOBER 18, 2025
KARTIK 2, 1432 BS
The Daily Star

Factory gutted in CEPZ blaze lacked fire safety

Say officials; fire brought under control after 17 hours

DWAIPAYAN BARUA, *Ctg*

The eight-storey factory building at the Chittagong Export Processing Zone (CEPZ), which was completely destroyed in a massive fire on Thursday afternoon, had structural flaws and lacked a mandatory fire safety plan, according to fire service officials.

Officials said warehouses on several floors were not built following proper rules, which may have delayed firefighting efforts.

Although the building had a fire detection alarm system and extinguishers, they were not adequate.

The blaze was brought under control after more than 17 hours, at 7:25am yesterday, but had not been fully extinguished as of the filing of this report at 6:30pm.

Smoke continued to rise from several parts of the building while firefighters kept spraying water to cool the site.

Md Tazul Islam Chowdhury, director (operations) of Fire Service and Civil Defence, said they brought the fire under control at 7:25am. "But it is yet to be fully extinguished."

Earlier, 17 firefighting units, with assistance from Bangladesh Navy and other forces, worked to bring the fire under control after it broke out on the seventh floor of the building on Road-5 of CEPZ in Chattogram's South Halishahar around 2:00pm on Thursday.

The seventh floor housed the warehouse of Adam Caps & Textiles, a towel manufacturer and the sixth floor contained the warehouse of Jeihong Medical Products BD Co Ltd, while the rest of the building comprised other sections of both companies.

The building is owned by Adams Caps & Textiles, while Jiehong had rented three floors several years ago.

Factory officials claimed the top two floors housed the warehouses, though fire service and CEPZ officials suggested the warehouses were spread across the top four floors and not built as per proper standards.

Lt Col Tajul said the building was not constructed according to the building code. He noted that two adjoining buildings were erected without sufficient space between them, preventing firefighters from spraying water from one side.

He added that the storehouses were packed with flammable materials, including synthetic fabrics and yarns,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শোভন কাজ

Factory gutted

FROM PAGE 3

which prolonged the blaze.

"These products are chemical-based, and we saw large flames with a bluish colour," he said.

The fire service director also confirmed that the building had not implemented a fire safety plan and lacked the required fire effectiveness certificate, which is mandatory as per the Fire Prevention and Extinguishing Act, 2003.

Md Jashim Uddin, divisional deputy director of fire service, said the factory, built in 2008, only recently applied for a fire safety plan.

CEPZ Executive Director Abdus Sobhan said they would investigate the matter.

He, however, said Adams Caps is a compliant factory and conducts fire drills regularly.

Md Shahidur Rahman, fire consultant for CEPZ and Karnaphuli EPZ, said Jiehong had some fire extinguishers but they were insufficient. He added that he had repeatedly instructed the management to install a proper fire system, but they did not comply.

Meanwhile, two probe committees were formed to investigate the incident.

The fire service formed a five-member committee and asked it to submit a report within 15 days. CEPZ formed another five-member body and directed it to submit its report within five days.

মঙ্গলবার
১৪ অক্টোবর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

গত এক বছরে বন্ধ হয়েছে ১৮৫ পোশাক কারখানা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ক্ষমতার পটপরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং জ্বালানি সংকটের কারণে বিগত এক বছরে দেশে ১৮৫টি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছেন। গত দুই মাসে রপ্তানি আয় কমেছে ৬ শতাংশ। টেকসই উৎপাদনের স্বার্থে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ)। রবিবার রাজধানীতে সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। বিজিবিএর সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন পাভেল বলেন, ক্রমাগত কারখানা বন্ধ হওয়া এবং উৎপাদন হ্রাসের ফলে বিদেশি ক্রেতাদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। রপ্তানি আদেশও আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তিনি জানান, গত দুই মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি ৫ থেকে ৬ শতাংশ কমেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, যা একত্রে শিল্প খাতের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সংগঠনের নেতারা আরো বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত পোশাক মেলায় বাংলাদেশের উপস্থিতি এখন আগের তুলনায় কম। উদ্যোক্তারা অংশ নিলেও উৎপাদন ও বায়িং হাউজ-সংশ্লিষ্ট অনেক প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, ফলে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড প্রমোশন ব্যাহত হচ্ছে।

তারা জানায়, দ্রুত উৎপাদনসংকট নিরসন না হলে নতুন ক্রয়াদেশ পাওয়া কঠিন হবে। তাদের মতে, শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানি টিকিয়ে রাখতে সরকারের কার্যকর হস্তক্ষেপ এখন সময়ের দাবি। বিজিবিএ মনে করে, উৎপাদক ও বায়িং হাউজগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ছাড়া টেকসই শিল্পায়ন সম্ভব নয়। তারা সরকার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে যৌথভাবে সমাধান খোঁজার আহ্বান জানান।

NEW AGE
SATURDAY, OCTOBER 18, 2025

Govt must end fire safety negligence in factories

THE apparel sector, considered the backbone of the economy and the livelihood of millions, continues to be haunted by recurring deadly fires. Despite years of promises and countless disasters, hundreds of unlicensed factories continue to run outside any oversight purview, exposing workers to conditions that can only be described as criminally negligent. The recent fire in Anwar Fashion at Mirpur, which left at least 16 dead, is yet another grim reminder that safety remains absent for too many. The Fire Service and Civil Defence recorded 234 fires in apparel factories in 2024. The Department of Inspection for Factories and Establishments received reports of safety issues at 143 factories in 2023. The Centre for Policy Dialogue reported that at least 856 factories remain outside the purview of any authority. After the Anwar Fashion fire, it came to light that the factory had no fire exits, alarms or safety systems nor was it registered with any trade bodies and the chemical warehouse that ignited the inferno was already on the fire service's list of illegal establishments. It is evident that the government's approach to worker safety is weak, fragmented and reactive.

The Anwar Fashion fire has proved once again that worker safety mechanisms are inadequate. After the fire at Tazreen Fashions and the collapse of Rana Plaza, which left more than a thousand workers dead, a number of international and national initiatives were taken to ensure worker safety, but the apparel units that are not members of major trade bodies remain ungoverned. Non-apparel units are also excluded from the oversight mechanism. The Labour Force Survey 2024 of the Bureau of Statistics shows that 58 million out of 69 million workers are in informal jobs, highlighting the state's limited reach in protecting the work force. The government and trade bodies have for too long prioritised export-orientated compliance for the benefits of international buyers while turning a blind eye to the unregistered factories that sustain a shadow economy of cheap labour. Every time a fire breaks out, officials rush to issue statements and promise investigations while enforcement mechanisms remain riddled with corruption, overlapping jurisdictions and human resource shortage. In what follows, labour leaders are not wrong when they say that worker deaths by fires are not accidents but acts of negligent homicide.

To break this cycle, the government needs more than occasional factory inspection and probe bodies after industrial fires. It requires a national industrial safety policy that unifies all enforcement agencies under a single command structure with shared data and accountability. Trade bodies must expand their purview to include small and subcontracted factories while international retailers must take responsibility for every link in their supply chains. Bangladesh cannot claim progress while its workers continue to die in preventable fires.

সর্বজনীন পেনশন

» পেনশনের ব্যাপারে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আগ্রহ একেবারেই কম

সর্বজনীন পেনশন গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে জনপ্রিয় করতে হলে শ্রমিক-মালিক-সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে সরকারকে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে

তৌহিদুর রহমান
শ্রমিক নেতা

যদি কারও চাকরি চলে যায় এক দুই মাস পেনশনের টাকা দিতে না পারে তা হলে তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে

গোলাম মোস্তফা
সদস্য, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

বেতনের টাকায় সংসারই চলে না, পেনশনের চাঁদা দেওয়ার বাড়তি টাকা থাকে না

চাকরির অনিশ্চয়তার কারণেই আগ্রহ কম গার্মেন্টস শ্রমিকের

এসএম আলমগীর

বাংলাদেশ সরকার ২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করে সর্বজনীন পেনশন স্কিম। এতে চারটি স্কিম রাখা হয়েছে–প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য প্রবাস স্কিম, বেসরকারি কর্মচারী/প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রগতি, স্বকর্ম ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের জন্য সুরক্ষা এবং স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের জন্য সমতা। এর মধ্যে বেসরকারি কর্মচারী/প্রতিষ্ঠানের জন্য যে প্রগতি স্কিম খোলা হয়েছে সেখানে দেশের ৪০ থেকে ৪৫ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের অংশ নেওয়ার কথা। অথচ দেশের বৃহৎ এই শ্রমগোষ্ঠী সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বাইরে রয়েছে।

এক জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে, ৯৯ শতাংশ গার্মেন্টস শ্রমিক সর্বজনীন পেনশনের বিষয়ে জানেনই না। এ ছাড়া পেনশন স্কিমে চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্য নেই ৬৫ শতাংশ গার্মেন্টস শ্রমিকের। কিন্তু দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের ওপরে যে গার্মেন্টস খাত অবদান রাখছে, সেই গার্মেন্টস খাতের শ্রমিকরা কেন সর্বজনীন পেনশের বাইরে এবং কেনই বা তারা এ বিষয়ে জানেন না। এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করে বেশ কিছু কারণ পাওয়া গেছে। গার্মেন্টস শ্রমিক, শ্রমিক নেতা এবং খাত-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সর্বজনীন পেনশনে অংশ না নেওয়ার পেছনে মূল কারণ গার্মেন্টস শ্রমিকদের চাকরির অনিশ্চয়তা। এর পাশাপাশি রয়েছে স্বল্প বেতনে সংসারই চলে না–জমানোর মতো অর্থ হাতে থাকে না, পেনশন কর্তৃপক্ষ শিল্প এলাকায় প্রচার-প্রচারণা না চালানোয় শ্রমিকরা এ বিষয়ে বেশি কিছু জানতে পারেন না। এর বাইরেও আরও কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন তারা।

এ বিষয়ে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললে তারা বলেন, মূলত মাস শেষে যে বেতন পান তারা তা দিয়ে সংসার চালানোই কঠিন, টাকা জমাবে কীভাবে। এমন মনোভাব জানিয়ে এনভয় গার্মেন্টসের শ্রমিক দিলারা বেগম সময়ের আলোকে বলেন, 'আমাদের মতো গরিব মানুষের আবার পেনশন কী, যা বেতন পাই তা দিয়ে তো মাসের ২০ দিনই পার করতে পারি না। প্রতি মাসেই ধার-দেনা করে সংসার চালাতে হয়–বাড়তি টাকা থাকলে তো জমাব। টাকা জমানোর মতো কোনো অর্থই থাকে না হাতে। তার চেয়ে বড় কথা হলো– সর্বজনীন পেনশনের বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানি না, যে বিষয়ে আমি জানি না–তা নিয়ে আগ্রহও নেই।'

একই কারখানার আরেক শ্রমিক দিদার আলম সময়ের আলোকে বলেন, 'যাদের বেতন বেশি, সংসারের ব্যয় মেটানোর পরও কিছু টাকা হাতে থাকে তারা টাকা জমানোর চিন্তা করতে পারে কিন্তু আমাদের হাতে তো সর্বজনীন পেনশনে জমানোর মতো কোনো টাকাই থাকে না। তার চেয়ে বড় কথা হলো–প্রতি মাসেই নাকি পেনশন স্কিমে টাকা জমা করা লাগে, আমরা যারা গার্মেন্টস শ্রমিক তাদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। হুটহাট করে চাকরি চলে যায়, যখন চাকরি থাকবে না তখন আমি পেনশেন স্কিমের টাকা কীভাবে দেব–এসব চিন্তা করেই আমরা সর্বজনীন পেনশন স্কিমে যাওয়ার সাহস পাই না।'

সাভারের হেমায়েতপুরের অনন্ত গার্মেন্টসের শ্রমিক নিলুফা বেগম এ বিষয়ে সময়ের আলোকে বলেন, 'সর্বজনীন পেনশন কী–আমি জানি না। কীভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হতে হয় সে বিষয়েও কিছুই জানি না। সবচেয়ে বড় কথা, আমার বেতনের টাকায় আমার ৬ জনের সংসার চলে। ঘরে অসুস্থ স্বামী পড়ে আছে এবং চার সন্তান আছে। যা বেতন পাই তা দিয়ে তো সংসারই চালাতে পারি না, জমাবো কী করে। দুটি এনজিও থেকে ঋণ নিতে হয়েছে আমার সংসারের খরচ মেটাতে। সেই ঋণের কিস্তিও দিতে হয় প্রতি মাসে। সুতরাং এসব পেনশন-টেনশন করার মতো টাকা আমার নেই, আমি এটা নিয়ে ভাবিও না।'

শ্রমিক নেতা যা বললেন : গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বজনীন পেনশনের বাইরে থাকার কারণ সম্পর্কে গার্মেন্টস শ্রমিক নেতা ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্যপরিষদের চেয়ারম্যান তৌহিদুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন, 'সর্বজনীন পেনশনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের যুক্ত না হওয়ার পেছনে অনেক কারণ আছে। প্রথম হচ্ছে–বিগত সরকার যখন এই পেনশন ব্যবস্থা চালু করে তখন এতে শ্রমিকদের কোনো প্রতিনিধি রাখেনি। অর্থাৎ সর্বজনীন পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠনের সময় সরকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বললেও বা মতামত নিলেও শ্রমিক শ্রেণি বা শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। এ কারণে এ বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন রয়েছে। শ্রমিকদের প্রতিনিধি রাখা দরকার ছিল। তাই আমি মনে করি যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে করা হয়নি পেনশন ব্যবস্থা। সর্বজনীন পেনশনে তো শ্রমিক সমাজের কোনো প্রতিনিধি নেই। শ্রমিক নেতাদের অন্তর্ভুক্তি না থাকায় এ বিষয়ে শ্রমিকরা কিছু জানতেও পারেনি। আর যে বিষয়ে তারা জানে না, সে বিষয়ের সঙ্গে শ্রমিকরা যুক্ত হবেন কীভাবে।'

তৌহিদুর রহমান আরও বলেন, 'সর্বজনীন পেনশনে শ্রমিকরা যেতে চান না, কারণ প্রতিমাসে পেনশনের টাকা জমা দিতে হবে। শ্রমিকদের তো চাকরিরই কোনো গ্যারান্টি নেই, চাকরি না থাকলে শ্রমিক টাকা জমা দেবে কীভাবে। পেনশনে তো আর মালিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। তাই এটা শ্রমিকদের জন্য কার্যকরী না। তা ছাড়া গত সরকারের সময় মানুষের আস্থা ছিল না এর প্রতি। এই পেনশনের ওপর অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। ওই সরকার টাকা লোপাট করবে–এমন মনোভাব ছিল অনেকের মাঝে। তাই আস্থাহীনতা একটা বড় কারণ।'

গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে সর্বজনীন পেনশন জনপ্রিয় করতে কী করার আছে–এ বিষয়ে শ্রমিক নেতা তৌহিদুর রহমান বলেন, 'সর্বজনীন পেনশন গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে জনপ্রিয় করতে হলে শ্রমিক-মালিক-সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। সরকারকে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। তার চেয়ে বড় কথা হলো–শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।'

শিল্প মালিকরা যা বলছেন : সর্বজনীন পেনশনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সময়ের আলোকে বলেন, 'গার্মেন্টস শ্রমিকরা যদি সর্বজনীন পেনশনে অন্তর্ভুক্ত হয় সেটা তো তাদের জন্যই ভালো। শিল্প মালিক হিসেবে আমরা চাইব–আমাদের শ্রমিকরা যাতে সব দিক দিয়ে ভালো থাকে। তবে এ ব্যাপারে শ্রমিকদের কীভাবে সহযোগিতা করা যায় আমরা সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছি।'

কী বলছেন পেনশন কর্তৃপক্ষ : এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট) মো. গোলাম মোস্তফা সময়ের আলোকে বলেন, 'গার্মেন্টস শ্রমিকরা বেসরকারি খাতের কর্মী হিসেবে প্রগতি স্কিমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। যদিও কোন খাতের কারা স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন–সেটা জানার সুযোগ নেই, তবুও আমাদের কাছে মনে হয়েছে গার্মেন্টস শ্রমিকরা এখনও সর্বজনীন পেনশনের আওতায় আসছেন না। এ জন্য গার্মেন্টস শ্রমিকরা যাতে সর্বজনীন পেনশনের ব্যাপারে আগ্রহী হন সে লক্ষ্যে আমরা কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করছি। আমরা শিল্প এলাকায় প্রচার-প্রচারণা চালানোর চিন্তা-ভবনা করছি। এ জন্য ইতিমধ্যেই আমরা শ্রম মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে সেমিনার করেছি, আবারও তাদের সঙ্গে বৈঠক করব–সমস্যা কী জানতে চাইব। কারণ আমরা চাই না এত বড় জনগোষ্ঠী সর্বজনীন পেনশনের বাইরে থাকুক।'

চাকরি না থাকলে তখন কিস্তি দেবেন কীভাবে–এ বিষয়ে ছাড়ের কোনো সুযোগ আছে কি না, জানতে চাইলে গোলাম মোস্তফা বলেন, 'যদি কারও চাকরি চলে যায়, এক দুই মাস পেনশনের টাকা দিতে না পারে তা হলে তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে। এক-দুই মাস দিতে না পারলে পরে যখন চাকরি পাবে এবং বেতন পাওয়া শুরু হবে তখন তারা বকেয়া কিস্তি দিতে পারবে। এ ছাড়া অসুস্থতার কারণে বা চাকরি না থাকার কারণে কিস্তি না দিতে পারা শ্রমিকদের বীমার আওতায় আনার চিন্তাভাবনা করছি আমরা।'

সর্বজনীন পেনশনের বর্তমান অবস্থা : জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশন স্কিমে চাঁদা জমা দিয়েছেন ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭ জন। মোট টাকার পরিমাণ ২১১ কোটি ৭৯ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা। এর মধ্যে প্রবাস স্কিমে চাঁদা দিয়েছেন–১ হাজার ৩২ জন, এই স্কিমে টাকার পরিমাণ ৮ কোটি ৪৮ ৩২ হাযার ৫০০। প্রগতি স্কিমে চাঁদা জমা দিয়েছেন–২৩ হাজার ৯২৬ জন, টাকা জমার পরিমাণ ৯২ কোটি ২৭ লাখ ৬৮ হাজার ৫০০ টাকা। সুরক্ষা স্কিমে চাঁদা দিয়েছেন–৬৪ হাজার ৬৩৯ জন, এতে টাকা জমার পরিমাণ ৬১ কোটি ২২ লাখ ১৭ হাজার ৫০০ টাকা। এ ছাড়া সমতা স্কিমে চাঁদা দিয়েছেন–২ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭০ জন, জমা টাকার পরিমাণ ৪৯ কোটি ৮১ লাখ ৬৯ হাজার টাকা।

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 18.10.2025

Fire at Ctg EPZ factory doused after 17 hours, 2 probe committees formed

ACCIDENT — CHATTOGRAM

TBS REPORT

Authorities have formed two separate committees to investigate the massive fire that ravaged Adams Caps and Textile Limited at the Chattogram Export Processing Zone (CEPZ), which was brought under control after more than 17 hours of intense efforts.

The Fire Service and Civil Defence and the Bangladesh Export Processing Zones Authority (Bepza) each launched their own investigations to determine the cause of the fire, assess damages, and identify safety lapses.

Lt Col Tajul Islam Chowdhury, director (Operations and Maintenance) of the Fire Service, said a five-member committee has been tasked with uncovering how the fire started and will submit its findings within 15 working days. Meanwhile, Bepza Executive Director Abdus Sobham stated that Bepza's committee will deliver its report within seven working days.

The probe announcements came hours after firefighters finally contained the blaze that broke out at 2:30pm on Thursday and was extinguished around 7:25am yesterday.

17-hour operation to douse flames

A total of 25 firefighting units, aided by personnel from the Bangladesh Air Force, Navy, and Border Guard Bangladesh (BGB), worked through the night to put out the fire.

"There were no casualties, as everyone was safely evacuated in time," said Lt Col Tajul. He praised the coordinated response among all participating agencies, calling it a "team effort that prevented a much larger disaster."

According to officials, the blaze generated extreme heat, between 800°C and 1,000°C, causing several floors of the building to collapse. "Floors from the fourth to the seventh gave way under the intensity of the heat," Lt Col Tajul explained.

He noted that the building had mixed occupancy,

Fire at Ctg EPZ

CONTINUED FROM PAGE 5

with the top floors used as storage areas for doctors' aprons, medical gowns, and similar materials. "These items burned intensely and reacted chemically, making it harder to control the flames," he said.

The structure also violated setback requirements, limiting access for firefighters. "We had to maintain a safe distance for our own safety, which prolonged the operation," he added.

Despite the collapse, firefighters managed to prevent the blaze from spreading to nearby factories.

All workers evacuated safely

CEPZ Additional Executive Director Asheq Mohammad Shahadat Hossain said the factory employed about 1,050 workers, all of whom were evacuated immediately after the fire alarm went off.

Officials said that once the area is declared structurally safe, damage assessment and debris clearance will begin under the supervision of the respective authorities.

দেশ রূপান্তর

শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫,

দারিদ্র্য থেকে সম্ভাবনার যাত্রা

জাহেদুল হক, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম)

এক সময় দক্ষিণ চট্টগ্রামের আনোয়ারা ও কর্ণফুলী উপজেলা ছিল কৃষিনির্ভর প্রান্তিক জনপদ। এখানকার অধিকাংশ মানুষের জীবিকা ছিল মৌসুমি কৃষিকাজ, যা বছরের অর্ধেক সময় অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্যে ডুবিয়ে রাখত। আশির দশকে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে সারকারখানাসহ কয়েকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও স্থানীয়দের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল নগণ্য। শিক্ষার হারও ছিল অত্যন্ত কম। এমন প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯ সালে দেয়াঙ পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (কেইপিজেড), যা দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়ংওয়ান করপোরেশন পরিচালিত দেশের একমাত্র বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। প্রতিষ্ঠার সময় ভূমি জটিলতা, পরিবেশ ছাড়পত্র ও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার চ্যালেঞ্জ থাকলেও কেইপিজেড আজ দক্ষিণ চট্টগ্রামের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতীক।

কেইপিজেড প্রতিষ্ঠার আগে এ অঞ্চলের মানুষের দৈনিক গড় আয় ছিল ২০০-২৫০ টাকা। আজ এখানে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ সরাসরি এবং ১৫ হাজারের বেশি পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান পেয়েছেন। প্রতিমাসে শ্রমিকদের বেতন বাবদ প্রায় ২০০ কোটি টাকা স্থানীয় অর্থনীতিতে যুক্ত হচ্ছে। এই আয় শুধু পরিবারের জীবনমান উন্নত করছে না, বরং নতুন হাটবাজার, পরিবহনব্যবস্থা, আবাসন ও আধুনিক জীবনযাত্রার কাঠামো গড়ে তুলেছে। এক সময় মৌসুমি শ্রমের ওপর নির্ভরশীল মানুষ এখন সারা বছর নিশ্চিত আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন।

কোরিয়ান ইপিজেড

- আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস আজ
- সরাসরি কাজ করছেন প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ
- ১৫ হাজারের বেশি মানুষের পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে

কেইপিজেডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক নারী কর্মসংস্থান। এখানে কর্মরত শ্রমিকদের ৭৫ শতাংশই নারী, যাদের অধিকাংশই আগে গৃহবধূ বা কমশিক্ষিত তরুণী ছিলেন। এই নারীরা এখন পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দু। নব্বইয়ের দশকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার হার বাড়লেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীদের উচ্চশিক্ষা সীমিত ছিল। কেইপিজেড তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে।

নারী শ্রমিক আকলিমা আক্তারের গল্প এর উদাহরণ। কেইপিজেডের কর্ণফুলী স্যু ইন্ডাস্ট্রিজে কাজ করা আকলিমা বলেন, 'আগে স্বামীর সামান্য আয়ে সংসার চলত। কেইপিজেডে কাজের সুবাদে আমরা এখন দোতলা বাড়ির ফাউন্ডেশন দিয়েছি।' তার মতো হাজারো পরিবারে এখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনের মান উন্নত হয়েছে। 'নারীদের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক অবস্থানও শক্তিশালী হয়েছে।

কেইপিজেড শুধু শিল্পাঞ্চল নয়, পরিবেশবান্ধব ও মানবিক উদ্যোগের মডেল। ২,৪৯২ একর এলাকার ৫২ শতাংশ জুড়ে রয়েছে গাছ, জলাশয় ও খোলা জায়গা। এখানে ৪০০ প্রজাতির ২৭ লাখ গাছ, ৩৩টি হ্রদ, ১৩৭ প্রজাতির পাখি ও ৮৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। ৪৮টি কারখানা বছরে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করছে, যার মধ্যে জ্যাকেট, ট্রাউজার, স্পোর্টস জুতা ও হ্যান্ডব্যাগ উল্লেখযোগ্য।

ইয়ংওয়ান করপোরেশন ৪০ মেগাওয়াট সৌরশক্তি প্ল্যান্ট, শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি, হাসপাতাল, ডে-কেয়ার ও ন্যায্যমূল্যের খাবার সুবিধা চালু করেছে। শিগগিরই কেইপিজেড টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি ও আন্তর্জাতিক মানের মেডিকেল কমপ্লেক্স উদ্বোধন হবে। এসব উদ্যোগ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করছে।

কেইপিজেডের সাফল্য স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। শিক্ষার হার, স্কুলে ভর্তি, স্বাস্থ্য সচেতনতা বেড়েছে পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম কমেছে।

গত ৭ এপ্রিল বিনিয়োগ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের ৬০ জন ব্যবসায়ী কেইপিজেড পরিদর্শন করেন। সে সময় চেয়ারম্যান কিহাক সাং জানান, এখানে আরও শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও হাইটেক পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, যা ৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। কেইপিজেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহজাহান বলেন, 'ইয়ংওয়ান শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই ইপিজেড দক্ষিণ চট্টগ্রামকে দারিদ্র্য থেকে সম্ভাবনার পথে নিয়ে গেছে, যা আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবসের চেতনাকে প্রতিফলিত করে।

বণিকবার্তা রোববার, অক্টোবর ১৯, ২০২৫

অবৈধপথে পাঁচ বছরে ইউরোপে গেছেন ৯৮ হাজার বাংলাদেশী

বৈধপথে কর্মী পাঠাতে প্রয়োজন দক্ষতা বৃদ্ধি ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণ

শোভন কর্মসংস্থানের অভাবে দেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কর্মসংস্থানের জন্য প্রতি বছর বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে গড়ে অন্তত ১০ লাখ মানুষ। উন্নতর কর্মসংস্থান ও জীবিকার খোঁজে বিদেশ পাড়ি দিতে আগ্রহীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ সুযোগের ফায়দা নিতে গড়ে উঠেছে সক্রিয় সিন্ডিকেট। দালাল চক্রকে কাজে লাগিয়ে সংঘটিত হচ্ছে অবৈধপথে কর্মী পাঠানো, মানব পাচারের মতো অপরাধ। বিদেশের শ্রমবাজার সংকুচিত হওয়ায় ও বৈধপথে যাওয়ার পথ সংকীর্ণ হওয়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধভাবে স্থল ও সমুদ্রপথে বাংলাদেশীদের অনেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। বণিক বার্তার প্রতিবেদন জানাচ্ছে, অবৈধপথে পাঁচ বছরে ইউরোপে গেছেন ৯৮ হাজার বাংলাদেশী। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রকে আইনের আওতায় আনার ব্যর্থতাও অবৈধপথে বিদেশে যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) তথ্য বলছে, স্থল ও সমুদ্রপথে বাংলাদেশীদের প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠেছে ইউরোপের পাঁচটি দেশ ইতালি, গ্রিস, মাল্টা, সাইপ্রাস ও স্পেন। এর মধ্যে ইতালি শীর্ষে রয়েছে। এছাড়া পশ্চিম বলকান ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যেমন—স্লোভেনিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়া, রোমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, নর্থ মেসিডোনিয়া, মন্টেনিগ্রো ও কসোভোকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছেন বাংলাদেশীরা। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে বৈধপথে যে পরিমাণ বাংলাদেশী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছেন প্রায় সমপরিমাণ বাংলাদেশী অবৈধপথে দালালের মাধ্যমে ইউরোপে গেছেন। অবৈধভাবে যারা বিদেশে গিয়েছেন তাদের অনেকেই শ্রম শোষণ, নির্যাতন এমনকি অপহরণ ও হত্যারও শিকার হচ্ছেন। অবৈধপথে বিদেশে যাওয়া বন্ধ করতে হলে বৈধপথে যাওয়ার প্রক্রিয়া সহজীকরণের পাশাপাশি বিদেশের শ্রমবাজারের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশীদের জন্য ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে বিদেশের শ্রমবাজার। জাল কাগজপত্র, দুর্নীতি, মানব পাচারসহ নানা অভিযোগে গত বছর বেশকিছু দেশে শ্রম অভিবাসন বন্ধ হয়েছে। বিশ্বের ১৬৮টি দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকরা কাজ করছেন—এমন প্রচারণা থাকলেও বাংলাদেশী কর্মীদের অভিবাসন মূলত কয়েকটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) ২০২৪ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি বছর সিংহভাগ অভিবাসী উপসাগরীয়, অন্যান্য আরব, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১২-১৩টি দেশেই যাচ্ছেন। পাঁচ বছরে ৯৭ শতাংশ কর্মী গেছেন মাত্র ১০টি দেশে। গত বছরে ৯০ শতাংশ বাংলাদেশী কর্মী অভিবাসিত হয়েছেন মাত্র ছয়টি দেশে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৯ লাখ ৬ হাজার ৩৫৫ জন পুরুষ ও নারী কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ২০২৩ সালে অভিবাসী পুরুষ ও নারীর সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ ৫ হাজার ৪৫৩। ২০২৪ সালে সৌদি আরবেই গেছেন ৬০ শতাংশ কর্মী। এছাড়া মালয়েশিয়ায় ১০ দশমিক ৩০ শতাংশ, কাতারে ৭ দশমিক ৫৬, সিঙ্গাপুরে ৫ দশমিক ৭৬, আরব আমিরাতে ৫ দশমিক ২০ ও জর্ডানে ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ কর্মী গেছেন। পরিসংখ্যানের তথ্য বলছে, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে অভিবাসন সংখ্যা কমেছে। এটি দীর্ঘমেয়াদে রেমিট্যান্স আয় ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শ্রমবাজারে বৈচিত্র্য আনতে নতুন দেশ অনুসন্ধান করার পাশাপাশি কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। অন্যথায় বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র আরো সংকুচিত হয়ে পড়বে, যা দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। তাছাড়া অবৈধপথে মানুষের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতাও বাড়বে।

দেশে শোভন কর্মসংস্থানের অভাবই বাংলাদেশের তরুণদের ইউরোপমুখী হওয়ার প্রধান কারণ। দেশের অধিকাংশ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মূল কারণ দেশে চাকরি ও জীবিকার সংকট। দেশের বিপুলসংখ্যক তরুণ ইতালিতে পাড়ি দিচ্ছেন। তরুণরা দেশের সবচেয়ে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী, অথচ তাদেরই ঝুঁকিপূর্ণ পথে দেশ ছাড়তে হচ্ছে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব অবৈধ অভিবাসনের মূল চালক। দেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ তৈরি না হলে মানুষ উন্নত জীবনের আশায় বিদেশমুখী হবেই। এ সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে মানব পাচারকারীরা। তারা বিপন্ন মানুষকে জীবনবিনাশী পথে ঠেলে দিচ্ছে। পরিবারের প্রত্যাশা, সামাজিক প্রতিযোগিতা ও তথ্যগত বিভ্রান্তির কারণে তরুণরা দালালের কাছে অসহায় হয়ে পড়ছেন। তাই অবৈধ অভিবাসন রোধে কঠোর আইন প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন সামাজিক ও সচেতনতামূলক উদ্যোগ। মানুষকে বৈধ অভিবাসনের পথ দেখাতে হবে, তাদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে। বৈধভাবে বিদেশে যাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী করতে পারলেই দালালদের ওপর নির্ভরতা কমবে। একই সঙ্গে দেশের ভেতরে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সহায়তা এবং জেলাভিত্তিক শিল্পায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকদের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কর্মীর চাহিদা আছে। কিন্তু চাহিদামতো দক্ষ কর্মী পাঠানো যাচ্ছে না। বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি রফতানির লক্ষ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয় ১০৪ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ছয়টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছে পৌনে ১২ লাখের বেশি কর্মীকে। যদিও বিবিএসের আর্থসামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩-এর তথ্যমতে, সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিদেশ পাড়ি জমাচ্ছেন দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মী। বিদেশে কর্মসংস্থানপ্রত্যাশীদের মধ্যে মাত্র ১০ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ বিদেশ পাড়ি জমানোর আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে আবার ৪৭ দশমিক ৬৬ শতাংশই দক্ষতা অর্জন করেন বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে জনশক্তি রফতানিতে সম্ভাবনাময় গন্তব্যের নাম জাপান। আগামী ১৫ বছরে দেশটিতে এক কোটির বেশি কর্মী প্রয়োজন। কৃষিকাজ, নির্মাণ খাত, কেয়ার গিভার, অটোমোবাইল, শিপিংসহ ১৬ ক্যাটাগরিতে জাপানে জনশক্তি রফতানির সুযোগ থাকলেও বাংলাদেশ উল্লেখ করার মতো কর্মী পাঠাতে পারছে না। অন্যদিকে নেপাল, ভিয়েতনাম ও মিয়ানমার থেকে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শ্রমিক যাচ্ছেন দেশটিতে। ভাষা না জানা ও সংশ্লিষ্ট কাজে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে দেশটিতে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

বৈধপথে কর্মী পাঠাতে হলে এ খাতে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দূর করতে হবে। বিদেশগামী শ্রমিকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ না করায় তাদের অভিজ্ঞতা ও আয় অনেকাংশে সীমিত থাকে। সুতরাং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে শ্রমবাজারের চাহিদার বাস্তব সংযোগ তৈরি করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা ও ভোকেশনাল ট্রেনিং কেন্দ্রগুলোর পাঠ্যক্রম আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী করা উচিত। বিদেশী ভাষা, কম্পিউটার, কেয়ার গিভার, যন্ত্রচালনা বা অপারেটিং স্কিল, নির্মাণ, ড্রাইভিংয়ে দক্ষতা অর্জনে জোর দিতে হবে। দক্ষ কর্মী তৈরিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বৈধপথে দক্ষ জনশক্তি রফতানি বাড়াতে হলে পুরো কাঠামো সংস্কার করা উচিত।

শনিবার, অক্টোবর ১৮, ২০২৫ ■ কার্তিক ২, ১৪৩২ বণিকবার্তা

সিইপিজেডের কারখানা ভস্মীভূত

নেই অগ্নিনিরাপত্তা সনদ মানা হয়নি বিল্ডিং কোড

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (সিইপিজেড) অভ্যন্তরে থাকা প্রতিটি শিল্প-কারখানা সব ধরনের আইন মেনে পণ্য উৎপাদন করে। তবে ভস্মীভূত কারখানা ভবনটির অগ্নিনিরাপত্তা কার্যকারিতা সনদ ছিল না। নির্মাণে বিল্ডিং কোডের নিয়মও মানা হয়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিস বলছে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নিয়ন্ত্রণাধীন চট্টগ্রাম ইপিজেডের অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড ও জিহং মেডিকেল কোম্পানির কারখানায় বৃহস্পতিবার দুপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার ১৭ ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের ২৫টি ইউনিট ছাড়াও সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, আনসার সদস্যরা আগুন নির্বাপণে কাজ করেন। মূলত দাহ্যজাতীয় পণ্য উৎপাদন করে নয়তলা ভবনের ওপরের অংশে মজুদ রাখায় দীর্ঘ সময় ধরে আগুন স্থায়ী ছিল। প্রতিষ্ঠানটি এতদিন অগ্নিনিরাপত্তা সনদ ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। ইপিজেডের মতো বিশেষায়িত শিল্পাঞ্চলে কমপ্লায়েন্স না মানায় বিস্মিত ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষও।

চট্টগ্রামের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানটির কোনো ফায়ার সেফটি সনদ নেই। সনদের জন্য আবেদন করা হলেও সেটি পরিদর্শন করে চূড়ান্ত সনদ দেয়া হয়নি। তাছাড়া ভবনটি নির্মাণে মানা হয়নি বিল্ডিং কোড। এ কারণে ফায়ার সার্ভিসের ২৫টি ইউনিট গিয়েও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছে। বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণজনিত কারণে ফায়ার সার্ভিসের পানি ছিটানোর যানবাহনগুলোও যথাযথ পজিশন নিতে পারেনি।

ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অগ্নিনিরাপত্তা সনদের জন্য কর্তৃপক্ষ আবেদন করলেও পরবর্তী ধাপের কার্যক্রম শেষ করা হয়নি। এছাড়া ভবনটি নির্মাণে বিল্ডিং কোডের নিয়মও মানা হয়নি। আবেদন করে ডিজাইন জমা দেয়ার পর ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শন কমিটি যাচাই-বাছাই করে এনওসি দেয়। শর্ত প্রতিপালন শেষে পুনরায় যাচাই-বাছাই শেষে কার্যকারিতা সনদ পাওয়া যাবে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানটি আবেদন করলেও বাকি কাজগুলো এখনো শেষ হয়নি।'

এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে আগুন লাগার পর গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে প্রাথমিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার ঘোষণা দেয়া হয়। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে আগুন নেভানোর কাজ শেষ করেনি ফায়ার সার্ভিস। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটি ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিলে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা বলছেন, দীর্ঘ সময় ধরে আগুন জ্বলতে থাকায় ভবনের অভ্যন্তরে ৮০০-১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে ভবনের লোহার অবকাঠামোগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে। ভবনের ওপরের অংশের ছাদ ধসে পড়েছে। ভবনটি এখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস এখনো নিরাপদে থেকে উদ্ধারসহ নিরাপত্তামূলক কাজ করে যাচ্ছে।

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. আনোয়ার হোসেন *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'দেশের প্রথম ইপিজেডের মতো একটি বিশেষায়িত স্থানে কীভাবে অগ্নিনিরাপত্তা সদন ছাড়া কারখানা স্থাপন করা হয় এটা বোধগম্য নয়। কারখানাটি দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও আবেদন করেছে অল্প কিছুদিন আগে। নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে বহুতল ভবন, শিল্প-কারখানাগুলোকে নিয়মিত চিঠি কিংবা মৌখিকভাবে তাগাদা দেয়া হলেও নিজ উদ্যোগে আইন মেনে অগ্নিঝুঁকি কমানো না হলে আমাদের করার কিছুই থাকে না।'

ফায়ার সার্ভিস বলছে, ২০২৪ সালে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ১ হাজার ২৯৩টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বহুতল ভবনে ১৬টি, শপিংমলে ২৯, পোশাক কারখানায় ১৪, শিল্প-কারখানায় ১২, কেপিআই ও সরকারি ভবনে চার, কেমিক্যাল গুদামে চার এবং ব্যাংক-বীমা অফিসে ১৬টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এসব অগ্নিকাণ্ডের বেশির ভাগই চট্টগ্রামে সংঘটিত হয়েছে।

সিইপিজেডে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত কারখানাটিতে মেডিকেল পণ্য, অ্যাপ্রন, মাস্ক ও টুপি উৎপাদন হতো। এসব পণ্য গলে অন্য একটি তরল রাসায়নিকে পরিণত হয়েছে। এ কারণে আগুন দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলছিল। ইপিজেডের ভেতরে আরো শতাধিক কারখানা থাকায় ফায়ার সার্ভিস অগ্নিদগ্ধ কারখানার পাশাপাশি অন্য কারখানাগুলোয় আগুন ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে কাজ করেছে। ইপিজেডের মতো অঞ্চলগুলোর কারখানা মালিকরা সব ধরনের নিরাপত্তা সনদ নেয়া ও নিরাপত্তা জোরদার না করলে আগুনের ঝুঁকি এড়ানো যাবে না বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মিরপুরে আগুন

পোড়া গুদামে সীমা ছাড়াল বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা, মৃত্যুর ঝুঁকি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর এলাকায় আগুনে পুড়ে যাওয়া রাসায়নিক গুদামে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের মাত্রা ১৪৯ পিপিএম। এ গ্যাস কোথাও ১০০ পিপিএমের বেশি থাকলে মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে অচেতন হয়ে মারা যেতে পারে। গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এমনটাই জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিট।

ডিএমপির বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটের পরিদর্শনকারী দলনেতা সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান বলেন, 'গ্যাস ডিটেক্টর দিয়ে গুদামের টক্সিক গ্যাসের মাত্রা নেয়ার চেষ্টা করেছি। এর আগে আমরা হাইড্রোজেন সালফাইড, যেটা টক্সিক একটা গ্যাস এবং মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর, সেটার ফাইন্ডিংস পেয়েছিলাম ২০ পিপিএমের ওপর। এটাও ডেঞ্জারাস। আমি ভেতরে পেয়েছি ১৪৯ পিপিএম; ১০০ পিপিএমের ওপরেই যেটা তাৎক্ষণিকভাবে জীবনের জন্য বিপজ্জনক। হাইড্রোজেন সালফাইড ১০০ পিপিএম থাকলেই একজন মানুষ তাৎক্ষণিক অচেতন হয়ে মারা যাবে, যদি যথাযথ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া ভেতরে যায়। এছাড়া আশপাশে প্রচুর বিষাক্ত উপাদান বাতাসে রয়েছে। আশপাশে অন্তত ১৫০-৩০০ মিটার এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়া ভালো। আর যেদিকে বাতাস যাবে, সেদিকে অন্তত দেড় কিলোমিটার মানুষ সরিয়ে নিতে পারলে ভালো।'

ঘটনাস্থলের আশপাশে কাউকে না যাওয়ার পরামর্শ দেন মাহমুদুজ্জামান। তিনি বলেন, 'গুদামের ভেতরে এখনো অনেক রাসায়নিকের বস্তা পড়ে আছে। বাইরে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ৭০-৮০ পিপিএমের মতো। গতকাল (বৃহস্পতিবার) কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতি আমরা পাইনি। কিন্তু আজ (শুক্রবার) গুদামে ৩ পিপিএম পেয়েছি। উৎসুক মানুষ ও অনেক নিহত ব্যক্তিদের স্বজনরা ভিড় করছেন। তাদের প্রতি সহানুভূতি আছে। তবে মাথায় রাখতে হবে, এটা সাধারণ কোনো আগুন নয়, কেমিক্যালের আগুন। এর আশপাশে যাওয়া যাবে না। কাছে গেলেই এটা কোনো না কোনোভাবে বিপজ্জনক হতে পারে।'

এর আগে মঙ্গলবার রূপনগরের শিয়ালবাড়িতে এক কেমিক্যাল গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পরে তা পাশের পোশাক কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থল থেকে ১৬ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

যুগান্তর

রোববার ১৯ অক্টোবর ২০২৫

লৌহজংয়ে মা ইলিশ রক্ষায় যৌথ অভিযান ১০ জেলে আটক

লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

লৌহজং উপজেলার পদ্মা নদীতে মা ইলিশ রক্ষায় যৌথ অভিযানে ১০ জেলেকে আটক, ৮ লাখ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল এবং ৩৫ কেজি মা ইলিশ জব্দ করা হয়েছে। শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পদ্মা নদী, নদীসংলগ্ন বিভিন্ন চর ও [illegible] এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, জেলা মৎস্য অধিদপ্তর, কোস্ট গার্ড, থানা ও নৌপুলিশ। আটক ব্যক্তিদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত জেলেরা হচ্ছেন সজীব, জয়নাল উদ্দীন, রাজু ব্যাপারী, পাভেল শেখ, সোহাগ আহমেদ, [illegible] শেখ, আবুল হাসেম, রুবিন, লিটন, রবিন শেখ।

প্রথম আলো • বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫

নতুন 'পেনশন বিমা' নিয়ে বিতর্ক

জীবন বীমা করপোরেশন

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম রয়েছে চারটি। সর্বজনীন না হলেও জীবন বীমা করপোরেশন পেনশন পলিসিই চালু করেছে।

> **জেবিসি "পেনশন" শব্দ ব্যবহার করে পলিসি তৈরি করতে পারে না। সংস্থাটি কেন এমন করেছে, তা আমি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের সঙ্গে আলোচনা করব।**
>
> **মো. মহিউদ্দীন খান**, জাতীয় নির্বাহী চেয়ারম্যান, পেনশন কর্তৃপক্ষ

> **আগের পেনশন বিমা বন্ধ করা হলেও আমরা গবেষণা করে দেখেছি, জেবিসি পেনশন বিমা চালু করা সম্ভব। আইডিআরএর অনুমোদন নিয়েই এটি চালু করা হয়েছে।**
>
> **মাজেদুল ইসলাম সরকার**, মহাব্যবস্থাপক (উন্নয়ন), জীবন বীমা করপোরেশন

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

জীবন বিমা খাতের একমাত্র রাষ্ট্রীয় সংস্থা জীবন বীমা করপোরেশন (জেবিসি) গত রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন পেনশন বিমা পলিসি চালু করেছে। এর নাম 'জেবিসি পেনশন বিমা'। কিন্তু এই পলিসি চালু করার এখতিয়ার জেবিসির আছে কি না—এখন সেটি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

আগে জেবিসির একই ধরনের পেনশন বিমা পলিসি ছিল। ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর যা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই পলিসি এখন নতুন নামে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বিমা খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এই নতুন পলিসির অনুমোদন দিয়েছে।

নতুন পেনশন নিয়ে জেবিসি বলছে, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী, প্রবাসী, ব্যবসায়ী, ঠিকাদারসহ অন্যান্য পেশাজীবী, অর্থাৎ যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিকই জেবিসি পেনশন বিমার গ্রাহক হতে পারবেন।

২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার চার ধরনের স্কিম নিয়ে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করে। সেই চারটি স্কিম হলো—প্রগতি, প্রবাস, সুরক্ষা ও সমতা। দুই বছরে সর্বজনীন পেনশনের চারটি স্কিমে ২১৩ কোটি টাকা চাঁদা জমা পড়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে কিছুটা ধীরগতি আসে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এই কর্মসূচির গুরুত্ব বুঝে এর প্রসারে নতুন করে উদ্যোগ নেয়। ২৬ অক্টোবর খুলনায় পেনশন মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশিদ মেলার উদ্বোধন করবেন।

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এক বছরে কয়েকবার সর্বজনীন পেনশন স্কিমের প্রশংসা করে বক্তব্য দিয়েছেন। অর্থ উপদেষ্টার মতে, এই সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি দেশে টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন

যখন সরকার সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার কার্যক্রম আরও প্রসারিত করতে চায়, তখনই দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় বিমা সংস্থা জেবিসি নতুন করে 'পেনশন বিমা' চালু করেছে। এ পরিস্থিতিতে জেবিসির উদ্যোগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন তুলেছে প্রধানত জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ।

জেবিসি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন সংস্থা। অন্যদিকে সর্বজনীন পেনশন পরিচালনা করছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ। এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন অর্থ উপদেষ্টা। এই পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন অর্থসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ও শ্রমসচিব।

জেবিসির চেয়ারম্যান মো. মোখলেস উর রহমান, যিনি জনপ্রশাসনসচিব থাকাকালেই এই পদে ছিলেন। বর্তমানে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি হয়েছেন। তবু চেয়ারম্যান পদে বহাল আছেন। জেবিসির পরিচালনা পর্ষদে বিমা খাতের বিশেষজ্ঞ কেউ নেই। চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) থেকে শুরু করে অধিকাংশ সদস্যই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বা অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা।

এ ছাড়া পর্ষদে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের একজন শিক্ষক, একজন সনদপ্রাপ্ত হিসাববিদ ও বিমা একাডেমির পরিচালক। এই পর্ষদই জেবিসি পেনশন বিমা চালুর উদ্যোগ নেয়।

পেনশন কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের দুই শীর্ষ কর্মকর্তা প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন। সংস্থার সদস্য গোলাম মোস্তফা বলেন, 'পেনশনের সমান্তরাল স্কিম না থাকাই যৌক্তিক। আমাদের আইনের সঙ্গে জেবিসির এই পলিসি সাংঘর্ষিক কি না, তা আমরা যাচাই-বিশ্লেষণ করব।'

সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. মহিউদ্দীন খান আরও স্পষ্টভাবে বলেন, 'জেবিসি "পেনশন" শব্দ ব্যবহার করে পলিসি তৈরি করতে পারে না। সংস্থাটি কেন এমন করেছে, তা আমি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবের সঙ্গে আলোচনা করব।'

তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক বলেন; 'জেবিসির পর্ষদই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমি খোঁজ নেব।'

জেবিসি ও আইডিআরএর ব্যাখ্যা

জেবিসির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে ফোনে পাওয়া যায়নি। তাঁদের বার্তা পাঠানো হলেও জবাব পাওয়া যায়নি। জেবিসির মহাব্যবস্থাপক (উন্নয়ন) মাজেদুল ইসলাম সরকার প্রথম আলোকে বলেন, 'আগের পেনশন বিমা বন্ধ করা হলেও আমরা গবেষণা করে দেখেছি, জেবিসি পেনশন বিমা চালু করা সম্ভব। আইডিআরএর অনুমোদন নিয়েই এটি চালু করা হয়েছে।'

আইডিআরএর সদস্য (লাইফ) আপেল মাহমুদ বলেন, 'জেবিসি এটা করতে পারে।'

অর্থ উপদেষ্টার ফেরার অপেক্ষা

সালেহউদ্দিন আহমেদ ১৩ থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সভায় অংশ নিতে গেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আশা করছেন, তিনি দেশে ফিরে জেবিসির নতুন পেনশন বিমা ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের স্কিমগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবেন।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Friday 17 October 2025

দেশে আন্তর্জাতিক মানের সবুজ কারখানা ২৬৮টি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নে বিশ্বের শীর্ষস্থানে অবস্থান আরও মজবুত করলো বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে, দেশে এখন মোট ২৬৮টি এলইইডি সনদপ্রাপ্ত (পরিবেশবান্ধব) তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে ১১৪টি পেয়েছে প্লাটিনাম মানের সনদ এবং ১৩৫টি গোল্ড মানের সনদ।

বিশ্বের শীর্ষ ১০০ পরিবেশবান্ধব কারখানার মধ্যে ৬৮টি এখন বাংলাদেশের, যা বৈশ্বিক অঙ্গনে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। সম্প্রতি আরও পাঁচটি নতুন কারখানা এ সনদ অর্জন করেছে। এগুলোর মধ্যে তিনটি পেয়েছে প্লাটিনাম সনদ এবং দুটি পেয়েছে গোল্ড সনদ।

নতুন যুক্ত হওয়া কারখানাগুলো হলোঃ পাকিজা নিট কম্পোজিট লিমিটেড, প্লাটিনাম সনদ, ৮৭ পয়েন্ট পেয়েছে। ফ্যাশন পালস লিমিটেড, প্লাটিনাম সনদ, ৮৭ পয়েন্ট। গাভা প্রাইভেট লিমিটেড, প্লাটিনাম সনদ, ৮৭ পয়েন্ট। ভিজ্যুয়াল নিটওয়্যারস লিমিটেড,ড় গোল্ড সনদ, ৭৬ পয়েন্ট। ট্যালিসম্যান পারফরম্যান্স লিমিটেড, সিইপিজেড, দক্ষিণ হালিশহর, গোল্ড সনদ, ৬২ পয়েন্ট।

এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ'র সাবেক পরিচালক ও বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেডের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, "বাংলাদেশ এখন শুধু পোশাক রফতানিতে নয়, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থায়ও বিশ্বের শীর্ষে। আমাদের শিল্প খাত এখন টেকসই উন্নয়নের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা আরও বাড়িয়ে তুলছে।"

বিশ্লেষকদের মতে, এ অর্জন শুধু সবুজ বিনিয়োগের প্রতিফলন নয়, বরং এটি বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের পথে এক বড় পদক্ষেপ।

শোভন কাজ

প্রথম আলো • বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫,

বেতনের ১৫% বাড়িভাড়া, কার্যকর হবে দুই ধাপে

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী

কারও বাড়িভাড়া ভাতা দুই হাজার টাকার কম হবে না। আন্দোলন প্রত্যাহার করে শ্রেণিকক্ষে ফেরার ঘোষণা শিক্ষক-কর্মচারীদের।

- প্রধান উপদেষ্টার আশা, শিক্ষকেরা নব উদ্যমে শ্রেণিকক্ষে ফিরবেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে অবদান রাখবেন।
- বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য আর্থিক অনুদান দেয় সরকার, যা এমপিও নামে পরিচিত।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাড়িভাড়া হবে মূল বেতনের ১৫ শতাংশ। এই টাকা দুই ধাপে পাবেন তাঁরা। এর মধ্যে সাড়ে ৭ শতাংশ কার্যকর হবে আগামী ১ নভেম্বর থেকে। বাকি সাড়ে ৭ শতাংশ কার্যকর হবে আগামী বছরের ১ জুলাই থেকে।

মূল বেতন অনুযায়ী একেকজনের বাড়িভাড়া (ভাতা) একেক রকমের হবে। তবে কারও বাড়িভাড়া দুই হাজার টাকার কম হবে না। বাড়িভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে।

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে বাড়িভাড়া বৃদ্ধিসংক্রান্ত আদেশের অনুলিপি আন্দোলনকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের হাতে তুলে দেন। এরপর আন্দোলনকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে চলমান আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ-প্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব দেলাওয়ার হোসেন আজিজী সচিবালয় থেকে শহীদ মিনারে গিয়ে ঘোষণা দেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন থেকে আমাদের সব আন্দোলন ও কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হলো। আগামীকাল (আজ বুধবার) থেকে আমরা শ্রেণিকক্ষে ফিরছি।'

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য আর্থিক অনুদান দেয় সরকার, যা এমপিও (মান্থলি পে অর্ডার) নামে পরিচিত। বর্তমানে সারা দেশে ছয় লাখের বেশি শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত। এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে আছেন ৩ লাখ ৯৮ হাজার, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে প্রায় পৌনে ২ লাখ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে আছেন ২৩ হাজারের বেশি শিক্ষক ও কর্মচারী। তাঁরা সরকারের কাছ থেকে মাসে মূল বেতন, ১ হাজার টাকা বাড়িভাড়া এবং ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পেয়ে আসছিলেন।

চাকরির শুরুতে মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন সহকারী শিক্ষকের (বাংলা, ইংরেজি, গণিত বা বিজ্ঞানের শিক্ষক) মূল বেতন সাড়ে ১২ হাজার টাকা। তবে কৃষিশিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির শিক্ষকদের মূল বেতন শুরুতে ১৬ হাজার টাকা। কলেজের শিক্ষকদের মূল বেতন চাকরির শুরুতে (নবম গ্রেডে) ২২ হাজার টাকা। বর্তমান বাস্তবতায় এই বেতন দিয়ে একজন শিক্ষকের পক্ষে সংসার চালানো কষ্টকর।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শিক্ষক-কর্মচারীরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। এর পাশাপাশি মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা) বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা দেড় হাজার টাকা করা এবং কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন করছেন। এর মধ্যেই গত ৩০ সেপ্টেম্বর এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া মাত্র ৫০০ টাকা বাড়ানোর বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্র প্রকাশ করা হয়। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন বলেছে, এই 'সামান্য' ভাতা বৃদ্ধি তাঁদের জন্য লজ্জাকর। এরপর ১২ অক্টোবর থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা টানা আন্দোলন শুরু করেন।

এরপর গত রোববার এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ করার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয় অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে সরকারের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা। সর্বশেষ গতকাল বাড়িভাড়া ১৫ শতাংশ (ন্যূনতম দুই হাজার টাকা) করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পরবর্তী বেতন স্কেলে অতিরিক্ত এই সুবিধা সমন্বয় করা হবে।

'বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত'

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং গতকাল জানিয়েছে, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গত কয়েক দিন ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার।

প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি যৌক্তিক বলে মনে করে। তবে বাস্তবতা হলো, ১৫ বছরের সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাটে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গতিশীল হলেও এখনই মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া বৃদ্ধির মতো সামর্থ্যে অর্থনীতিতে ফেরেনি। তাই সরকারকে বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তিনি আশা করেন, আন্দোলনরত শিক্ষকেরা নব উদ্যমে শ্রেণিকক্ষে ফিরবেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে অবদান রাখবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৭ কার্তিক ১৪৩২, ২৩ অক্টোবর ২০২৫

বাংলাদেশে শোভন কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ পরিবেশ জোরদারে কাজ করবে আইএলও

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সরকার ও সামাজিক অংশীজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে বাংলাদেশে শোভন কর্মসংস্থান, সামাজিক ন্যায়বিচার ও টেকসই বিনিয়োগ সুযোগ বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নবনিযুক্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স তুনন। তিনি বলেছেন, আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা শুধু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য আরো শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত নয় বরং দেশের বিনিয়োগ আকর্ষণের সক্ষমতাও বাড়াবে। গতকাল বুধবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের কাছে পরিচয়পত্র পেশের পর তুনন এ প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

নবনিযুক্ত আইএলও কান্ট্রি ডিরেক্টর অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দেন, যা মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শোভন কর্মসংস্থানের এজেন্ডা এখন অত্যন্ত জরুরি। প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ-তরুণী শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। তাই আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

আইএলও বাংলাদেশ সরকার ও এর ত্রিপক্ষীয় অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে শ্রম আইন পর্যালোচনা ও সংশোধন, শ্রম অধিকার, পেশাগত নিরাপত্তা এবং আইন প্রয়োগে কারিগরি ও নীতিগত সহায়তা দিয়ে আসছে। সংস্থাটি পুরুষ ও নারীর কর্মসংস্থানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে, চাকরি সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে একটি সহায়ক ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তুলছে বলে আইএলও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। ঢাকায় দায়িত্ব নেওয়ার আগে তুনন দোহায় আইএলও অফিসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে তিনি কাতারে একটি বিস্তৃত শ্রম সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করেন।

TUESDAY OCTOBER 21, 2025
KARTIK 5, 1432 BS
The Daily Star

Legal migration for all workers crucial

Exorbitant cost of migration is taking a heavy toll on our workers

It is most unfortunate that the migration sector continues to be dominated by middlemen despite there being proper government channels for recruitment. According to a recent study by the Ovibashi Unnayan Karmi Programme (OKUP), workers are paying exorbitant fees as most of them migrate through informal channels. Among the 1,084 workers surveyed by OKUP in eight migration-prone districts, 56 percent relied on informal or illegal agents to facilitate their migration to the Gulf countries, while only seven percent reported using licensed recruiting agencies. This highlights the grim reality of the limited accessibility of formal recruitment channels, particularly in rural areas.

Workers have long migrated to Gulf countries under the "free visa" system without any job guaranteed before departure. While the government-fixed average cost for migration to the Middle East is Tk 116,224, workers with free visa have to spend around Tk 499,802 on average. And despite paying nearly five times more than the government-approved cost, 43 percent fail to find work after reaching the destination countries, while many must spend additional money to obtain work permits.

Reportedly, a total of 938,000 workers migrated to the Middle East in 2022. Of them, 57 percent obtained work permits upon arrival, while 21 percent, who initially failed to secure employment, spent an extra Tk 150,000 on average to acquire work permits (iqamas). The OKUP study estimated that Bangladeshi migrants in Gulf countries lost about Tk 30,000 crore in 2022 alone due to unethical and fraudulent recruitment practices under the free visa system.

Another alarming finding is that 72 percent of respondents took loans to cover migration costs, while 11 percent mortgaged their land and six percent sold it. And many of those who returned home without finding jobs were unable to recover their mortgaged land. All this is deeply concerning. Migration experts note that there is no such thing as a "free" visa; under ILO conventions, workers cannot be sent abroad without an employment contract. Yet, many Bangladeshi migrants go without one, leaving them vulnerable to all sorts of exploitation.

We urge the government to take concrete steps to make legal labour migration more accessible and protect our workers from exploitation through strict measures. The recruitment process must be transparent and accountable. Experts also emphasise the need for skill training to prepare our workers for better opportunities abroad. With Saudi Arabia's recent abolition of the Kafala system, we hope the recruitment process for that country will be easier now, while the hardships faced by our workers will be reduced.

TUESDAY OCTOBER 21, 2025
KARTIK 5, 1432 BS
The Daily Star

The Daily Star
FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

After airport fire, govt must rebuild trust

It must implement a fire and structural safety audit in all key economic installations

It goes without saying that the devastating blaze that gutted the import section of Dhaka airport's main cargo village has struck at the heart of Bangladesh's manufacturing sector, perhaps at the worst possible time. The incident threatens to derail peak-season garment shipments for Christmas sales in a global supply chain built on speed. The initial estimate of $1 billion damage in the fire, which industry insiders fear may rise, tells only part of the story, however. This catastrophe is the third blow to business confidence in a week, following fire incidents at factories in Chattogram and Dhaka's Mirpur area, both linked to garment production. Meanwhile, Chattogram port saw a steep tariff increase come into effect, and subsequently a truckers' strike, paralysing the country's main trade artery. That comes on top of persistently elevated inflation, high interest rates, and a 20 percent tariff on exports to the US, Bangladesh's largest market.

The crisis set off by the airport fire extends beyond garments. The pharmaceutical industry, reliant on temperature-sensitive, time-bound raw materials from abroad, faces production disruptions. Losses are also mounting in telecoms, with consignments of high-value mobile components worth millions reduced to ash.

In response, industry leaders and the government said they were in emergency mode. The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association has secured temporary warehouse space and urged members to clear imports within 36 hours to ease congestion. The government has ordered the cargo village to operate 24/7. Whether these palliative measures will suffice remains to be seen. The deeper question, though, is not what caused the fire, but how resilient Bangladesh's supply chain really is. This demands a fundamental reassessment of the regulatory systems meant to protect our economic assets.

The government must move expeditiously to avert a repeat of such failures. To restore confidence, the first priority is to provide tangible support to the business community—through a streamlined process for registering losses and expediting insurance settlements. Moreover, the investigation into the airport fire must be credible and conclusive, addressing the unresolved questions of sabotage versus negligence. Contradictory accounts of the firefighting response demand nothing less.

The more enduring task would be to confront the abysmal state of fire safety that this tragedy has laid bare. A one-off audit of the airport is therefore not enough. Bangladesh needs a mandatory, nationwide fire safety review of all critical economic infrastructure, including ports, EPZs, warehouses, and major factories. The government must then mandate modern, automated suppression systems and enforce a time-bound compliance schedule. Finally, to salvage its international reputation, Bangladesh must communicate its action plan clearly to global partners. A high-level, cross-ministerial task force should be established to oversee this reform agenda, with the mandate not only to manage the crisis but also to harden the nation's economic infrastructure against future shocks.

কালের কণ্ঠ সোমবার। ২০ অক্টোবর ২০২৫।

কাজ চান বেকার হাজার হাজার শ্রমিক

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল

একটি গ্রুপের সাত প্রতিষ্ঠানের ৩৫ হাজারসহ ১০ মাসেই বেকার প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (সিইপিজেড) এখন নজিরবিহীন মানবিক ও শিল্প বিপর্যয়ের মুখে। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা শ্রমিক অসন্তোষ, সংঘর্ষ ও সর্বশেষ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ধারাবাহিক ঘটনায় শুধু বিনিয়োগের ভাবমূর্তিতেই ধাক্কা লাগেনি, বরং হাজার হাজার শ্রমিকের জীবিকাও বন্ধ রয়েছে। এই বিপর্যয়ের সর্বশেষ ও সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছেন দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতে নেতৃত্ব দেওয়া প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের সাতটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫ হাজার শ্রমিক। এই গ্রুপের এই কারখানাগুলো গত ১৭ অক্টোবর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এসব কারখানার শ্রমিকরা কাজে ফিরতে আন্দোলন করছেন। শ্রমিকরা বলছেন, গুটিকয়েক ব্যক্তির কারণে তাঁদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যারা কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য করেছে, তাদের শনাক্ত করতে হবে।

দেশের শীর্ষস্থানীয় জিন্স রপ্তানিকারক প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের সব কারখানা একযোগে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন ৩৫ হাজারেরও বেশি শ্রমিক। একদিনে এতসংখ্যক শ্রমিকের বেকার হওয়ার ঘটনা চট্টগ্রামের

চট্টগ্রাম বন্দরে বাড়তি মাশুল না কমালে আন্দোলন

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ ফি বা মাশুল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হওয়ার পর থেকেই সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন পরিবহন মালিক-শ্রমিক ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টরা। তাতে লাগাতার কর্মবিরতি ও ধর্মঘটের মুখে পড়ে দেশের প্রধান এই সমুদ্রবন্দর। যদিও বৃহত্তর আন্দোলনের মুখে ট্রেইলর মালিকদের ক্ষেত্রে বন্দরে ভারী গাড়ি প্রবেশের ফি সাময়িকভাবে কমানোর আশ্বাস দিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। তবে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের হালকা যানবাহন প্রবেশের ফি বৃদ্ধি ও বৃহত্তর পরিসরে নতুন ৪১ শতাংশ বাড়তি মাশুল বহাল রয়েছে। তাতে বন্দর পরিস্থিতি এখনো আন্দোলনমুখী রয়েছে। এই বন্দর ব্যবহারকারী ও ব্যবসায়ীরা অবিলম্বে মাশুল প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এ জন্য তাঁদের প্রস্তুতিও চলছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে, দীর্ঘ ৪০ বছর পর পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা ও অবকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিপুল ব্যয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে মাশুল 'সমন্বয়ের' উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১৪ অক্টোবর রাত ১২টা থেকে বন্দরে গাড়ির প্রবেশমূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। পরদিন থেকে পণ্য পরিবহন বন্ধ রেখে কর্মবিরতি পালন করে চট্টগ্রাম ট্রেইলর মালিক সমিতি। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হয় বন্দরের পণ্য পরিবহনে যুক্ত বিভিন্ন যানবাহনের মালিক-শ্রমিকদের ১৮টি সংগঠন। এসব সংগঠনের নেতারা 'পণ্য পরিবহন মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ' মোর্চা গড়ে তুলেছেন। ভারী গাড়ি (প্রাইম মুভার, ট্রেইলার, লং ভেহিক্যাল) প্রবেশের ফি ৫৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৩০ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ধর্মঘটের আগের দিন ১৪ অক্টোবর বন্দরের মাধ্যমে আট হাজার ৩৬ টিইইউস কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের মধ্যে তিন হাজার ৬৫২ টিইইউস (২০ ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট) ডেলিভারি করা হয়। অথচ ১৮ অক্টোবর এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২০০৭ টিইইউসতে। চার দিনে কনটেইনার ডেলিভারি কমেছে প্রায় ৪৫ শতাংশ। ফলে বন্দরে সৃষ্টি হয়েছে মারাত্মক কনটেইনার জট। ডেলিভারির অপেক্ষায় রয়েছে প্রায় তিন হাজার ৩০০ কনটেইনার।

এ অবস্থায় গতকাল রবিবার দুপুরে চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে বৈঠক করেন চট্টগ্রাম ট্রেইলর মালিক সমিতির নেতারা। তাঁরা ফি প্রত্যাহারের আবেদন জানালে, চেয়ারম্যান মৌখিকভাবে ফি আগের ৫৭ টাকা রাখার আশ্বাস দেন। এই আশ্বাসের ফলে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা।

বৈঠকে অংশ নেওয়া প্রাইম মুভার ট্রেইলর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি খান মোহাম্মদ সেলিম কালের কণ্ঠকে বলেন, এই ফি বাড়ানোয় আন্ত জেলা রুটে 'লাইন খরচ' (ফি, টোল, বকশিশ) বেড়ে যাচ্ছিল। মৌখিক আশ্বাসে সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত করা হলেও লিখিত আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আবার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতিও রয়েছে।

বন্দরে মোটরসাইকেল ও অটোরিকশার মতো হালকা যানবাহনের প্রবেশ ফি আগের ২৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৫ টাকা করা হয়েছে। তা বাড়ানো হয়েছে প্রায় ৪০০ শতাংশ। তার প্রতিবাদে গতকাল রবিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং (সিঅ্যান্ডএফ) এজেন্ট কর্মীরা। চট্টগ্রাম কাস্টমস এজেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া জানান, সিঅ্যান্ডএফ কর্মীরা সাধারণত কম বেতন পান। দিনে তাঁদের কয়েকবার বন্দরে প্রবেশ করতে হয়। বাড়তি ফির কারণে তাঁদের দৈনন্দিন ব্যয় বেড়েছে। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

পরিবহন মালিকদের যান চলাচল বন্ধ ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের কর্মবিরতির দরুন বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সংকটে পড়েছে রপ্তানি বাণিজ্য। শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক খায়রুল আলম সুজন জানান, ধর্মঘট ও কর্মবিরতির কারণে গত শনিবার ও গতকাল রবিবার ছয়টি জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেলেও প্রায় এক হাজার ৬৫ একক কনটেইনার রপ্তানি পণ্য বোঝাই করা সম্ভব হয়নি। কনটেইনারগুলোর সিঙ্গাপুর, চীন, শ্রীলঙ্কা, স্কটল্যান্ডের বন্দরে যাওয়ার কথা ছিল। কনটেইনারগুলো যথাসময়ে ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দরে না পৌঁছায় মাদার ভ্যাসেলের শিডিউল বিপর্যয়ের শঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে পারে।

বন্দর ব্যবহারকারীরা মাশুল বাড়ানোকে 'ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। গত ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সভায় তৈরি পোশাকশিল্প, সিমেন্ট, শিপিং ও আমদানিকারকসহ অনেকেই মাশুল স্থগিতের জোর দাবি জানান। বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি সেলিম রহমান বলেন, ২৯ বছরের ব্যাবসায়িক অভিজ্ঞতায় চট্টগ্রাম বন্দরকে লোকসানে যেতে দেখা যায়নি, তাহলে কেন ৪১ শতাংশ মাশুল বাড়াতে হবে? ভিয়েতনাম, ভারত ও মালয়েশিয়ার চেয়ে বাংলাদেশের 'কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস' এমনিতেই বেশি। মাশুল বাড়লে এই খরচ আরো বাড়বে, যা শেষ পর্যন্ত আমদানি করা পণ্যের দামের ওপর প্রভাব ফেলবে। রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমাবে।

বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আমিরুল হক বলেন, মোংলা বা পায়রা বন্দরে মাশুল না বাড়িয়ে শুধু চট্টগ্রামে বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি 'চট্টগ্রাম বন্দরকে বন্ধ করার ষড়যন্ত্র'। পোর্ট ইউজার্স ফোরামের সভাপতি আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী এক সপ্তাহের মধ্যে মাশুল সমস্যার সমাধান না হলে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মাশুল বা ট্যারিফ বাড়াতে হলে অবশ্যই অংশীজনদের বা বন্দর ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আলাপ করতে হয়। তা করা হয়নি। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। এর পরও মাশুল প্রত্যাহার না করা হলে আমরা কঠোর আন্দোলনে যাব।'

ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চালক ও শ্রমিকদের প্রতিবাদ এবং আলটিমেটাম পরিস্থিতিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ গত শনিবার রাতে বক্তব্যে বলেছে, দীর্ঘ ৪০ বছর পর পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিপুল ব্যয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে ট্যারিফ 'সমন্বয়' করা অপরিহার্য ছিল। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ এবং কনটেইনার পরিবহনের ৯৯ শতাংশ চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জ্বালানি, জনবল ব্যয় এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের খরচ বহু গুণে বাড়লেও গত চার দশকে ট্যারিফ (মাশুল) উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়নি। বন্দর কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে বলেছে, এই সমন্বয় কার্যকর না হলে বন্দরের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে। তবে ব্যবহারকারীরা বলছেন, আলাপ-আলোচনা ছাড়া একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

মঙ্গলবার
২১ অক্টোবর ২০২৫

সরকারি কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) পরিবর্তে নতুন সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (জিপিএমএস) চালু হচ্ছে। সরকারি কাজের জবাবদিহি, দক্ষতা ও জনকল্যাণ নিশ্চিতের জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি চালুর উদ্দেশ্যেই এটি করা হয়েছে। সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে নিজেদের জিপিএমএস প্রস্তুত করে নির্ধারিত সফটওয়্যারের মাধ্যমে জমা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত রবিবার রাতে এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানিয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জিপিএমএস প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে জিপিএমএস বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ সফটওয়্যারও প্রস্তুত করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা পরিপত্রে জানানো হয়, ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে প্রচলিত এপিএ ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন জিপিএমএস পদ্ধতি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। সংস্কার ও জনসেবার অগ্রাধিকার বিবেচনায় সরকারি কার্যক্রমকে আরো বাস্তবমুখী, সহজীকৃত ও গতিশীল করাই এর মূল লক্ষ্য।

পরিপত্রে বলা হয়, জিপিএমএসের আওতায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধীন সংস্থাকে তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সেই পরিকল্পনার আলোকে প্রতি অর্থবছর বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা তৈরি এবং অর্থবছর শেষে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে কৌশলগত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। অর্থবছর শেষে জিপিএমএসের সার্বিক মূল্যায়ন উপদেষ্টা পরিষদ বা মন্ত্রিসভা কমিটি থেকে অনুমোদিত হবে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কাজের ধরন অনুযায়ী মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে সাতটি গুচ্ছ বা ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে।

বণিক বার্তা বুধবার, অক্টোবর ২২, ২০২৫

রোড সেফটি নেটওয়ার্কের প্রতিবেদন

গণপরিবহনে ৮৩% নারী যাত্রী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের গণপরিবহন কোনোভাবেই নারীবান্ধব নয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ রোড সেফটি নেটওয়ার্ক (বিআরএসএন)। সংগঠনটির তথ্যমতে, নগর গণপরিবহনে যাতায়াতকারী নারীদের ৮৩ শতাংশই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন।

গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত 'নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠায় টেকসই পরিবহন কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের দাবিতে' সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরে বিআরএসএন। সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংগঠনটির সমন্বয়ক পাহাড়ী ভট্টাচার্য।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাসের গেট সরু, সিট অপরিষ্কার ও কাঠামোগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। রোদ-বৃষ্টি কিংবা পিক-আওয়ারে অনেক সময় পরিবহন শ্রমিকরা নারী যাত্রী তুলতে অনিচ্ছুক থাকেন, এমনকি পুরুষ যাত্রীরাও আপত্তি করেন। এতে গণপরিবহনে নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিআরএসএন জানায়, বর্তমানে দেশে পাঁচ লাখেরও বেশি মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন রয়েছে, যার ৭০ শতাংশ এখনো সড়কে চলাচল করছে। এর মধ্যে ৭৫ হাজার বাস ও ট্রাকসহ পণ্যবাহী যানবাহন, আর ঢাকায় ১০ হাজারের বেশি মেয়াদোত্তীর্ণ যান চলছে। সংগঠনটির অভিযোগ, এ মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনগুলোই অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ।

প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ব্যক্তিগত যানবাহন ও রিকশা সড়কের ৭৫ শতাংশ স্থান দখল করে রাখলেও এগুলো মোট যাত্রীর মাত্র ১১ শতাংশ বহন করে। অন্যদিকে গণপরিবহন ৫৩ শতাংশ যাত্রী পরিবহন করলেও সুবিধাবঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় মাত্র সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ হাজার নতুন বাস কোম্পানিভিত্তিক পরিচালনা করা গেলে গণপরিবহনে চাঁদাবাজি ও যাত্রী তুলতে প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং নগরবাসী সাশ্রয়ী ও সম্মানজনকভাবে যাতায়াত করতে পারবে।

সংগঠনটি আরো জানায়, দেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়ই সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। চার চাকার যানবাহনের তুলনায় মোটরসাইকেল ৩০ গুণ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

বিআরএসএন বলেছে, টেকসই পরিবহন কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব নয়। দেশের সড়কে বিপুলসংখ্যক মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের চলাচল এখন 'কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডে' রূপ নিয়েছে। দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়হীনতা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ অকারণে প্রাণ হারাচ্ছে। সংগঠনটির দাবি, মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন চলাচল বন্ধ না করলে এ মৃত্যু প্রতিরোধ সম্ভব নয়—এটি আর দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড। সংবাদ সম্মেলনে পাহাড়ি ভট্টাচার্য বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন খাতে সংস্কার কমিশন গঠন করলেও সড়ক খাতের নৈরাজ্য প্রতিরোধে কোনো কমিশন গঠন করেনি। বিআরএসএন নিরাপদ ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ও সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে "সড়ক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কমিশন" গঠনসহ ২০ দফা দাবি জানিয়েছে।'

সময়ের আলো বুধবার। ২২ অক্টোবর ২০২৫

হাতিয়ায় ট্রলারসহ ৪৬ জেলে আটক

● হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় নোয়াখালীর হাতিয়ায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে মৎস্য বিভাগ। এ সময় ৫টি ট্রলারসহ ৪৬ জেলেকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে প্রায় ২ টন ইলিশ জব্দ করা হয়েছে। আটক জেলেদের মধ্যে ৪১ জনকে ২ হাজার টাকা করে ৮২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও ৫ জনের বিরুদ্ধে মৎস্য আইনে মামলা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলাউদ্দিন জব্দ মাছগুলো বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করেন। এর আগে সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের ভাসানচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে সহযোগিতা করে নৌ-পুলিশের একটি দল। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন জানান, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে লক্ষ্মীপুরের কমলনগর থেকে আসা ৫টি ট্রলারে থাকা জেলেরা বঙ্গোপসাগরের ভাসানচর এলাকায় মাছ ধরছেন—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।

আটক ২৮ জেলের জেল-জরিমানা

● বানারীপাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি

বরিশালের হিজলা উপজেলায় মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ নিধনের অপরাধে আটক ২৮ জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম জানিয়েছেন, সোমবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত মেঘনা নদীতে উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য অধিদফতর ও কোস্ট গার্ডের সদস্যরা যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে ২ লাখ ৪০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৭০ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করে বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করা হয়।

এ ছাড়া সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মৎস্য শিকারের অপরাধে আটক ২৮ জেলের মধ্যে ১৯ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড এবং ৯ জনের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৯০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৩ অক্টোবর ২০২৫

মিরপুরে আগুনে শ্রমিকের মৃত্যু 'কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড'

শিশু ও কিশোরী হত্যার প্রতিবাদে শ্রমিক সমাবেশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ঢাকার মিরপুরে সাম্প্রতিক আগুনে শ্রমিকের মৃত্যু 'কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড' বলে মন্তব্য করা হয়েছে শ্রমিক সমাবেশে। সমাবেশে বলা হয়, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পেছনে মূল কারণগুলো স্পষ্ট-নিরাপত্তাহীন ভবন, অবৈধভাবে রাখা রাসায়নিক গুদাম এবং অকার্যকর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। মিরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শিশু ও কিশোরী হত্যার প্রতিবাদে গতকাল বুধবার মিরপুরস্থ রূপনগর শিয়ালবাড়ীর অগ্নিদগ্ধ কারখানার সামনে শ্রমিক সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষতিপূরণ, আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ও ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টার যৌথ উদ্যোগে সমাবেশ ও শোভাযাত্রা আয়োজন করে।

গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (GBGWF) ও ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টারের সভাপতি মোসাম্মৎ সুলতানা বেগমের সভাপতিত্বে এবং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো. ইলিয়াসের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টারের দপ্তর সম্পাদক আমরিন হোসাইন এ্যানি, প্রচার সম্পাদক তাহেরুল ইসলাম, নিহত শ্রমিক মার্জিয়া সুলতানার বাবা সুলতান প্রমুখ।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৩, ২০২৫

আইএলওর তিন কনভেনশনে স্বাক্ষর করল অন্তর্বর্তী সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তিনটি কনভেনশনে সই করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন এ তিনটি কনভেনশনের অনুসমর্থনপত্রে সই করেন।

কনভেনশনগুলো হলো—পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কনভেনশন, ১৯৮১, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান উন্নয়নে প্রচারণামূলক কাঠামো কনভেনশন, ২০০৬ এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধবিষয়ক কনভেনশন, ২০১৯। তিনটির মধ্যে কনভেনশন ১৮৭ ও কনভেনশন ১৫৫ আইএলওর মৌলিক কনভেনশন। ২০২২ সালে এ দুটিকে মৌলিক কনভেনশন হিসেবে গ্রহণ করে আইএলও।

এ দিনটি বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ সময় ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর তৎকালীন সরকার সবকিছুতে রাজি হলো। কিন্তু যা করবে বলেছিল সেগুলো কিছুই হয়নি। শুধু হচ্ছে, হবে করেই চলছিল। আমরা বললাম যে হচ্ছে-হবে আর নয়, এটা আমরা করেই যাব।'

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার উল্লিখিত তিনটি কনভেনশন অনুসমর্থন শ্রমিকদের সুরক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন, যা শ্রম খাতের সামাজিক অংশীদারদের আন্তর্জাতিক শ্রমমান যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে। এ তিনটি কনভেনশন অনুস্বাক্ষরিত হওয়ায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হিসেবে আইএলওর ১০টি মৌলিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হলো।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫,

আইএলওর ৩টি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা তিনটি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেন।

বাসস, ঢাকা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তিনটি কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন তিনটি কনভেনশন অনুসমর্থনপত্রে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'এই দিনটি বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।

কনভেনশন স্বাক্ষরের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব (সংযুক্ত) মো. মাহমুদুল হোসাইন খান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া, বাংলাদেশে আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনোনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

কনভেনশনগুলো হলো পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কনভেনশন, ১৯৮১ (নং-১৫৫); কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান উন্নয়নে প্রচারণামূলক কাঠামো কনভেনশন, ২০০৬ (নং-১৮৭) এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধবিষয়ক কনভেনশন, ২০১৯ (নং-১৯০)। কনভেনশন তিনটির মধ্যে কনভেনশন ১৮৭ ও কনভেনশন ১৫৫ আইএলওর মৌলিক কনভেনশন। ২০২২ সালে এ দুটিকে মৌলিক কনভেনশন হিসেবে গ্রহণ করে আইএলও।

এ সময় ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর তৎকালীন সরকার সবকিছুতে রাজি হলো। কিন্তু যা করবে বলেছিল, সেগুলো কিছুই হয়নি। শুধু "হচ্ছে, হবে" করেই চলছিল। আমরা বললাম যে "হচ্ছে, হবে" আর নয়, এটা আমরা করেই যাব।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই আমার প্রথম দৃষ্টি ছিল শ্রম অধিকারে। বারবার বৈঠক করলাম। সবখানে বলতে থাকলাম যে এটা করতেই হবে। এটাতে স্বাক্ষর করা মানে আমাদের সবার উপকার। আমাকে বলা হলো, আগামী জেনেভা বৈঠকে যেতে হবে। আমি বোঝার চেষ্টা করলাম, অতীতে কেন কেউ গেল না।'

'বাংলাদেশের শ্রমিক অধিকারে আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে' উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি থেকে যে যাত্রা শুরু হলো আজ, তা একটা গন্তব্যে পৌঁছাল, অন্তত কাগজের অংশটুকু শেষ করলাম। রানা প্লাজার শ্রমিকেরা তাদের জীবন দিয়ে যে দায়িত্ব আমাদের ওপর দিয়ে গেছে, সেটার এক ধাপ পার হলো। আমি নিজের কাছে নিজে ওয়াদা করেছিলাম যে এটা করবই। আজ আনন্দ পাচ্ছি যে একটা পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছি। আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে সঠিকভাবে সর্বত্র বাস্তবায়ন করতে পারলে।'

শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'আজকে অন্তর্বর্তী সরকারের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এ কাজে সবাই ভীষণ পরিশ্রম করেছেন। সে কারণেই সাফল্য এসেছে। প্রধান উপদেষ্টা সার্বক্ষণিক আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন।'

লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, 'এ যাত্রা সহজ ছিল না, কিন্তু আনন্দদায়ক ছিল। জেনেভা কনভেনশনে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা অতুলনীয়। সবাই ভীষণ পরিশ্রম করেছেন। এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন স্বাক্ষর করায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর ম্যাক্স টুনোন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার, শ্রমিক ও আইন প্রয়োগকারীদের সঙ্গে মিলে কনভেনশনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইএলও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এর পাশাপাশি শ্রম আইন সংস্কার কমিশনের বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নেও সরকারকে সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন ম্যাক্স টুনোন। এ ছাড়া আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে যেসব রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি শ্রম সনদ (লেবার চার্টার) গ্রহণেরও পরামর্শ দেন তিনি।

জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

নবনিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লোটজ গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাতে প্রধান উপদেষ্টা জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে তাঁর কর্মকালে বাংলাদেশ ও জার্মানির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

বৈঠকে রাষ্ট্রদূত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আরও বেশি সম্পৃক্ত হচ্ছে, যা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৭ কার্তিক ১৪৩২, ২৩ অক্টোবর ২০২৫

নির্বাচনি তপশিল ঘোষণার আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আসন্ন নির্বাচনের আগে শ্রম আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। শ্রমিক স্বার্থ, শ্রম খাত ও অর্থনীতির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নির্বাচনি তপশিল ঘোষণার আগেই সংশোধিত শ্রম আইন কার্যকর করা জরুরি বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর হাতিরপুলে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠনের প্রয়াত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ আতিউল ইসলামের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'আসন্ন শ্রম আইন সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৫ ও শ্রমিকের প্রত্যাশা' শীর্ষক আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাসলিমা আখতার। তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করে তাসলিমা আখতার বলেন, 'নির্বাচনি তপশিল ঘোষণার আগে অবশ্যই শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থ, শ্রম খাত ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।' তিনি আরো বলেন, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের আন্তরিকতায় শ্রম আইন সংশোধনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা যেন শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটায়।

তাসলিমা আখতার বলেন, প্রয়াত শাহ আতিউল ইসলাম শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম, যিনি সংগঠন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষ শ্রমিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেন, 'আজ আমরা এমন এক সময় শ্রম আইন সংশোধনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আছি, যখন অতীতের সব অন্যায় ও বৈষম্য দূর করে একটি মর্যাদাপূর্ণ শ্রমনীতি প্রণয়ন সম্ভব।'

লিখিত বক্তব্যে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন শ্রম আইন সংশোধন সংক্রান্ত ১৩টি নির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করে। এর মধ্যে প্রধান দাবিগুলো হলো—নির্বাচনি তপশিল ঘোষণার আগে অধ্যাদেশ জারি, শ্রমিকের প্রাণহানির বিচার ও ক্ষতিপূরণ, বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বৈষম্যহীন ভাষা, ন্যূনতম মজুরি ও স্থায়ী শ্রম কমিশন, ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন সহজ করা, যৌন হয়রানিবিরোধী ধারা সংশোধন, প্রসূতিকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, পরিদর্শন ও লাইসেন্স নবায়ন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, শ্রমিকের প্রাপ্য লভ্যাংশ ও কল্যাণ তহবিল, শ্রমিক ইতিহাস সংরক্ষণ, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, বেতন-মজুরি ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ও সামাজিক সুরক্ষা ও তথ্যপ্রাপ্তি।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির যুগ্ম সম্পাদক প্রবীর সাহা বলেন, রানা প্লাজার পর থেকে আইন সংস্কারের নামে শ্রমিকদের অধিকারের ওপর নতুন শর্ত চাপানো হয়েছে। এই অধ্যাদেশে যেন শ্রমিকের কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত হয়, সেটাই আজকের প্রত্যাশা।

TUESDAY OCTOBER 21, 2025
KARTIK 5, 1432 BS
The Daily Star

Weaving dreams with Jamdani

SUZIT KUMAR DAS, *Faridpur*

In Panail village of Faridpur's Alfadanga upazila, 34-year-old Mostafizur Rahman weaves Jamdani sarees -- and with each thread, he weaves hope for a better future.

From his home, he produces sarees using silk, cotton, and zari threads. Each piece sells for Tk 12,000-40,000, depending on the design and quality.

"I could not continue my education beyond the primary level due to poverty. Since childhood, I've been focused on finding ways to earn for my family," he said.

At 16, he left home in 2007 for Rupganj upazila of Narayanganj, the country's Jamdani weaving hub, where he trained under master weavers Haris Mia and Anwar Sardar. He also worked in a local factory for several years.

In 2021, after gaining 14 years of experience, he returned home and set up a small handloom workshop with the help of his wife, Nila Begum. Gradually, he began producing Jamdani sarees and training villagers in weaving.

His 30-by-10-foot tin-roofed workshop is simple but functional, with wire mesh openings for light and air. Inside, six looms stand neatly in rows, each operated by two artisans. From this small space, around 25 high-quality Jamdani sarees are produced every month.

"Unemployment is a big issue in rural Bangladesh," Mostafizur said. "If I can teach the locals this craft, they can earn a living too. However, it's a delicate, time-consuming craft. Many give up midway. Still, I visit nearby villages to find new trainees."

"The real challenge is finding skilled workers. With more weavers, I could easily expand production," he added.

Mostafizur also employs 12 young people from the area.

One of the workers, Mohammad Hossain, 29, said, "I used to work in Rupganj, but when I saw the same facilities here, I joined Mostafizur bhai's factory. I now earn Tk 22,000-25,000 a month."

Mostafizur invested about Tk 5 lakh to establish his workshop, named "Muslim Jamdani Ghar". He now earns Tk 50,000-60,000 in monthly profit after expenses.

"Each saree uses about 2,200 to 2,400 strands of silk thread bought from Rajshahi, costing around Tk 2,000," he said.

Customers often visit his home to buy sarees directly or place advance orders ahead of festivals. He also supplies products to the BSCIC Industrial City in Rupganj.

Sharmin Yasmin, former upazila nirbahi officer of Alfadanga, said, "I bought several sarees from Mostafizur while I was posted there. His sarees are flawlessly woven."

Tagarband Union Parishad Chairman Mia Asaduzzaman said, "Mostafizur is our pride. His Jamdani sarees have earned widespread appreciation. If authorities provide support, a Jamdani weaving centre could be established here centring him, generating employment among local youths."

শোভন কাজ

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার
৭ কার্তিক ১৪৩২, ২৩ অক্টোবর ২০২৫

ঝুঁকিতে শ্রমবাজার : সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ নিন

মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখে। বাংলাদেশের জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান প্রায় ৬-৭ শতাংশ। গত দুই দশকে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ধারাবাহিকভাবে এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সন্দেহ নেই, রেমিট্যান্সের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা ক্রমবর্ধমান ও ব্যাপক।

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, কাতার, ওমান, কুয়েত, সিংগাপুর ও ইতালি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উল্লেখযোগ্য উৎস। এখনো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোই বাংলাদেশিদের জন্য কর্মসংস্থানের প্রধান গন্তব্য। এর বাইরে মালয়েশিয়াতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করেন। তবে প্রথাগত বাজার হিসেবে পরিচিত এ দেশগুলোতে ননস্কিলড বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ইত্যাদি দেশ এখন বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ স্থগিত করেছে। সিন্ডিকেট দুর্নীতি ইত্যাদি অভিযোগের কারণে মালয়েশিয়াও বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে। এগুলোর প্রভাবে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে অভিবাসী কর্মীদের বহির্গমন প্রায় ২২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়া তথা ট্র্যাডিশনাল বা ননস্কিলড শ্রমবাজারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো ও তুলনামূলক অধিক আয়ের দেশে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন বা বিকল্প বাজার খুঁজে বের করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। যদিও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য নতুন বাজার ধরার প্রচেষ্টায় সফলতা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। গুটিকতক দেশ যেমন—ইতালি, রোমানিয়া, পোল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশে কিছু বৈদেশিক কর্মসংস্থান হলেও ইতালি ছাড়া বাকি দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়।

১৯৮০-এর দশকের শেষাংশে ইতালিতে বাংলাদেশিদের অভিবাসন শুরু হলেও ১৯৯০ দশকে এসে ইতালিতে বাংলাদেশিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মূলত কর্মী সংকটের কারণেই

ইতালিতে বাংলাদেশি কর্মীগণ কর্মসংস্থানের সুযোগ পান। প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মীগণই সে দেশে কর্মসংস্থানের ভিত্তি স্থাপন করে। এই প্রাথমিক কর্মীগণের মাধ্যমে ইতালিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে আরো বহু বাংলাদেশি কর্মীর। তারা সেখানে সুনামের সঙ্গে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানাবিধ কর্মে নিয়োজিত থেকে ইতালির অর্থনীতিকে সুসংহত করতে সহায়তা করছেন। ফলে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতালি যেমন আস্থা পেয়েছে তেমনি উন্নত জীবনযাপন ও অধিক আয়ের সুযোগের কারণে বাংলাদেশি কর্মীরাও ইতালিতে কর্মসংস্থানের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। পারস্পরিক এই আগ্রহের কারণে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ইতালিতে অভিবাসিত হয়েছে এবং প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে প্রেরণ করছেন।

ইউরোপের আরো অনেক দেশের মতো ইতালিতেও কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে কর্মী সংকট রয়েছে, যা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে কৃষি, নির্মাণ, পর্যটন, উৎপাদনমুখী শিল্প, হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশটির শ্রমসংকট রয়েছে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে এই শ্রমসংকট দূর করা আবশ্যক। আর এ কর্মীপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ইতালি সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইতালি আরো সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। বাংলাদেশি কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম, তারুণ্য ও ইতালীয় সমাজে একীভূত হওয়ার সক্ষমতাটি ইতালি জনগণ ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশংসিত ও স্বীকৃত। ফলে শুধু ইতালি নয়, ইতালির পথ ধরে আরো অনেক দেশে বাংলাদেশিদের জন্য কর্মস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ইতালি যখন বৈদেশিক কর্মসংস্থানের একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় গন্তব্য হয়ে উঠেছে, তখন নানা অপতৎপরতায় এ শ্রমবাজারটি সংকটে পড়তে যাচ্ছে! বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হওয়ায় বিপুলসংখ্যক কর্মী ইতালিতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে অভিবাসনপ্রত্যাশী হওয়ায় এটাকে পুঁজি করে নানা ধরনের দালালচক্র ও অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে, যারা প্রতিনিয়ত জাল নথিপত্র তৈরি করে কর্মসংস্থান প্রত্যাশিতদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছে এবং সেই প্রতারণা আড়াল করার উদ্দেশ্যে মাঝেমধ্যে তারা বিবিধ কৌশলে ও উসকানি দিয়ে আবেদনকারী ও সাধারণ জনগণকে সংগঠিত করে ইতালি দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, অবস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে বা পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে থাকে। এ ধরনের কর্মসূচির খবর সামাজিক যোগাযোগ ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, যা বাংলাদেশিদের জন্য ইতালির শ্রমবাজারকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। আর এ ধরনের অপতৎপরতা কেবল ইতালি নয়, সম্ভাবনাময় অন্য শ্রমবাজারগুলোতেও প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে বিদেশে বাংলাদেশিদের জন্য কেবল কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাচ্ছে তা নয়, এটা দুনিয়াব্যাপী বাংলাদেশি পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশিদের আত্মসম্মানেও আঘাত হানছে। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিস্থিতি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কেননা এ ধরনের ঘটনা চলতে থাকলে ইতালি ও পশ্চিমা দেশগুলো শ্রম সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

বর্তমানে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ও দুষ্টচক্রের কারণে জাল বা ভুয়া কাগজপত্র তৈরির মাধ্যমে অনৈতিক আর্থিক লেনদেন, বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির ভুয়া অঙ্গীকারে বিপুল অঙ্কের অর্থ আত্মসাৎ, অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ উপায়ে অভিবাসনের উদ্বুদ্ধ করে টাকা হাতিয়ে নেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতারণার মাধ্যমে আজ কর্মীর জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে; অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে অভিবাসন বা অভিবাসনের প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে বাংলাদেশিদের সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা প্রদান করছে। এ অবৈধ কার্যক্রমগুলো রোধকল্পে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তরসমূহ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা এবং কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের উদ্যোগ এখনই নিতে হবে। পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমেও ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সরকারি কার্যক্রম সময়ের দাবি। উপরন্তু দেশে ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস ও মিশনগুলোর মাধ্যমে এ বিষয়ে ভুঁইফোঁড় সংস্থা ও অসাধু ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আশু পদক্ষেপ নেওয়া অতীব জরুরি। একই সঙ্গে নিত্যনতুন দেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার খুঁজে সেখানে আমাদের দক্ষ জনশক্তি প্রেরণেও সরকারের সময়োপযোগী ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে। আশা করি, বিষয়গুলোর প্রতি সরকারসহ সংশ্লিষ্টজনেরা নজর দেবেন ও উদ্যোগী হবেন।

● লেখক : আইনজীবী ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

THE FINANCIAL EXPRESS

October 23, 2025

ILO offers to work with BD jointly on export, investment

Overtures come from UN agency's new CD in BD

FE REPORT

The International Labour Organisation (ILO) offers joint collaboration with Bangladesh for promoting investment and export.

New Country Director for the International Labour Organisation (ILO) Office in Bangladesh Max Tuñón made the overtures Wednesday as he assumed his responsibilities as the country chief of the UN agency.

"Our collective efforts will not only provide more decent working conditions for a larger share of the workforce; they will also improve the country's ability to attract investment and expand international markets for exports," he said.

Mr Tunon submitted his credentials to Foreign Affairs Adviser of the interim government Md Touhid Hossain at the Ministry of Foreign Affairs.

Tuñón arrives in Bangladesh at a time when the ILO mandate to promote decent work and social justice is high on the national agenda of the post-uprising government.

"The urgency of the decent-work agenda in Bangladesh is evident," said Tuñón.

"With two million young men and women entering the labour market each year, we must work together to ensure that economic growth is inclusive and generates jobs with dignity."

The ILO has been providing support to the government and social partners as they consider amendments to the Bangladesh Labour Act, and to ensure the effective implementation of laws and policies.

Moreover, the ILO works to enhance the employability of men and women, ensuring they have the skills needed by employers, as well as by supporting an enabling environment for them to start and grow businesses.

Prior to arriving in Bangladesh, Max Tuñón was the Head of ILO Office in Doha that supported a comprehensive labour-reform agenda in Qatar.

He previously served as Technical Specialist in the same Office, overseeing the programme on wages, labour inspection and occupational safety and health. He has also worked in the ILO sub-regional offices in Bangkok and New Delhi, as well as the ILO Office in Beijing.

The ILO Office in Bangladesh is one of its largest country offices worldwide. It has a broad portfolio to advance greater alignment with the fundamental principles and rights at work. The Office also supports the government vision to create decent-work opportunities and enhance social-protection systems, including marginalized groups.

The ILO's support to Bangladesh is delivered through Decent Work Country Programmes (DWCP) jointly developed and agreed with tripartite partners - the Government, employers' and workers' organisations.

mirmostafiz@yahoo.com

শোভন কাজ

NEWAGE
THURSDAY, OCTOBER 23, 2025,

ILO to strengthen decent work, investment climate

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

NEWLY-APPOINTED country director of the International Labour Organization in Bangladesh Max Tuñón Wednesday reaffirmed his commitment to working closely with the government and social partners to advance decent work, social justice, and sustainable investment opportunities in the country.

'Our collective efforts will not only provide more decent working conditions for a larger share of the workforce, they will also improve the country's ability to attract investment,' Tuñón said after submitting his credentials to foreign affairs adviser Md Touhid Hossain at the foreign ministry here, said a press release.

The new ILO country director stressed the urgency of ensuring inclusive economic growth that creates quality jobs.

'The urgency of the decent work agenda in Bangladesh is evident,' said Tuñón. 'With two million young men and women entering the labour market each year, we must work together to ensure that economic growth is inclusive and generates jobs with dignity.'

The ILO has been extending technical and policy support to the Government of Bangladesh and its tripartite partners in reviewing and amending the Bangladesh Labour Act, and in strengthening the implementation of labour laws, occupational safety, and workers' rights.

The organisation also works to enhance the employability of men and women by developing job-relevant skills and promoting entrepreneurship through an enabling business environment, the ILO said in a statement.

Prior to his posting in Dhaka, Tuñón served as head of the ILO office in Doha, where he supported a comprehensive labour reform agenda in Qatar.

He earlier worked as a Technical Specialist overseeing programmes on wages, labour inspection, and occupational safety and health.

He has also served in various capacities at ILO offices in Bangkok, New Delhi, and Beijing, bringing with him extensive experience in labour policy, social protection, and global employment standards.

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৩ অক্টোবর ২০২৫

স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের আত্মহত্যা দোষীদের বিচার ও কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা কার্যকরের দাবি গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সংবাদমাধ্যমকর্মী স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের আত্মহত্যার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, দোষীদের বিচার এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্যরা।

গতকাল বুধবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান তারা। উল্লেখ্য, গত ১৯ অক্টোবর অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'ঢাকা স্ট্রিমে'র গ্রাফিক ডিজাইনার স্বর্ণময়ী বিশ্বাস তার নিজ বাসায় ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, 'স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অকালে আত্মহত্যার ঘটনায় আমরা ব্যথিত, শোকাহত। তার এই মৃত্যু আমাদের আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল নারীর জন্য তার কর্মপরিবেশ কতখানি নিরাপত্তাহীন, নির্মম মানসিক নিপীড়নে আক্রমণাত্মক।'

বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, আমরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সূত্রে জানতে পেরেছি স্বর্ণময়ী ও তার সহকর্মীরা মিলে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠানটির বাংলা বিভাগের প্রধান আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু 'ঢাকা স্ট্রিম' কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ আমলে নিয়ে যথাযথ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সহকর্মীদের ভাষ্যমতে, এ ঘটনায় স্বর্ণময়ী বিশ্বাস মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্যদের পক্ষে বিবৃতি পাঠান অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ড. সামিনা লুৎফা নিত্রা, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, সীমা দত্ত, মারজিয়া প্রভা প্রমুখ।

সমকাল রোববার। ২৬ অক্টোবর ২০২৫

গৃহকর্মীর ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা জরুরি

ছায়া সংসদে শিরীন হক

নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হলে সামাজিক স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষায় স্বতন্ত্র ন্যায়পাল নিয়োগ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা এখন সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেছেন নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভিন হক। তিনি বলেছেন, গৃহকর্মীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর আইনি কাঠামো না থাকায় তারা আজও প্রান্তিক ও অবহেলিত শ্রেণিতে রয়ে গেছে। জীবনযাপনের ব্যয় বিবেচনা করে তাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা জরুরি। পাশাপাশি তাদের নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হলে তা সামাজিক স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

গতকাল শনিবার এফডিসিতে গৃহকর্মীদের অধিকার সুরক্ষা নিয়ে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে 'আইন করে নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই গৃহকর্মীর অধিকার সুরক্ষা করতে পারে' শীর্ষক ছায়া সংসদের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করে নেটস বাংলাদেশ ও এডুকেশন আউট লাউড।

ছায়া সংসদে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিরীন পারভিন হক বলেন, নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে গৃহকর্মীদের অধিকার নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকা প্রয়োজন ছিল। গৃহকর্মীদের ন্যূনতম বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপরিহার্য।

তিনি বলেন, সমাজে এখনও অনেকেই গৃহকর্মীদের 'বুয়া' বলে অমর্যাদাকরভাবে সম্বোধন করেন, যা পরিহার করা জরুরি। গৃহকর্মীরাও এই সমাজের কর্মজীবী শ্রেণির অংশ, তাই তাদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন সামাজিক দায়িত্বের অংশ হওয়া উচিত।

ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সভাপতিত্বে ছায়া সংসদ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিকে পরাজিত করে বিজয়ী হয় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের বিতার্কিক দল। বিচারক ছিলেন অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ রইস, ড. তাজুল ইসলাম চৌধুরী তুহিন, ড. এস. এম. মোর্শেদ, কবি জাহানারা পারভীন এবং সাংবাদিক মো. আল-আমিন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দলকে ট্রফি, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫

শ্রমিকদের পাওনা বেতন না দিয়েই কারখানা বন্ধ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুর শ্রীপুরের জৈনা বাজার এলাকায় এএ এয়ার্ন নিট স্পিন মিলস লিমিটেড কারখানাটি কোনো নোটিস ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল সোমবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে ফটকে ঝোলানো বন্ধের নোটিস দেখে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন শ্রমিকরা। খবর পেয়ে পুলিশ ও শিল্প-পুলিশ কারখানা এলাকায় আসে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক সাত ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। পরে পুলিশ-শ্রমিকদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। উত্তেজিত শ্রমিকদের মহাসড়কে থেকে সরাতে শিল্প-পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ার শেল ছোড়ে। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধি বসে গতকাল বেতন পরিশোধে তারিখ নির্ধারণ করে। কিন্তু

এএ এয়ার্ন নিট মিল

সকালে শ্রমিকরা কাজে এসে দেখেন কারখানার প্রধান ফটকে তালা ঝুলছে। শ্রমিকরা জানান, রবিবার কর্তৃপক্ষ বলেছিল সোমবার আগের বকেয়া তিন মাসের বেতনের মধ্যে এক মাসের পরিশোধ করে কারখানা চালু করবে। কিন্তু তারা কাজে এসে দেখতে পান প্রধান ফটকে অনির্দিষ্টকালের বন্ধ ঘোষণার নোটিস। ফলে তারা সকাল থেকে কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু করেছেন। শ্রমিকরা আরও জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ বকেয়া বেতন দিয়ে কাজ শুরু করবে বলেছিল। কিন্তু এটা তাদের মিথ্যা আশ্বাস ছিল। তারা কৌশলে কারখানাই বন্ধ করে দিয়েছে। এটা প্রতারণা। তারা এর বিচার চান।

এএ এয়ার্ন কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা জসিম উদ্দীনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এ ছাড়া কারখানার পক্ষ থেকে কেউ কোনো বক্তব্য দিতেও রাজি হননি।

শোভন কাজ

THURSDAY OCTOBER 23, 2025
KARTIK 7, 1432 BS
The Daily Star

CHEMICAL, INDUSTRIAL BLAZES

Fire service struggles with limited capacity

DIPAN NANDY

Lack of basic fire safety measures, poor coordination among agencies, and weak emergency response systems are the main reasons why three recent major fire incidents could not be brought under control quickly, said experts and officials.

They made the observations after analysing the fires at Dhaka airport, the Chattogram Export Processing Zone, and a chemical warehouse in Mirpur -- all of which exposed the Fire Service and Civil Defence's limited capacity to handle chemical and large-scale industrial fires.

Experts expressed grave concern over the incidents, which occurred within just six days, noting that two of them took place in key point installation areas.

"The capacity to deal with general and chemical fires is different, so the entire department needs modernisation," Brig Gen (retd) Abu Nayeem Md Shahidullah, former director general of the fire service, told The Daily Star.

He urged the government to equip the fire service with the tools and training required to tackle chemical fires effectively.

"Initial response, alarm systems, and water supply -- all are part of fire management. Major weaknesses were visible at all three sites. Authorities should verify whether joint drills between the fire service and relevant agencies are being conducted regularly," he said.

The fire at Dhaka airport broke out around 2:30pm on October 18 and took more than 26 hours to douse. Similarly, the Chattogram EPZ fire, which started around 2:10pm on October 16, raged for over 24 hours.

FILE PHOTO: CEPZ FIRE

RECOMMENDATIONS

- Modernise fire service to improve capacity
- Provide modern tools, training
- Conduct regular joint drills with relevant agencies
- Keep KPI areas under constant surveillance
- Probe causes, response failures in recent incidents
- Equip cities, key fire stations with specialised gears

Fire service struggles with limited

FROM PAGE 3

Fire service officials said the absence of basic safety measures made both operations difficult.

Brig Gen (retd) Ali Ahmed Khan, another former fire service DG, said KPI areas like airports and EPZs should remain under constant surveillance.

"Even if a fire breaks out, it shouldn't burn for so long. Despite the presence of the airport's own capable fire service unit, the delay in controlling the fire indicates negligence," he said.

He called for a full investigation into the causes and response failures.

Major (retd) Shakil Newaz, former director (operations) of the fire service, said weak preparedness and administrative complications caused the delays in response.

The Mirpur chemical warehouse fire broke out around 11:30am on October 14 and took about 27 hours to control.

Earlier, on September 22, three fire service officials died while tackling another warehouse fire in Tongi's Sahara Market area.

Contacted, fire service DG Brig Gen Muhammad Jahed Kamal said several measures are underway to enhance the department's capacity.

"Modern buildings now use highly flammable decorative materials that make fires spread fast. When we arrive after it reaches the 'developed stage', it naturally takes longer to control," he said.

He said in cases involving chemicals, firefighters must act cautiously to avoid further hazards. "Since most institutions lack basic firefighting systems, small fires often turn into massive incidents, causing further delays," he said.

According to fire service sources, following a meeting chaired by the disaster management ministry secretary on May 4, a proposal was sent to the Ministry of Industries to enhance the fire service's capacity for chemical disaster risk reduction, response, search, and rescue operations.

The proposal includes allocating one Hazmat tender -- a specialised emergency response vehicle for hazardous materials -- for each divisional city and for stations near land, river, and airport areas, alongside all necessary equipment.

The specification and rationalisation process of these tools and vehicles is currently ongoing.

DG Kamal added, "If these vehicles and equipment are available, it will be easier to control chemical and hazardous fires. With the disaster management ministry's support, we are working to strengthen our overall firefighting capacity."

শোভন কাজ

দেশ রূপান্তর রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫

শ্রম সংস্কার সরকারি উদ্যোগে স্বাধীন পর্যালোচনা

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বৃহত্তর সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকার অনেকগুলো সংস্কার কমিশন করেছিল। এগুলো ছিল ইতিবাচক পদক্ষেপ। তার মধ্যে শ্রম সংস্কার কমিশনকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকার যেসব বিষয়ে শুরু থেকে গুরুত্ব দিয়ে আসছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– শ্রমিকদের অধিকার, কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়ন। সরকারের নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এসব বিষয় দৃশ্যমান হয়েছে। এ ছাড়া যেসব দেশের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাদের তরফ থেকেও শ্রম সংস্কার ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিষয়ক যে দরকষাকষি হয়েছে, সেখানে ট্যারিফের বাইরে অন্যান্য যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে শ্রম সংস্কারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সেই বিবেচনায় শ্রম সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন এবং সেই কমিশনের প্রতিবেদন একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। এরই মধ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে শ্রমসংক্রান্ত প্রায় সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কী ধরনের সংস্কার দরকার, সে বিষয়ে সিপিডির পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সিপিডি ৮টি বিষয়ের ওপর সুপারিশ দিয়েছিল। এগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রে কী ধরনের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যক্রমগত সংস্কার দরকার হবে– সে বিষয়ে সিপিডি সুপারিশ দিয়েছে। শ্রম সংস্কার কমিশন সেখান থেকে বেশ কিছু সুপারিশ গ্রহণ করেছে।

> কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলো কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কী ধরনের করণীয়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু সুপারিশের আলোকে যেসব সংস্কার হওয়া দরকার, তার দু-একটি বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়

অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য প্রথমে ৬টি কমিশন গঠন করে। পরবর্তী সময়ে আরও ৮টি কমিশন গঠন করা হয়। এর বাইরে কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার সবগুলোর ভবিষ্যৎ মোটামুটি একই রকম। বর্তমানে সরকারের মূল যে গুরুত্বের বিষয়গুলো রয়েছে, এসব কমিশন তার বাইরে অবস্থান করছে। সরকার যে ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে– সেখানে সরকারের প্রথম দিকে উত্থাপিত সংবিধান সংস্কার, সংসদীয় সংস্কার, নির্বাচন সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কার্যপরিধি সাজানো হয়েছে। এসব সংস্কারের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য যেসব কমিশন গঠন করা হয়েছিল, সেগুলোর অগ্রগতি এক ধরনের পর্যালোচনামূলক কার্যক্রমের মধ্যে আটকে গেছে। অর্থাৎ কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সে বিষয়ে পর্যালোচনামূলক কার্যক্রমের মধ্যে আটকে আছে। অর্থাৎ কমিশনের সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের বিষয়ে উদ্যোগ থমকে যায়। অতীতেও তা লক্ষ করা গেছে। নাগরিক সমাজ বা কোনো কমিশনের সুপারিশমালা প্রায়োগিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে, মন্ত্রণালয়গুলোর পক্ষ থেকে যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার– সে বিষয়ে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলো কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কী ধরনের করণীয়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

সুপারিশের আলোকে যেসব সংস্কার হওয়া দরকার তার দু-একটি বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়। শ্রম সংস্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে শ্রমক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কিছু শর্ত শিথিল করতে বলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান আইনে কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করতে হলে, ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি থাকার যে বিধান রয়েছে, সেখানে পরিবর্তন আনার সুপারিশ করা হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিকের শতাংশের হিসাবের পরিবর্তে, কারখানার আকার নির্বিশেষে কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক সম্মতি দিলেই সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। শ্রম সংস্কার কমিশন এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সুপারিশ দিয়েছে। প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে (আইএলসি) উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে বিষয়টি আলোচনার টেবিলে আসার পর, মালিকপক্ষের তরফ থেকে কিছু ভিন্নমত তুলে ধরা হয়। তাদের বক্তব্য ছিল, এত অল্পসংখ্যক শ্রমিকের সম্মতিতেই যদি ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে যে কোনো ধরনের কারখানাতে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনো কারখানার সক্ষমতা বিবেচনায় নেওয়া হবে না। এতে ছোট কারখানাগুলো সমস্যায় পড়তে পারে। এ বিষয়ে কিছুটা পরিমার্জন করে সুপারিশ চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। আইএলওর তিনটি কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের বিষয়ে সরকার, নীতিগতভাবে একমত হয়েছে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। স্বভাবতই শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে, এর একটি সামঞ্জস্য আছে। সিপিডির পক্ষ থেকে যে সুপারিশ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়ে একজন স্থায়ী কর্মকর্তাকে কারখানায় নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এর বাইরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করার সুপারিশ করা হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে অস্পষ্টতা আছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি কারখানার বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। আর এসব কমপ্লায়েন্স সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না– সে বিষয়ে ভিজুয়াল প্রামাণিক তৈরি করতে হবে– শুধু টিক চিহ্ন দিলে হবে না। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য তদারকির বিষয়টি ইপিজেডের কারখানাগুলোতে অনুমোদন করতে হবে। দেশে ইপিজেডের জন্য একটি পৃথক আইন রয়েছে। আইনটি প্রণীত হয় ১৯৮০ সালে। সে সময়ের বাস্তবতায় এ ধরনের একটি আইন দরকার ছিল। আশির দশকে যেসব বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, তারা শ্রমসংক্রান্ত শর্তাবলিকে কিছুটা নমনীয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে বর্তমানে একক শ্রম আইনের অধীনে দেশের সব কারখানা পরিচালিত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ইপিজেডের কারখানা মালিকদের কিছুটা অনাগ্রহ থাকতে পারে। তা ছাড়া ইপিজেডের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তাদের দিক থেকে স্বাধীনভাবে চলার একটা প্রবণতা আছে। এসব কারণে ইপিজেড এখনো পৃথকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে প্রচলিত শ্রম আইনের বাইরে গিয়ে। এসব কারণে ইপিজেড আইন ও প্রচলিত শ্রম আইনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি এগোয়নি। কিন্তু আশি দশকের বাস্তবতা দেশে বিদ্যমান নেই। কাজেই দেশে এখন কোনো নির্দিষ্ট খাতের জন্য পৃথক শ্রম আইন অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে দেশে ভিন্ন আইন হওয়া উচিত। কেননা তৈরি পোশাকসহ প্রধান প্রধান শিল্প খাতে ইপিজেড ও ইপিজেডের বাইরের কমপ্লায়েন্স বর্তমানে কাছাকাছি পর্যায়ে চলে এসেছে। আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের বিষয়ে সিপিডি সুপারিশ দিয়েছে। এ ছাড়া শ্রম আইনে ডিজিটাল রিপোর্টিংয়ের যে প্রবিধান রয়েছে, সেটি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রে জখমের যে তফসিল দেওয়া আছে, তাতে সব ধরনের জখম অন্তর্ভুক্ত হয় না। ফলে শ্রমিকরা নির্দিষ্ট জখমের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন না। তাই সিপিডির পক্ষ থেকে এই তফসিল পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আইএলওর কনভেনশন অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট রোগের তালিকা হালনাগাদ করতে বলা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে আইনি সংস্কারের প্রস্তাব। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে– বেসরকারি খাতের উদ্যোগে কারখানার পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা। কারণ শিল্প খাতে সরকারি উদ্যোগে পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন দিয়ে এই পরিদর্শন সম্পন্ন করা সম্ভব। এমন একটি উদ্যোগ শুরুও হয়েছিল। পরে সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টি পুনরায় চালু হওয়া দরকার। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রুটিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

এ ছাড়া লেবার ইনস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনকে (লিমা) মূলধারার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। শ্রমসংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত এই প্ল্যাটফর্মে আনতে হবে। কর্মক্ষেত্রে জখম, কারখানার ডিআরএস কার্যক্রম, কারখানার নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিক তথ্য এই প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লিমার মাধ্যমে নিবন্ধন প্রাপ্তি, নিবন্ধন বাতিল অথবা নিবন্ধন অনুমোদন– সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এই প্ল্যাটফর্মে একটি কারখানার সামগ্রিক তথ্য-উপাত্ত থাকবে এবং সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে যেকোনো কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কারখানার তথ্য সংগ্রহ করে তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে। এ ছাড়া কারখানাগুলোও তাদের উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদ করতে পারবে। পাশাপাশি কারখানাগুলোতে মেডিকেল সেবা নিশ্চিত করতে হবে। যে সেবা সবসময় কারখানায় প্রস্তুত থাকে না। পাশাপাশি পরিদর্শন কার্যক্রমের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডাইফি) বাজেট বাড়াতে হবে। এখন যে বাজেট রয়েছে, তা খুব অপর্যাপ্ত। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা সঠিকভাবে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন ও তদারকি করতে পারে না। এ ছাড়া পরিদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত গাড়ি নেই সংস্থাটির। ফলে যেসব কারখানা পরিদর্শন করা হবে, ওইসব কারখানা থেকে গাড়ি পাঠানো হয়। এতে স্বভাবতই পরিদর্শন কার্যক্রম পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হতে পারে। কাজেই কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে ডাইফিকে ডিজিটাল উপকরণ ও অবকাঠামোগত দিক থেকে আরও বেশি সুসজ্জিত করতে হবে। এ ছাড়া পরিচালনগত বিষয়ে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে– একাডেমিক কারিকুলামে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা। আর কারখানার বিপজ্জনক উপকরণ প্রস্তুত, পরিবহন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে যা নেই। পাশাপাশি আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিক ও প্লাস্টিক কারখানাগুলোকে স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সিপিডির পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা পরিসংখ্যানের জন্য একটি জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে কারখানায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো ডেটাবেজ পাওয়া যায় না। সবাই নিজেদের মতো করে ডেটাবেজ তৈরি করছে। এক্ষেত্রে পরোক্ষ পরিসংখ্যান তৈরি হচ্ছে। যেমন কোনো কারখানায় একটি দুর্ঘটনা ঘটল। তার ভিত্তিতে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হলো। সেই খবরের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু কারখানায় জখমের ঘটনা ঘটলেই যাতে নির্দিষ্ট কোনো সংস্থা বিষয়টিকে গণনায় রাখতে পারে, সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

জখমের সব ঘটনা গণমাধ্যমে নাও আসতে পারে। কিন্তু তার পরিসংখ্যান অবশ্যই থাকতে হবে। এ ছাড়া ডাইফি, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, ফায়ার সার্ভিস, রাজউক প্রভৃতি সংস্থা বছরব্যাপী যে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে, তার আওতায় কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। বর্তমানে এ বিষয়ে শুধু একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়। যেখানে কারখানায় জখমের ঘটনার প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। কাজেই এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হতে হবে। এর পাশাপাশি কারখানার যেসব নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, সেগুলোর শুল্ক কমাতে হবে। যাতে সহজেই কারখানা কর্তৃপক্ষ সেগুলো আনতে পারে। আর ছোট আকারের কারখানাগুলো যাতে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে পারে, সে জন্য স্বল্প খরচে তহবিল জোগান দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ এ ধরনের বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক ঋণ দিতে চায় না। কারখানা কর্মীদের মাসিক ডেটা হালনাগাদ ও তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। বর্তমানে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয় না। সাধারণত সব কারখানার নিজস্ব একটি ডেটাবেজ আছে। সেটিকেই মাসিকভিত্তিতে ডাইফি এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ে অবহিত করতে হবে। এভাবে একটি জাতীয় ডেটাবেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ কারখানা সম্পর্কিত সামগ্রিক উপাত্ত (দুর্ঘটনা, জখম, শ্রমিক সংখ্যা, উৎপাদন, রপ্তানি ইত্যাদি) একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্মের অধীনে আনতে হবে। যার মাধ্যমে কারখানাগুলো পরিবীক্ষণ ও ট্র্যাক করার পাশাপাশি, প্রয়োজন মতো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

লেখক
গবেষণা পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
moazzem@cpd.org.bd

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫

কর্মচারীদের পোশাক নিয়ে নয়ছয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

সরকারি চাকরিবিধি অনুসারে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নির্ধারিত পোশাক পরে অফিসে আসার নিয়ম। এজন্য সরকার তাদের জন্য পোশাক, জুতা, এবং মোজা সরবরাহ করে। কিন্তু রাজশাহী মেডিকেল কলেজের কর্মচারীরা নির্ধারিত পোশাকের পরিবর্তে নিজেদের পছন্দের পোশাক পরে অফিসে আসছেন। এমনকি জুতা বা মোজাও পরছেন না। অনেকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজও করছেন জুতা ছাড়া। কর্মচারীদের অভিযোগ, তাদের নির্ধারিত পোশাক দেওয়া হয়নি। অথচ মেডিকেল কলেজের স্টোরের খাতায় লেখা আছে, তারা বরাদ্দকৃত পোশাক পেয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে এই পোশাক গেল কোথায়?

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮ জানুয়ারি ২০১৮-এর ০৫.০০০০.১২৩.০৬.০০১.১৬.১৬-৫৩ নম্বর স্মারকে বলা হয়েছে, ১৬-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য প্রতি দুবছরে এক সেট ফুল সাফারি দেওয়া হবে, যার দাম ২,৫০০ টাকা। এ ছাড়া হাফ সাফারি পাবেন এক সেট, যার দাম ২,৫০০ টাকা। জুতা প্রতি বছর এক জোড়া, দাম ১,৮০০ টাকা। মোজা বছরে দুই সেট, দাম ১৫০ টাকা। ছাতা বছরে একটি, দাম ৩০০ টাকা। এ ছাড়া ভি-গলার ফুল সোয়েটার দুবছরে একটি, দাম ১,০০০ টাকা, এবং হাফ সোয়েটার একটি, দাম ৬০০ টাকা। নারী কর্মচারীদের জন্য দুবছরে দুটি জরজেট শাড়ি ও দুটি সুতি শাড়ি, মোট দাম ৫,০০০ টাকা। স্যান্ডেল বছরে দুই জোড়া, দাম ১,৮০০ টাকা। ছাতা বছরে একটি, দাম ৩০০ টাকা। শীতের জন্য শালের জন্য ১,০০০ টাকা এবং রেইনকোটসহ অন্য সামগ্রীর জন্য ১,৬০০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

- ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৪ লাখ টাকার বেশি পোশাক কেনা হয়েছে
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে অল্প কিছু টাকা পেয়েছেন কর্মচারীরা, পরের বছর কিছুই পাননি
- স্টোরের নথিতে কয়েকজন কর্মচারীর নামে একাধিক পোশাক বরাদ্দের তথ্যও রয়েছে

রাজশাহী মেডিকেল কলেজের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে টেন্ডারের মাধ্যমে ২৪ লাখ ৩২ হাজার ৭৭৯ টাকার পোশাক কেনা হয়েছে। এই পোশাক সরবরাহ করেছে ডিসেন্ট টেইলার্স, মেসার্স নয়ন ট্রেডার্স, এবং নূর ট্রেডিং কোম্পানি। কাগজে-কলমে এই পোশাক স্টোরে গৃহীত, বিল পরিশোধিত, এবং বিতরণ দেখানো হয়েছে। কিন্তু কর্মচারীরা বলছেন, তারা এই পোশাক পাননি।

কর্মচারীদের অভিযোগ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তারা নামমাত্র কিছু টাকা পেয়েছেন, কিন্তু কোনো পোশাক পাননি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কিছুই দেওয়া হয়নি। শুধু পোশাক দেওয়ার কথা বলে তাদের কাছ থেকে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে। মেডিকেল কলেজের খাতায় দেখা যায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২৫ জন কর্মচারীকে পোশাক দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে তিনজন ড্রাইভার, ১০২ জন পুরুষ কর্মী, এবং ২০ জন নারী কর্মী। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১৯ জন এই সুবিধা পেয়েছেন, যার মধ্যে তিনজন ড্রাইভার, ৯৭ জন পুরুষ কর্মী, এবং ১৯ জন নারী কর্মী।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৬-২০ গ্রেডের কর্মচারীরা নিজেদের পছন্দের পোশাক পরে অফিসে আসছেন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত পোশাক পরা বাধ্যতামূলক, কিন্তু তারা তা মানছেন না।

কলেজ অধ্যক্ষের গাড়িচালক আব্দুল হামিদ নির্ধারিত পোশাক না পরার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'আপনাকে কেন বলব? পোশাক পেয়েছি কি না, লিখে দেন, আমাদের কিছুই দেওয়া হয়নি।'

স্টোরের তালিকায় দেখা যায়, আব্দুল হামিদের নামে তিনটি সাফারি সেট দেওয়া হয়েছে। অন্য কর্মচারীরাও বলেছেন, তারা কোনো পোশাক পাননি, তাই নিজেদের পোশাক পরে অফিসে আসেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক কর্মচারী জানান, ২০২৩ সালে তাদের সামান্য কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনো পোশাক দেওয়া হয়নি। টাকার পরিমাণও ছিল নগণ্য। অথচ তাদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে, যা পোশাক দেওয়ার কথা বলে করানো হয়েছিল।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজের স্টোরের নথি ঘেঁটে দেখা গেছে, কাগজে-কলমে সব ঠিক আছে। কয়েকজন কর্মচারীর নামে একাধিক পোশাক বরাদ্দের তথ্যও রয়েছে।

স্টোর কিপার ফয়সাল হায়দার বলেন, 'আমার কাজ সামগ্রী বুঝে নেওয়া এবং বিতরণ করা। আমি তা করেছি। কাগজেও তা উল্লেখ আছে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।' ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নূর ট্রেডিং কোম্পানির মালিক হুমায়ন ফরিদ বলেন, 'আমরা সামগ্রী সরবরাহ করেছি। কী সরবরাহ করেছি, তা মনে নেই। তবে স্টোর তা বুঝে নিয়েছে, নইলে আমরা বিল পেতাম না।' রাজশাহী মেডিকেল কলেজের সচিব তৌহিদুল ইসলাম বলেন, 'আমরা সামগ্রী বিতরণ করেছি, আমাদের কাছে কর্মচারীদের স্বাক্ষর রয়েছে। তবে বিতরণের কোনো ছবি নেই। ভবিষ্যতে ছবি তুলে রাখব।'

রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. ফয়সাল আলম বলেন, 'আপনি যে সময়ের কথা বলছেন, তখন আমি এখানে ছিলাম না। তবে পোশাক বিতরণে কিছু অনিয়মের কথা শুনেছি। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বছর এগুলো বিতরণ করার কথা।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৩ কার্তিক ১৪৩২, ২৯ অক্টোবর ২০২৫

৭৮ শতাংশ পোশাকশ্রমিক পর্যাপ্ত খাদ্য জোগাতে পারেন না

বিএলএফের গবেষণা প্রতিবেদন

ইত্তেফাক রিপোর্ট

পোশাক সরবরাহ শৃঙ্খলের নিম্নস্তরে এখনো জবরদস্তিমূলক শ্রম ও শিশুশ্রম বিদ্যমান। শিশুশ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশ সাব-কন্ট্রাক্টেড বা মিশ্র চুক্তিভিত্তিক কারখানায় কাজ করেন। বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের (বিএলএফ)-এর গবেষণায় এমন তথ্য প্রকাশ করা হয়। গবেষণা মতে পোশাক খাতে শিশুশ্রম বন্ধে ব্যয় নির্বাহযোগ্য মজুরি বাস্তবায়ন জরুরি।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বনানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও শিশুশ্রম : ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে দিকনির্দেশনা' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে শিশুশ্রম নিরসনে কারখানার নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সহজীকরণ, সরবরাহকারীদের তথ্য প্রকাশ, তদারকি জোরদার, সাপ্লাই ম্যাপিং, সাবকন্ট্রাক্ট-এর জন্য নির্দেশনা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় ৩২ শতাংশ ন্যূনতম মজুরির কম আয় করেন এবং ৭৮ শতাংশ শ্রমিক পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য জোগাতে পারেন না। প্রতি আট জনের একজন শ্রমিক ঋণের জালে আটকা পড়েছেন। প্রতিবেদনটিতে সব খাতে ন্যায্য জীবিকা নির্বাহযোগ্য মজুরি বাস্তবায়নের সুপারিশ তুলে ধরে বলা হয়, অর্থনৈতিক কষ্টই শিশুশ্রম ও জোরপূর্বক শ্রমের মূল কারণ। পাশাপাশি শিশুদের শিক্ষা অব্যাহত রাখার সুযোগ নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়। যাতে তারা নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাজ করতে পারেন।

গবেষণাটি বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ) ও যুক্তরাজ্যের নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাইটস ল্যাব যৌথ উদ্যোগে, গুডউইভ-এর সহায়তায় এবং যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিএলএফ-এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এ এইচ এম মোরশেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। গবেষণার পটভূমি তুলে ধরেন বিএলএফ-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ইয়াসিন আরাফাত। বিশেষ অতিথি ছিলেন গুডউইভের কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর শাহিনুর রহমান। গবেষণার মূল ফলাফল তুলে ধরেন বিএলএফ-এর প্রোগ্রাম অফিসার মো. জুবায়ের আলম।

মিশ্র পদ্ধতিতে ২০২৩ ২০২৪ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১ হাজার ৯৭৪ জন শ্রমিকের ওপর চলানা জরিপের ভিত্তিতে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫,

সংশোধিত শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের জন্য যে বিধান করা হয়েছে, সেটি সংশোধনের প্রস্তাবসহ ব্যবসার নানা বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ীদের সাত সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী নেতারা। গতকাল রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ ভবন মিলনায়তনে। ছবি : বিজিএমইএ

২০ শ্রমিকেই ট্রেড ইউনিয়নে আপত্তি ব্যবসায়ীদের

সাত সংগঠনের সংবাদ সম্মেলন

সংবাদ সম্মেলনে শ্রম আইনের অধ্যাদেশটি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান এসব সংগঠনের নেতারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কারখানার ২০ জন শ্রমিকের সমর্থনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ রেখে প্রস্তাবিত শ্রম আইন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের আশঙ্কা, এতে শিল্পে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়বে, উৎপাদন ব্যাহত হবে এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার উত্তরায় বিজিএমইএ ভবনে সাত ব্যবসায়ী সংগঠনের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই উদ্বেগের কথা জানান সংগঠনগুলোর নেতারা। সংগঠনগুলো হলো পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ, নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএপিএমইএ, ঢাকা চেম্বার, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (এলএফএমইএবি) এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (বাপি)।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। তিনি বলেন, ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় কমিটির আলোচনায় শ্রমিকসংখ্যার ভিত্তিতে ইউনিয়ন গঠনের বিষয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রথম ধাপে ৫০ থেকে ৫০০ শ্রমিকের কারখানায় ৫০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় তা পরিবর্তন করে ২০ থেকে ৩০০ শ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাস্তবতা বিবর্জিত।

বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, 'ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ১০ শতাংশ বা ন্যূনতম ১০০ শ্রমিকের সম্মতি লাগে, পাকিস্তানে ২০ শতাংশ শ্রমিকের। অথচ আমাদের দেশে মাত্র ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতেই ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে—এটি দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে দুর্বল কাঠামো তৈরি করবে।'

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা আরও বলেন, শ্রম আইনে ভবিষ্যৎ তহবিল, শ্রমিকের সংজ্ঞা ও অন্যান্য ধারার অস্পষ্টতা শিল্পে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সমস্যা দেখা দেবে, রপ্তানি কমবে এবং অর্থনীতি দুর্বল হবে। তাঁরা অনুমোদিত শ্রম আইনের অধ্যাদেশটি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান। গত বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদ বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। সরকারের দাবি, আইনটি আধুনিক, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন এবং শ্রমিক-উদ্যোক্তা উভয় পক্ষের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ।

সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম বন্দরের সেবা মাশুল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ব্যবসায়ীরা। বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, টাকার অবমূল্যায়নের কারণে উদ্যোক্তাদের প্রকৃত মাশুল ৩০০ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

বিজিএমইএর সভাপতি অভিযোগ করেন, তাঁরা চার মাস ধরে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সাক্ষাতের চেষ্টা করেও সাক্ষাৎ পাননি। তিনি বলেন, ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে চাওয়া বিদেশি কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দেখা হলেও ৪ হাজার কোটি ডলারের রপ্তানি খাতের প্রতিনিধিরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ, বিসিআইয়ের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, বিজিএপিএমইএর সভাপতি মো. শাহরিয়ার, এলএফএমইএবির সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, বাপির প্রধান নির্বাহী মেজর জেনারেল (অব.) মো. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৯ অক্টোবর ২০২৫

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ

শিল্পে অস্থিরতা বাড়বে সংশোধিত শ্রম আইনে

নিজস্ব প্রতিবেদক

সংশোধিত শ্রম আইনে বিদেশি বিনিয়োগ কমবে। শিল্পে অস্থিরতা বাড়বে। আইন কার্যকর হলে উৎপাদন ব্যাহত হবে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় দেশের সক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রপ্তানির বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশের অর্থনীতি দুর্বল হবে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, শিল্পের সমস্যা সমাধানে ৪০ বিলিয়ন ডলারের খাতের প্রতিনিধিরা চার মাস ধরে সময় চেয়েও প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পাননি। অথচ ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের সহসভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। গতকাল বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) আয়োজিত নুরুল কাদের অডিটোরিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ), বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি মো. শাহরিয়ার, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির (বাপি) সিইও মেজর জেনারেল (অব.) মো. মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান (বাবলু), সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী প্রমুখ। তিন দাবিতে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। দাবিগুলো হলো-'বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৫' পুনর্বিবেচনা, চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা উন্নয়ন ও এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন তিন বছর পিছিয়ে দেওয়া।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে চার মাস ধরে সময় চেয়েও বিজিএমইএ সাক্ষাৎ পায়নি অভিযোগ করে মাহমুদ হাসান খান বলেন, আমরা চার মাস ধরে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চেয়েও পাইনি। স্টারলিংকের কোম্পানি স্পেসএক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট এলে তার সঙ্গে দেখা করেন। যে কোম্পানি ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে চায়। অথচ তিনি ৪০ বিলিয়ন ডলারের খাতের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করেন না। বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, মাত্র ২০ জন শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ পেলে দেশের পোশাক খাত অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে। নানান সমস্যায় গত এক বছরে দেশে ২৫৮টি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে।

আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ) বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর লাভজনক অবস্থায় আছে। এ বন্দরে মাশুল বৃদ্ধি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা না করেই করা হয়েছে। বন্দরের খরচ বাড়লে ব্যবসায়ীরা টিকতে পারবেন না।

মোহাম্মদ হাতেম বলেন, আমরা কি ব্যবসা-বাণিজ্য দেখব, নাকি আইনকানুন দেখব। সরকার আমাদের থেকে বিদেশিদের কথা বেশি শুনে। সরকার বন্দরের মাশুল একেবারে ৪১ শতাংশ না বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করে বাড়াতে পারত।

শোভন কাজ

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৩ কার্তিক ১৪৩২, ২৯ অক্টোবর ২০২৫

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) : শমশেরনগর কানিহাটি চা-বাগানে পাতি উত্তোলনরত নারী শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

চা-বাগানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে

হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছেন সবাই

■ নূরুল মোহাইমীন মিল্টন, কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

দেশের চা বাগানসমূহে সামগ্রিকভাবে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। নতুন যে প্রবণতা তা হলো—বেকারদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক। মা-বাবার স্বপ্নকে পূরণে বিএ, এমএ পাশ করে অনেকেই এখন হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছেন। যথারীতি চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ছেন।

চা শ্রমিকরা জানান, পরিবারের সাত-আট সদস্যের মধ্যে এক জনের দৈনিক মাত্র ১৮৭ টাকা মজুরিতে কোনোমতেই সংসার চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর মধ্যে চিকিৎসা, বাসস্থান, লেখাপড়া করানো ও পুষ্টিকর খাবার সাধ্যের বাইরে রয়েছে। সারা দেশে ১৬৭টি চা বাগানের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে চা বাগানে স্থায়ী এবং অস্থায়ী মিলিয়ে কর্মরত আছেন প্রায় ১ লাখ ২৩ হাজার জনগোষ্ঠী। এছাড়া, প্রায় অর্ধলক্ষাধিক শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী এবং প্রায় আড়াই লাখ বেকার নারী-পুরুষ রয়েছে। শিক্ষিতদের যুবক-যুবতীদের মধ্যে এসএসসি, এইচএসসি, গ্রাজুয়েশন ও মাস্টার্স সম্পন্নকারীরাও রয়েছেন। শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন। তারপরও চাকরি না পেয়ে হতাশ জীবন ধারণ করছেন। যুবসমাজের মধ্যে কেউ কেউ নেশাগ্রস্তও হয়ে পড়ছেন। চা বাগানের মধ্যবয়সি বেকার নারী-পুরুষ এবং কিছু যুবক-যুবতী বাগানে কাজ না পেয়ে বস্তি এলাকা, বিল্ডিং কন্ট্রাকশন, মাটিকাটা, লাকড়ি করা, কৃষি কাজ ও নার্সারিসমূহে কাজ করে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন।

> নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্সসম্পন্ন করা শমশেরনগর চা বাগানের এক যুবক বলেন, 'চাকরির জন্য আবেদনের সঙ্গে কাগজপত্র জমা দিতে দিতে অনেক টাকা খরচ করে ফেলছি। চাকরি পাওয়া এত কঠিন জানলে লেখাপড়াই করতাম না'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্সসম্পন্ন করা শমশেরনগর চা বাগানের এক যুবক বলেন, 'চাকরির জন্য আবেদনের সঙ্গে কাগজপত্র জমা দিতে দিতে অনেক টাকা খরচ করে ফেলছি। চাকরি পাওয়া এত কঠিন জানলে লেখাপড়াই করতাম না।' একইভাবে দেওছড়া চা বাগানের বিএ পাশ অমৃত রবিদাস, রঞ্জিত রবিদাস, কানিহাটি চা বাগানের বিএ-অনার্স সন্দিপ বীন, মাস্টার্স উত্তীর্ণ সঙ্গীতা বীন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিয়েছি, চাকরি হয়নি। লেখাপড়া শেষ করে যদি চাকরিই না পাওয়া যায়, তাহলে লেখাপড়া করে কি লাভ? তারা আরো বলেন, 'বিভিন্ন চা বাগানে অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হয়ে শুধু বেকার জীবনযাপনই করছেন না, হতাশাগ্রস্ত হয়েও পড়ছেন।'

শমশেরনগর কানিহাটি চা বাগানের প্রাক্তন ইউপি সদস্য ও চা শ্রমিক নেতা সীতারাম বীন বলেন, 'চা বাগানে বেকারত্বের বোঝা ভয়াবহ। কাজকর্ম না পেয়ে অনেকেই চরম অভাব অনটনে দিনযাপন করছেন। শিক্ষিত বেকাররাও হতাশ হয়ে পড়ছে।' শমশেরনগর চা বাগানের যুবনেতা মোহন রবিদাস বলেন, 'আমাদের চা বাগানে বেকারত্বের বোঝা ভারী হচ্ছে। যুবকদের অনেকেই বিপথগামী হচ্ছে। কাজকর্ম না থাকায় বেকার মধ্যবয়সিরা নানা অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হয়ে দুঃখ-কষ্টে জীবনযাপন করছেন। অভাবী সংসারের লাগাম টানতে কেউ কেউ বস্তি এলাকায় গিয়ে মাটিকাটা, লাকড়ি কাটাসহ কঠিন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।' চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রাক্তন উপদেষ্টা রাজভজন কৈরী জানান, চা বাগানে শ্রমিকদের ব্যাপক একটি অংশ বেকার রয়েছে। সারা দেশে চা বাগানের শিক্ষিত চা জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট জরিপ সম্পন্ন করা না হলেও প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী রয়েছে। তিনি আরো বলেন, এদের কর্মসংস্থানের জন্য মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। শ্রমিকের ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ, সাতটি ভ্যালিতে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন ও সরকারি চাকরিতে উচ্চশিক্ষিতদের ক্ষেত্রে কোটা সুবিধার দাবি জানানো হয়েছে।

শোভন কাজ

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ৩০ অক্টোবর ২০২৫

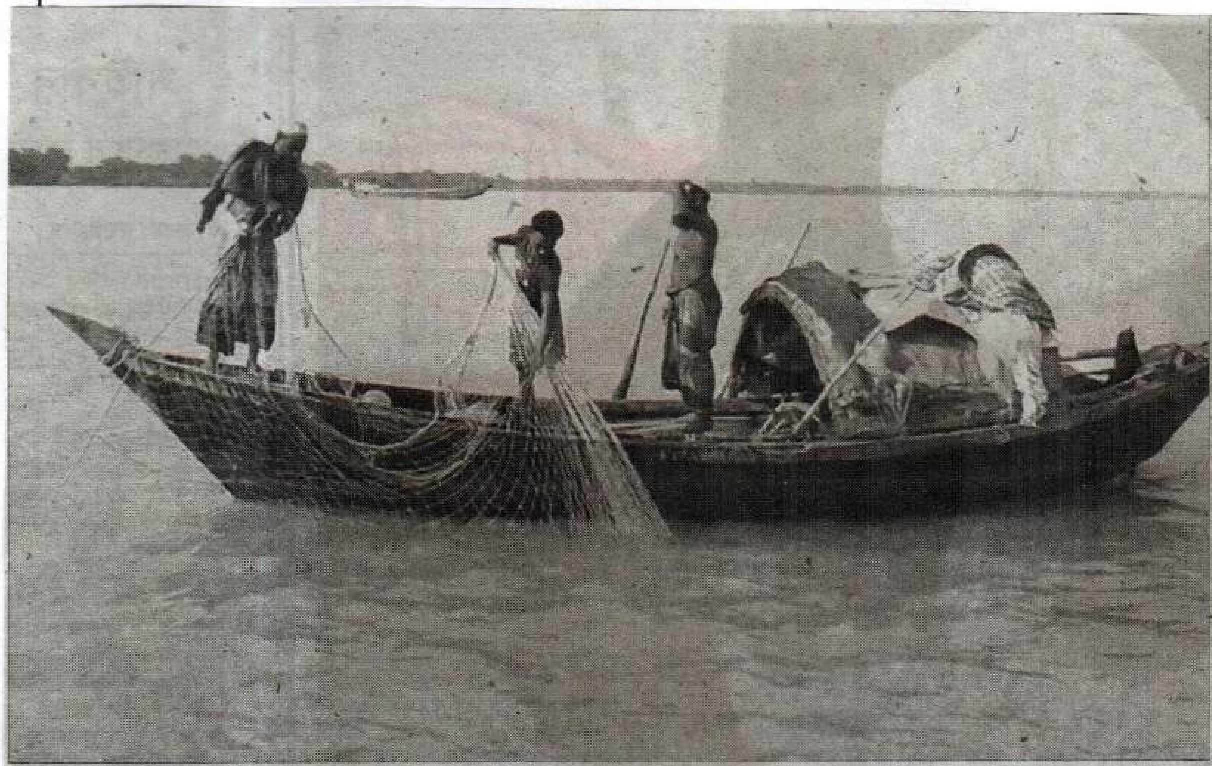

- মা ইলিশের পর এবার জাটকা সংরক্ষণে আট মাস বন্ধ থাকবে মাছ শিকার
- এক নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পাঁচ দিন পরই শুরু হচ্ছে আরেকটি
- জাটকা সংরক্ষণ অভিযানে সাগর-নদীতে কঠোর অবস্থানে থাকার ঘোষণা কোস্ট গার্ডের
- ২৫ সেন্টিমিটারের কম আকারের ইলিশ ধরলেই আনা হবে আইনের আওতায়
- বিকল্প কর্মসংস্থান অথবা পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা দাবি অসহায় জেলেদের

মাছ আহরণে একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় সুন্দরবন ও মোংলা উপকূলীয় অঞ্চলে চরম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে হতদরিদ্র জেলেদের জীবন-জীবিকা • সময়ের আলো

ঘনঘন নিষেধাজ্ঞায় দিশাহারা জেলেরা

• আবুল হাসান মোংলা

এক নিষেধাজ্ঞা শেষ হতে না হতেই আরেক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে যাচ্ছেন সুন্দরবন ও মোংলা উপকূলের জেলেরা। মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার চাল এখনও পাননি সব জেলে। এর মধ্যেই এবার জাটকা সংরক্ষণে ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত শুরু হতে যাচ্ছে আট মাসের আরেক নিষেধাজ্ঞা। উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেদের ভাষ্য অনুযায়ী–একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় চরম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাদের জীবন-জীবিকা। সব মিলিয়ে দিশাহারা অবস্থা তাদের। নিষেধাজ্ঞা চলাকালে বিকল্প কর্মসংস্থান অথবা পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা চান বিপাকে পড়া অসহায় এই মানুষগুলো। মোংলা ও সুন্দরবন উপকূলের জেলেদের অভিযোগ–অক্টোবরের নিষেধাজ্ঞায় তারা সঠিকভাবে সরকারি সহায়তা পাননি। এর মধ্যেই জাটকা সংরক্ষণের জন্য এবার দীর্ঘ আট মাসের নিষেধাজ্ঞা আসছে। লম্বা এই সময় আয়-উপার্জন ছাড়া কীভাবে সংসারের চাকা ঘুরবে তা নিয়ে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় মধ্য দিয়ে কাটছে তাদের সময়। নিষেধাজ্ঞা চলাকালে পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা পাওয়ার আকুতি ঝরে পড়ছে তাদের কণ্ঠে। তারা বলছেন, পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব না হলে তাদের জন্য যেন অন্তত বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে জাটকা সংরক্ষণ অভিযানে সাগর ও নদীতে কঠোর অবস্থানে থাকবে বলে জানানো হয়েছে কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে।

তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় গত ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের নদী ও সাগরে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে ২৫ অক্টোবর মধ্যরাত থেকে নদীতে জাল ফেলতে পারছেন জেলেরা। কিন্তু এক নিষেধাজ্ঞা শেষ হতে না হতেই পাঁচ দিন পর শুরু হচ্ছে আট মাসের জাটকা ধরায় আরেক নিষেধাজ্ঞা।

মোংলা উপজেলা মৎস্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ইলিশের উৎপাদন বাড়াতেই আট মাসের নিষেধাজ্ঞার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য দেশের সব নদী ও সাগরে জাটকা ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। ২৫ সেন্টিমিটারের কম আকারের কোনো ইলিশ ধরলেই আইনের আওতায় আনা হবে জেলেদের।

> নিষেধাজ্ঞার আট মাসে জেলেদের দুই দফায় খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল দেওয়া হবে। এ ছাড়া গত ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার সময়ে যারা পাননি তাদের চাল দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে
>
> **জাহিদুল ইসলাম**
> উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা
> মোংলা

এ বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে মোংলা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, জাটকা সংরক্ষণের জন্য এবং পরবর্তী সময়ে বড় ইলিশে রূপ পায় সে জন্য একটু সময় দিতে হয়। তাই প্রতি বছরের মতো এবারও ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সরকার আট মাসের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করতে যাচ্ছে। এই নিষেধাজ্ঞা চলাকালে বাংলাদেশের সব নদী, খাল ও সাগরে জাটকা আহরণ, বিক্রয়, মজুদ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ কঠোরভাবে বন্ধ থাকবে। মোংলা উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে জেলেদের ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় চাল প্রদান করা হবে। নিষেধাজ্ঞার আট মাসে জেলেদের জন্য ৮০ কেজি করে দুই দফায় খাদ্য সহায়তা হিসেবে চাল দেওয়া হবে। এ ছাড়া গত ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার সময়ে যারা চাল পাননি তাদের চাল দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। শিগগিরই তারা সেই চাল পেয়ে যাবেন।

এদিকে জাটকা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে নদী ও সাগরে কঠোর অবস্থানে থাকবে উল্লেখ করে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের (মোংলা সদর দফতর) অপারেশন কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আবরার হাসান বলেন, জাটকা ধরায় নিষেধাজ্ঞা চলাকালে কঠোর অভিযান চালাবে কোস্ট গার্ড। জাটকা রক্ষায় সুন্দরবনসংলগ্ন সব নদী এবং সাগরে প্রতিনিয়ত টহল জোরদার করার পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হবে বলেও জানান লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আবরার হাসান।

সরেজমিন কথা হয় মোংলা উপকূলের জেলে বিদ্যুৎ মণ্ডলের সঙ্গে। এ সময় তিনি বলেন, আমাদের একমাত্র পেশা নদীতে মাছ ধরা। কিন্তু এক নিষেধাজ্ঞা শেষ হতে না হতেই আরেক নিষেধাজ্ঞা আসছে। সামনের আট মাস কীভাবে চলব সেই চিন্তায় আমাদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আমাদের পরিবার নিয়ে চলতে খুব কষ্ট হবে। সরকার নিষেধাজ্ঞার সময়টায় বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলে অথবা পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা দিলে হয়তো ভালোভাবে পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব।

চাঁদপাই ইউনিয়নের কানাই নগর এলাকার জেলে শাহাজাহান ফকির বলেন, গত ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার সময়ে যে খাদ্য সহায়তা পাওয়ার কথা ছিল তা এখনও পাইনি। ২৫ কেজি করে চাল দেওয়ার কথা থাকলেও এখনও দেয়নি। মোংলা উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করেছি। তারা বলেছে দেবে। কিন্তু কবে দেবে তা বলেনি। এর মধ্যেই আবার নিষেধাজ্ঞা আসছে। সেই নিষেধাজ্ঞার সময়ে খাদ্য সহায়তা আদৌ পাব কি না বলতে পারছি না।

জয়মনি এলাকার জেলে বাদল হাওলাদার বলেন, মাছ ধরার একটা ট্রলার বানাতে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা খরচ হয়। জাল-দড়ি বানাতে খরচ হয় ৫০ হাজার টাকা। এ ছাড়া অন্যান্য খরচও আছে। ধার-দেনা করে বিগত দিনে চলেছি। ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে পশুর নদীতে নেমে কিছু ইলিশ পেলেও পরিমাণে খুবই কম, আকারেও ছোট। সংসার চালাব নাকি দেনা পরিশোধ করব–সেই চিন্তায় ডুবে আছি। এর মধ্যেই আবার নিষেধাজ্ঞা আসছে। সরকার থেকে পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা না দিলে না খেয়ে মরে যেতে হবে।

শোভন কাজ

বণিকবার্তা বুধবার, অক্টোবর ২৯, ২০২৫

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ

কারখানায় ২০ শ্রমিকে ট্রেড ইউনিয়ন হলে পোশাক শিল্প অস্থিতিশীল হবে

'বাংলাদেশ শ্রম সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫' পুনর্বিবেচনার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি থাকার বিধান রয়েছে। কিন্তু উপদেষ্টা পরিষদের সভায় অনুমোদন পাওয়া 'বাংলাদেশ শ্রম সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫'-এ বলা হয়েছে ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিকের সমর্থন পেলেই গঠন করা যাবে ইউনিয়ন। যদিও এ বিধান নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এ নীতির কারণে পোশাক শিল্প অস্থিতিশীল হবে বলে মনে করছে সংগঠনটি। একই সঙ্গে সংশোধিত শ্রম আইন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছে।

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এ উদ্বেগের কথা জানান বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। এ সময় তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা তুলে ধরতে চার মাস ধরে সময় চেয়েও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। কারো সঙ্গে নেগোসিয়েশন করতে হলে তার সঙ্গে বসতে হয়। তিনি যদি সময় না দেন তাহলে কীভাবে নেগোসিয়েশন করব? আমরা বারবার সময় চেয়েও সময় পাইনি।'

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'আমরা প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চেয়েও পাই না, অথচ স্টারলিংকের কোম্পানি স্পেসএক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট এলে তার সঙ্গে উনি দেখা করেন। সেই কোম্পানি ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চায়। অথচ তিনি ৪০ বিলিয়ন ডলারের খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন না।'

সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার 'বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫' নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে, যা ভারসাম্যহীন ও অযৌক্তিক বলেও দাবি করেন মাহমুদ হাসান খান। তিনি বলেন, 'টিসিসি ও ওয়ার্কিং কমিটিতে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ধাপে ধাপে শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। যেখানে প্রথম ধাপে ৫০-৫০০ শ্রমিকের কারখানায় ন্যূনতম ৫০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় একতরফাভাবে সেটি পরিবর্তন করে ২০-৩০০ শ্রমিক ও পাঁচটি নির্ধারণ করা হয়েছে।'

শ্রমিকের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনার দাবি জানিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'আমরা চাই না, শ্রমিকের নামে বাইরের কেউ, কোনো বাড়িওয়ালা, মেস ব্যবসায়ী, ঝুট ব্যবসায়ী বা অন্য কেউ সহজেই শ্রমিক সংগঠন করে ফেলতে পারে।'

মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'পোশাক খাতে ঝুট ব্যবসা এখন একটা বিষফোঁড়া। আমরা চাই না, বাইরের কেউ এসে শ্রমিক সংগঠন করার সুযোগ নিয়ে এ শিল্পকে অস্থিতিশীল করুক।'

এদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের সেবার বিপরীতে প্রায় ৪১ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত দেশের রফতানিমুখী শিল্প খাতে নতুন চাপ সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিজিএমইএ। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে আসবে বলে দাবি করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রায় ৪০ বছর পর মাশুল বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু উদ্যোক্তারা বলছেন, এ সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার দর বেড়ে যাওয়ায় প্রকৃত অর্থে মাশুল এরই মধ্যে প্রায় ৩০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর ডলারে মাশুল আদায় করে থাকে উল্লেখ করে তিনি জানান, ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরে যেখানে প্রতি ডলার ছিল ২৯ দশমিক ৮৯ টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ১২২ টাকার বেশি।

বিজিএমইএর দাবি, বন্দর কর্তৃপক্ষ কখনো লোকসান করেনি, বরং প্রতি বছরই মুনাফা করছে। তাই সেবার মান উন্নয়ন না করে কেবল মাশুল বাড়ানো অযৌক্তিক। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বিশ্বের ৪০৩টি বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান ৩৫৭তম, যা এর অদক্ষতা নির্দেশ করে। এ পরিস্থিতিতে ব্যয় বাড়ানো নয়, বরং দক্ষতা বৃদ্ধি করা জরুরি বলে দাবি করেন ব্যবসায়ীরা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ), নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি মো. শাহরিয়ার, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির (বাপি) সিইও মেজর জেনারেল (অব.) মো. মোস্তাফিজুর রহমান, বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান (বাবলু), সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম ও সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমানসহ অনেকে।

শোভন কাজ

THE FINANCIAL EXPRESS October 30, 2025

HSIA CARGO VILLAGE FIRE

BGMEA seeks govt help for swift insurance claim settlement

Insurers say assessment may take over a month

FE REPORT

- Fire causes over US$8.0m loss to RMG sector
- Buyers delay shipments until pending orders are fulfilled
- BGMEA urges swift claim payouts to secure worker wages

The country's readymade garment (RMG) sector has urged the government to intervene to ensure prompt settlement and payment of insurance claims following the devastating fire at the import cargo village of Hazrat Shahjalal International Airport (HSIA).

In a recent letter to the Financial Institutions Division (FID) under the Ministry of Finance, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) said a significant quantity of imported raw materials belonging to garment factories was burnt to ashes in the October 18 blaze.

The industry group said the affected factories have suffered major financial losses, with their ongoing export orders now at risk -- orders whose value is many times higher than the burnt imported goods.

The BGMEA requested the FID to immediately instruct insurance companies to expedite the settlement of submitted claims and release the funds necessary for factories to complete their pending export shipments.

It noted that due to the destruction of imported goods, factories must now re-import materials to finish the orders, but foreign buyers are withholding acceptance of shipments until those orders are fulfilled.

"Timely disbursement of insurance claims is crucial to help affected RMG units recover from the crisis and pay wages and allowances to workers on time," the BGMEA stated.

Contacted, a senior official of the Financial Institutions Division said, "We have received an application from the BGMEA and are working on the issue. We have already instructed the concerned regulator, IDRA, to take necessary action."

Industry insiders said affected factories urgently need to re-import raw materials to meet delivery deadlines. As foreign buyers hold back payments until shipments are completed, the companies are facing an acute shortage of working capital.

Insurance officials, meanwhile, have indicated that assessing damages, verifying coverage, and processing claims could take at least one to one-and-a-half months -- even without the complications of the "Air Risk Only" clause in many policies.

The fire at HSIA's import cargo village has caused immediate losses exceeding US$8.0 million to the country's textile and garment sector. The government has launched a full investigation into the incident and has sought assistance from international experts.

rezamumu@gmail.com

সমকাল । বুধবার । ২৯ অক্টোবর ২০২৫

সংশোধিত শ্রম আইন বাস্তবতা বর্জিত, পুনর্বিবেচনার দাবি

সমকাল প্রতিবেদক

সাত সংগঠনের যৌথ সংবাদ সম্মেলন

- বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে কমবে রপ্তানি

> সময় চেয়ে চার মাসেও প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি
>
> **মাহমুদ হাসান খান**
> সভাপতি, বিজিএমইএ

সংশোধিত শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান ভারসাম্যহীন, অযৌক্তিক ও বাস্তবতাবিবর্জিত। এ বিধান মতে কারখানাগুলোতে এমন ব্যক্তিরা ট্রেড ইউনিয়ন করবেন, যারা প্রকৃত শ্রমিক নন। এ কারণে কারখানায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শিল্পে অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে, যা শিল্পকারখানার উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত করবে। পরিণতি হিসেবে বিনিয়োগে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের আস্থা কমবে, নতুন শিল্পকারখানা পরিচালনায় নিরুৎসাহিত হবে। রপ্তানি কমবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের অর্থনীতি।

সংশোধিত শ্রম আইনের পর্যালোচনায় এমন বক্তব্য তুলে ধরেছে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএসহ সাতটি বাণিজ্য সংগঠন। গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয় সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে। ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়াও স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে উত্তরণে অভিঘাত ও চট্টগ্রাম বন্দরে সেবা মাশুল বাড়ানোর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ, বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএপিএমইএর সভাপতি মো. শাহরিয়ার, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এলএফএমইএবি) সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হাসান এবং ওষুধ শিল্প সমিতির (বাপি) প্রধান নির্বাহী মেজর জেনারেল (অব.) মো. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য দেন বিজিএমইএ সভাপতি। সংশোধিত শ্রম আইনের সমালোচনায় তিনি বলেন, ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটিতে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ধাপে ধাপে শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। যেখানে প্রথম ধাপে ৫০ থেকে ৫০০ শ্রমিকের কারখানায় ন্যূনতম ৫০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ ছিল। কিন্তু পরে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় একতরফাভাবে পরিবর্তন করে ২০ থেকে ৩০০ শ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ধাপ করা হয়েছে পাঁচটি। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবতাবিবর্জিত। প্রতিবেশী দেশের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ভারতে ১০ শতাংশ শ্রমিক বা ন্যূনতম ১০০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন গঠনের বিধান রয়েছে। পাকিস্তানে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি প্রয়োজন। এই বাস্তবতার বিপরীতে দেশে মাত্র ২০ জন শ্রমিকের সম্মতির ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন নেতিবাচক বার্তা দেবে, এতে ভবিষ্যতে বিদেশি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে।

তিনি বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়াও সংশোধিত শ্রম আইনে ভবিষ্যৎ তহবিল ও আইনে শ্রমিকের সংজ্ঞায় অস্পষ্টতার ফলে শিল্পে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মারাত্মক সমস্যা দেখা দেবে। এমন অযৌক্তিক শ্রম আইন কার্যকর হলে বৈদেশিক বিনিয়োগ কমবে। রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিল্পে অস্থিরতা বাড়বে ও দেশের অর্থনীতি দুর্বল হবে। এ বাস্তবতায় অনুমোদিত শ্রম আইনের অধ্যাদেশটি পুনর্বিবেচনার

সংশোধিত শ্রম আইন বাস্তবতা বর্জিত, পুনর্বিবেচনার দাবি

জন্য সরকারের প্রতি তারা আহ্বান জানাচ্ছেন।

গত বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদ বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। এ অনুমোদনের মধ্য দিয়ে শ্রম আইনকে আধুনিক, আন্তর্জাতিক মানসম্মত এবং শ্রমিক ও উদ্যোক্তা উভয় পক্ষের জন্য অধিক ভারসাম্যপূর্ণ করা হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে চট্টগ্রাম বন্দরের সেবা মাশুল বাড়ানো প্রসঙ্গে বলা হয়, চট্টগ্রাম বন্দরে মাশুলের হার গত ৪০ বছর অপরিবর্তিত থাকলেও ডলারের বিপরীতে টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়নের কারণে উদ্যোক্তারা টাকার অঙ্কে বর্ধিত হারে মাশুল দিয়ে আসছেন। ফলে ৪০ বছর ধরে ৩০৮ শতাংশ বেড়েছে। অথচ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রায় ৪০ বছর ধরে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে মাশুল বাড়ানো হয়নি। একটি সরকারি সেবাদান প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য কখনোই মুনাফা অর্জন হতে পারে না। আমদানি-রপ্তানিকারকদের উদ্বেগ সত্ত্বেও কেন সেবা মাশুল বাড়ানো হলো, তা বোধগম্য নয়।

এলডিসি থেকে মসৃণ উত্তরণ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি সরকারের প্রতি অনুরোধ রেখে বলেন, 'উত্তরণে পথ মসৃণ রাখার জন্য ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ দিন। জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস সংকটের সমাধান করুন। কাস্টমস ও এনবিআর প্রক্রিয়াগুলো সহজ করুন। বিনিয়োগ ও ব্যবসাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উন্নত অবকাঠামো, উন্নত লজিস্টিক নিশ্চিত করুন এবং স্বল্প ব্যয়ে অর্থায়নের ব্যবস্থা করুন।' সব রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের পক্ষ থেকে এলডিসি উত্তরণের সময়সীমা অন্তত তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবার অনুরোধ জানান তিনি।

সময় চেয়েও চার মাস ধরে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পায়নি বিজিএমইএ

এক প্রশ্নের জবাবে মাহমুদ হাসান খান বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে চার মাস ধরে সময় চেয়েও সাক্ষাৎ পাননি তারা। তিনি বলেন, 'আমরা চার মাস ধরে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চেয়েও পাইনি। অথচ স্টারলিংকের কোম্পানি স্পেসএক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট এলে তাঁর সঙ্গে তিনি দেখা করেন, যে কোম্পানি ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে চায়। অথচ প্রধান উপদেষ্টা ৪০ বিলিয়ন ডলার খাতের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করেন না।'

সম্প্রতি বিমান বন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা-সংক্রান্ত অন্য প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, অগ্নিকাণ্ডে সাধারণ ক্ষতি ও প্রভাব কতটা হতে পারে, তা হিসাব করছেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান (বাবলু), সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, মিজানুর রহমান, মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী ও কয়েকজন পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

THE FINANCIAL EXPRESS October 28, 2025

BGMEA, BKMEA to set up temporary warehouse at HSIA

The move comes as latest fire cargo village disrupts export-import activities

FE REPORT

Two trade bodies --BGMEA and BKMEA -will jointly set up a temporary warehouse at the Hazrat Shahjalal International Airport for facilitating their overseas trade as the latest devastating fire at its cargo village disrupted the export-import activities.

The decision was taken following a meeting of leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) with the Advisor to the commerce ministry and private aviation and tourism Sheikh Bashiruddin on October 20 last, according to a BGMEA statement.

The move aims to help recoup the losses caused due to the massive fire at the cargo village and protect imported goods for the greater interest of the exporting sectors, it added.

The export-import activities of the garment industry have been temporarily disrupted as the import-cargo shed was severely damaged and became unusable due to the terrible fire that broke out at the import cargo village of Hazrat Shahjalal International Airport on October 18.

To keep the country's export-import activities uninterrupted and operational, the two apparel-sector trade bodies have jointly taken such steps to cope with the emerging situation.

As part of the joint initiative, a 'Rubb Hall' (temporary warehouse) will be set up at the newly constructed Terminal-3, which is currently not ready for storage of goods, within a short time for the protection of valuable imported raw materials and other goods, it said.

To this effect, the BGMEA has already awarded a work order to a supplier for the installation of the 'Rubb Hall' and its implementation within the shortest possible time, it added.

"This joint initiative will play an effective role in protecting imported products and also provide significant support to help keep the country's overall export-import trade on," said the BGMEA statement.

Munni_fe@yahoo.com

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ২৮ অক্টোবর ২০২৫।

দেশের ৫৪ লাখ লোক কর্মসংস্থান হারাবে

ডিসিসিআইর সেমিনারে তথ্য

বৈশ্বিক নতুন অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা আবশ্যক

নিজস্ব প্রতিবেদক

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, খাদ্য ও কৃষি, ফার্নিচার, পর্যটন ও হসপিটালিটি খাতে প্রায় ৫৩ লাখ ৮০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের কর্মরত মানব সম্পদকে প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ওপর অধিক হারে গুরুত্বারোপ করতে হবে। পাশাপাশি সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের যুগোপযোগীকরণের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো দরকার। এ ছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো উচিত।

সোমবার ডিসিসিআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে স্মার্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। গোলটেবিল আলোচনা সভায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাজ্যের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ভিজিটিং অধ্যাপক ড. এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ। বক্তারা বলেন, পরিবর্তনশীল তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ক্রমশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা মোকাবিলায় বাংলাদেশকে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে অধিক হারে মনোনিবেশ করা জরুরি। এ ছাড়া দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যকার সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি শিক্ষা ও শিল্প খাতের সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর ওই সভায় জোরারোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব কেবল প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নয়, বরং উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শ্রমবাজারে গভীর ও মৌলিক রূপান্তর এনেছে, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আমাদের শিল্প ও সেবা খাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। তিনি জানান, 'ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের তথ্যমতে আগামী পাঁচ বছরে বর্তমান চাকরির বাজার প্রায় এক-চতুর্থাংশ বদলে যাবে এবং বাংলাদেশের এলডিসি পরবর্তী সময়ের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে স্মার্ট মানব সম্পদই হবে একমাত্র হাতিয়ার, তবে তাদের প্রযুক্তিনির্ভর নতুন যুগের কর্মসংস্থানে নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এনএসডিএর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী জানান, প্রশিক্ষণ প্রদানে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা রয়েছে, সেই সঙ্গে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে সব স্তরের সচেতনতার অভাবের বিষয়টিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠার পর হতে এনএসডিএ নিজের আইনি কাঠামো, ভৌত ও প্রশাসনিক অবকাঠামোর ওপর নজর দিলেও বর্তমানে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে প্রশিক্ষণের ওপর বেশি মনোযোগী হয়েছে। নির্বাহী চেয়ারম্যান জানান, জাপানে এক লাখ দক্ষ বাংলাদেশি প্রেরণের লক্ষ্যে সরকারি ও শিক্ষা খাতের সহায়তায় জাপানিজ ভাষা শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশেষ করে নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের ওপর তিনি জোরারোপ করেন।

শোভন কাজ

সময়ের আলো বুধবার। ২৯ অক্টোবর ২০২৫।

৩২ শতাংশ শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির কম আয়

- প্রতি আটজনের একজন শ্রমিক ঋণের জালে আটকা পড়েছেন
- কন্ট্রাক্টেড বা মিশ্র চুক্তিভিত্তিক কারখানায় কাজ এখনও শিশুশ্রম

৯৮ শতাংশ শিশু শ্রমিক স্কুলে যায় না

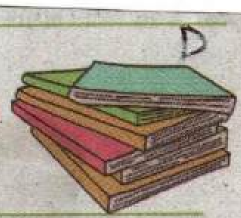

ঢাকার চেয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিশুশ্রমের হার বেশি

বিএলএফের গবেষণা তথ্য

৭৮ শতাংশ পোশাক শ্রমিক পর্যাপ্ত খাদ্য জোগাতে পারেন না

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় ৩২ শতাংশ ন্যূনতম মজুরির কম আয় করেন এবং ৭৮ শতাংশ শ্রমিক পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য জোগাতে পারেন না। প্রতি আটজনের একজন শ্রমিক ঋণের জালে আটকা পড়েছেন। আয়ের ভিত্তিতে ৭ শতাংশ শ্রমিক আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। সাব-কন্ট্রাক্টেড ও মিশ্র ধরনের কারখানায় ১২ ঘণ্টার শিফট বা অতিরিক্ত কাজ করা সাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের (বিএলএফ) 'বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও শিশুশ্রম : ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে দিকনির্দেশনা' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানী বনানীর একটি হোটেলে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, পোশাক সরবরাহ শৃঙ্খলের নিম্নস্তরে এখনও জবরদস্তিমূলক শ্রম ও শিশুশ্রম বিদ্যমান। শিশু শ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশ সাব-কন্ট্রাক্টেড বা মিশ্র চুক্তিভিত্তিক কারখানায় কাজ করে। তাদের ৯৯ শতাংশ সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টার বেশি কাজ করে এবং চাকরিতে জয়েন করার ক্ষেত্রে বয়স-সংক্রান্ত নথি জাল করার ঘটনাও খুবই সাধারণ বিষয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিশুশ্রমের হার ঢাকার তুলনায় বেশি পাওয়া গেছে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া ৯৮ শতাংশ শিশু শ্রমিক বর্তমানে স্কুলে যায় না, যার প্রধান কারণ আর্থিক সংকট।

প্রতিবেদনটি সব খাতে ন্যায্য জীবিকা নির্বাহযোগ্য মজুরি বাস্তবায়নের সুপারিশ তুলে ধরেছে, কারণ অর্থনৈতিক কষ্টই শিশুশ্রম ও জোরপূর্বক শ্রমের মূল কারণ। পাশাপাশি শিশুদের শিক্ষা অব্যাহত রাখার সুযোগ নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাজ করতে পারে।

গবেষণা প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কারখানার শ্রমিক প্রতি দিন দশ ঘণ্টার বেশি এবং সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করেন, যা আন্তর্জাতিক ও দেশের শ্রম আইনে নির্ধারিত কর্মঘণ্টা ও ওভারটাইম কাজের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে। এটি জোরপূর্বক শ্রমের পর্যায়ে পড়ে। এ ছাড়া পোশাক খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও তাদের মাসিক আয় পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় গড়ে ২ হাজার টাকা কম মজুরি পান।

গবেষণা প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, ৫৬ শতাংশ শ্রমিক তাদের বর্তমান কাজে হুমকি বা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৬৮ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৯০ শতাংশ অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী।

গবেষণাটি বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ), ও যুক্তরাজ্যের নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাইটস ল্যাব যৌথ উদ্যোগে, গুডউইভের সহায়তায় এবং যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিএলএফের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এএইচএম মোরশেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। গবেষণার পটভূমি তুলে ধরেন বিএলএফের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ইয়াসিন আরাফাত। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গুডউইভের কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর শাহিনুর রহমান। গবেষণার মূল ফলাফল তুলে ধরেন বিএলএফের প্রোগ্রাম অফিসার মো. জুবায়ের আলম।

এ সময় জানানো হয়, গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের পোশাক খাতে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও শিশুশ্রমের অস্তিত্ব লিপিবদ্ধ করা। এ ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—অদৃশ্যমান এবং অনিবন্ধিত সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানাগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং পোশাক খাতে হোম-বেজড উৎপাদন কার্যক্রমের অস্তিত্ব নথিভুক্ত করা।

অনুষ্ঠানের বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ যখন এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশের) থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং জিএসপি প্লাস বাণিজ্য সুবিধা পেতে চায়, তখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফোর্সড লেবার অ্যাক্টের প্রেক্ষিতে পোশাক শিল্পের সরবরাহ চেইন থেকে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও শিশুশ্রম নির্মূল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা সরকার, শিল্প খাতের অংশীজন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীদের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে আরও নৈতিক, মানবিক ও টেকসইভাবে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

শোভন কাজ

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৩ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 29 October 2025

২০ জনে ট্রেড ইউনিয়ন হলে পোশাক শিল্প 'অস্থিতিশীল হবে': বিজিএমইএ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

কোনো কারখানায় ২০ জন শ্রমিকের সমর্থন পেলেই ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দেওয়ার বিধান নিয়ে আপত্তি তুলেছে পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ। সেই সঙ্গে শ্রমিকের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনার দাবি তোলা হয়েছে। গতকাল দুপুরে উত্তরায় বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এসব দাবি তুলে ধরেন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান।

শ্রমিকের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনার দাবি করে তিনি বলেন, 'আমরা চাই না, শ্রমিকের নামে বাইরের কেউ, কোনো বাড়িওয়ালা, মেস ব্যবসায়ী, ঝুট ব্যবসায়ী বা অন্য কেউ সহজেই শ্রমিক সংগঠন করে ফেলতে পারে। পোশাক খাতে ঝুট ব্যবসা এখন একটা বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই না, বাইরের কেউ এসে শ্রমিক সংগঠন করার সুযোগটি নিয়ে শিল্পকে অস্থিতিশীল করুক।'

বর্তমানে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি থাকার বিধান রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশন মোট শ্রমিকের অনুপাতের শর্তের বদলে ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনার জন্য সুপারিশ করেছে। সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ন্যূনতম ৫০ জন এবং জাতীয়ভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য ন্যূনতম ৪০০ জন শ্রমিকের সম্মতির সুপারিশ করে কমিশন।

তবে গত বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের সভায় আইনের যে খসড়া অনুমোদন পেয়েছে, তাতে ন্যূনতম শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে ২০ জন করা হয়েছে দাবি করে মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'উপদেষ্টা পরিষদের সভায় একতরফাভাবে সেটি পরিবর্তন করে ২০-৩০০ শ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ধাপ করা হয়েছে ৫টি। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবতা বিবর্জিত। কারণ মাত্র ২০ জন শ্রমিক দিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করা হলে কারখানাগুলোতে এমন ব্যক্তিরা ট্রেড ইউনিয়ন করবেন, যারা ওই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এটি অন্তঃদ্বন্দ্ব ও শিল্পে অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে ও উৎপাদন ব্যাহত করবে। এতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমবে এবং উদ্যোক্তারা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনায় নিরুৎসাহিত হবেন।'

সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়, ভারতে ১০ শতাংশ বা ন্যূনতম ১০০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন করা যায়। পাকিস্তানে ট্রেড ইউনিয়ন করতে সম্মতি লাগে ২০ শতাংশ শ্রমিকের।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি থাকার বিধান রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশন মোট শ্রমিকের অনুপাতের শর্তের বদলে ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনার জন্য সুপারিশ করেছে

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'এটা স্পষ্ট যে, আমাদের প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রস্তাবিত ২০ জন শ্রমিকের ভিত্তিতে ইউনিয়ন গঠন দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে দুর্বল ও অস্থিতিশীল কাঠামো তৈরি করবে। এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এটা নেতিবাচক বার্তা তৈরি হবে, যা ভবিষ্যতে বিদেশি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে।'

খসড়া আইনে শ্রমিকের সংজ্ঞায় 'কর্মচারী/কর্মকর্তা' থাকায় বিজিএমইএর আপত্তি রয়েছে মাহমুদ হোসেন খান বলেন, 'তাতে করে শ্রমিক না হয়েও কর্মকর্তারা শ্রমিকের দাবি আদায় করবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক স্তর ও শ্রমিক স্তরের মধ্যে বিভাজন ভেঙে যাবে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, দায়িত্ব বণ্টনে বিভ্রান্তি তৈরি হবে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় মারাত্মক সমস্যা দেখা দেবে।'

শ্রমিকের সংজ্ঞা আগের মতোই রাখার দাবি জানিয়ে বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'সংস্কার কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, শ্রমিক অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোনো ব্যক্তিতাহার চাকুরির শর্তাবলি প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদার যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ইহার মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িকওকারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা করণিক কাজে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি; তবে ২(৪৯) (খ) নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সকল ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর হয় তা হয়, শ্রমিক অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোনো ব্যক্তি, তাহার চাকুরির শর্তাবলি প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ইহার মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি; ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা করণিক কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসাবে কোন ব্যক্তি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তবে ২(৪৯) (খ) নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সকল ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

চট্টগ্রাম বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব দিতে চলতি মাসেই বিদেশি অপারেটরের সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছে সরকার। এজন্য ১৯৮০ সাল থেকে চলে আসা মাশুল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের মাশুল ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি হচ্ছে দাবি করে মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'আমরা বলেছি, আগে কনটেইনার ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বাড়ানো হোক। আমরা উপকারটি আগে পাই, তারপরে চার্জ বাড়ানো যেতে পারে। একসঙ্গে না বাড়িয়ে ধারবাহিকভাবে ১০ শতাংশ হারে বাড়ানো যেতে পারে। চট্টগ্রাম বন্দর গত বছরে দুই হাজার কোটি টাকার মত মুনাফা করেছে। সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান তো মুনাফায় আছে। তাহলে কেন চার্জ বাড়ানোর প্রয়োজন?'

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'চট্টগ্রাম বন্দর সেবা ফি নেওয়া হয় ডলারে। ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ২৯ দশমিক ৮৯ টাকা। বর্তমানে তা ১২২ টাকার বেশি হওয়ায় গত ৪০ বছর ধরে টাকার অঙ্কে তা ৩০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।'

এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি করে মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে টিকফা, এফটিএ এর মত কয়েকটি চুক্তি করতে হবে। এগুলো করা হোক, নইলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। এজন্য তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি করছি।'

শ্রম আইন সংস্কার, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনসহ পোশাক খাত নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েও পাননি দাবি করে বিজিএমএ সভাপতি মাহমুদ হাসান বলেন, 'অথচ স্টারলিংকের মত প্রতিষ্ঠানের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ মর্যাদার ব্যক্তিও সময় পান; এত বড় পোশাকখাতের প্রতিনিধিকে সময় দিতে পারছেন না!'

গত একবছরে ২৫৮টি পোশাক কারখানা বন্ধ হওয়ার তথ্য দিয়ে তিনি বলেন, 'নানা কারণে তা বন্ধ হয়েছে। এটি চলমান প্রসেস, এটি হয়। কারখানাওয়াইজ বিশ্লেষণ করে বলা যাবে, কারণগুলো কী।'

শোভন কাজ

WEDNESDAY OCTOBER 29, 2025
KARTIK 13, 1432 BS
The Daily Star

BGMEA seeks review of labour law changes

Leaders claim amendments to labour definition, union rules and benefits defy prior agreement

"For four months since taking office, we have repeatedly requested appointments with the honourable chief adviser to share our concerns, but he has not given us any time. I say this with frustration ... when vice president-level executives from Starlink come, he gives them time, but to a 40-billion-dollar export industry, he does not. He must take responsibility for that. If he doesn't give us time, how can I express our concerns?

Mahmud Hasan Khan
BGMEA president

STAR BUSINESS REPORT

Apparel leaders have called on the government to review recent amendments to the labour law, particularly changes concerning the definition of workers, the threshold for forming trade unions, and the benefit package.

A week after the advisory council approved revisions to the draft ordinance, the business leaders said the final version did not reflect the agreements reached earlier at the Tripartite Consultative Council (TCC) meetings.

At a press conference at the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) office in Dhaka yesterday, they said that the amendments could affect both domestic and foreign investment, as well as overall stability in the industrial sector.

Explaining their objections, BGMEA President Mahmud Hasan Khan said the government has approved a broader definition of labour, which was neither part of the consultative council's agreement nor consistent with the existing labour law.

Khan, reading from a written statement, said the tripartite council agreed that at least 50 workers would be required to form a trade union, but the final version reduced that threshold to just 20.

On the third point, the BGMEA president said that the tripartite council also decided companies could choose between a provident fund and the government's Pragati Insurance scheme for their workers.

But the advisory council later approved a provision allowing workers to opt for both schemes, which Khan said would increase costs, create administrative complications, and lead to fund mismanagement.

He said the business community had sought an appointment with the chief adviser to express their opinions and observations regarding the amendments, but had been unable to meet him.

"For four months since taking office, we have repeatedly requested appointments with the honourable chief adviser to share our concerns, but he has not given us any time," said Khan.

He added, "I say this with frustration ... when vice president-level executives from Starlink come, he gives them time, but to a $40-billion export industry, he does not. He must take responsibility for that. If he does not give us time, how can I express our concerns?"

Khan said that allowing just 20 workers to form a trade union would weaken the structure of industrial relations in Bangladesh compared with other Asian neighbours, sending a negative signal to foreign investors and discouraging future investment.

He said the most troubling aspect is that several decisions agreed by all stakeholders during the council and working committee meetings were later changed by the advisory council without consulting the key stakeholders.

Meanwhile, the interim government has ratified three ILO Conventions intended to strengthen labour rights, safety, and protection from violence and harassment at work.

IPDC ডিপোজিট | ১৬৫১৯

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১২ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 28 October 2025

১৩ শতাংশ পোশাকশ্রমিক এখনো বর্ধিত মজুরি পাননি: গবেষণা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের তৈরি পোশাক খাতে সরকারের সবশেষ সংশোধিত মজুরি কাঠামো এখনো পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। এক গবেষণায় দেখা গেছে, শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ এখনো বর্ধিত মজুরি পুরোপুরি পাচ্ছেন না। তাদের কারও আংশিকভাবে মজুরি বেড়েছে, আবার কেউ একেবারেই পাননি।

গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয় ২০২৫ সালের মে ও জুনে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে। জরিপ কার্যক্রমে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার ৬০টি তৈরি পোশাক কারখানার ২৪০ জন শ্রমিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গত রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন: বাস্তবায়নের অবস্থা ও শ্রমিকদের ওপর প্রভাব' শীর্ষক এ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। মভিয়াল এফএনভি'র সহায়তায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে আওয়াজ ফাউন্ডেশন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আওয়াজ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাজমা আক্তার।

২০২৩ সালে সরকার তৈরি পোশাক খাতের প্রবেশ পর্যায়ের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করে, যা ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক জাকির হোসেন বলেন, জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮৭ শতাংশ শ্রমিক নতুন কাঠামো অনুযায়ী বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি সম্পূর্ণভাবে পাচ্ছেন। বাকি ১৩ শতাংশের মধ্যে ৮ শতাংশ শ্রমিক আংশিক বর্ধিত মজুরি পেয়েছেন, আর ৫ শতাংশ শ্রমিক এখনো নতুন সংশোধিত গ্রেড অনুযায়ী মজুরি পাচ্ছেন না।

জরিপে অংশ নেওয়া কারখানাগুলোর বিষয়ে তিনি বলেন, 'এসব কারখানার মধ্যে নিট, ওভেন ও কম্পোজিট ইউনিট অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং নমুনা আকারটি প্রতিনিধিত্বমূলক।'

অনুষ্ঠানে সাবেক শ্রম সচিব এএইচএম শফিকুজ্জামান, শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবদুস সামাদ আল আজাদ এবং সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম প্রমুখ বক্তব্য দেন। অধ্যাপক জাকির হোসেন বলেন, 'শ্রমিক সংগঠন বা ইউনিয়ন থাকা অনুবর্তী কারখানায় বর্ধিত মজুরি বাস্তবায়নের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।'

গবেষণায় দেখা যায়, নতুন মজুরি কাঠামো কার্যকরের পর ৩১ শতাংশ শ্রমিক অতিরিক্ত কাজের (ওভারটাইম) বেতন ১ থেকে ১০ মাস পর্যন্ত দেরিতে পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। ৫২ শতাংশ শ্রমিক কাজের চাপ ও উৎপাদন টার্গেট বৃদ্ধিকে প্রধান সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ২২ শতাংশ শ্রমিক চাকরির অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। ১৪ শতাংশ শ্রমিক অনিয়মিত বেতন পান এবং ১১ শতাংশ গ্রেড নির্ধারণ ও পদোন্নতি নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছেন।

জরিপে অংশ নেওয়া ১৪ শতাংশ শ্রমিক ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর ৯ শতাংশ বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক জানিয়েছেন এটি বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৩ শতাংশ বলেছেন, তারা এখনো তা পাননি।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ১৩ শতাংশ কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে অনিয়ম নিয়ে মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন, 'গবেষণায় উল্লেখ করা হয়নি, এই কারখানাগুলো বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত কি না।' তার দাবি, রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকরা মাস শেষে ২২ থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'প্রতি পাঁচ বছর পর ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বড় মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রতিবছর মজুরি পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা করা উচিত, যেন শ্রমিক আন্দোলন ও উৎপাদনে বিঘ্ন এড়ানো যায়।'

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'কোনো সদস্য কারখানাই সবশেষ বর্ধিত মজুরি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়নি। কিছু কারখানা বর্ধিত মজুরি আংশিকভাবে দিয়ে থাকতে পারে। যেসব কারখানা সদস্যভুক্ত নয় সেগুলোর ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, নিরাপত্তা ও অন্য দিকগুলো তদারকি করা সরকারের দায়িত্ব।'

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ম্যানেজার (শ্রম প্রশাসন ও কর্মপরিবেশ) নীরান রামজুথন ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে অনিয়মকে 'গভীর উদ্বেগের বিষয়' বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেন, 'সময়মতো ও পূর্ণ বেতন প্রদান শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার, যা তাদের জীবিকা ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। বেতন না দেওয়া শুধু শ্রমিকদের জন্য নয়, বরং দেশের ও শিল্প খাতের সুনামের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। যেখানে অনিয়ম হচ্ছে সেখানে পরিদর্শন ও তদারকি জোরদার করতে হবে। পরিদর্শনের ফলাফল প্রকাশ্যে আনতে হবে এবং নিয়মিত মজুরি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। ক্রেতাদেরও দায়িত্বশীল ক্রয়নীতি নিশ্চিত করতে হবে, যেন ন্যূনতম মজুরি ব্যাহত না হয়।'

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার অভিযোগ করেন, মজুরি গেজেটে স্পষ্ট নির্দেশনার অভাবে অনেক কারখানার মালিক ইচ্ছামতো বা বৈষম্যমূলকভাবে গ্রেড নির্ধারণ করছেন। ফলে শ্রমিকরা বৈধ মজুরি বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সম্প্রতি কারখানা বন্ধ হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'ছোট কারখানাগুলো ব্যবসা থেকে সরে যাচ্ছে, বড় কারখানাগুলো আরও বড় হচ্ছে। ফলে উৎপাদন ও বার্ষিক রপ্তানি আয় উভয়ই বাড়ছে।'

> জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮৭ শতাংশ শ্রমিক নতুন কাঠামো অনুযায়ী বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি সম্পূর্ণভাবে পাচ্ছেন। বাকি ১৩ শতাংশের মধ্যে ৮ শতাংশ শ্রমিক আংশিক বর্ধিত মজুরি পেয়েছেন, আর ৫ শতাংশ শ্রমিক এখনো নতুন সংশোধিত গ্রেড অনুযায়ী মজুরি পাচ্ছেন না।

শোভন কাজ

সংবাদ

মঙ্গলবার ১২ কার্তিক ১৪৩২
Tuesday 28 October 2025

ঢাকার অনানুষ্ঠানিক শ্রম, সামাজিক পুঁজি এবং মর্যাদার সঙ্কট

মতিউর রহমান

ঢাকা মহানগরী এক অবিরাম গতিশীলতার কেন্দ্রস্থল: এর প্রতিটি রাজপথ, জনাকীর্ণ বাজার এবং আকাশচুম্বী নির্মাণক্ষেত্র রিকশা চালক, ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা, গৃহ-পরিচারিকা এবং দিনমজুরদের নিরলস শ্রমে মুখরিত। এই অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকরাই ঢাকা অর্থনীতির অপ্রকাশিত মেরুদণ্ড, যারা প্রতিদিন এই জনবহুল নগরীর জীবনচক্রকে সচল রাখেন। অথচ, নীতি প্রণয়নের উচ্চ মঞ্চে, প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় এবং বৃহত্তর সামাজিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাদের অপরিহার্য অবদান প্রায়শই অদৃশ্য, অস্বীকৃত এবং অবমূল্যায়িত থেকে যায়। তাদের শ্রম, যা নগরীর অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যক, তা পরিচালিত হয় প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা, সম্মান ও মর্যাদা থেকে বহু দূরে, এক গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বলয়ে। এই নীরব অবমূল্যায়ন কেবল অর্থনৈতিক অন্যায় নয়, বরং এটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা, সামাজিক সংহতি এবং ন্যায়বিচারের জন্য এক সুদূরপ্রসারী হুমকি। এই শ্রমিকগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামকে বুঝতে হলে চিরায়ত অর্থনীতি বা শ্রমবাজারের প্রচলিত ধারণা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন পিয়েরে বুরদ্যুর মতো সমাজবিজ্ঞানীর তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করে তাদের সামাজিক পুঁজি এবং সাংস্কৃতিক পুঁজি'র বিশ্লেষণ।

পিয়েরে বুরদ্যুর সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী, সামাজিক পুঁজি হলো সম্পর্কের সেই নেটওয়ার্ক এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সহযোগিতা ও সংহতির সম্ভাবনা, যা একজন ব্যক্তির সামাজিক গতিশীলতা ও সুযোগের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক পুঁজি হলো জ্ঞান, দক্ষতা এবং সমাজে মূল্যায়িত আচার-আচরণের সমষ্টি। ঢাকার অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকগোষ্ঠীর মধ্যে এই উভয় পুঁজির ক্ষেত্রেই এক অদ্ভুত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রমিকরা তাদের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। উদাহরণস্বরূপ, মিরপুরের একজন রিকশা চালক তার সহকর্মী নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে-সর্বোত্তম রাস্তা কোথায়, যন্ত্রপাতির মেরামতের নির্ভরযোগ্য স্থান কোনটি, অথবা স্থানীয় প্রশাসন ও মাস্তানদের সাথে কীভাবে আপস করে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতে হবে, তা জানার জন্য। মোহাম্মদপুরের রাস্তার বিক্রেতারা একে অপরের সঙ্গে পণ্য বিনিময় করেন, সম্ভাব্য উচ্ছেদ অভিযান সম্পর্কে সতর্ক হন এবং জরুরি প্রয়োজনে সম্মিলিত সঞ্চয় থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। এই নেটওয়ার্কগুলোই তাদের জন্য একটি অপরিহার্য 'সারভাইভাল নেটওয়ার্ক' হিসেবে কাজ করে, যা প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার অনুপস্থিতিকে আংশিকভাবে পূরণ করে।

তবে, এই সামাজিক পুঁজির ব্যবহার মূলত অনানুষ্ঠানিক এবং অনুভূমিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। এই নেটওয়ার্কগুলো তাদেরকে কেবল টিকে থাকার জন্য সক্ষম করে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব বিস্তার বা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর উল্লম্ব (রাষ্ট্র বা উচ্চতর কাঠামোর সাথে সংযোগ স্থাপনকারী) সুযোগ খুব কমই এনে দিতে পারে। তাদের এই সামাজিক পুঁজি অর্থনৈতিক বা সামাজিক গতিশীলতার 'মোবিলিটি নেটওয়ার্ক' হিসেবে বিকশিত হতে পারে না। ফলে, তারা একটি স্থিতিশীল কাঠামোর মধ্যে আটকে থাকেন, যেখানে তাদের সংযোগগুলো স্বল্পমেয়াদী সুবিধা প্রদান করলেও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না। প্রাতিষ্ঠানিক অবিশ্বাস এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তারা প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য লাভের পরিবর্তে এই ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, যা কাঠামোগত দুর্বলতাকে আরও শক্তিশালী করে।

অন্যদিকে, এই শ্রমিকগোষ্ঠী যে সাংস্কৃতিক পুঁজি ধারণ করেন, তা প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির অভাবে অবমূল্যায়িত হয়। একজন নির্মাণ শ্রমিক হাতে-কলমে যে কারিগরি দক্ষতা অর্জন করেন, একজন গৃহ-পরিচারিকা একটি পরিবার পরিচালনার যে সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞান লাভ করেন, বা একজন রাস্তার ব্যবসায়ী বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের গতিবিধি বোঝার যে কৌশলগত জ্ঞান রাখেন-তাদের এই দক্ষতাগুলো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্জিত হলেও এর কোনো আনুষ্ঠানিক সনদ বা প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন নেই। বাংলাদেশের শিক্ষা ও শ্রম ব্যবস্থাপনা মূলত সনদ, ডিগ্রি এবং স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র বৈধতা হিসেবে গণ্য করে। এর ফলস্বরূপ, এই শ্রমিকদের ব্যবহারিক দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তারা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি বা সামাজিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হন। এটি সাংস্কৃতিক পুঁজির একটি সংকটপূর্ণ রূপান্তর, যেখানে ব্যবহারিক দক্ষতা প্রতীকী বা প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যে রূপান্তরিত হতে পারে না। তাদের এই শ্রমকে সমাজ একপ্রকার অদক্ষ বা কম-মূল্যবান শ্রম হিসেবে গণ্য করে, যা তাদেরকে দারিদ্র?্য এবং নিম্ন সামাজিক অবস্থানের দুষ্টচক্রের মধ্যে ফেলে রাখে।

অদৃশ্য শ্রমের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্বলতা লিঙ্গ, শ্রেণি ও অঞ্চলের ভিত্তিতে চরম বৈষম্য তৈরি করে। অনিয়মিত আয়, সামাজিক সুরক্ষার অভাব এবং শোষণের উচ্চ সম্ভাবনা-এই তিনটি বৈশিষ্ট্য শ্রমিকদের জীবনে তীব্র অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। নারীরা এই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে দুর্বল এবং বহুমাত্রিক বঞ্চনার শিকার হন। গৃহ-পরিচর্যা, হোম-বেসড উৎপাদন বা রাস্তার ব্যবসায় নিয়োজিত নারীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর কারণে নেটওয়ার্ক গঠন, সঞ্চয় নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণে সীমিত সুযোগ পান। গ্রামীণ থেকে আসা অভিবাসী শ্রমিকরা, বিশেষ করে যারা স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে কম পরিচিত, তারা বিদ্যমান সামাজিক পুঁজির সুবিধা কম পান এবং আরও বেশি শোষণের শিকার হন। অনানুষ্ঠানিক শ্রম তাই কেবল একটি অর্থনৈতিক বিভাগ নয়; এটি সামাজিক বৈষম্যের পুনঃপ্রচারের ক্ষেত্র, যেখানে তাদের জীবনের সুযোগগুলো কঠোরভাবে সীমিত।

অদৃশ্য শ্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো প্রতীকী স্বীকৃতির অভাব। বুরদ্যুর প্রতীকী শক্তি তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি প্রতিষ্ঠান সমাজে শুধু নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব দ্বারাই নয়, বরং স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদানের মাধ্যমেও তার বৈধতা ধরে রাখে। ঢাকায় অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকরা প্রায়শই এই প্রতীকী স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত থাকেন। তাদের কঠোর সংগ্রাম, দক্ষতা এবং শহরের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য তাদের অপরিহার্য অবদান নগরীর বৃহত্তর উন্নয়নের গল্পে স্থান পায় না। গণমাধ্যম প্রায়শই তাদেরকে 'নগরীর বিশৃঙ্খলা' বা 'অসুবিধার কারণ' হিসেবে উপস্থাপন করে, কখনোই 'অপরিহার্য অংশীদার' হিসেবে নয়। সরকারি নীতিমালা তাদের কাছে ক্ষমতায়ন বা সমর্থনের মাধ্যমে আসে না, বরং আসে নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও উচ্ছেদের মাধ্যমে। এই প্রতীকী অস্বীকৃতি তাদের দারিদ্র?্য, সামাজিক দূরত্ব এবং আত্মমর্যাদার সঙ্কটকে আরও গভীর করে। যখন রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কণ্ঠস্বর তাদের অবদানকে অস্বীকার করে, তখন তাদের সংগ্রামকে সমাজও অবমূল্যায়ন করে।

ঢাকার নগর প্রশাসন এবং নগরায়ণ প্রক্রিয়া অনানুষ্ঠানিক শ্রমের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাজার নিয়ন্ত্রণ, রাস্তার ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ এবং অবৈধ বসতি অপসারণের মতো পদক্ষেপগুলো প্রায়শই 'আধুনিকায়ন' বা 'নগর পরিচ্ছন্নতা'র মতো ধারণার আড়ালে পরিচালিত হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ফলে সবচেয়ে দুর্বল শ্রমিকরাই জীবনধারণের স্থান ও পদ্ধতি উভয় দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। মাইক্রোক্রেডিট বা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প সীমিতভাবে সহায়ক হলেও মূল

ঢাকা মহানগরী এক অবিরাম গতিশীলতার কেন্দ্রস্থল; এর প্রতিটি রাজপথ, জনাকীর্ণ বাজার এবং আকাশচুম্বী নির্মাণক্ষেত্র রিকশা চালক, ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা, গৃহ-পরিচারিকা এবং দিনমজুরদের নিরলস শ্রমে মুখরিত। এই অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকরাই ঢাকা অর্থনীতির অপ্রকাশিত মেরুদণ্ড, যারা প্রতিদিন এই জনবহুল নগরীর জীবনচক্রকে সচল রাখেন। অথচ, নীতি প্রণয়নের উচ্চ মঞ্চে, প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় এবং বৃহত্তর সামাজিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাদের অপরিহার্য অবদান প্রায়শই অদৃশ্য, অস্বীকৃত এবং অবমূল্যায়িত থেকে যায়

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কাঠামোগত বাধাগুলো, যেমন জমির অধিকার, লাইসেন্স প্রাপ্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার অভাব, অক্ষত থাকে। যদি শ্রমিকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজিকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি না দেওয়া হয়, তাহলে যেকোনো উন্নয়ন উদ্যোগই তাদেরকে আরও প্রান্তিকীকরণ করে।

এই শ্রমিকদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস এবং স্বীকৃতির সংকটও প্রকটভাবে লক্ষ্যণীয়। হ্যাবারমাসের পাবলিক স্পিয়ার ধারণা অনুযায়ী, গণতন্ত্রে নাগরিকদের যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক ক্ষমতাকে জবাবদিহিতে বাধ্য করে। কিন্তু ঢাকায়, অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকরা এই পাবলিক স্পিয়ারের বাইরে কাজ করেন। তারা স্থানীয় প্রশাসন, সরকারি সংস্থা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়ক নয়, বরং বাধা হিসেবে দেখেন। ঘুষ, পক্ষপাতিত্ব এবং জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি গভীর অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি করে। এই বিশ্বাস ও স্বীকৃতির সংকট তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে নিরুৎসাহিত করে এবং তাদের সম্মিলিত সংগ্রামকে সীমিত করে।

এই অদৃশ্য শ্রমের গল্প শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়; এটি একটি গভীর সামাজিক, প্রতীকী এবং নীতিগত সমস্যার প্রতিফলন। ঢাকার অর্থনীতি এই শ্রমের ওপর নির্ভরশীল হলেও, তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং মর্যাদা নেই। এটি দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সংহতি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুতর হুমকি। এই শ্রমিকদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদেরকে সুরক্ষার আওতায় আনা কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবেও অপরিহার্য।

তাদের শ্রমকে দৃশ্যমানতা ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি সমন্বিত নীতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজন। প্রথমত, ব্যবহারিক দক্ষতার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে হবে; অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের জন্য সহজ সনদ বা লাইসেন্স প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী (যেমন পেনশন ও স্বাস্থ্যবিমা) এবং সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, নগর পরিকল্পনা এবং নীতি প্রণয়নে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তাদের জীবনধারণের কৌশলকে সম্মান জানানো হয়। চতুর্থত, গণমাধ্যমকে তাদের দক্ষতা, উদ্যম ও অবদান তুলে ধরে ইতিবাচক প্রতীকী ভাবমূর্তি তৈরি করতে হবে, যা সমাজে তাদের মর্যাদাকে পুনর্বহাল করবে। শিক্ষামূলক উদ্যোগ এবং ভোকেশনাল প্রশিক্ষণকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সাংস্কৃতিক পুঁজি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

সামাজিক পুঁজির সঠিক ব্যবহার এবং সংগঠন হলে এটি কেবল টিকে থাকার নেটওয়ার্ক না হয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকরা ঢাকার রক্তস্রোত, কিন্তু সমাজ প্রায়শই তাদেরকে 'দেখা যায় না' হিসেবে গণ্য করে। তাদের দক্ষতা, সংগ্রাম এবং নেটওয়ার্ক যখন সমাজের সর্বস্তরে স্বীকৃত হবে, তখনই ঢাকা সত্যিকার অর্থে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়পরায়ণ এবং স্থিতিশীল মহানগরী হয়ে উঠতে পারে। এই পরিবর্তনই নিশ্চিত করবে যে ঢাকা কেবল কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর নয়, বরং সকল শ্রমজীবী মানুষের শহর। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজিকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে তাদের সংগ্রামকে অর্থবহ করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে।

[লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী]

ঢাকা। সোমবার। ২৭ অক্টোবর ২০২৫। ১:
কালের কণ্ঠ

গবেষণা প্রতিবেদন

১৩% পোশাক শ্রমিক বর্ধিত মজুরি পুরোপুরি পাননি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের তৈরি পোশাক খাতে সরকারের সর্বশেষ সংশোধিত মজুরিকাঠামো এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। এক গবেষণায় দেখা গেছে, শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ১৩ শতাংশ এখনো বর্ধিত মজুরি পুরোপুরি পাচ্ছেন না। তাঁদের কারো আংশিকভাবে মজুরি বেড়েছে, আবার কেউ একেবারেই পাননি।

গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয় চলতি বছরের মে ও জুনে পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে। জরিপ কার্যক্রমে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার ৬০টি তৈরি পোশাক কারখানার ২৪০ জন শ্রমিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গতকাল রবিবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন : বাস্তবায়নের অবস্থা ও শ্রমিকদের ওপর প্রভাব' শীর্ষক এই গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। মন্ডিয়াল এফএনভির সহায়তায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে আওয়াজ ফাউন্ডেশন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আওয়াজ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাজমা আক্তার।

২০২৩ সালে সরকার তৈরি পোশাক খাতের প্রবেশ পর্যায়ের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করে, যা ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক জাকির হোসেন বলেন, জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৮৭ শতাংশ শ্রমিক নতুন কাঠামো অনুযায়ী বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি সম্পূর্ণভাবে পাচ্ছেন। বাকি ১৩ শতাংশের মধ্যে ৮ শতাংশ শ্রমিক আংশিক বর্ধিত মজুরি পেয়েছেন, আর ৫ শতাংশ শ্রমিক এখনো নতুন সংশোধিত গ্রেড অনুযায়ী মজুরি পাচ্ছেন না।

জরিপে অংশ নেওয়া কারখানাগুলোর বিষয়ে তিনি বলেন, এসব কারখানার মধ্যে নিট, ওভেন ও কম্পোজিট ইউনিট অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং নমুনা আকারটি প্রতিনিধিত্বমূলক।

অনুষ্ঠানে সাবেক শ্রমসচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান, শ্রম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবদুস সামাদ আল আজাদ এবং সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম প্রমুখ বক্তব্য দেন।

গবেষণায় দেখা যায়, নতুন মজুরিকাঠামো কার্যকরের পর ৩১ শতাংশ শ্রমিক অতিরিক্ত কাজের (ওভারটাইম) বেতন ১ থেকে ১০ মাস পর্যন্ত দেরিতে পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। ৫২ শতাংশ শ্রমিক কাজের চাপ ও উৎপাদন টার্গেট বৃদ্ধিকে প্রধান সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ২২ শতাংশ শ্রমিক চাকরির অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। ১৪ শতাংশ শ্রমিক অনিয়মিত বেতন পান এবং ১১ শতাংশ গ্রেড নির্ধারণ ও পদোন্নতি নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছেন।

জরিপে অংশ নেওয়া ১৪ শতাংশ শ্রমিক ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর ৯ শতাংশ বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, এটি বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৩ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা এখনো তা পাননি।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান ১৩ শতাংশ কারখানায় ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে অনিয়ম নিয়ে মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলেন, গবেষণায় উল্লেখ করা হয়নি, এই কারখানাগুলো বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত কি না। তাঁর দাবি, রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকরা মাস শেষে ২২ থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, প্রতি পাঁচ বছর পর ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বড় মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রতিবছর মজুরি পুনর্বিবেচনার ব্যবস্থা করা উচিত, যেন শ্রমিক আন্দোলন ও উৎপাদনে বিঘ্ন এড়ানো যায়।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, কোনো সদস্য কারখানাই সর্বশেষ বর্ধিত মজুরি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়নি। কিছু কারখানা বর্ধিত মজুরি আংশিকভাবে দিয়ে থাকতে পারে। তিনি বলেন, যেসব কারখানা সদস্যভুক্ত নয় সেগুলোর ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, নিরাপত্তা ও অন্য দিকগুলো তদারকি করা সরকারের দায়িত্ব।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ম্যানেজার (শ্রম প্রশাসন ও কর্মপরিবেশ) নীরান রামজুথন ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে অনিয়মকে 'গভীর উদ্বেগের বিষয়' বলে মন্তব্য করেছেন।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার অভিযোগ করেন, মজুরি গেজেটে স্পষ্ট নির্দেশনার অভাবে অনেক কারখানার মালিক ইচ্ছামতো বা বেমানানভাবে গ্রেড নির্ধারণ করছেন। ফলে শ্রমিকরা বৈধ মজুরি বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

সংবাদ

কা : বুধবার ১৩ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 29 October 2025

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা রেল বন্দরে হাহাকার
শ্রমিকদের চোখে অনিশ্চয়তার ছায়া

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

একসময় সীমান্ত বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন। সকাল-বিকাল মালবাহী ট্রেনের গর্জন, ট্রাকের সারি আর শ্রমিকদের ব্যস্ততা সব মিলিয়ে এলাকাজুড়ে ছিল কর্মচাঞ্চল্যে ভরা এক উৎসবমুখর পরিবেশ। সেই দর্শনা রেল বন্দর এখন নিঃস্তব্ধ। বিশাল ইয়ার্ডজুড়ে ছড়িয়ে আছে জংধরা রেললাইন আর ধুলোবালির স্তর।

বর্তমানে সীমিত পরিসরে কেবল ভারত থেকে ফ্লাই অ্যাশ আমদানি হচ্ছে। রেলবন্দর সূত্র জানায়, গত তিন মাসে মাত্র ৬-৭ রেক মালবাহী ট্রেন এসেছে, যেখানে একসময় দিনে একাধিক ট্রেন ঢুকত। বাণিজ্য কমে যাওয়ায় রাজস্ব আদায়ও ধসে পড়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দর্শনা রেলবন্দর থেকে রাজস্ব আয় হয়েছিল ২৬ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। অথচ চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমাংশে তা নেমে এসেছে মাত্র ১১ কোটি ৪০ লাখ টাকায় অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে রাজস্ব কমেছে প্রায় ১৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা।

শ্রমিকদের মুখে নিরাশার গল্প, শ্রমিক, ট্রাকচালক, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টসহ সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই এখন কাজের অভাবে দিশেহারা। কেউ পেশা বদলে ফেলেছেন, কেউ আবার জীবিকার সন্ধানে পাড়ি জমিয়েছেন রাজধানী বা অন্যান্য জেলায়।

স্থানীয় শ্রমিক সাইদুল বলেন, করোনার সময় যেমন কষ্টে ছিলাম, এখনো তেমনই। কাজ নেই, ঘরে চুলা জ্বলে না।

ট্রাকচালক টিটু মিয়ার আক্ষেপ, আগে দিনে দুই-তিন ট্রিপ দিতাম, এখন তিন দিনেও এক ট্রিপ জোটে না।

ট্রাক মালিক ও ব্যবসায়ীদের হতাশা, ট্রাক মালিকদের মতে, একসময় প্রতিদিন শতাধিক ট্রাক বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটত। এখন দিনে ১০-১৫টির বেশি ট্রাকও দেখা যায় না। ফলে অনেক মালিক ট্রাক পাঠাচ্ছেন অন্যত্র, চালক-হেলপারদের আয়ে টান পড়েছে।

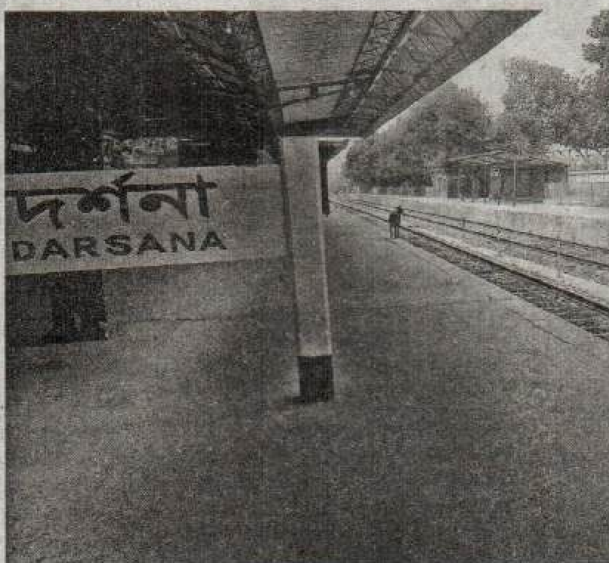

সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টরা জানান, এলসি জটিলতা, ডলার সঙ্কট ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারত থেকে পণ্য আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আগে অগ্রিম কিছু অর্থ জমা দিলেই এলসি খোলা যেত, এখন পুরো টাকা জমা না দিলে অনুমোদন মিলছে না। এতে ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিতে পারছেন না।

সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রফিকুল বলেন, আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করলে আবারও বন্দর সচল হবে, সরকারও রাজস্ব পাবে।

রেল ইয়ার্ডের স্থানীয় ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী রানা খান বলেন, লাইসেন্স আছে, শ্রমিক আছে, ট্রাক আছে শুধু কাজ নেই। মূলধন পড়ে আছে অচল হয়ে।

রেলবন্দর সূত্রে জানা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯ হাজার ৭৪৯ ওয়াগনে ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫৯ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হয়েছিল। আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে একই সময়ে তা নেমে এসেছে মাত্র ৪ হাজার ৪৮৬ ওয়াগন ও ২ লাখ ৫২ হাজার ১০১ মেট্রিক টনে। এর ফলে রাজস্ব আয়ও প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। আগে ভুট্টা, গম, ডাল, পেঁয়াজ, পাথর, চায়না ক্লে, জিপসাম ও সয়াবিন ভুষি, বিভিন্ন পণ্য আসত ভারত থেকে। এখন সেই ইয়ার্ডে কেবল ফ্লাই অ্যাশ নামছে সামান্য পরিমাণে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শ্রমিক জানান, করোনার পর আবার কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সব বন্ধ হয়ে যায়।

দর্শনা সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হাবু বলেন, রেলপথে পণ্য পরিবহন এখন নামমাত্র চলছে। ব্যবসায়ীরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায়।

দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনের সুপারিনটেনডেন্ট মির্জা কামরুল হক জানান, এ বছর রাজস্ব আয় গত বছরের তুলনায় প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। আমদানি বাড়লে রাজস্বও আবার বাড়বে।

সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরলে, এলসি জটিলতা কমলে আবারও গর্জে উঠবে দর্শনার রেলইয়ার্ড। পণ্য আসবে, শ্রমিকদের মুখে ফিরবে হাসি, আর সরকারের রাজস্ব বাড়বে।

এখন দর্শনার মানুষ শুধু সেই দিনের অপেক্ষায়,যেদিন আবার ট্রেনের হুইসেলে ভরে উঠবে সীমান্ত শহরের নিস্তব্ধ বাতাস।

ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৮ আশ্বিন ১৪৩২, ৩ অক্টোবর ২০২৫

এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে দেশের আয় বেড়েছে ৩৬ শতাংশ

ওটেক্সার প্রতিবেদন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গত ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে আয় বেড়েছে ৩৬ শতাংশ। ২০১৫ সালে দেশটিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আয় যেখানে ৫ হাজার ৪০৪ মিলিয়ন ডলার ছিল, ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৩৪২ মিলিয়ন ডলারে। দেশটিতে পোশাক রপ্তানির পরিমাণও বেড়েছে। গত ১০ বছরে দেশটিতে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে সাড়ে ২৬ শতাংশ ও পোশাকের মূল্য বেড়েছে সাড়ে ৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অধীন ইউএস অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (ওটেক্সা) এক পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। ওটেক্সার তথ্যমতে, ২০১৫ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের ব্যবধানে আয় বেড়েছে ৩৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

ওটেক্সার তথ্য থেকে জানা গেছে, বিশ্ব থেকে ১০ বছরের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানিতে অর্থ ব্যয় কমেছে ৭ শতাংশ। আর ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে চীনের আয় কমেছে ৪৬ শতাংশ। এই সময়ে সবচেয়ে আয় বেড়েছে কম্বোডিয়ার ৫৩ শতাংশ। পরের অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান, দেশটির আয় বেড়েছে ৫১ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের আয় বেড়েছে ৪২ শতাংশ। ওটেক্সার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ১ হাজার ৮৭১ মিলিয়ন স্কয়ার মিটার পোশাক রপ্তানি করে। ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৩৬৯ মিলিয়ন স্কয়ার মিটার। অর্থাৎ ১০ বছরে পরিমাণের দিক থেকে দেশটিতে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২৬ দশমিক ৬২ শতাংশ।

ওটেক্সার তথ্য থেকে আরো জানা গেছে, ২০১৫ সালে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পোশাকের স্কয়ার মিটারের দাম ছিল ২ দশমিক ৮৯ ডলার, ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ১০ ডলার। অর্থাৎ ১০ বছরের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পোশাকের দাম প্রতি স্কয়ার মিটারে বেড়েছে ৭ দশমিক ৩০ শতাংশ।

রপ্তানিকারকরা জানান, গত ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে আমরা একটি ভালো অবস্থানে পৌঁছেছি। চীনের খারাপ অবস্থানও এর একটি কারণ। রপ্তানির আয়, রপ্তানির পরিমাণ ও দাম—তিন ক্ষেত্রেই আমাদের উন্নতি হয়েছে। তবে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় আমাদের একটি দুর্বলতা রয়েছে। দামি পণ্যে প্রতিযোগী দেশগুলো বেশি এগিয়ে আছে, আমরা সেক্ষেত্রে তেমন ভালো করতে পারছি না। বাংলাদেশ এখনো কম দামে বা কম দামি পণ্য রপ্তানি করছে।

ও ট্রেডিং ইকোনমিকস
কালের কণ্ঠ
। ৮ অক্টোবর ২০২৫ । ২৩ আশ্বিন ১৪৩২ । ১৫ রবিউস

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের দাম বেড়েছে ৮%

মার্কিন শুল্কের প্রভাব

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

বিভিন্ন দেশের রপ্তানি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার শুল্ক বসিয়েছে। মার্কিনিদের জনজীবনে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। মাঝারি গতিতে বাড়ছে মূল্যস্ফীতি, স্যুপের প্যাকেট, কোকের ক্যান, গাড়ির যন্ত্রাংশসহ অনেক পণ্যেরই দাম বাড়ছে।

শুল্ক বৃদ্ধির পরও এত দিন অনেক পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে ছিল। কারণ মার্কিন কম্পানিগুলো বিপুল পণ্য মজুদ করে রেখেছিল। সেগুলো বিক্রি করার কারণে শুল্কের প্রভাব খুব একটা টের পাওয়া যায়নি। এখন মজুদের পরিমাণ ফুরিয়ে আসছে। নতুন পণ্য আমদানি করতে গেলেই আমদানিকারকদের গুনতে হবে অতিরিক্ত শুল্ক। এতে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে পণ্যের দাম। বাড়তি খরচের বোঝা চাপছে ভোক্তার ঘাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকসের তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় মাসে (আগস্ট পর্যন্ত) অডিও সরঞ্জামের দাম ১৪ শতাংশ, পোশাকের দাম ৮ শতাংশ এবং বিভিন্ন টুল ও যন্ত্রাংশের দাম ৫ শতাংশ বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ মার্ক ম্যাথিউস বলেন, 'গত দুই বছরে মূল্যস্ফীতি ছিল শূন্যের কোঠায়। এখন আমরা পণ্যের দাম বাড়তে দেখছি।' ছয় মাস আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর পাল্টা শুল্ক নির্ধারণ করেন। এতে পণ্যের দাম যে হারে বাড়বে বলে ধারণা করা হয়েছিল, সেভাবে বাড়েনি। গত আগস্টে দেশটিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ২.৯ শতাংশ। তবে এখন মূল্যস্ফীতির হার বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ কম্পানিগুলো শুল্কের বাড়তি খরচ সামলাতে পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে। মার্কিনিরা যত পণ্য কেনে, তার ১০ শতাংশ আমদানি করা। গত এপ্রিল থেকে শীর্ষস্থানীয় খুচরা পণ্য বিক্রয়কারী কম্পানিগুলো ২৯টির মধ্যে ১১টি সফটলাইন পণ্যের (টেক্সটাইল) দাম বাড়িয়েছে। এসব পণ্যের তালিকায় আছে টি-শার্ট ও জুতা। ১৮টি হার্ডলাইন (হার্ডওয়্যার) পণ্যের মধ্যে দাম বেড়েছে ১২টির। এসব পণ্যের মধ্যে আছে বাইসাইকেল ও ডিশওয়াশার। ক্রীড়া সরঞ্জামের ১৬টির মধ্যে পাঁচটির দাম বেড়েছে। ওয়ালস্ট্রিটভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান টেলসি অ্যাডভাইজরি গ্রুপ আমদানি পণ্যের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই হিসাব প্রকাশ করেছে। টেলসির বিশ্লেষক জো ফেল্ডম্যান বলেন, 'এরই মধ্যে শুল্কের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এ কারণে পণ্যের দাম বাড়ছে।' সূত্র : দ্য ফিন্যানশিয়াল টাইমস

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২, ২০২৫

২০১৫-২৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি

প্রবৃদ্ধিতে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিগত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক হলেও তা এখনো ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি বেড়েছে ৩৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিপরীতে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বেড়েছে কয়েক গুণ। মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের (ওটিইএক্সএ) আমদানি প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে ৫৪০ কোটি ৪৪ লাখ ৯০ হাজার ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। ১০ বছর পর তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩৪ কোটি ২৮ লাখ ৫০ হাজার ডলারে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিপরীতে একই সময়ে ভিয়েতনাম থেকে ৪১ দশমিক ৭৮ ও পাকিস্তান থেকে ৫০ দশমিক ৯৭ শতাংশ আমদানি বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে। দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি বেড়েছে ৫৩ দশমিক ২১ শতাংশ। কম্বোডিয়া ২০১৫ সালে ২৪৮ কোটি ১২ লাখ ৮০ হাজার ডলারের পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করলেও ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮০ কোটি ১৬ লাখ ৩০ হাজার ডলারে।

এদিকে বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতের প্রবৃদ্ধি ২৮ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ হলেও যুক্তরাষ্ট্রে ইন্দোনেশিয়ার পোশাক রফতানি কমেছে। এ ১০ বছরে দেশটির প্রবৃদ্ধি কমেছে ১৩ দশমিক ৯০ শতাংশ। মেক্সিকো ও দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থাও একই; দেশ দুটির প্রবৃদ্ধি কমেছে যথাক্রমে ২৬ দশমিক ৩১ শতাংশ ও ৩০ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

বিগত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক হলেও তা এখনো ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি বেড়েছে ৩৫ দশমিক ৮৭ শতাংশ। বিপরীতে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বেড়েছে কয়েক গুণ

এদিকে বিগত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির পরিমাণও কমেছে। ২০১৫ সালে যেখানে আমদানির পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৫১৫ কোটি ১২ লাখ ২০ হাজার ডলার, ২০২৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৯২৫ কোটি ৭৫ লাখ ৭০ হাজার ডলারে। অর্থাৎ এ ১০ বছরে দেশটির পোশাক আমদানি কমেছে ৬ দশমিক ৯২ শতাংশ। একই সময়ে গড়ে প্রতি ইউনিট পোশাকের (প্রতি বর্গমিটার) মূল্য বিশ্বব্যাপী কমেছে ১ দশমিক ৭১ শতাংশ হারে। তবে ইউনিটপ্রতি মূল্য সবচেয়ে বেশি কমেছে চীনের। দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক আমদানি ইউনিটপ্রতি কমেছে ৩৩ দশমিক ৮০ শতাংশ। ভারতের কমেছে ৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ। যদিও বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দাম বেড়েছে। এ সময়ে এ দেশ থেকে আমদানীকৃত তৈরি পোশাকের ইউনিটপ্রতি মূল্য বেড়েছে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। ভিয়েতনামের বেড়েছে ৬ দশমিক ৬৪ ও ইন্দোনেশিয়ার ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি বেড়েছে কম্বোডিয়ার। দেশটির পোশাকের ইউনিটপ্রতি দাম বেড়েছে ৩৮ দশমিক ৩১ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রফতানির প্রবৃদ্ধি হলেও প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে থাকা প্রসঙ্গে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক এবং বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশের রফতানি বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হবে পণ্যে মূল্য সংযোজন। কেবল পরিমাণ বাড়িয়ে নয়, বরং পণ্যের মান ও বৈচিত্র্য বাড়িয়ে রয়তানি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। যদি বেশি আয় করতে হয়, তবে কম দামে বেশি পরিমাণ রফতানির পরিবর্তে উচ্চমূল্যের মূল্য সংযোজিত পণ্যে জোর দিতে হবে।' তখনই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে টেকসই প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে দাবি করেন তিনি।

সমকাল ■ শনিবার। ১১ অক্টোবর ২০২৫

লিবিয়া থেকে ফিরলেন আরও ৩০৯ জন

■ সমকাল ডেস্ক

লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি ও আশপাশের এলাকায় অবৈধভাবে অবস্থানরত ৩০৯ বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। শুক্রবার বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রত্যাবাসন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, লিবিয়া সরকার ও আইওএম সহযোগিতা করেছে।

ফিরে আসা বাংলাদেশিরা সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। তাদের বহনকারী বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটটি পরিচালনা করে ফ্লাই ওয়া ইন্টারন্যাশনাল। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইওএমের কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান। প্রত্যেক প্রত্যাবাসিতকে আইওএম খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছে। খবর বাসসের।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ফিরে আসাদের অধিকাংশকেই মানব পাচারকারীরা প্রতারণার মাধ্যমে লিবিয়া নিয়ে গিয়েছিল। অবৈধভাবে সমুদ্রপথে তাদের ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়। লিবিয়ায় অবস্থানকালে অনেকেই অপহরণ ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ্যে শেয়ার করতে উৎসাহিত করা হয়, যাতে সচেতনতা বাড়ে ও অন্যরা যাতে একই ধরনের পাচারের শিকার না হন।

প্রথম আলো • শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫,

ঐতিহ্য হারাচ্ছে যশোরের তাঁতশিল্প

স্থানীয় শিল্প

বর্তমানে ৭০টি হ্যান্ডলুম ও ২১টি পাওয়ারলুম আছে। পাওয়ারলুম স্থাপনে ঋণ ও কারিগরদের প্রশিক্ষণ দিতে সরকারি সহযোগিতা দাবি।

- কাঁচামালের দাম ও উৎপাদন খরচ বেশি, পুঁজিরও প্রকট অভাব রয়েছে।
- আয় কমে যাওয়ায় পূর্বপুরুষদের পেশায় আসছে না নতুন প্রজন্ম।
- একসময় মধ্যকূল গ্রামের হাটে ৫০ হাজার টাকার কাপড় বিক্রি হতো বলে জানা যায়।
- বড় পাইকারেরা কাপড় কিনে নিয়ে কলকাতায় বিক্রি করতেন।

মনিরুল ইসলাম, *যশোর*

যশোর সদর উপজেলার তেঘরিয়া গ্রামের জামশেদ আলী অন্তত ৫০ বছর ধরে হ্যান্ডলুমে বা হস্তচালিত তাঁতে শাড়ি-লুঙ্গি-গামছা-তোয়ালে বুনছেন। তাঁর বাপ-দাদাও একই কাজ করতেন। বংশপরম্পরায় তাঁরা ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে কাপড় বুনছেন। কিন্তু আগের তিন প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় এই পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের কেউ আর কাপড় বুননের পেশায় আসেননি। কারণ, এতে আয় খুবই কম। সে জন্য বংশপরম্পরা রক্ষায় নতুন প্রজন্মের কারও আগ্রহ নেই।

সম্প্রতি সরেজমিনে গিয়ে বিভিন্নজনের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, কাঁচামালের দাম ও প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় তেঘরিয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প এখন হারিয়ে যাওয়ার পথে। এর পেছনে মোটাদাগে তিনটি বড় কারণ উল্লেখ করেন তাঁরা। প্রথমত, সুতা, রং, রাসায়নিকসহ কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, পাওয়ারলুম বা যন্ত্রচালিত তাঁতে তৈরি কাপড়ের তুলনায় হ্যান্ডলুম তথা হস্তচালিত তাঁতে কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়ে এবং তৃতীয়ত, হ্যান্ডলুম থেকে পাওয়ারলুমে রূপান্তরের মতো পুঁজি হ্যান্ডলুমের মালিক বা কারিগরদের হাতে নেই।

সব মিলিয়ে হ্যান্ডলুমে উৎপাদিত বস্ত্র এখন বাজারে টিকতে পারছে না। সে জন্য শত শত বছরের ঐতিহ্য ধরে রাখার এই পেশায় নতুন প্রজন্ম আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এর মধ্যেও কারিগর ও উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ অবশ্য তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে সরকারের কাছ থেকে জরুরি উদ্যোগ আশা করেন।

কয়েক হাজার থেকে এখন মাত্র ৭০টি তাঁত

যশোর জেলা তাঁত বোর্ড ও মমিননগর শিল্প সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড সূত্রে জানা গেছে, একসময় যশোর অঞ্চলে প্রায় ঘরে ঘরেই ছিল হস্তচালিত তাঁত। ৫০ বছর আগেও এই অঞ্চলে কয়েক হাজার চরকা বা তাঁত ছিল। এখন তা কমে মাত্র ৭০টিতে নেমে এসেছে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই এই ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন তাঁতশিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের দাবি, কারিগরদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাওয়ারলুম স্থাপনে সহায়তা ও স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া জরুরি।

রঘুরামপুরে চলছে আধুনিক তাঁত

জেলা তাঁত বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে যশোরে ২১টি পাওয়ারলুম রয়েছে। সদর উপজেলার রঘুরামপুর গ্রামে পাঁচটি পাওয়ারলুমের মধ্যে তিনটি এখনো সচল। ফলে একই পরিবারের তিন ভাই মাসুদ রানা, মতিয়ার রহমান ও ফিরোজ রানা তাঁদের বাপ-দাদার পেশা ধরে রেখেছেন।

সম্প্রতি রঘুরামপুরে গিয়ে দেখা যায়, ফিরোজ রানা পাওয়ারলুমে তোয়ালে বুনছেন। তিনি বলেন, 'আমি যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের টেক্সটাইল বিভাগ থেকে পড়েছি। চাকরিতে না গিয়ে বাবার ঐতিহ্যবাহী পেশাতেই যুক্ত হয়েছি। এই ব্যবসা আরও ভালোভাবে গড়ে তুলতে চাই।'

এক গ্রামে ৪০০ তাঁত এখন ইতিহাস

রঘুরামপুরের পাশের তেঘরিয়া গ্রাম একসময় তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। সেখানে অন্তত ৪০০ পরিবারের তাঁত ছিল। এখন কেবল জামশেদ আলীর পরিবার পেশাটি ধরে রেখেছে। তাঁর বাড়ির উঠানে একচালা ঘরে চারটি হ্যান্ডলুম বসানো। সেখানে কয়েকজন কারিগর গামছা বোনেন। জামশেদ আলী বলেন, 'আমি ৫০ বছর ধরে তাঁতের লুঙ্গি-গামছা বুনছি। আমার বাবা বাবর আলীও প্রায় ৫০ বছর এই কাজ করেছেন। দাদা ওয়াসেল বিশ্বাসও তাঁতি ছিলেন। এখন আমার ছেলেরা এই পেশায় আসতে চায় না। শ্রমের তুলনায় আয় কম হওয়ায় সবাই তাঁত ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেছে।'

বস্ত্র বুননের ঐতিহ্য

যশোর অঞ্চলে তাঁত ও বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস অনেক পুরোনো। ঢাকার আহমদ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ মহিবউল্লাহ ছিদ্দিকী সম্পাদিত 'জসরের ইতিহাস প্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যশোর শহর থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে কেশবপুরের মধ্যকূল গ্রামে প্রতি শুক্রবার কাপড়ের বিশাল পাইকারি হাট বসত।

কয়েকজন প্রবীণ কারিগর ও তাঁত মালিক জানান, এক সময় মধ্যকূল গ্রামে হাটবারের দিন প্রায় ৫০ হাজার টাকার দেশি তাঁতের কাপড় বিক্রি হতো। বড় পাইকারেরা সেসব কাপড় নিয়ে কলকাতার হাওড়া বা চেতলার হাটে বিক্রি করতেন। সুতা আনা হতো কলকাতা থেকে। সে সময় গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরেই চরকা বা তাঁত ছিল। নারীরাই ছিলেন এই শিল্পের চালিকা শক্তি।

বিক্রয়কেন্দ্র ও কারিগরদের দাবি

যশোরের তাঁতিদের উৎপাদিত গামছা ও তোয়ালে বিক্রির জন্য মমিননগর শিল্প সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের সাতটি বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে যশোর সদরে পাঁচটি এবং অভয়নগর ও নড়াইলে একটি করে। তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় কিনে নিয়ে এসব কেন্দ্রে বিক্রি করা হয়।

ইউনিয়নের সভাপতি লোকমান হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি নিজেও হ্যান্ডলুমে লুঙ্গি বুনতাম। দিনে তিনটা লুঙ্গি বানিয়ে আয় হতো মাত্র ২৪০ টাকা। এত কম আয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এখন তাঁতশিল্প বাঁচাতে হলে আমাদের পাওয়ারলুম স্থাপন করতে হবে। কিন্তু কারিগরদের হাতে সেই পুঁজি নেই।'

লোকমান হোসেন জানান, ২০ বছর আগেও যশোর জেলায় কয়েক হাজার তাঁত ছিল। এই পেশায় লাখো মানুষ যুক্ত ছিল, যা এখন কথার কথা। 'সরকার প্রণোদনা বা সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করলে নতুন উদ্যোক্তারা আসবেন,' বলেন লোকমান হোসেন।

সরকারের উদ্যোগ

যশোর জেলা তাঁত বোর্ডের লিয়াজোঁ কর্মকর্তা আম্বিয়া আক্তার বলেন, 'তাঁতশিল্প রক্ষায় আমরা বহুমাত্রিক উদ্যোগ নিয়েছি। কাঁচামাল-রং, সুতা ও রাসায়নিক সহজলভ্য করার কাজ করছি। এগুলো কখনো বিনা মূল্যে, কখনো স্বল্প মূল্যে কারিগরদের সরবরাহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি হ্যান্ডলুমের কারিগরদের পাওয়ারলুমের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে, যাতে তাঁরা নতুন উদ্যোক্তা হতে বা কারিগর হিসেবে কাজ করতে পারেন।

বণিকবার্তা শনিবার, অক্টোবর ১১, ২০২৫ ■ আশ্বিন ২৬, ১৪৩২

অর্থ বরাদ্দে অসম্মতি

রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ চিনিকল বন্ধ রেখেই শুরু হচ্ছে আখ মাড়াই মৌসুম

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

রাষ্ট্রায়ত্ত ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ছয়টিতে প্রায় পাঁচ বছর ধরে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন সময় এগুলো চালুর আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। তবে চাহিদা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত ছয়টি চিনিকল বন্ধ রেখেই শুরু হচ্ছে নতুন আখ মাড়াই মৌসুম।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি) সূত্রে জানা গেছে, ৭ নভেম্বর থেকে ২০২৫-২৬ মৌসুমের মাড়াই কার্যক্রম শুরু হবে। এর মধ্যে ৭ নভেম্বর নাটোরের নর্থবেঙ্গল চিনিকল, ২১ নভেম্বর নাটোর চিনিকল, ২৮ নভেম্বর রাজশাহী চিনিকল ও জামালপুরের জিলবাংলা চিনিকল, ৫ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গার কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিমিটেড ও ফরিদপুর চিনিকল, ১২ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁও চিনিকল ও ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ চিনিকল এবং ২৬ ডিসেম্বর জয়পুরহাট চিনিকলে মাড়াই শুরু হবে।

জানা যায়, গত বছরের ১৫ নভেম্বর নাটোরের লালপুরে অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের আখ মাড়াই কার্যক্রম উদ্বোধনের সময় শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বন্ধ হয়ে যাওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ছয়টি চিনিকল চালু করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, 'দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বন্ধ চিনিকলগুলো পুনরায় চালু করা হবে। এগুলো কীভাবে চালু করা যায়, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে।' এ কমিটি বন্ধ চিনিকলগুলো চালু করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানিয়েছিলেন উপদেষ্টা।

তবে চিনি শিল্প করপোরেশন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন মৌসুমে বন্ধ থাকা চিনিকলগুলো চালু করতে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এ অর্থ ছাড়ে সম্মতি মেলেনি। তাই ছয়টি চিনিকল বন্ধ রেখেই নতুন আখ মাড়াই মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে বিএসএফআইসি। ফলে গত কয়েক বছরের মতোই রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোর উৎপাদন ৩০-৩৫ হাজার টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে বন্ধ চিনিকলগুলোয় উৎপাদন শুরু না করায় শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ বিভিন্ন ব্যয়ের কারণের লোকসানের পাল্লা আরো ভারী হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ২০২০-২১ মৌসুম থেকে কুষ্টিয়া, পাবনা, রংপুর, সেতাবগঞ্জ, পঞ্চগড় ও শ্যামপুর চিনিকলের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। অবশিষ্ট নয়টি চিনিকলে ২০২৩-২৪ মৌসুমে ৬ লাখ ৮ হাজার ৩৩৮ টন আখ মাড়াই করে, যা থেকে ৩০ হাজার ৮১৮ টন চিনি উৎপাদন করা হয়। একই সময়ে কেরুর ডিস্টিলারি ইউনিটে ৬০ লাখ ২৯ হাজার প্রুফ লিটার স্পিরিট ও অ্যালকোহল এবং ২ লাখ ৩৩ হাজার প্রুফ লিটার ফরেন লিকার উৎপাদন করা হয়। এছাড়া ১২ হাজার ৬২২ লিটার ভিনেগার ও ১ হাজার ৬২০ টন জৈব সার উৎপাদন করা হয়। একই সময়ে প্রতিষ্ঠানটি ২০ হাজার ৬৬২ টন চিনি বিক্রি করেছে।

দেড় দশক আগেও সারা দেশের ১৫টি চিনিকলে মৌসুমে প্রায় দুই লাখ টনেরও বেশি চিনি উৎপাদন করত বিএসএফআইসি। ফলে সংস্থাটির উৎপাদিত চিনির দামের ওপর নির্ভর করতো আমদানীকৃত চিনির মূল্য। কিন্তু উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে আসায় উৎপাদন ব্যয় রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন খরচের সঙ্গে বিক্রয়মূল্য পুনর্নির্ধারণের কারণে বেসরকারি খাতে চিনির দামকে উসকে দিচ্ছে বিএসএফআইসির সরবরাহ করা চিনি।

বিএসএফআইসি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ মৌসুমে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোয় ৩০ হাজার ৮১৮ টন ও ২০২২-২৩ মৌসুমে ২১ হাজার ৩১৪ টন চিনি উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে চালু থাকা মিলগুলো থেকে আগামী দুই মৌসুমে (২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭) উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৫০ হাজার ও ৫৮ হাজার ৫০০ টন নির্ধারণ করা হয়েছে। সীমিত এ উৎপাদন দিয়ে দেশের চিনির বাজারে আগের মতো প্রভাব রাখতে পারছে না রাষ্ট্রীয় সংস্থাটি।

বিএসএফআইসি ও বিভিন্ন চিনিকলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন ও বন্ধ মিল চালুর আশা করেছিলেন খাতসংশ্লিষ্টরা। কিন্তু একাধিকবার আশ্বাস সত্ত্বেও এবারো বন্ধ থাকা চিনিকলগুলো চালু না করেই মাড়াই মৌসুম শুরুর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বন্ধ থাকা মিলগুলো চালু করতে হলে আখচাষীদের বকেয়া পরিশোধ, নতুন করে কৃষি ঋণ বিতরণসহ বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রস্তাব দেয়া হলেও সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।

এ প্রসঙ্গে বিএসএফআইসির সচিব মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বন্ধ থাকা চিনিকলগুলোয় এবারো উৎপাদন শুরু করা যায়নি। নতুন মাড়াই মৌসুমের জন্য তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগের মতোই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চালু মিলগুলো আখ মাড়াই করে চিনিসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য উৎপাদন করবে।'

নতুন মৌসুমে বন্ধ থাকা চিনিকলগুলো চালু করতে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এ অর্থ ছাড়ে সম্মতি মেলেনি। তাই ছয়টি চিনিকল বন্ধ রেখেই নতুন আখ মাড়াই মৌসুম শুরু করতে যাচ্ছে বিএসএফআইসি। ফলে গত কয়েক বছরের মতোই রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোর উৎপাদন ৩০-৩৫ হাজার টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ৯ অক্টোবর ২০২৫

শ্রমবাজার সম্প্রসারণে ভিসা জটিলতা অবসানের নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার

বিশেষ প্রতিনিধি ▷

বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভিসা জটিলতা দ্রুত নিরসনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণকে মসৃণ ও টেকসই করতে গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় তিনি এই নির্দেশনা দেন। গতকাল বুধবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান উপদেষ্টা সভাপতিত্ব করেন।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হতে হবে যে আমরা আর পরনির্ভর হতে চাই না। আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে। এখন যেহেতু পরনির্ভর হয়ে আছি, এ থেকে যত দ্রুত সম্ভব বের হওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এর বাইরে আর কোনো কথা নাই।' স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করে অধ্যাপক ইউনূস বৈঠকে বলেন, 'এ জন্য আমাদের অভ্যাস পাল্টাতে হবে। আত্মনির্ভর হতে গেলে বুদ্ধি খাটাতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, লড়াই করতে হবে। এটি কঠিন হলেও এই কাজে আনন্দ আছে। আমরা যে নতুন বাংলাদেশের কথা বলি, নতুন বাংলাদেশ মানেই হলো স্বনির্ভর বাংলাদেশ।'

বৈঠকের বিস্তারিত তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে বলেন, 'কিছু কিছু দেশে আমাদের ভিসা-প্রক্রিয়ায় জটিলতা রয়েছে, যা আগের সরকারের সময় থেকেই চলমান। প্রধান উপদেষ্টা চান এই সমস্যা দ্রুত সমাধান হোক। এ জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অতিরিক্ত উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।' তিনি বলেন, পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে বাংলাদেশের নতুন শ্রমবাজার তৈরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক সফরে প্রধান উপদেষ্টা কসোভো ও আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং কসোভোর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় শ্রমিক নেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত পেয়েছেন। তবে এসব দেশে বাংলাদেশের কোনো দূতাবাস না থাকায় ভিসা-প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে।

প্রধান উপদেষ্টা ইতালি সফরে যাচ্ছেন ১২ অক্টোবর

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

প্রেস সচিব বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের ভিসার জন্য নয়াদিল্লিতে গিয়ে আবেদন করতে হয়। প্রধান উপদেষ্টা চান, এসব জটিলতা দ্রুত দূর হোক।' তিনি বলেন, বৈঠকে ফার্মাসিউটিক্যালস, পোশাক ও অন্যান্য ব্যবসা খাতের নেতারা অংশ নেন। সেখানে আমদানিনীতি, গ্যাস সরবরাহ, ব্যাংকিং খাতের চ্যালেঞ্জ, আইসিটি খাতের প্রণোদনা, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ নানা বিষয় আলোচিত হয়।

বিশেষভাবে ব্যবসায়ী নেতারা গ্যাস সরবরাহ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, ম্যানমেড ফাইবারসহ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য ধারাবাহিক গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। এ জন্য রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট সম্প্রসারণসহ নতুন ল্যান্ড বেইস টার্মিনাল স্থাপনের দাবি উত্থাপন করা হয়। তাঁরা উল্লেখ করেন, এ ধরনের উদ্যোগ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রেস সচিব আরো বলেন, 'মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চলছে। দর-কষাকষির সক্ষমতা বাড়াতে সরকার এডিবি ও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে কাজ করছে।'

বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর দেশের ব্যাংকিং খাত, মূল্যস্ফীতি ও রিজার্ভ পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি জানান, রিজার্ভ এখন পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান এবং মুদ্রাস্ফীতি ১২.৫ শতাংশ থেকে কমে ৮.৩ শতাংশে নেমেছে।

প্রধান উপদেষ্টা ইতালি সফরে যাচ্ছেন ১২ অক্টোবর : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ১২ অক্টোবর ইতালির রোম সফরে যাচ্ছেন। তিনি সেখানে ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টে যোগ দেবেন। তিনি জানান, প্রধান উপদেষ্টা এই সম্মেলনের ফাঁকে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকেও অংশ নেবেন। এসব বৈঠকে খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য নিরসন, টেকসই উন্নয়নসহ নানা বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরাম মূলত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) উদ্যোগে আয়োজন করা হয়।

প্রথম আলো • সোমবার, ৬ অক্টোবর ২০২৫,

সেপ্টেম্বরে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ২৬৮ কোটি ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সদ্য বিদায়ী সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসীরা মোট ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় দেশে পাঠিয়েছেন; আগস্টের তুলনায় যা সাড়ে ১৬ কোটি ডলার বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, আগস্টে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ২৪২ কোটি ১৮ লাখ ডলার। আর গত বছরের সেপ্টেম্বরে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল ২৪০ কোটি ৪১ লাখ ডলার। সেই হিসাবে গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় গত সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ২৮ কোটি ডলার।

ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, গত বছরের আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈধ পথে প্রবাসী আয় আসা বেড়েছে। এ ছাড়া ডলারের উচ্চ দামও বৈধ পথে প্রবাসী আয় পাঠাতে প্রবাসীদের উৎসাহিত করছে। সেই সঙ্গে অর্থ পাচার কিছুটা কমে যাওয়ায় ডলারের চাহিদাও কমেছে। এসব কারণে গত বছরের আগস্টের পর থেকে প্রবাসী আয়ে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে; যার ব্যতিক্রম হয়নি গত মাসেও। এদিকে প্রবাসী আয় বাড়তে থাকায় উন্নতি হয়েছে দেশের আর্থিক ও চলতি হিসাবের। প্রবাসী আয়ের ঊর্ধ্বমুখী এই ধারার মধ্যে গত মার্চে প্রবাসী আয়ে রেকর্ড হয়। ওই মাসে ৩২৯ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল, যা এখন পর্যন্ত কোনো একক মাসে দেশে আসা সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। এরপর প্রবাসী আয় একক কোনো মাসে আর ৩০০ কোটি ডলার ছাড়ায়নি।

এদিকে প্রবাসী আয় বৃদ্ধির ফলে ডলারের বাজারেও স্থিতিশীলতা ফিরেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিয়ত ব্যাংকগুলো থেকে ডলার কিনে এই বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা পালন করছে। দুই মাসে প্রায় ২০০ কোটি ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণের অর্থও যোগ হয়েছে। তাতে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বেড়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী, রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৬ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে গতকাল ব্যাংকগুলোতে ডলারের দাম ছিল ১২১ টাকা ৮০ পয়সা। এই দামে ৮ কোটি ৬২ লাখ ডলার বেচা-কেনা করেছে ব্যাংকগুলো।

বণিক বার্তা বুধবার, অক্টোবর ২৯, ২০২৫

লিবিয়া থেকে ফিরেছেন ১৭৪ বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় লিবিয়া থেকে স্বেচ্ছায় দেশে প্রত্যাবাসনেচ্ছুক অনিয়মিত ১৭৪ বাংলাদেশী নাগরিককে গতকাল দুপুরে বুরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশীদের বেশির ভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন বলে জানা যায়। তাদের অনেকে লিবিয়ায় বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশী নাগরিকদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান।

THE FINANCIAL EXPRESS • October 11, 2025

Govt orders probe into irregularities in Tk 5.18b jute mill project

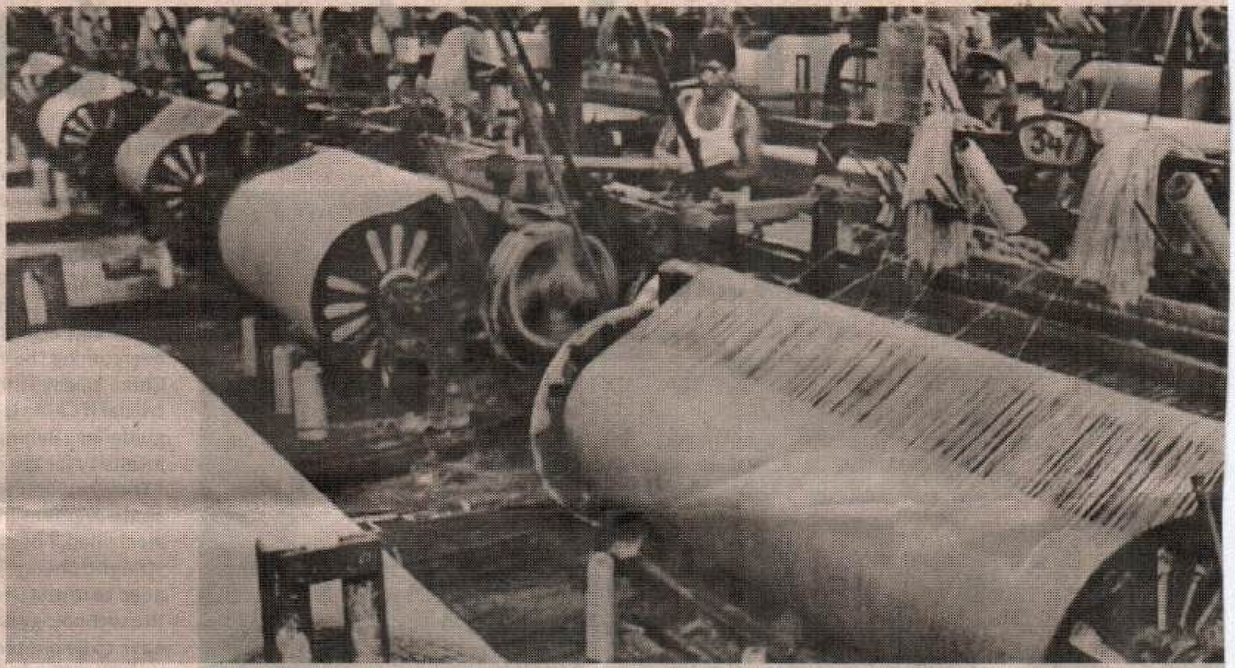

The Planning Commission has ordered the authorities concerned to take punitive measures as it moves to close a controversial jute mill project plagued by irregularities, unauthorised spending and unapproved land development, reports UNB.

The project, now renamed "Jamuna Specialized Jute and Textile Mill (1st Revised)," seeks to wrap up with an estimated cost of Tk 3.98 billion and revised implementation period from July 2018 to December 2025.

But the Commission flagged unauthorised land development, deviation from the approved Development Project Proposal (DPP) and minimal actual progress.

As part of the closure process, it has placed three strict conditions including fixing responsibility for unapproved expenditures and ensuring no misuse of public resources.

"The Commission's stance sends a clear message - deviations from approved plans will no longer be tolerated," a senior Planning Commission official told UNB requesting anonymity.

Launched in July 2018 with a 2020 completion target, the project aimed to produce export-quality jute-cotton blended yarn, denim, and garments - with the broader goal of boosting foreign earnings and supporting sustainable development goals.

Planning Adviser Dr Wahiduddin Mahmud criticised the implementation, noting that "barely 2% of the approved cost was used properly and most of the expenditure went into unauthorised land acquisition not included in the original plan."

"It was an innovative idea with significant export potential, but nothing tangible has been achieved over the years," he said.

He said the Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) has been tasked with investigating the irregularities and identifying those responsible.

The Ministry of Textiles and Jute sought approval to rename the project as "Jamuna Specialized Jute and Textile Mill (1st revised for termination)" and close it with an expenditure of Tk 39.82 crore, down from the original approved cost of Tk 518.85 crore.

This marks a massive cost reduction of Tk 479.02 crore, or 92.32 percent of the original allocation, as only land development and a few ancillary works were completed before the project was halted.

The Objectives of the project were, according to the official document, to increase additional export earnings by producing and selling yarn, cloth and ready-made garments (especially denim pants, jackets, shirts) etc. at affordable prices using jute and cotton blend.

It also aimed to produce environment-friendly blended yarn and cloth in order to avail three-tier GSP benefits for the garment industry, produce various household textiles and goods using excess yarn after denim production to increase export earnings; and directly and indirectly create employment opportunities and assist the government in achieving the 8th Five Year Plan and sustainable development targets by producing and exporting versatile products.

There is an opportunity to earn foreign exchange by exporting versatile jute products to the domestic and foreign markets. In view of this, the project under discussion was taken up in a meeting held by ECNEC in July 2018 with the aim of setting up a separate unit for the production of versatile jute products in the jute mills under the control of BJMC.

Following the closure of 25 jute mills under BJMC in 2020, the Ministry of Textiles and Jute decided to halt all project activities.

A revised proposal (RDPP) was submitted in January 2023, seeking to close the project by June 2026, leaving many components incomplete.

But the Planning Commission, dissatisfied with the irregularities, shortened the timeline to December 2025 and demanded that the Ministry act per government development project guidelines.

The Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) has been tasked with investigating the project's mismanagement.

A five-member inspection team, following a PEC meeting in May 2025, verified that land development was carried out on 34 acres through soil filling of 548,968.25 cubic meters - but without prior approval.

Following the Delegated Procurement of the project, the EIC of Bangladesh Army was given to complete the soil filling, construction and procurement work.

As per the proposal of the Ministry of Textiles and Jute, work worth Tk 28.28 crore has been done in the project in question in addition to the project resources approved by the Land Development Department.

শ্রম বাজার

বণিক বার্তা
শনিবার, অক্টোবর ১১, ২০২৫

অপ্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক, পুরনো যন্ত্রে প্রশিক্ষণ

আধুনিক শিল্প খাতে পিছিয়ে পড়ছেন মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ানরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মেকানিক্যাল টেকনোলজি (যন্ত্রকৌশল) বিভাগ থেকে ২০১৮ সালে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন জয়নাল আবেদীন। পাস করার প্রায় সাত বছর পরও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেও পাননি কোনো চাকরি। অভিজ্ঞতা থাকার পরও চাকরি না পেয়ে কম্পিউটার কোর্সের প্রশিক্ষণ নিয়ে স্থানীয় একটি স্কুলে বেসরকারিভাবে কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষক হিসেবে চাকরি করছেন। পুরনো যন্ত্রে প্রশিক্ষণ, অটোমেশনের দক্ষতা না থাকা এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে ডিপ্লোমা করেও শিল্প খাতে টেকনিশিয়ানরা

এরপর ১১ পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

মেকানিক্যাল টেকনোলজি বিভাগে শিক্ষার্থীর চিত্র

পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট	সংখ্যা	২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি
সরকারি	৫০	২,৯৮০
বেসরকারি	৪৩২	৪,৫০০

সূত্র : কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা-২০২৪

শিল্প মালিক ও উদ্যোক্তারা বলছেন, শিল্প খাতে দেশে প্রতি বছর প্রচুর দক্ষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগের অটোমেশনে দক্ষ কর্মীর অভাবের কারণে তা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না

মেশিন পরিচালনা শিখছেন প্রশিক্ষণার্থীরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

চাকরি পাচ্ছেন না বলে মনে করেন জয়নাল। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের মেকানিক্যালে যে বিষয়গুলো সিলেবাসে রাখা হয়েছে সেগুলো গত ২০-৩০ বছর ধরে চলছে। বিশ্বে নতুন নতুন অনেক প্রযুক্তি, মেশিনারিজ আসছে কিন্তু সেখানে আমরা পুরনোতে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। শিক্ষার্থীরা দক্ষ না হওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ আধুনিক যন্ত্রের সঙ্গে প্রশিক্ষকদের অভিযোজনের অভাব, যার কারণে শিক্ষার্থীরা যেমন হাতে-কলমে শিখতে পারছে না তেমনি দক্ষ জনশক্তিও গড়ে উঠছে না।'

দেশে সরকারি, বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর প্রায় পাঁচ হাজার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার পাস করে বের হন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তথ্যমতে, দেশে ৫০টি সরকারি ও ৪৩২টি বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি ১৮টি ইনস্টিটিউটে মেকানিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ রয়েছে। যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মেকানিক্যাল টেকনোলজি ভর্তির সংখ্যা ৪ হাজার ৫০০ জনের বেশি। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। দেশের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলো থেকে প্রতি বছর পাঁচ হাজার ডিপ্লোমা পাস টেকনিশিয়ান বের হলেও শিল্প খাতের চাহিদার তুলনায় তা খুবই নগণ্য। টেক্সটাইল, সিমেন্ট, জ্বালানি, ও ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি, নির্মাণ, স্বাস্থ্যযন্ত্র, চামড়া, তৈরি পোশাক, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, শিপিংসহ প্রায় সব খাতে শিল্পায়ন বাড়ছে। এসব খাতে দক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞ কর্মীর বিশেষ চাহিদা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবল প্রয়োজন হলেও অনেক প্রতিষ্ঠান বিদেশী প্রকৌশলীর ওপর নির্ভর করছে।

শিল্প মালিক ও উদ্যোক্তারা বলছেন, শিল্প খাতে দেশে প্রতি বছর প্রচুর দক্ষ জনগোষ্ঠী প্রয়োজন হয়। কিন্তু কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের সমন্বয়হীনতা এবং আধুনিক যুগের অটোমেশনে দক্ষ কর্মীর অভাবের কারণে তা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে টেকনোলজি খাতে দক্ষ কর্মীর ঘাটতি অনেক।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, 'দেশে প্রতি বছর বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মেকানিক্যাল টেকনোলজি/ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে পাস করে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। ঢাকা চেম্বার মনে করে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম না থাকা, শিক্ষকসহ নানা সংকটের কারণে দেশের কারিগরি শিক্ষা যতটা শিক্ষার্থী পাওয়ার কথা, ততটা পাচ্ছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ল্যাবরেটরি ও শিক্ষাক্রমও যুগোপযোগী নয়। অভাব রয়েছে দক্ষ শিক্ষকেরও। এতে কারিগরি শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েই যাচ্ছে।'

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) 'বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন বা বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২৫ সালে কৃষি, নির্মাণ, স্বাস্থ্যযন্ত্র, চামড়া, তৈরি পোশাক, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, শিপিং ইত্যাদি খাতে দক্ষ জনবলের দরকার প্রায় ৮৬ লাখের বেশি। ২০৩০ সালে এ চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে ১ কোটি ১৮ লাখে। গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে দক্ষতা অনুযায়ী উচ্চ দক্ষতার জনবল প্রয়োজন ৩৬ শতাংশ কিন্তু সরবরাহ মাত্র ৬ শতাংশ। তবে অদক্ষ জনবল সরবরাহ করছে ৫৮ শতাংশ।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের (ইআইবি) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের মোট প্রকৌশল স্নাতকদের মধ্যে ৩০-৩৫ শতাংশ চাকরির বাজারে প্রবেশের এক বছরের মধ্যেও স্থায়ী কর্মসংস্থান পান না। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা এর বড় অংশ। এর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব ও আধুনিক অটোমেশনে দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাবকে।

দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অন্তত সাত জন ইনস্ট্রাক্টর (মেকানিক্যাল) *বণিক বার্তাকে* বলেন, দেশের ইনস্টিটিউটগুলোয় যে যন্ত্রপাতি রয়েছে তার সঙ্গে বর্তমানের যে অটোমেশনের সংযোগ খুবই কম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আধুনিক মেশিন থাকলেও সেটার পরিমাণ কত এবং তার বিপরীতে শিক্ষার্থী কত সেটা ভাবতে হবে। সেখানে পলিটেকনিকের দিকে কতটুকু নজর সরকারের। কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোয় যারা প্রশিক্ষক তারাও অটোমেশন সম্পর্কে জানাশোনা নেই। কয়েক বছর ধরে সরকারিভাবে নিয়োগ বন্ধ, যার কারণে এখানে যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা কঠিন। শিল্পের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের একটা দূরত্ব আছে, যার কারণেও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের সুযোগ সীমিত। এছাড়া দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য কোনো স্বীকৃত মান বা সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা না থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়াও জটিল হয়ে পড়ছে।

তবে সরকারি ইনস্টিটিউটে পুরনো ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয় রয়েছে বলে দাবি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রুহুল আমিনের। তিনি বলেন, 'এখন সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের কাছে অটোমেশন বা আধুনিক মেশিন আছে। পুরনো ও অটোমেশনের সমন্বয়ে কাজ করছে। কিছু প্রতিষ্ঠানে সেটার ঘাটতি আছে। সবাইকে সমান সুযোগ দেয়া যাচ্ছে না। শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি করতে আমরা কাজ করছি। তার জন্য তাদের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি করছি। শিল্পের চাহিদা উপযোগী প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি করতে সিলেবাস, কারিকুলাম পরিবর্তন করতে যাচ্ছি।'

এদিকে কয়েক দশ ধরে মেকানিক্যাল, অটোমোবাইল, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)। সংস্থাটি শিল্প খাতে দক্ষ জনবল সরবরাহে বিভিন্ন জব ফেয়ার আয়োজন করে। প্রতি বছর আটটি কোর্সে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষিতরা চাকরি বাজারে ঢুকলেও বেতন কাঠামো নিয়ে হতাশ হয়ে চাকরি ছাড়ছেন অনেকে। বিটাক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭ হাজার ৮২৪ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

বিটাক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেসরকারি এক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জয় দাস নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'চার বছরের ডিপ্লোমা শেষ করে আবার বিটাক থেকে কোর্স করেছি। তার পরে যখন চাকরিতে প্রবেশ করলাম বেতন ধরল মাত্র ৮ হাজার টাকা। এ কারণে অনেকে হতাশ হয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। এমনও হয়েছে চাকরি না পেয়ে অনেকে বিদেশে চলে গেছে না হয় বেকার হয় বসে আছে।'

বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থী ও বিটাকের সহকারী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, 'মেকানিক্যাল বিভাগটি সম্পূর্ণ টেকনোলজি বেজড। শিল্প খাতে দক্ষ জনবল সরবরাহ করাই আমাদের কাজ। আমাদের প্রয়োজন শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী কর্মী দেয়া। কিন্তু সেটা আমরা পারছি না। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়ই আধুনিক ল্যাব বা যন্ত্রপাতি নেই সেখানে পলিটেকনিক্যালে না থাকাটা স্বাভাবিক। বিটাকে কিছু টেকনোলজি আনা হয়েছে তবে সেগুলো পরিচালনার জন্য যে দক্ষ অপারেটর দরকার সেটা নেই। ৪০-৫০ বছর আগে নিয়োগ পাওয়া অপারেটররা আধুনিক যন্ত্রপাতি চালনায় দক্ষ নয়। আবার ঢাকায় আধুনিক কিছু মেশিন থাকলেও ঢাকার বাইরের কেন্দ্রগুলোয় তা কম, যার কারণে শিল্পের যে চাহিদা উচ্চ দক্ষতার জনবল তৈরি করা সেটা চাইলেও আমরা সরবরাহ করতে পারছি না।'

কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলো শিল্প খাতের চাহিদা পূরণ করতে না পারার পেছনে অন্যতম কারণ সমন্বয়হীনতা ও আধুনিক কারিকুলামের অভাব বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুবুর রাজ্জাক বলেন, 'দেশে এখন আনাচে-কানাচে বেসরকারি পলিটেকনিক হয়েছে।

শ্রম বাজার

NEWAGE SATURDAY, OCTOBER 11, 2025,

RMG exports to major markets mixed in July-Sept

Staff Correspondent

THE country's readymade garment exports to major markets experienced either narrow or moderate growth, with some markets seeing a decline during the July-September period, the first quarter of the current financial year 2025-26.

According to country-wise detailed export data from the Export Promotion Bureau, Bangladesh exported RMG items worth $9.97 billion in the first three months of FY26, which 4.79 per cent higher than that of $9.51 billion in the same period of FY25.

Exporters said that August, September and October were a lean season for them, as there were fewer orders and fewer UD inquiries, resulting in less growth, with even negative growth in a single month of August.

Moreover, due to the reciprocal tariff imposed by the United States, orders from the destination declined, leading to increased competition in Europe.

In the July-September period of FY26, Bangladesh exported RMG items worth $4.75 billion to the European Union countries, the largest market for Bangladeshi manufacturers, which was 3.64 per cent higher than that of $4.58 billion of the same period of FY25.

The export earnings from the EU accounted for 47.60 per cent of the total earnings, according to the EPB data, compiled by the Bangladesh Apparel Exchange, a private initiative working to promote the apparel and textile industry in Bangladesh.

However, export earnings from major EU countries like Germany and France declined in the first quarter of FY26, the EPB data stated.

Export earnings from the United States witnessed a robust growth of 8.6 per cent to $2.01 billion, up from $1.85 billion in the July-September period of FY25, defying the tariff fears.

The US, the largest single-country destination for Bangladeshi exporters, represented a 20.18 per cent share of the total earnings.

Bangladesh bagged $1.22 billion from the UK in the three months of FY26, which was 6.74 per cent higher than the $1.14 billion earned in the same period of FY25.

From Canada, the RMG sector earned $336.70 million in the reporting period of FY26, 13.63 per cent more than the $296.32 million earned in the corresponding period of FY25.

In July-September, earnings from Germany witnessed a negative growth of 3.17 per cent to $1.12 billion, which was $1.16 billion in the first quarter of FY25, the EPB data showed.

Export earnings from Spain stood at $1 billion, those from the Netherlands

RMG exports to major

Continued from B1

$548 million, France $472 million, Italy $336 million and Poland $380 million.

However, export earnings from France witnessed a decline of over 2 per cent.

Regarding apparel exports, countries like the US, Canada, the UK and the EU are considered traditional markets, while other countries are deemed non-traditional ones.

Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, the United Arab Emirates, Malaysia, Brazil and Mexico are major non-traditional export destinations.

Export earnings from the non-traditional market also demonstrated a narrow positive growth of 0.77 per cent to $1.65 billion in July-September of FY26, which was $1.64 billion in the same period of FY25.

The non-traditional market represented 16.61 per cent of Bangladesh's total RMG exports.

Among these markets, Japan led with imports worth $335 million from Bangladesh, followed by India at $217 million, Australia $209 million and South Korea $111 million.

However, exports to Australia experienced a decline of over 8 per cent.

RMG exports to Turkey and Mexico also witnessed significant earnings, amounting to $66 million and $71 million respectively, in the July-September period of FY26.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that RMG exports declined in many destinations as a number of factories got fewer orders than usual.

Moreover, Bangladeshi exporters are encountering US tariffs, increasing competition in the EU and other markets and some domestic challenges, he said.

'We fear that this slowdown may persist over the next two to three months. However, we expect exports to recover once international buyers adjust to the new tariff regime,' Hatem added.

Mohiuddin Rubel, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that Bangladesh's current growth in exports significantly depended on the EU and the US.

The growth on the non-traditional market underscores the importance of further research and focus in this category, as it possesses substantial growth potential, which will also help balance reliance on traditional markets, he added.

Exporters also said that August, September, and October were lean periods for RMG items, and the exports might witness a rebound starting in November and December.

In FY25, the RMG sector earned $39.35 billion from its global destinations.

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 11.10.2025

Sept sees 48% YoY jump in overseas jobs; Saudi deal promises further uptick

LABOUR EXPORT - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

However, jobs dropped 33% from Aug, which sector insiders say is normal in foreign employment

Overseas employment of Bangladeshis surged 48% year-on-year in September, driven largely by demand in Saudi Arabia, and a recent landmark recruitment agreement with the Gulf nation could push numbers even higher, offering relief to a strained labour market, sector insiders say.

Bangladesh sent around 95,694 workers abroad in September. Though the figure is nearly double that of the same month last year, it is 33% lower than August, when 142,665 workers went abroad — the highest-ever single-month overseas employment, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET).

Labour industry insiders said that, while lower than August, the September figure reflects the typical flow of foreign employment.

Like previous months, Saudi Arabia recruited the highest – 59,500 workers in September.

Although reliance on a single destination raises concerns, stakeholders are hopeful that Bangladeshi workers' rights in Saudi Arabia will be protected following Monday's (6 October) landmark agreement. The Bangladesh Embassy in Riyadh said in a statement that the pact will also boost skilled migration.

For the first time in 50 years of diplomatic ties, Bangladesh and Saudi Arabia have signed a formal agreement on recruiting general workers. While Saudi Arabia began hiring Bangladeshi workers informally in 1976, no formal agreement existed until now. Previously, two agreements were signed: one on domestic workers in 2015 and another on skills verification in 2022.

Over the past five years, Saudi Arabia accounted for nearly 57% of the approximately 45 lakh (4.5 million) Bangladeshi workers sent abroad, according to BMET data.

However, this substantial outflow is predominantly concentrated in low-skilled jobs, with over 80% of workers employed in such roles.

Even a significant portion of workers did not get their promised jobs or are suffering from irregular payment and Iqama (residency permit) issues.

Golam Moshi, former Bangladesh envoy to Saudi Arabia, told TBS, "Saudi Arabia is now focusing on hiring skilled workers, as many low-skilled jobs are increasingly being done by locals. For this reason, the country is signing agreements with various nations to recruit more skilled labour."

Noting that many Bangladeshis who have recently gone to Saudi Arabia remain unemployed, he said, "Many of those who went on so-called free visas have no jobs, and some don't receive regular wages. During my tenure, we used to verify whether each job offer was genuine before a worker departed – that's the embassy's responsibility."

Asked whether the new agreement would ensure labour rights, he said, "Every agreement contains good commitments, but enforcing them requires active responsibility from our embassy."

Unofficial estimates suggest more than 3.2 million Bangladeshis currently work in Saudi Arabia, making it the largest single destination for Bangladeshi labour overseas.

"Still, we are sending most workers to Saudi Arabia as cleaners, construction workers, housemaids, with salaries not more than Tk30,000. But if we could send more skilled workers as per the agreement, it will have a positive impact on remittance from KSA," Shamim Ahmed Chowdhury Noman, former secretary-general of the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira), told TBS.

"Our large portion of workers are getting a minimum salary between 600 to 800 Saudi Riyals. We have been negotiating to increase it to over 1,000 Riyals per month for a long time. We hope that the agreement will resolve the issues of minimum salary, Iqama, regular payment, and other protections for our workers," he added.

Saudi Arabia recently introduced a mandatory skilled verification certificate (SVP—also known as Taqamul) I SEE PAGE 4 COL 4 for low-skilled workers, creating fresh hurdles for future overseas employment. However, it has been relaxed for some categories temporarily as per the demand of the Bangladesh side.

Recruitment in other destinations ranges from 1,000 to 10,000 workers

Excluding Saudi Arabia, recruitment in traditional markets remains limited. In September, Qatar, Singapore, the Maldives, Kuwait, the UAE, Cambodia, Jordan, Italy, and Iraq were among the top 10 destinations – but recruitment numbers per country ranged only between 1,000 and 10,000.

Labour migration to traditional markets like Malaysia, Oman, and Bahrain remains mostly suspended.

Bangladesh could send 60,000-70,000 workers per month on average in the pre-Covid period, which has increased to nearly one lakh per month in recent years.

Meanwhile, the inflow of remittances through formal banking channels increased in September compared to the previous two months, with Bangladesh receiving a total of $2.68 billion, according to data released by the Bangladesh Bank. The September figure marks the highest monthly remittance so far in the current fiscal year (FY2025-26). Earlier, Bangladesh received $2.47 billion in July and $2.42 billion in August.

Remittance inflow also showed year-on-year growth, up from $2.40 billion in September 2024. The highest remittance inflow of 2025 was recorded in March, reaching $3.29 billion.

শ্রম বাজার

NEW AGE SATURDAY, OCTOBER 11, 2025,

309 more Bangladeshis repatriated from Libya

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

THREE hundred and nine more Bangladeshi nationals, who had been staying irregularly in Tripoli and surrounding areas of Libya, were repatriated to Bangladesh on Friday through a coordinated effort of the government of Bangladesh and the International Organization for Migration.

The repatriation was arranged jointly by the embassy of Bangladesh in Libya, the ministry of foreign affairs, and the ministry of expatriates' welfare and overseas employment, in close cooperation with the government of Libya and the IOM, said a press release.

The returned arrived at Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka at around 10:30am on a chartered flight operated by Fly Oya International.

Bangladeshi nationals, who had been staying irregularly in Tripoli and surrounding areas of Libya, arrive at Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka on Friday. — Focus Bangla photo

According to official sources, most of the repatriated individuals had been deceived by human traffickers who lured them to Libya with false promises of reaching Europe via irregular sea routes.

Many of them were reportedly subjected to kidnapping and physical abuse during their stay in Libya.

Officials from the ministry of foreign affairs, the ministry of expatriates' welfare and overseas employment, and the IOM welcomed the returned upon arrival at the airport.

On behalf of the foreign ministry, the repatriated citizens were encouraged to share their experiences publicly to raise awareness and help prevent others from falling victim to similar trafficking schemes.

Each returnee received food packages and basic medical assistance provided by the IOM.

The ministry of foreign affairs, in collaboration with the Bangladesh embassy in Libya, the ministry of expatriates' welfare and overseas employment, and the IOM, continues to work closely to ensure the safe return of Bangladeshi citizens still detained in various Libyan detention centres.

Officials reiterated the government's commitment to protecting the rights and welfare of Bangladeshi expatriates and maintaining strong cooperation with international partners to combat human trafficking and ensure the safe, dignified, and voluntary return of migrants in distress.

কালের কণ্ঠ রবিবার। ১২ অক্টোবর ২০২৫।

নষ্ট হচ্ছে ৮০ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ

পাবনা সুগার মিলে সব কার্যক্রম বন্ধ

আলমগীর হোসাইন নাবিল, পাবনা ▷

ধারাবাহিক লোকসানের কারণে পাঁচ বছর আগে পাবনা সুগার মিলের উৎপাদন বন্ধে স্থগিতাদেশ দেয় সরকার। এরপর গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয় এ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে দ্বিতীয় ধাপে মিল চালুর কথা জানায়। তবে এ আদেশের ১০ মাসেও দৃশ্যমান তেমন অগ্রগতি নেই। মিলের চাকা কয়েক বছর ধরেই ঘুরছে না। পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে প্রায় ৮০ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ ও মালপত্র। মোটা অঙ্কের ঋণের বোঝা টানার পাশাপাশি অলস বসিয়ে নিয়মিত বেতন-ভাতা দিতে হচ্ছে কর্মরতদের।

তথ্য বলছে, ৬০ একর জমির ওপর ১২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়াতে পাবনা সুগার মিল স্থাপন করা হয়। এরপর ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাওয়ার পরের বছর আখ মাড়াই মৌসুমে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রমে যায় মিলটি। পরে এ কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন খাত থেকে ঋণ নেয় মিল কর্তৃপক্ষ। সময়ের সঙ্গে সুদে-আসলে এ ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। উৎপাদনের প্রায় দেড় দশক পর ঋণের বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। এরপর ধারাবাহিক লোকসানে খানিকটা ন্যুজ হয়ে পড়ে মিলটি। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণের সুদসহ গড়ে লোকসান হয় প্রায় ৬৮ কোটি টাকা। এরপর ২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর মিলটির মাড়াই বা উৎপাদন কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দেয় সরকার।

১৯৯২ সালে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়ায় পাবনা সুগার মিল স্থাপন করা হয়। ছবি : কালের কণ্ঠ

মিলটির হিসাবরক্ষণ বিভাগ বলছে, উৎপাদন বন্ধের বছরেও মিলটি প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টন চিনি উৎপাদন করে। কিন্তু বর্তমানে সব কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। মিলের কাঁধে বর্তমানে ৫৫৩ কোটি ৬০ লাখ টাকার ঋণের বোঝা রয়েছে। এ ঋণের সঙ্গে প্রতিবছর গড়ে ৪৫ কোটি টাকা করে সুদ যুক্ত হচ্ছে। এদিকে কোনো উৎপাদন না থাকলেও মিল রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক কাজের জন্য কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নিরাপত্তাকর্মীদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রতি মাসে প্রায় ১৪-১৫ লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে মিলের। শুধু বেতন-ভাতা বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরে পাঁচ কোটি ৯০ লাখ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে দুই কোটি ৩৭ লাখ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দুই কোটি ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুই কোটি ১৫ লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে মিল কর্তৃপক্ষকে। বর্তমানে মিলের যন্ত্রপাতি ও মালপত্র রক্ষার জন্য ৩০ জন নিরাপত্তাকর্মী রয়েছে। যাদের মাসিক বেতন-ভাতার গড় ব্যয় পাঁচ লাখ ৬৩ হাজার টাকা। এর বাইরে বর্তমানে মিলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ প্রশাসনে ছয়, হিসাবরক্ষণ বিভাগে ছয়, কারখানা বিভাগে তিন, ইক্ষু বিভাগে দুই, পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ চতুর্থ শ্রেণির পাঁচ ও মসজিদের ইমামসহ মোট ২৩ জন কর্মরত রয়েছেন। আগে উৎপাদনের সময় মিলটিতে এক হাজার ২০০ শ্রমিক কর্মচারী ছিলেন।

মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, 'উৎপাদনের সময় মিলটি কর্মমুখর ছিল। তখন লোকবল বেশি লাগত। কিন্তু এখন শুধু পরিচ্ছন্নতা ও প্রশাসনিক কাজের জন্য ২৩ জন কর্মরত আছি।'

শ্রম বাজার

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 19.10.2025

REVIVING A MARITIME LEGACY

How shipbuilding can take the wheel from RMG and steer Bangladesh's future

Hasibul Islam Rafi
Development Practitioner

From the mighty vessels of the Pala Empire to modern shipyards along the Karnaphuli, Bangladesh's shipbuilding story spans centuries. Today, that legacy could drive the nation's next economic transformation

The main driving force of Bangladesh's economy is the readymade garments (RMG) industry. Nearly 80% of the country's export earnings come from this sector, which employs millions of people.

However, with the rapid growth of automation, the demand for human labour in this industry may decline sharply in the near future. For a labour-dependent economy like Bangladesh, identifying alternative industries has become crucial. In this context, the shipbuilding industry could open a powerful new avenue of opportunity.

Shipbuilding in Bangladesh has a long history dating back thousands of years.

The massive Bengal sea-going ships of the Pala Empire (8th–12th centuries) were an important component of trade and cultural contact with Southeast Asia, China, and Sri Lanka. Chinese traveller I-Tsing and Arab traveller Ibn Battuta both noted the performance of Bengal's ships and wrote highly of the shipbuilding in Chattogram. Bengali ships of that era were constructed from wood and rope, yet were strong enough to endure long ocean voyages.

During the Mughal era, Bengal's naval technology and maritime trade remained robust. Many ships were built along the coasts of Chattogram and Sandwip for the Mughal navy. Later, under British colonial rule, Chattogram and Narayanganj became major centres for both naval weapon production and commercial shipbuilding.

The East India Company built ships in these regions for use across the Indian Ocean. Historical records even suggest that some of the ships used in the famous Battle of Trafalgar in 1805 were built in Bengal. Over time, a skilled network of craftsmen and shipbuilders developed along the coast — a legacy that endures to this day.

The shipbuilding industry of Bangladesh slowed down after independence. However, it made a historic breakthrough in 2008, when Ananda Shipyard constructed and exported the MV Stella Maris to Germany — the first Bangladeshi ocean-going ship exported to Europe.

The shipbuilding industry is not only critical for exports but also for enhancing domestic transportation. As a riverine country, Bangladesh relies heavily on its waterways. Locally produced ferries, passenger ships and cargo vessels would save foreign currency and create employment opportunities.

Since then, over 40 vessels have been exported, including the MV Saronic Wave, MV Emsriver, MV Harmony, MV Cape Sable, MV Orca, MV Mashhour, and MV Al Faruq to destinations across Europe, the Middle East, Africa, and Asia. Western Marine Shipyard alone is expected to export eight new vessels by 2025.

Today, several major shipyards are operating in Bangladesh, including Western Marine Shipyard (Chattogram), Khulna Shipyard, Karnaphuli Ship Builders, Delta Shipyard, MV Dockyard, and Pragati Industries.

These facilities are capable of building cargo ships, tankers, tugboats, fishing vessels, and even naval patrol ships. Among them, Western Marine has already earned ISO certification for international-quality ship production.

The global shipbuilding industry is estimated to be worth around $400 billion. Small and medium-sized vessels are in particularly high demand, especially in developing and coastal nations.

Bangladesh enjoys a competitive advantage in this segment due to its low labour and production costs, and the availability of skilled craftsmen. As a result, a growing number of countries in Europe, the Middle East, and Africa have expressed interest in importing Bangladeshi-built ships.

Bangladeshi-made ships have already reached at least 14 countries, including Germany, Denmark, Norway, India, Kenya, the UAE, Saudi Arabia, Malaysia, and Pakistan. Some vessels are also being built for the Bangladesh Navy and Coast Guard.

Nevertheless, there are a number of challenges that must be addressed to maximise the potential of this sector.

First, it lacks sufficient qualified design and marine engineers, as well as innovative technology.

Second, many shipyards still adhere to traditional methods and lack modern machinery or computer-based design systems.

Third, the sector must meet international standards for environmental and labour practices, as global buyers are increasingly prioritising products from environmentally sustainable and socially responsible companies.

To overcome these challenges, the government, private sector, and academic institutions must work together. If the government recognises shipbuilding as a "special economic sector" and provides tax incentives, soft loans, support for technology imports, and export subsidies, investment interest will rise.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

How shipbuilding can take the wheel from

CONTINUED FROM PAGE 15

At the same time, universities should introduce specialised training and research in marine engineering, ship design, and automation systems.

Several countries have already identified shipbuilding as a strategic industry and are developing it accordingly, including South Korea, China, and Japan. South Korea, currently the largest shipbuilder in the world, began making systematic investments in the 1970s and within a few decades overtook Japan and Europe. With proper planning, Bangladesh could follow a similar path.

The shipbuilding industry is not only critical for exports but also for enhancing domestic transportation. As a riverine country, Bangladesh relies heavily on its waterways. Locally produced ferries, passenger ships, and cargo vessels would save foreign currency and create employment opportunities.

Moreover, this sector can stimulate many related industries, such as steel, electronics, rubber, paint, safety equipment, and software. Studies show that building a medium-sized ship requires components and services from around 100 supporting sectors.

Some private shipyards in Bangladesh are already using modern dry docks, cargo loading systems, and GPS technology to construct ships that meet international standards. However, to strengthen its position in the global supply chain, Bangladesh must focus on greater participation in international expos, branding, and digital marketing.

For young entrepreneurs and engineers, startup incubators, venture funds, and business support centres could be established to promote innovation in shipbuilding. Additionally, introducing innovative financial instruments such as "shipping bonds" could attract investment from Bangladeshi expatriates.

Bangladesh must diversify its exports beyond garments to ensure a more resilient economy. The next great pillar could be shipbuilding. With the garment industry undergoing automation, it is high time to establish shipbuilding as another major national industry.

With a glorious past, strong present capabilities, and immense future potential, Bangladesh's shipbuilding industry could become a promising export sector — and possibly the country's second major economic pillar after the readymade garments industry.

HASIBUL ISLAM RAFI IS AN INTERNATIONAL CONSULTANT FOR UNDP ASIA AND THE PACIFIC.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৬ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 22 October 2025

প্রবাসী শ্রমিকদের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা জরুরি

প্রবাসী শ্রমিকরা নিজেদের জীবনকে কষ্টে নিমজ্জিত রেখে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখেন। পরিবার থেকে দূরে থেকে, দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে, নানা অবমাননা সহ্য করেও তারা দেশে টাকা পাঠান। তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার সমৃদ্ধ করে, উন্নয়ন প্রকল্পে জোগান দেয় এবং অর্থনীতিকে গতিশীল রাখে। অথচ দেশে ফিরে তারা প্রাপ্য মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা পান না। তাদের অবদান অমূল্য হলেও সামাজিক বাস্তবতায় তারা হয়ে ওঠেন অবহেলিত।

বাংলাদেশ শ্রমনির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। এই উন্নয়নের বড় উৎস রেমিট্যান্স। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্সের প্রায় ৬৫ শতাংশই এসেছে প্রবাসী শ্রমিকদের ঘামঝরা উপার্জন থেকে। প্রতিবছর ১০-১২ লাখ শ্রমিক বিদেশে গেলেও তাদের মধ্যে বহুজন প্রতারণা ও শোষণের শিকার হন। চুক্তি অনুযায়ী বেতন না পাওয়া, কাজের পরিবেশ অমানবিক হওয়া, এমনকি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাও ঘটছে নিয়মিত। অনেক সময় দূতাবাস থেকেও পর্যাপ্ত সহায়তা মিলছে না। দেশে ফিরে তাদের দক্ষতা কাজে লাগানোর কোনো সুযোগ তৈরি হয় না, বরং তারা বেকারত্ব ও সামাজিক অবহেলার শিকার হন। শ্রমিকরা দেশের প্রকৃত উন্নয়নের কারিগর। তাদের রেমিট্যান্স শুধু অর্থ নয়, তাতে থাকে তাদের স্বপ্ন, আত্মত্যাগ ও অগণিত বেদনার গল্প। তাদের প্রতি অবহেলা মানে উন্নয়নের মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করা। তাই এখন সময় এসেছে রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর। প্রবাসী শ্রমিকদের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থেই নয়, মানবতার দাবিতেও জরুরি।

আরমীন আমীন ঐশী

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৩ অক্টোবর ২০২৫

অশনিসংকেত পোশাক খাতে

এক বছরে বন্ধ ১৮৫ কারখানা বেকার লাখো শ্রমিক

রাশেদ হোসাইন

পোশাক খাতে স্বস্তির খবর নেই। ক্ষমতার পট পরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শ্রমিক আন্দোলন, জ্বালানিসংকটের কারণে বিগত এক বছরে দেশে ১৮৫টির বেশি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছেন লাখের বেশি শ্রমিক। গত এক মাসে বন্ধ হয়েছে ২৪টির বেশি কারখানা। একই সময়ে বেকার হয়েছেন ৬৫ হাজারের বেশি শ্রমিক। রপ্তানিতেও কমেছে পোশাকের জৌলুস। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ধারাবাহিকভাবে পোশাক রপ্তানি কমেছে। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক নানান সমস্যায় পোশাক খাত এখন হুমকিতে। ব্যবসায়ীদের মতে, শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানি টিকিয়ে রাখতে সরকারের কার্যকর হস্তক্ষেপ এখন সময়ের দাবি। গত দুই দিনে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটটি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে দেশে পোশাক রপ্তানি খাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক জিনস এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

এক বছরে বন্ধ ১৮৫ কারখানা বেকার

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] গ্রুপ। শ্রমিকদের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, কারখানায় হামলা ও কর্মপরিবেশ না থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানায় তারা। কারখানাগুলো হলো– প্যাসিফিক জিনস-১, প্যাসিফিক জিনস-২, প্যাসিফিক অ্যাটায়ারস, প্যাসিফিক অ্যাকসেসরিজ, প্যাসিফিক ওয়্যারকওয়্যারস, ইউনিভারসেল জিনস, এইচটি ফ্যাশন ও জিনস ২০০০। এই আট কারখানায় ৩৫ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করছেন। ২০ দিন আগে নাসা গ্রুপের ১৬টি পোশাক কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়, এতে প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছেন। বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর এলাকায় ১০টি, গাজীপুরে দুইটি, চট্টগ্রাম ইপিজেডে দুইটি এবং কুমিল্লা ইপিজেডে দুইটি কারখানা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে আত্মগোপনে চলে যান নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার। তিনি এক্সিম ব্যাংকেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের কয়েকটি মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তার গ্রেপ্তারের পর থেকেই অস্থিরতা তৈরি হয় নাসা গ্রুপের কারখানাগুলোতে। শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাকি পড়তে থাকে। এরপর একে একে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে আয়োজিত ত্রিপক্ষীয় সভায় মালিকের সম্পত্তি বিক্রি করে শ্রমিকদের সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ৩০ অক্টোবরের মধ্যে এবং অন্যান্য পাওনা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পরিশোধ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ) সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন পাভেল বলেন, গত এক বছরে ১৮৫টি গার্মেন্ট কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে বেকার হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার শ্রমিক। গ্যাস ও বিদ্যুৎসংকটের কারণে উৎপাদন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে; যার প্রভাব পড়েছে রপ্তানি খাতেও। গত দুই মাসে রপ্তানি কমেছে প্রায় ৫ থেকে ৬ শতাংশ।

চট্টগ্রামে ১৫ কারণে বন্ধ হচ্ছে কারখানা

মুহাম্মদ সেলিম, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে একে একে বন্ধ হচ্ছে তৈরি পোশাক কারখানা। চলতি বছর নানান সংকটে সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে কমপক্ষে ৫০টি কারখানা। এতে করে বেকার হয়ে পড়েছেন লাখো শ্রমিক। পোশাক কারখানা বন্ধ হওয়ার জন্য ক্রয়াদেশ (ওয়ার্ক অর্ডার) কমে যাওয়া, সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত, শ্রমিক অসন্তোষসহ ১৫টি কারণ চিহ্নিত করেছেন ব্যবসায়ীরা। এ ধারা চলতে থাকলে তৈরি পোশাক খাতের সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করবে বলে অভিমত তাদের। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি এস এম ফজলুল হক বলেন, 'তৈরি পোশাক খাতের খুবই দুঃসময় চলছে। একই সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমানোর পাশাপাশি এ খাতে দেশি ভর্তুকি বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের তৈরি পোশাক

TUESDAY OCTOBER 21, 2025
KARTIK 5, 1432 BS
The Daily Star

Airport fire may delay RMG, pharma production by at least two months

Manufacturers estimate losses could far exceed the value of destroyed raw materials

REFAYET ULLAH MIRDHA

ESTIMATED LOSSES

- Total losses estimated at nearly $1b
- About $10m loss reported by garment exporters
- 901 RMG factories reported losses so far
- 32 pharmas suffered damages worth about Tk 200cr
- Garment accessories sector losses already exceed Tk 23cr

Impact
Exporters fear losses in production and delays in shipment

Reactions
Exporters blamed lax safety measures | They demand greater safety at cargo complex | International buyers are disappointed

Local manufacturers are scrambling for raw materials after a massive fire destroyed imported production inputs at the cargo complex of Dhaka airport on Saturday.

Of them, apparel and pharmaceutical producers face the heaviest burden.

Without the imported raw materials and intermediary goods, apparel-makers risk missing export deadlines ahead of Christmas in Western markets, one of the busiest seasons for Bangladeshi fashion exporters.

Many may have to depend on faster, but more expensive air shipments, offer discounts to compensate for delayed deliveries, and see their profit margins shrink.

In these cases, the financial losses will be more than the value of the destroyed items.

Similarly, burned pharmaceutical raw materials will force drugmakers to import them again, requiring lengthy approvals and new bank financing. Meanwhile, interest accrued during delayed production of life-saving medicines will add to costs.

"Overall, the affected factories will have to delay production for at least two months because of the loss of raw materials and intermediary goods at the airport," said Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

Tapan Chowdhury, managing director of Square Pharmaceuticals Ltd, a leading domestic and export drugmaker, said raw materials and machinery worth at least Tk 8 crore were destroyed in the Dhaka airport fire.

He said it will take seven to eight months more to manufacture the drugs by importing the same raw materials again.

The cargo complex at Hazrat Shahjalal International Airport (HSIA) offers refrigerated and temperature-controlled storage, which drugmakers rely on for sensitive ingredients.

SM Noor Hossain, executive director (marketing and commercial) at Labaid Pharmaceuticals Ltd, said his company's active pharmaceutical ingredients, worth Tk 1.5 crore, were imported from India and had been waiting at the cargo complex for one week when those were destroyed.

"Now, we will have to import the same materials again. The financial losses are very high as we will need to borrow from banks at high interest rates. The market value of the finished products would have been Tk 10 crore if they had been manufactured," he said.

Mizanur Rahman, managing director of Fabrica Knit Composite Ltd, said he lost accessories and trims worth more than $2.5 lakh, or around Tk 3 crore, in the airport fire. "These goods will need to be reproduced, which will take at least four weeks to import. We may have to use air shipments or get work orders cancelled," he said.

Faisal Samad, managing director of Surma Garments Ltd, said his garment accessories worth $60,000, or Tk 73 lakh, were also lost.

Samad, who is a BGMEA director, led a meeting with senior customs officials at the airport yesterday. They directed all BGMEA members to collect imported goods on the same day or within 48 hours due to current space constraints at the cargo complex.

Of the imported goods lost in the fire, 59 percent were from China, 9.4 percent from Hong Kong, 5.4 percent from India, 2 percent from South Korea, and the rest from other countries.

BGMEA Senior Vice-President Inamul Haq Khan said 901 garment companies had so far reported losses through the trade body's portal, with preliminary estimates reaching nearly $10 million, or Tk 122 crore.

He said both the number of affected factories and the total losses are likely to rise as more companies register their damage.

Khan himself lost goods worth $36,000, or nearly Tk 44 lakh.

He said although the value of the destroyed raw materials is relatively low, the wider implications are too high as international clothing retailers and brands are now concerned about timely deliveries.

He said exports and imports have resumed at the airport following swift government intervention.

Md Zakir Hossain, secretary general of the Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries, said 32 pharmaceutical companies have reported losses of around Tk 200 crore. Total losses of the sector are likely to rise once assessments are complete.

কালের ক
রবিবার। ২৬ অক্টোবর ২০২৫।

বিদেশের শ্রমবাজারে অশনিসংকেত

তৌফিক হাসান ▷

বাংলাদেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, ওমান—এই চারটি দেশের মধ্যে সৌদি ছাড়া অন্য তিনটি দেশে কর্মী পাঠানো সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের গত এক বছরেরও বেশি সময়ে এই বাজারগুলো চালু করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে সৌদির শ্রমবাজারেও চলছে নানা জটিলতা। এর ফলে বিদেশে কর্মী পাঠানোর হার দিন দিন কমছে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্য মতে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে বিদেশে বাংলাদেশি কর্মী গেছেন আট লাখ ১৩ হাজার ৬৪ জন, যা জনশক্তি রপ্তানি খাতে রেকর্ড করা ২০২২ ও ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ৭.৫ শতাংশ ও ১৭.৮৫ শতাংশ কম। ওই দুই বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যথাক্রমে আট লাখ ৭৪ হাজার ৭৩৯ জন ও ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৬৮৫ জন কর্মী বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। তবে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের চেয়ে চলতি বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৬.৩৯ শতাংশ কর্মী বেশি গেছেন। গত বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন ছয় লাখ ৯৮ হাজার ৫৫৮ জন কর্মী। অভিবাসনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে। ভরসার বাজার হিসেবে পরিচিত সৌদি আরবেও তৈরি হচ্ছে নানা জটিলতা। অবৈধ অভিবাসন, মানবপাচার, আইন লঙ্ঘন ও দক্ষ কর্মীর অভাবে কমছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান। আবার বিভিন্ন বিধি-নিষেধ, ভিসা বন্ধসহ নানা কারণে গত বছর পর্যন্ত বন্ধ হওয়া ৯টি শ্রমবাজারের একটিও এ পর্যন্ত চালু করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে প্রতিনিয়তই কমছে বিদেশে কর্মী যাওয়ার হার। এতে জনশক্তি রপ্তানি খাতে ধস নামার আশঙ্কা দেখছেন এই খাতের ব্যবসায়ীরা।

তাঁদের মতে, দ্রুত সময়ের মধ্যে শ্রমবাজার নিয়ে গবেষণা করে নতুন বাজার চালু এবং পুরনো বাজার খুলতে না পারলে ক্ষতির মুখে পড়বে খাতটি। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করেন তাঁরা।

জনশক্তি রপ্তানি খাতের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) সাবেক যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার শ্রমবাজার নিয়ে ভালো কিছু করবে। প্রধান উপদেষ্টা নতুন শ্রমবাজার চালু এবং বন্ধ শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কিন্তু এই জায়গাগুলোতে দৃশ্যমান কিছু হয়নি।'

তিনি আরো বলেন, 'শ্রমবাজারকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে হলে দ্রুত সময়ের মধ্যে ডেডিকেটেড লোক দিয়ে শ্রমবাজারগুলো নিয়ে গবেষণা করাতে হবে। কোথায় কোথায় নতুন বাজার খোলা যাবে এবং পুরনো বাজারগুলো কিভাবে খোলা যায়, তা নিয়ে গবেষণা জরুরি। একই সঙ্গে বন্ধ থাকা দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়ে ওই দেশগুলোর শ্রমবাজার আবারও উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। এখানে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ জরুরি।'

ভরসার বাজার সৌদিতেও নানা জটিলতা

সৌদি আরব বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় এবং ভরসার শ্রমবাজার হিসেবে পরিচিত। প্রতিবছর মূল জনশক্তির ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ কর্মী সৌদি আরবে যান। চলতি বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে আট লাখ ১৩ হাজার ৬৪ জন কর্মী বিদেশে গেছেন, এর মধ্যে পাঁচ লাখ ৫০ হাজার ৫৯৭ জন কর্মী গেছেন সৌদি আরবে। অর্থাৎ মূল জনশক্তির ৬৭.৭ শতাংশ কর্মী গেছেন সৌদি আরবে।

তবে সৌদি আরবে এখনো বেশিসংখ্যক কর্মী গেলেও সেখানকার বাজারেও নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মতে, এই বাজারে কাজ করতে গেলে কর্মীদের 'তাকামুল' নামে একটি সনদ নিয়ে যেতে হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তাকামুল সনদ হচ্ছে দক্ষতার পরীক্ষায় পাস করা সনদ। শুরুতে সাধারণ কর্মী কিংবা ক্লিনারদের জন্য এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না। তবে বর্তমানে সব পেশার কর্মীকে এই পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার জন্য কর্মীপ্রতি আলাদা ৫০ ডলার (বর্তমানে ছয় হাজার ১০০ টাকা) ব্যয় করতে হয়। এ ছাড়া পরীক্ষাটি দিতে কর্মীদের অ্যাপয়েন্টমেন্টসহ দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এতে নানা ধরনের ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন কর্মী ও জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মতে, সব ধরনের কর্মীর জন্য এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক না করে শুধু যাঁরা দক্ষ কর্মী রয়েছেন তাঁদের জন্য এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। তবে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এটি পুরোপুরি সৌদি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত; এ বিষয়ে তাঁদের করার কিছু নেই।

তাকামুল সনদের পরীক্ষা ছাড়াও দেশটিতে যাওয়ার পর আকামা, চাকরি, বেতনসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন কর্মীরা। এতে উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটে তাঁদের।

গত বছর পর্যন্ত বন্ধ হওয়া একটি বাজারও এখনো চালু হয়নি

বিভিন্ন বিধি-নিষেধ ও দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগে সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, ওমানসহ

THURSDAY OCTOBER 23, 2025
KARTIK 7, 1432 BS
The Daily Star

Migrant workers to get job contract before departure

Says Saudi minister

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

Bangladesh and Saudi Arabia have signed a new labour agreement requiring every migrant worker to receive a documented job offer and contract before departure through authorised digital channels.

Saudi Minister for Human Resources and Social Development Ahmad Bin Solaiman Al-Rajhi made the announcement in a statement issued by his ministry on Tuesday.

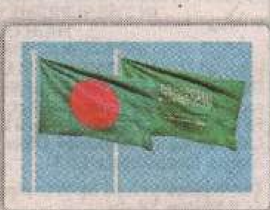

Al-Rajhi and Bangladesh's Expatriates' Welfare Adviser Prof Asif Nazrul signed the agreement on October 6 in Saudi Arabia, marking the first such deal between the two countries.

Earlier, the two nations signed an agreement in 2015 concerning domestic worker recruitment and another in 2022 on skill verification.

Currently, about 25 lakh Bangladeshis work in Saudi Arabia. However, there have been numerous reports of labour abuses, including excessive recruitment costs, joblessness, underpayment, and deportation.

"The agreement clearly prohibits any recruitment agency or employer from charging workers unauthorised fees or deducting costs from their salaries -- a critical safeguard that protects workers and ensures accountability on both sides," Al-Rajhi said.

He said domestic workers would also benefit from defined roles, fair terms, and job-readiness preparation before leaving home.

"The agreement also guarantees that every worker's salary will be paid directly into a bank account in their name, reinforcing our commitment to wage protection and financial transparency," the Saudi minister said.

To ensure accountability and progress, a joint technical committee will meet regularly to monitor implementation, review challenges, and recommend improvements, according to the statement.

কালের কণ্ঠ । রবিবার । ২৬ অক্টোবর ২০২৫ ।

লিবিয়ায় জিম্মিদশায় গৌরনদীর ৫৬ তরুণ

রফিকুল ইসলাম, গৌরনদী থেকে ফিরে ▷

বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর ও বার্থী ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের বাসিন্দাদের চোখেমুখে এখন শুধুই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। এসব গ্রাম থেকে একে একে 'নিখোঁজ' হওয়া তরুণদের পরিবারের এই উৎকণ্ঠা বাড়ছেই। 'নিখোঁজ' তরুণদের কেউ কারোর সন্তান, কেউ আবার কারোর স্বামী, কেউ কারোর আপন ভাই। তরুণদের স্বপ্ন ছিল ইতালির উজ্জ্বল আকাশে উড়বে নিজের ভাগ্যের নতুন রং। তবে সেই স্বপ্ন ছিল একটা ফাঁদ। স্বপ্নের ফাঁদ তাঁদের নিয়ে গেছে লিবিয়ার মরুভূমি পেরিয়ে ভূমধ্যসাগরের মৃত্যুযাত্রায়। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য মতে, শুধু বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার কমপক্ষে ৫৬ জন লিবিয়ায় দুর্গম স্থানে বন্দি থেকে দুঃসহ জীবন যাপন করছেন।

দালাল জাকির মোল্লা

গৌরনদীর মানুষজন এখন যে রুটের নাম শুনলেই শিউরে ওঠে, সেটি লিবিয়া টু ইতালি রুট। গ্রামের চায়ের দোকানে, হাটের আড্ডায়, মসজিদের বারান্দায় ইতালিপ্রবাসী জাকির মোল্লার নাম আলোচিত হচ্ছে। কারণ এই জাকিরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা চক্রের ফাঁদে পড়েই তরুণরা নিখোঁজ হচ্ছেন। অনেকের বন্দি থাকার তথ্য মিলছে। উপজেলার পশ্চিম ডুমুরিয়ায় জাকিরের বাড়ি। জাকির মোল্লা তরুণদের পরিবারের

P T O

মঙ্গলবার
২৮ অক্টোবর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

তৈরি পোশাক খাতে ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে বিজিএমইএর হিসাব

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে ৫১৬ পোশাক কারখানার স্যাম্পল বা নমুনা পুড়ে বিনষ্ট হয়েছে। এ বাবদ ক্ষতি হয়েছে ৮ মিলিয়ন ডলারের বেশি। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ এ ক্ষতির বাইরে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকার কম নয়। স্যাম্পল পুড়ে যাওয়ার কারণে সরবরাহ চেইন ব্যাহত হওয়ার ফলে রপ্তানি কার্যক্রম অন্তত এক মাস পিছিয়ে পড়তে পারে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে পোশাক খাতের রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ১৮ অক্টোবর দুর্ঘটনার পরপরই সদস্য কারখানার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য চেয়ে চিঠি দেয় বিজিএমইএ। অনলাইনে তথ্য-উপাত্তের বিস্তারিত জানানোর জন্য একটি লিংক শেয়ার করা হয়। রবিবার পর্যন্ত ৫১৬টি কারখানা তাদের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানিয়েছে। এতে দেখা যায়, সব কারখানার ক্ষতির পরিমাণ সমান নয়। ৫১৬ কারখানার সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ ৮০ লাখ ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৯৬ কোটি টাকা। ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য ১২০ টাকা দরে এ হিসাব করা হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে যেসব কারখানার কাঁচামালের বিপরীতে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) সংশোধনের প্রয়োজন হচ্ছে, সেসব কারখানাকে জরুরি ভিত্তিতে সেবা দিচ্ছে পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ। রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির অনুপত্র-ইউডি সনদ সরকারের পক্ষ থেকে এই সংগঠন দুটি দিয়ে থাকে।

তৈরি পোশাক ছাড়া, ওষুধ শিল্পের উদ্যোক্তারা কাঁচামাল আমদানির জন্য এবং কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকরা বিশেষ করে শাকসবজি ও অন্যান্য পচনশীল পণ্য রপ্তানির জন্য এই কার্গো ভিলেজ ব্যবহার করেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় কার্গো ভিলেজে থাকা এ রকম পণ্য পুড়ে গেছে। ঐসব খাতে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব এখনো জানা যায়নি।

উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পোশাকের স্যাম্পল পুড়ে যাওয়ার কারণে রপ্তানিতে লিড টাইমে অন্তত এক মাস পেছনে পড়তে পারে বাংলাদেশ। লিড টাইম হচ্ছে, ব্র্যান্ড ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে স্যাম্পল পাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায় শেষে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করে তাদের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়। কার্গো ভিলেজে থাকা সব স্যাম্পল পুড়ে যাওয়ার কারণে এখন আবার নতুন করে স্যাম্পল আনা, স্যাম্পল তৈরি এবং ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের অনুমোদন নেওয়া পর্যন্ত অন্তত এক মাস সময়ের প্রয়োজন হবে।

লিবিয়ায় জিম্মিদশায় গৌরনদীর ৫৬ তরুণ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সদস্যদের জানিয়েছেন, অন্য বাংলাদেশিদের সঙ্গে এই ৫৬ জনকেও অপহরণ করা হয়েছিল। এখন তাঁরা লিবিয়ায় রয়েছেন। তাঁরা চাইলে দেশে ফিরতে পারবেন। চাইলে ইতালি পাঠিয়ে দেওয়া হবে অবৈধ পথে।

ইতালিতে পৌঁছানো কয়েকজনের 'সাফল্যের গল্প'ই ছিল ফাঁদ। দালালরা বলেছে, 'ছয় মাসেই কাজের পারমিট মেলে', কেউ আবার আশ্বাস দিয়েছে 'তিন বছরের মধ্যে নাগরিকত্ব' মিলবে। সেই আশায় বরিশাল জেলার গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, ছাড়াও মাদারীপুর ও শরীয়তপুরের শতাধিক তরুণ শেষ সম্বলটুকু তুলে দিয়েছিলেন দালালদের হাতে। অনেকে গরু বিক্রি করেছেন, কেউ বন্ধক রেখেছেন জমি। কিন্তু ইউরোপের আকাশ দেখা হয়নি তাঁদের কারোর। পথে ধরা পড়ে বন্দি হয়ে আছেন কেউ কেউ। লিবিয়ায় দালালের জিম্মায় থাকা একাধিক তরুণের পরিবারের সঙ্গে গত মঙ্গলবার কালের কণ্ঠের এ প্রতিনিধির কথা হয়েছে। এই পরিবারের সদস্যরা তরুণদের না পেয়ে এখন দিশাহারা। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, সব কিছুই ছিল দালালচক্রের সুচিন্তিত ছক। প্রথম ধাপে ওমরাহ ভিসায় সৌদি আরব, সেখান থেকে ট্যুরিস্ট ভিসায় মিসর, পরে তিন মাসের ট্যুরিস্ট ভিসায় লিবিয়া পৌঁছে তারপর সেখান থেকে ইতালি পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তবে ২৫ বছরের কম বয়সী তরুণদের লিবিয়া পাঠানো হয় শ্রীলঙ্কার পথ দিয়ে। লিবিয়ায় পৌঁছার পর সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় গোপন আস্তানায়। স্থানীয় ভাষায় তার নাম 'রিসিভ হাউস'। সেখানে পৌঁছানোর আগেই দিতে হয় পাঁচ লাখ টাকা অগ্রিম। এরপর শুরু হয় অপেক্ষা। আরো ১০ থেকে ১৩ লাখ টাকা পরিশোধ করলে তবেই সুযোগ মিলবে 'গেইমে' ওঠার। লিবিয়ার দালালদের কাছে এই 'গেইম' শব্দের মানে হলো মৃত্যু। দালালরা এই সমুদ্রযাত্রাকে খেলার মতো দেখাতে চায়, কিন্তু বাস্তবে এটি এক ভয়ংকর পথ। কারণ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় জীবন বারবার ঝুঁকিতে পড়ে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, অনেকের নৌকা ডুবে যায়, কেউ ধরা পড়েন কোস্ট গার্ডের হাতে, আর অনেকেই হারিয়ে যান সাগরের ঢেউয়ে। সংশ্লিষ্ট লোকজনের কাছ থেকে আরো জানা গেছে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার আগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তরুণদের। তাতে কিভাবে ঢেউ সামলাতে হয়, ওয়াকিটকি চালাতে হয় কিংবা স্পিডবোটে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রাখতে হয়, সেগুলো শেখানো হয়। যাঁদের আগে ওমানে মাছ ধরার অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদের হাতে দেওয়া হয় বোটের হাল। ৩২ থেকে ৩৮ যাত্রীতে ঠাসা প্রতিটি বোটে থাকেন তিনজন চালক। তাঁরাই আবার গাইড হিসেবে কাজ করেন। খাবার হিসেবে থাকে শুকনা রুটি, খেজুর ও সামান্য পানি। কোমরে বাঁধা থাকে প্যাম্পার্স, যাতে টয়লেট করতে গিয়ে কেউ সাগরে পড়ে না যান বা রাক্ষুসে মাছের শিকার হলেও নিজেদের বাঁচাতে পারেন।

গত ৮ ও ২২ সেপ্টেম্বর রাতে লিবিয়ার বেনগাজি উপকূল থেকে তিনটি স্পিডবোট একসঙ্গে রওনা হয় ইতালির দিকে। বোটগুলোতে ছিলেন বরিশালের গৌরনদীর ৫৬ ও আগৈলঝাড়ার ১০ এবং অন্যান্য জেলার ৩৮ জন। জানা গেছে, জাকির মোল্লা, বগুড়ার সাজু ও কুষ্টিয়ার লিটন ইতালি অবস্থান করে চক্রের সদস্যদের মাধ্যমে অভিযান সমন্বয় করেন। কিন্তু ১৭ ঘণ্টার মাথায় থেমে যায় সব স্বপ্ন। ভয়ংকর ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই চলার মধ্যেই লিবিয়ার কোস্ট গার্ড সদস্যদের টহল বোট ঘিরে ফেলে এসব বাংলাদেশিকে। তিনটি বোটের সবাইকে করা হয় আটক। পরদিন খবর আসে ৩২ জনকে নেওয়া হয়েছে গাম্বুদা এলাকায়। আর প্রথম বোটের ৩৮ জন গৌরনদীবাসীর আর কোনো খোঁজ নেই। তাঁদের কাউকে কাউকে রাখা হয়েছে সিসিলি দ্বীপে।

এরপর আসে আরো এক টুকরা কাগজের চিরকুট। ১০ অক্টোবর বন্দিদের পাঠানো সেই চিরকুটে লেখা ছিল, 'আমরা গৌরনদীর ছেলে। তিনটি স্পিডবোট থেকে আটক হয়েছি। দিনে একবার ৭০ গ্রাম খাবার দেওয়া হয়। পানির তীব্র সংকট। আমরা বাংকিনা কারাগারের পাশে এক গোডাউনে বন্দি। অর্ধাহারে দিন কাটছে। বাঁচাও মা।' চিরকুটটি গৌরনদীতে পৌঁছানোর পর গ্রামজুড়ে নেমে আসে মাতম। মেহেদী হাসান নামে এক তরুণের মুক্তির খবর আসে ১২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে। তাঁর ভগ্নিপতি ইতালিপ্রবাসী নোমান মাঝি, কোনোভাবে যোগাযোগ করে টাকা পাঠান দালালদের কাছে। 'মেহেদীর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ভিডিও কলে কথা বলার দৃশ্য ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কিন্তু সেই খবরই উসকে দেয় অন্যদের ক্ষোভ।

গত ২১ সেপ্টেম্বর সকালে পশ্চিম ডুমুরিয়ায় জাকির মোল্লার বাড়ির সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে নিখোঁজদের স্বজনরা। কান্নায়, রাগে, হতাশায় তারা ঘেরাও করে বাড়িটি। জাকিরের মা নুরজাহান বেগম তখন বলেন, 'আমার ছেলে টাকা দিয়ে ৫৬ জনকে ছাড়িয়ে এনেছে।' কিন্তু স্থানীয়দের বক্তব্য ভিন্ন, 'আগেই মুক্তিপণের নামে টাকা নিয়েছিল তারা। এখন আবার নতুন নাটক করা হচ্ছে।'

তরুণদের পরিবারের সদস্যরা বলছেন, মানবপাচারের এই নেটওয়ার্কের শিকড় ছড়িয়েছে বহুদূর। প্রত্যেক অভিবাসীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে ১৫ থেকে ১৮ লাখ টাকা। বাংলাদেশে থাকা দালালরা টাকা পাঠিয়েছে লিবিয়ার বেনগাজির ঘাঁটিতে। কেউ নিয়েছে 'বোর্ডিং ফি', কেউ দিয়েছে 'কারাগার ম্যানেজ' বাবদ খরচ। সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে মিসরসহ সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে এই দালালচক্র। খাঞ্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরু আলম সেরনিয়াবাত বলেন, 'বহু যুবক আটক আছেন, খবর আমরা পাচ্ছি। কিন্তু পরিবারগুলো মামলা করতে ভয় পাচ্ছে। মামলা করলে লিবিয়ায় থাকা আত্মীয়রা বিপদে পড়বে। এই ভয়কে পুঁজি করে চলছে মানবপাচারের ব্যবসা। গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইব্রাহিম বলেন, মানবপাচার প্রতিরোধে আমরা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করছি। ভুক্তভোগীদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। শনাক্ত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। এরপর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সমকাল সোমবার | ২৭ অক্টোবর ২০২৫

তৈরি পোশাক খাতে ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি

সমকাল প্রতিবেদক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডে ৫১৬ পোশাক কারখানার স্যাম্পল বা নমনা পুড়ে বিনষ্ট হয়েছে। এ বাবদ ক্ষতি হয়েছে আট মিলিয়ন ডলারের। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ এ ক্ষতির বাইরে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার কম নয়। স্যাম্পল পুড়ে যাওয়ার কারণে সরবরাহ চেইন ব্যাহত হওয়ার ফলে রপ্তানি কার্যক্রম অন্তত এক মাস পিছিয়ে পড়তে পারে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে পোশাক খাতের রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ১৮ অক্টোবর দুর্ঘটনার পরপরই সদস্য কারখানার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য চেয়ে চিঠি দেয় বিজিএমইএ। অনলাইনে তথ্য-উপাত্তের বিস্তারিত জানানোর জন্য একটি লিংক শেয়ার করা হয়। গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তথ্য দেওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। অবশ্য গতকাল রোববারও তথ্য নেওয়া হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত ৫১৬টি কারখানা তাদের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য জানিয়েছে। এতে দেখা যায়, সব কারখানার ক্ষতির পরিমাণ সমান নয়। ৫১৬ কারখানার সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ ৮০ লাখ ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় ৯৬ কোটি টাকা। ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য ১২০ টাকা দরে এ হিসাব করা হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে যেসব কারখানার কাঁচামালের বিপরীতে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইইউডি) সংশোধনের প্রয়োজন হচ্ছে, সেসব কারখানাকে জরুরি ভিত্তিতে সেবা দিচ্ছে পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ। রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির অনুপত্র– ইউডি সনদ সরকারের পক্ষ থেকে এই সংগঠন দুটি দিয়ে থাকে।

তৈরি পোশাক ছাড়া, ওষুধ শিল্পের উদ্যোক্তারা কাঁচামাল আমদানির জন্য এবং কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকরা বিশেষ করে শাকসবজি ও অন্যান্য পচনশীল পণ্য রপ্তানির জন্য এই কার্গো ভিলেজ ব্যবহার করেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় কার্গো ভিলেজে থাকা এ রকম পণ্য পুড়ে গেছে। ওই সব খাতে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব এখনও জানা যায়নি।

উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পোশাকের স্যাম্পল পুড়ে যাওয়ার কারণে রপ্তানিতে লিড টাইমে অন্তত এক মাস পেছনে পড়তে পারে বাংলাদেশ। লিড টাইম হচ্ছে, ব্র্যান্ড ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে স্যাম্পল পাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায় শেষে চূড়ান্ত পণ্য উৎপাদন করে তাদের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়। কার্গো ভিলেজে থাকা সব স্যাম্পল পুড়ে যাওয়ার কারণে এখন আবার নতুন করে স্যাম্পল আনা, স্যাম্পল তৈরি এবং ব্র্যান্ড-ক্রেতাদের অনুমোদন নেওয়া পর্যন্ত অন্তত এক মাস সময়ের প্রয়োজন হবে।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান বাবলু সমকালকে বলেন, বিজিএমইএ ক্ষয়ক্ষতির যে হিসাব পেয়েছে, প্রকৃত ক্ষতি তার চেয়েও বেশি হতে পারে। কারণ, সব সদস্য কারখানা এখনও তাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব জানায়নি। তিনি বলেন, স্যাম্পলের উচিত মূল্য ক্রেতাদের কাছ থেকে নেওয়া হয় না। একটা টোকেন মূল্য নেওয়া হয়। তাতেই তাঁর নিজের কারখানা অনন্ত অ্যাপারেলের ৪০ হাজার ডলারের ক্ষতি হয়েছে। আগুনে কারখানার ফিনিশড পোশাকের (চূড়ান্ত পণ্য) স্যাম্পল ছাড়াও সুতা, কাপড়ের মান নিয়ন্ত্রণের সুতা এবং কাপড়ের স্যাম্পলও আনা-নেওয়া হয় আকাশ পথে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক কুরিয়ারের মাধ্যমে অনেক জরুরি ডকুমেন্টও পরিবহন করা হয়। সেগুলোর ক্ষতি হয়েছে। তবে আগুনে রপ্তানির অপেক্ষায় থাকা পণ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁর কারখানারও ৩৭ কোটি ডলারের পোশাক ওই দিন রপ্তানি হয়েছে।'

গত ১৮ অক্টোবর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্স ভবনে দুপুর আড়াইটার দিকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সাড়ে ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে নেভাতে গিয়ে আনসার বাহিনীর ২৫ সদস্যসহ মোট ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা যায়। অগ্নিকাণ্ডটি পরিকল্পিত নাশকতা হতে পারে বলে ধারণা করছেন রপ্তানিকারকদের অনেকে।

শ্রম বাজার

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১০ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Sunday 26 October 2025

রাজনৈতিক অস্থিরতা, এক বছরে চট্টগ্রামে বন্ধ ২২ পোশাক কারখানা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এক বছরে চট্টগ্রামে প্রায় ২২টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে; কাজ হারিয়েছেন কয়েক হাজার শ্রমিক। চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ ও খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আর্থিক সংকট, এলসি জটিলতা, অর্ডার কমে যাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়েছে এসব কারখানা।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের করা তালিকা বলছে, ক্ষমতার পালাবদলের পর চট্টগ্রাম ইপিজেডসহ বিভিন্ন স্থানে যে ২২টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে তার মধ্যে এ বছরের শুরু থেকে চলতি মাস পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে ১১টি কারখানা। এসব কারখানার শ্রমিক ৫ হাজারের বেশি। চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন বলেন, বন্ধ হওয়া বেশিরভাগ কারখানার শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছে মালিকপক্ষ।

শিল্প পুলিশের হিসাবে ২২টি কারখানা বন্ধ হলেও সংখ্যাটা আরও বেশি বলে মনে করেন অনেকে। কারণ চট্টগ্রামে গড়ে ওঠা ছোট ছোট অনেক কারখানা বড় কারখানাগুলো থেকে কাজ নিয়ে করে থাকে। কাজ না পেয়ে সেগুলোরও অনেক বন্ধ হয়েছে। শ্রমিক অসন্তোষের কারণেও কিছু কারখানা অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে নগরীতে।

সবশেষ গত ১৪ ও ১৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম ইপিজেডে প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের কয়েকটি কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ হয়। সে কারণে গ্রুপটি তাদের আটটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। তবে সেগুলো বৃহস্পতিবার থেকে পুনরায় কাজ শুরু করেছে। এক বছরে চট্টগ্রামের ৭০টি কারখানায় ৩১৫ বার শ্রমিক অসন্তোষের মত ঘটনা ঘটেছে বলেও শিল্প পুলিশের তথ্য বলছে।

পোশাক কারখানা মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র হিসাবে, চট্টগ্রামে তাদের সদস্যভুক্ত কারখানার সংখ্যা ৬৯৯টি। এর মধ্যে সচল ৬১০টি, তবে বর্তমানে চালু আছে ৩৪৮টি কারখানা। বন্ধ হওয়া ২২ পোশাক কারখানার মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে রয়েছে চারটি, যেগুলো গত পাঁচ মাসে বন্ধ হয়েছে।

এর মধ্যে মধ্যে রয়েছে নাসা গ্রুপের মালিকানাধীন টয় উড (বিডি) কোম্পানি লিমিটেড ও এমএনসি অ্যাপারেলস লিমিটেড। অপর দুইটি প্রতিষ্ঠান হলো থিয়নিস অ্যাপারেলস লিমিটেড ও জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেড। ইপিজেডের এসব কারখানায় মোট ৪ হাজার ৮১৮ জন শ্রমিক কাজ করতেন। বাকিগুলোতে আরও ৪ হাজারের মত শ্রমিক কাজ হারিয়েছে।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ বন্ধ কারখানার যে তালিকা করেছে, তার মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডের থিয়নিস অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানাটি বন্ধের কারণ হিসেবে মালিকের আর্থিক সংকট ও এলসি জটিলতার কথা বলেছে। আর্থিক সংকটে জেএমএস গার্মেন্টস লিমিটেডও বন্ধও হয়েছে। নাসা গ্রুপের দুটি কারখানা বন্ধের কারণ হিসেবে ব্যাংক জটিলতা, আর্থিক সংকট ও কাজের অর্ডার না থাকার কথা বলছে শিল্প পুলিশ।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের করা তালিকা বলছে, ক্ষমতার পালাবদলের পর চট্টগ্রাম ইপিজেডসহ বিভিন্ন স্থানে যে ২২টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে তার মধ্যে এ বছরের শুরু থেকে চলতি মাস পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে ১১টি কারখানা

আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ২০২৪ সালের ২ অক্টোবর ঢাকার গুলশান থেকে গ্রেপ্তার হন নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার। তিনি ২০০৯ সাল থেকে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের (বিএবি) চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থপাচারসহ বেশ কিছু মামলা হয়েছে।

কারখানা বন্ধের বিষয়ে বিজিএমইএ'র সাবেক প্রথম সহ-সভাপতি এস এম আবু তৈয়ব বলেন, 'বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে পোশাক কারখানা টিকিয়ে রাখা 'অনেক কঠিন'। খুব স্ট্রং কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি না হলে টিকে থাকা কষ্টের। বায়িং হাউসের মাধ্যমে যেসব ফ্যাক্টরি চলছিল তারা কোনোভাবে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। তার ওপর মার্কিন ট্যারিফ ঘোষণার পর অনেক অর্ডার কমে গেছে, দাম কমে গেছে। সব মিলিয়ে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যাচ্ছে এ খাত।'

যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূরক শুল্কারোপের পর চট্টগ্রামের পোশাক কারখানায় বেশি প্রভাব পড়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, 'চট্টগ্রামের কারখানাগুলোতে আমেরিকার পণ্য বেশি তৈরি হয়। নতুন মার্কিন ট্যারিফের কারণে লাভটা আসে না। যার কারণে ব্যবসায় টিকে থাকাটা অসম্ভব। সব মিলিয়ে বড় বড় কমপ্লায়েন্ট ফ্যাক্টরিগুলো টিকে থাকলেও ছোটগুলো টিকে থাকতে পারছে না।'

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের তালিকা অনুযায়ী, দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর চট্টগ্রামে পোশাকসহ বিভিন্ন ধরনের ৫০টি কলকারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। ৬৭ কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছে অস্থায়ীভাবে। স্থায়ী বন্ধ হওয়া কারখানার মোট শ্রমিক সংখ্যা ৮ হাজারের বেশি। আর অস্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়া কারখানার শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৪৩ হাজার।

বন্ধ হওয়া এসব কারখানার তালিকায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান আরামিট গ্রুপের আরামিট থাই অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড ও আরামিট পাওয়ার লিমিটেডও রয়েছে। এ ছাড়া ১৩টি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডও বন্ধের তথ্য রয়েছে শিল্প পুলিশের কাছে।

শ্রম বাজার

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 26.10.2025

850 factories spotted as 'highly risky,' yet safety drive stalled for two years

FACTORY SAFETY DRIVE TUMBLES

STATE OF FACTORIES

- 10,000 factories inspected in two phases (2022 & 2023)
- 848 identified as 'extremely risky'
- 1,397 identified as 'risky'
- Total vulnerable factories: 2,245
- Only 57 found fully safe (scoring 100%)

Source: Official data

SAFETY STATUS

- Monitoring and corrective actions stalled for two years
- Plans to inspect 2,900 more factories not carried out
- Bida now wants to withdraw from the programme

REASONS CITED

- Lack of core mandate
- Manpower shortage

CORE PROBLEMS IDENTIFIED

- Lack of coordination among agencies
- No follow-up on safety improvements
- Institutional reluctance to take responsibility
- Corruption and weak oversight

WORKPLACE SAFETY - BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Bida, tasked with coordination effort in 2021, now seeks to relinquish the responsibility

The government identified some 850 factories as being at "extreme risk" of fire, electrical, and structural accidents long ago, but a nationwide monitoring and safety initiative has stalled for the past two years due to a lack of coordination and institutional willingness.

The risky factories were flagged following a large-scale inspection of over 10,000 factories across two phases in 2022 and 2023. The inspections were initiated after a devastating fire at the Hashem Foods factory in Narayanganj in 2021 claimed the lives of more than 50 workers.

The Bangladesh Investment Development Authority (Bida), which initially took the lead in coordinating the ambitious programme, is now seeking to relinquish the responsibility, citing a lack of core mandate and necessary manpower.

Stalled initiative

The identification of 848 "highly risky" factories and 1,397 "risky" factories – totalling 2,245 vulnerable units – came after comprehensive, integrated inspections led by Bida. These inspections involved seven government agencies, including the Department of Inspection for Factories and Establishments, the Fire Service and Civil Defence, and the Department of Explosives.

Factories were categorised into four groups: extremely risky, risky, less risky, and safe. Only 57 factories were deemed fully safe, scoring 100% on the inspection checklist.

However, the subsequent work to make these factories safe – issuing corrective action plans and monitoring compliance – has slowed to a near halt.

A senior official from the labour ministry,

850 factories spotted as 'highly risky,'

CONTINUED FROM PAGE 3

speaking on condition of anonymity, told The Business Standard that the identified factories primarily include local and non-export-oriented garment factories, as well as other local industrial establishments.

"The Department of Inspection for Factories and Establishments and the Fire Service have done some work on issuing corrective action plans and monitoring, but other agencies have done little," the official said. "Overall, there has been little progress in securing the factories, and the programme has been stagnant for two years."

Furthermore, plans to inspect an additional 2,900 factories that were targeted two years ago have not yet been carried out, leading concerned stakeholders to warn that the number of 'highly risky' factories could rise further.

Lack of accountability blamed

The issue has regained urgency following a spate of major fire accidents

Labour rights activists argue that such safety drives always follow major disasters but eventually lose momentum. They blame the recurring failure on a lack of coordination and a mentality among government agencies to shirk responsibility.

Babul Akhter, general secretary of IndustriAll Bangladesh Council, the country's largest labour lobby platform, placed the largest share of the blame on the government.

"The biggest responsibility for these factories remaining unsafe lies with the government," he stated. "The monitoring agencies are plagued by corruption and a lack of transparency and accountability. This is why these factories receive licenses and fail to make progress in remediation even after being flagged as risky."

Bida wants to relinquish responsibility

Bida was tasked with the coordination effort in 2021 under the direction

However, the agency has now publicly confirmed its withdrawal from the coordinating role.

Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, executive chairman of Bida, stated at a recent event: "This was primarily the job of the Department of Inspection for Factories and Establishments. We have now ceased this work. This is not our responsibility, and Bida lacks the necessary manpower to run this programme. Since this is outside my core focus, I have already made it clear – Bida will not do this work."

Omar Md Imrul Mohsin, inspector general of the Department of Inspection for Factories and Establishments, confirmed the situation, saying, "We have heard that Bida does not want to remain in the leadership role. There might be a plan for the Ministry of Labour to take over the oversight."

Ali Ahmed Khan, former director general of the Fire Service and Civil Defence, stressed that a lack of coordination and insufficient capacity and [illegible]hority among the relevant agencies [illegible] the root causes preventing the fac[illegible]es from being made safe.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১১ কার্তিক ১৪৩২, ২৭ অক্টোবর ২০২৫

ফতুল্লায় দুই কারখানার গ্যাস মিটার রুমে বিস্ফোরণ, ৬ জন দগ্ধ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিসিক শিল্পনগরীতে দুটি পোশাক কারখানার যৌথ গ্যাস মিটার রুমে বিস্ফোরণে সৃষ্ট আগুনে ছয় জন দগ্ধ হয়েছেন। আহতদের রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বিসিকের এমএস ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং লিমিটেড এবং ফেয়ার অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানা ভবনের মধ্যে অবস্থিত যৌথ মিটার রুমে বিস্ফোরণের ঐ ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের বিসিক স্টেশনের স্টেশন অফিসার আব্দুল হালিম।

আহতদের মধ্যে এমএস ডাইং, প্রিন্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং লিমিটেডের মেইনটেইনেন্স বিভাগের পাঁচ জন এবং ফেয়ার অ্যাপারেলসের এক নির্মাণ শ্রমিক রয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতরা হলেন—আল-আমিন, আজিজুল্লাহ, সেলিম, জালাল মোল্লা, নাজমুল হুদা ও নূর মোহাম্মদ।

জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, রবিবার বেলা ১১টার দিকে দগ্ধ ছয় জনকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। আহতদের মধ্যে নাজমুল হুদার শরীরের ২৮ শতাংশ, জালাল মোল্লার ১৪ শতাংশ, আজিজ উল্লাহর ৯ শতাংশ, সেলিমের ১০ শতাংশ, আল আমিনের ১৭ শতাংশ ও নূর মোহাম্মদের শরীরের দুই শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। দগ্ধ নাজমুল ও আল আমিনকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে।

বিসিক ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আবদুল হালিম বলেন, ঘটনাটি সকাল ৯টার আগে ঘটলেও ফায়ার সার্ভিস খবর পায় বেলা ১১টার দিকে। পরে তাদের একটি দল ঘটনাস্থলে ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত করেন।

ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা বলেন, 'দুটি কারখানার গ্যাসের মিটার রুম পাশাপাশি। এক তলাবিশিষ্ট গ্যাসের মিটার রুমটি আকারে বড় করার কাজ চলছিল। সকালে ছাদে রডকাটার জন্য হ্যান্ড গ্রাইন্ডিং মেশিন চালানো হয়। ধারণা করছি, যেহেতু এটি মিটার রুম, সেখানে হয়তো গ্যাস জমা ছিল। রডকাটার সময় সৃষ্ট স্পার্ক থেকে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে। এ ধরনের কার্যক্রম চালানোর সময় আরো সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ফেয়ার অ্যাপারেলস লিমিটেডের স্টোর ইনচার্জ হাসানুর রহমান বলেন, গত তিন দিন তিতাস গ্যাস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির নিয়োগ করা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গ্যাস লাইনের কাজ করেছেন। প্রধান লাইনে গ্যাসের চাপ বাড়ানোর জন্য পুরাতন লাইন কেটে নতুন সংযোগের কাজ করা হয়। অন্য কারখানাটির ডিজিএম (মেইনটেইনেন্স) নাসির উদ্দিন বলেন, 'মূলত ফেয়ার অ্যাপারেলস তাদের মিটার রুমটি বড় করার পরিকল্পনা করেছিল। সেজন্য তারা গ্যাসের লাইনের কাজ করিয়েছে এবং ছাদ ভাঙার কাজের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটনাটি ঘটে।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের মিটার রুমটিও যেহেতু তাদের পাশাপাশি, তাদের কাজ শেষ করার পর আমাদেরটা শুরু করার কথা ছিল।'

ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, 'খবর পেয়ে বিসিকে পুলিশের এক টিম পাঠানো হয়েছে। তদন্তের পর এ ব্যাপারে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১১ কার্তিক ১৪৩২, ২৭ অক্টোবর ২০২৫

পাবনায় ভ্যানের ওপর ট্রাক উলটে দুই শিক্ষার্থীসহ ভ্যানচালক নিহত

পৃথক দুর্ঘটনায় আরো ১১ জনের প্রাণহানি

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

পাবনায় ভ্যানের ওপর ট্রাক উলটে পড়ে দুই শিশু শিক্ষার্থীসহ ভ্যানচালকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নোয়াখালীতে তিন জন, নীলফামারীর সৈয়দপুরে নানি-নাতনি, চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মা-ছেলে, ফেনীতে এক জন, দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে এক জন, মাদারীপুরে এক নারী ও মেহেরপুরে এক নারী শ্রমিক প্রাণ হারান। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

পাবনা : স্কুলে যাওয়ার পথে শিক্ষার্থীবাহী ভ্যানের ওপর ট্রাক উলটে পড়ে দুই শিশু শিক্ষার্থীসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। অন্য এক শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে পাবনা সদর উপজেলার বাঙ্গাবাড়িয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো গয়েশপুর ইউনিয়নের পঞ্চমপুর গ্রামের আহম্মদ আলীর ছেলে পাবনা ক্যাডেট কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র নূর মোহাম্মদ তোহা, জাফরাবাদ গ্রামের শামসুল হকের মেয়ে একই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী তাসমিয়া ইসলাম ও আতাইকুলা ইউনিয়নের ধর্মগ্রামের মৃত আব্বাস হোসেনের ছেলে ভ্যানচালক আকরাম আলী। এছাড়া আহত পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র সাদ হোসেনকে গুরুতর অবস্থায় পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফেনী : ফেনীর ফুলগাজীতে পিকআপচাপায় রকি (২২) নামে এক অটোরিকশা চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার সকালে উপজেলার আমজাদহাট ইউনিয়নের গজারিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রকি পরশুরাম উপজেলার মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) : গত শনিবার রাত ৮টায় উপজেলার রাণীগঞ্জ বাজারের নওরীন ফিলিং স্টেশনের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় সুনীল মুরমু (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সুনীল উপজেলার ৪ নম্বর ঘোড়াঘাট ইউনিয়নের ওসমানপুরের নন্দনপুর এলাকার মৃত ময়েন মুরমুর ছেলে।

মাদারীপুর : বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে এক পথচারী নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের উকিলবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফাতেমা বেগম (৫৫) মোস্তফাপুর ইউনিয়নের চতুরপারা মোল্লাকান্দি এলাকার জব্বার মোল্লার স্ত্রী।

মেহেরপুর : ট্রাকের ধাক্কায় শাহিদা খাতুন (৬০) নামে এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। রবিবার দুপুরে সদর উপজেলার ফতেপুর-শোলমারি সড়কের তেরোঘরিয়া গ্রামের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহিদা উজ্জলপুর গ্রামের মৃত আব্দুল গনির স্ত্রী।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫,

ভোলা

এক জেলে নিখোঁজ

ভোলার সদর উপজেলার উত্তরে ইলিশা নৌ থানাসংলগ্ন মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি মাছ ধরার নৌকা দুমড়েমুচড়ে গেছে। শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় ১১ জন জেলে নদীতে পড়ে যান। স্থানীয় জেলেরা ১০ জনকে উদ্ধার করলেও ১ জন নিখোঁজ আছেন। নিখোঁজ জেলের নাম আবুল হোসেন (৫০)। তিনি বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর ছেলে বাদী হয়ে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছে নৌ পুলিশ। ইলিশা নৌ থানার ওসি সৈয়দ আশিকুর রহমান বলেন, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বাল্কহেডটি বেপরোয়াভাবে চলছিল।

প্রতিনিধি, *ভোলা*

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৭ অক্টোবর ২০২৫

কেমিক্যাল গুদামে আগুন

১২ দিন পর আরও এক লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে কেমিক্যাল গুদাম থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ১২দিন পর একজনের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া গুদামের পাশের আনোয়ারা ফ্যাশন নামের গার্মেন্টস থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

সুলতান মিয়া নামে এক ব্যক্তি দাবি করেছেন, লাশটি তার মেয়ে মারজিয়া সুলতানার (১৪)। তাদের বাড়ি সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার রাজাপুর গ্রামে। স্বামী জয় মিয়ার সঙ্গে একই গার্মেন্টসে চাকরি করত মার্জিয়া। ঘটনার দিন জয় মিয়ার লাশ উদ্ধার

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] হলেও নিখোঁজ ছিল সে (মারজিয়া)। এর আগে এই পোশাক কারখানা থেকেই অগ্নিকা রে দিন ১৬টি অঙ্গার হওয়া লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল। পরে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে লাশগুলো স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ। গতকাল আরও একটি লাশ উদ্ধার হওয়ায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭ জনে।

রূপনগর থানার ওসি মোরশেদ আলম বলেন, 'কাপড়ের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় থাকা লাশটি পচে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। লাশটি মারজিয়া নামে এক নারীর বলে দাবি করেছে একটি পরিবার। ডিএনএ টেস্টের পর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

সমকাল
মঙ্গলবার । ২৮ অক্টোবর ২০২৫

ইজিবাইকের পাঁচ আরোহীর প্রাণ কাড়ল কাভার্ডভ্যান

চালক ও শিশুর মৃত্যু

এদিকে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে কাভার্ডভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রাণ গেছে চালক রাশেদ মিয়ার (৩০)। সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কের কালিহাতী থানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। মৃত রাশেদ মিয়া নীলফামারী সৈয়দপুর উপজেলার নাউয়াপাড়া গ্রামের মোতাহের হোসেনের ছেলে।

এ ছাড়া পটুয়াখালীর দশমিনায় বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে অটোরিকশার চাপায় প্রাণ গেছে মহুয়া (৬) নামের এক শিশুর। সোমবার বাউফল সড়কের গছানী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিশুটি ওই গ্রামের লুৎফর মুন্সির মেয়ে। স্বজনরা জানান, মহুয়া ৭৩ নম্বর উত্তর পশ্চিম গছানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে পড়ত। দুপুরের আগে বিদ্যালয় ছুটি হলে বাড়ি ফিরছিল সে। ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

(তথ্য দিয়েছেন জামালপুর, গোপালগঞ্জ, মাধবপুর (হবিগঞ্জ), কালিহাতী (টাঙ্গাইল) ও দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি)

সড়কে পাঁচজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন শ্রমিকসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাত থেকে গতকাল সকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **টাঙ্গাইল :** কালিহাতীতে ট্রাক ও পিকআপ সংঘর্ষে দুই নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়কের বাংড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- কালিহাতীর কোনাবাড়ী এলাকার জহের আলী ও বানিয়াফৈর এলাকার মুক্তার আলী। **চট্টগ্রাম :** গতকাল সকালে নগরীর কর্ণফুলী ইপিজেডের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় মনি আক্তার (২৭) নামে এক গার্মেন্ট কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। **সিলেট :** কোম্পানীগঞ্জে সোমবার রাতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার (টমটম) ধাক্কায় হাসনা বেগম (৫২) নামে নারীর মৃত্যু হয়েছে। হাসনা বেগম একই এলাকার আতোষ আলির স্ত্রী। **বগুড়া :** কাহালুতে গতকাল গরু বোঝাই ভটভটি উল্টে আমিনুল শেখ (৪০) নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৬ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 1 October 2025

হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় প্রাইভেটকারের ধাক্কায় আবদুল আউয়াল (৬৫) নামের এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাত ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় রিকশাচালককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান তিনি।

রিকশাচালকের চাচাতো ভাই বাবুল মিয়া বলেন, হাতিরঝিলে রেডক্রিসেন্টের সামনে দিয়ে রিকশায় যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিলেন আউয়াল। যাওয়ার সময় দ্রুতগতির একটি প্রাইভেটকার তার রিকশায় ধাক্কা দেয়। এতে রিকশাচালক রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

পথচারীরা উদ্ধার করে তাকে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা গুরুতর হলে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান তিনি।

প্রথম আলো • বুধবার, ১ অক্টোবর ২০২৫,

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মেকানিকের মৃত্যু

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে গতকাল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইমাম উদ্দিন (৩৪) নামে এক রেফ্রিজারেটর মেকানিকের মৃত্যু হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, নোয়াখালী

দৈনিক ইত্তেফাক
২ অক্টোবর ২০২৫

মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক নিহত

■ মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় ইদ্রিস মহাজন (৪৮) নামে এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের কমলদহ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইদ্রিস মহাজন ভোলা জেলার লাল মোহন থানার গজারিয়া এলাকার মহাজনবাড়ীর মৃত সুলতান মহাজনের ছেলে।

মিরসরাই ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের টিম লিডার হায়াতুন নবী বলেন, গতকাল ভোরে উপজেলার কমলদহ এলাকায় আলু বোঝাই একটি ট্রাক (চট্ট মেট্রো ট-১১০৭২৩) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে চালক ইদ্রিস মহাজন ট্রাকের ভেতরে আটকা পড়ে। তাকে উদ্ধার করে কুমিরা হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৮ অক্টোবর ২০২৫

শংকরে বিদ্যুতায়িত হয়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

হাজারীবাগ (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর পশ্চিম ধানমন্ডির শংকর এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ১৪ তলা ভবনের বেজমেন্টে বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. আজহার আলী (৪০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত আজাহার আলী ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার পূর্ব রাজাবাড়ী গ্রামের আছব আলীর ছেলে। তিনি কাজের সুবিধার্থে ওই নির্মাণাধীন ভবনেই থাকতেন। সোমবার বিকালের দিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়লে সহকর্মীরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আজহারকে হাসপাতালে নিয়ে আসা ইঞ্জিনিয়ার মো. মনির হোসেন বলেন, আজহার আমাদের নির্মাণাধীন ভবনে ডে-লেবার হিসাবে কাজ করতেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২৮ অক্টোবর ২০২৫

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু সাংবাদিকের

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড মনিরুজ্জামান খান মনি (৬০) ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেছেন। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সদানন্দপুর শহীদ এম মনসুর আলী রেল স্টেশনে গতকাল এ দুর্ঘটনা ঘটে। মনিরুজ্জামান খান সিরাজগঞ্জ শহরের আবদুল আজিজ খানের ছেলে। তাঁর মৃত্যুতে সাংবাদিক সমাজ, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জিআরপি থানার ওসি জানান, মনিরুজ্জামান মনি কড্ডার মোড় শহীদ এম মনসুর আলী রেললাইন পার হওয়ার সময় লালমনিরহাট এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২, ২০২৫

বজ্রপাতে ছয় জেলায় প্রাণ হারাল আটজন

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার সাহেবের আলগা ইউনিয়নের সাহেবের আলগা গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর হোসেন (৪০)। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৃষ্টির মাঝে ঘরেই অবস্থান করছিলেন এ কৃষক। পাশেই ছিলেন স্ত্রী রুবি বেগম (৩২)। তাদের তিন সন্তান ছিল অন্য ঘরে। তাদের টিনের ঘরের ওপর হঠাৎ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। তিন সন্তান অক্ষত থাকলেও মারা যান এ দম্পতি। শরতের বজ্রপাতে গতকাল ও আগের দিন আরো পাঁচ জেলায় ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া কুমিল্লার তিতাসে বজ্রপাতে একটি বসতবাড়ি পুড়ে গেছে।

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার পাঁচগাছি ইউনিয়নের জ্যোতিডাঙ্গা বিলে গতকাল সকালে বৃষ্টির মধ্যে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন মিজানুর রহমান (৩৫)। হঠাৎ শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাত। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

মিজানুর রহমানের বাড়ি পীরগঞ্জ উপজেলার কেশবপুর গ্রামে। তিনি কখনো অটোরিকশা চালাতেন, কখনো কৃষিকাজ করতেন। পীরগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হয়েছে।

যশোর সদর উপজেলার গাইদগাছি গ্রামে গতকাল সকালে বজ্রপাতে আবদুল হাকিম সরদার (৬৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার খোলাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা এবং বসুন্দিয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। সকাল ৮টার দিকে আবদুল হাকিম গাইদগাছি গ্রামের একটি মৎস্য খামারে যান। তখন বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি আবুল হাসনাত খান বলেন, ঘেরে মাছ শিকার করতে গিয়ে বজ্রপাতে ওই ব্যক্তি মারা যান।

একই দিনে কেশবপুরে মাছের ঘেরে কাজ করার সময় বজ্রপাতে শামীম হোসেন (২৫) নামে এক কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার সাগরদত্তকাটি গ্রামের কেরামত গাজীর মাছের ঘেরে কাজ করছিলেন বেলোকাটি গ্রামের শামীম হোসেন। এ সময় প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। ঘেরের অন্য কর্মচারীরা তাকে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে রাজশাহীর বাগমারায় গতকাল সকালে খালে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে ফজেল আলী (৩৯) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি উপজেলার ভবানীগঞ্জ পৌরসভার দানগাছি গ্রামে।

স্বজনরা জানান, সকালে ফজেল আলী জাল নিয়ে বাড়ির পাশের বন্দির খালে মাছ ধরতে যান। এ সময় বৃষ্টি পড়ছিল। সকাল ৭টার দিকে বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

নোয়াখালী সদর উপজেলায় মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. সাঈদ হোসেন (২৯) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার চরমটুয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব চরমটুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পেশায় দিনমজুর সাঈদের বাড়ি পূর্ব চরমটুয়া গ্রামে।

অন্যদিকে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বজ্রপাতে সমীর বাড়ৈ (৩৫) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের লখন্ডা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তার বাড়ি ওই গ্রামে।

কুমিল্লার তিতাস উপজেলার জিয়ারকান্দি গ্রামে বজ্রপাতে মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা নামে এক ব্যক্তির বসতঘর পুড়ে গেছে। মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় ১ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দাউদকান্দি ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক এরশাদ হোসাইন জানান, পরিবারের সদস্যরা প্রাণে বাঁচলেও ঘরের কোনো জিনিসপত্র রক্ষা করতে পারেননি তারা।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বজ্রপাতের জন্য সহায়ক। দক্ষিণ থেকে আসা গরম ও আর্দ্র বাতাস, আর উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসের সংঘাতে তৈরি হয় বজ্রগর্ভ মেঘ। এ ধরনের মেঘ পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরি করে, যা পরে বজ্রপাত হিসেবে মাটিতে নেমে আসে। মূলত মে মাসে সবচেয়ে বেশি; ২৬ শতাংশ বজ্রপাত হয়। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে প্রায় ৫৯ শতাংশ এবং জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৩৬ শতাংশ বজ্রপাত হয়। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময় এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত। ঝড়-বৃষ্টির সময় বাড়ির বাইরে থাকলে দ্রুত নিরাপদ স্থানে যাওয়া, ঘরের জানালা ও দরজা বন্ধ রাখা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বিরত থাকা, গাছ, খুঁটি বা ধাতব বস্তু থেকে দূরে থাকা, জলাশয় এড়িয়ে চললে বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কালের কণ্ঠ শুক্রবার। ৩ অক্টোবর ২০২৫।

সড়কে ৫ জেলায় ৯ জন নিহত

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তিনজন। রাজশাহীতে বাবার পর ছেলেরও প্রাণ গেল সড়কে। নারায়ণগঞ্জে অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ির ধাক্কায় দুই ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া ঝিনাইদহে দুজন এবং নাটোরে একজন মারা গেছেন সড়ক দুর্ঘটনায়।

কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ফেনী : দাগনভূঞা উপজেলার সিলোনিয়া বাজারসংলগ্ন এলাকায় নোয়াখালী আঞ্চলিক সড়কে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সুগন্ধা পরিবহনের বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের দোকানে ঢুকে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা এসে হতাহতদের উদ্ধার করে ফেনী সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনজনকে কর্মরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন দাগনভূঞার খুশিপুর গ্রামের শহীদুল্লাহর স্ত্রী শামিম আরা বেগম (৫০), একই উপজেলার দক্ষিণ জায়লস্করের আব্দুল মতিনের ছেলে মো. শ্রাবণ (২০) এবং অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক (২০)। আহতদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাহাব উদ্দিনকে (৫৫) উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাজশাহী : সড়ক দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যুর দুই বছরের মাথায় ছেলের প্রাণও ঝরে গেল সড়কে। গতকাল সকাল ৭টার দিকে নগরীর কাশিয়াডাঙ্গা মোড় এলাকায় বেপরোয়া গতির 'ভটভটি'র ধাক্কায় ছেলে আহসান ফুয়াদ (১৪) নিহত হয়। দুই বছর আগে তার বাবা মাওলানা মিজানুর রহমানও সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

ফুয়াদের মৃত্যুর ঘটনায় তার মা শাহানারা খাতুন রহিমা কাশিয়াডাঙ্গা থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছেন। এজাহারে ঘাতক ভটভটির চালক জহুরুল ইসলামকে আসামি করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশে গতকাল ভোরে অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ির ধাক্কায় দুজন ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের মধ্যে একজনের নাম মো. রাব্বি। তিনি রংপুর জেলার বাসিন্দা। অন্যজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন বলেন, 'শুনেছি নিহতদের চালানো দুটি ট্রাকের মধ্যে কোনো একটা নষ্ট হলে তাঁরা ওই ট্রাককে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় হয়তো অজ্ঞাত এক গাড়ি তাঁদের মেরে চলে যায়।'

ঝিনাইদহ : সদর উপজেলায় ভ্যান ও যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছে। এ সময় আরো দুই ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। গতকাল দুপুরে উপজেলার ১৮ মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালকের নাম নজরুল ইসলাম (৬৫)। তিনি উপজেলার নগর বাথান গ্রামের নিজামুদ্দিনের ছেলে। নিহত শিশুটির পরিচয় মেলেনি। বিষয়টি কালের কণ্ঠকে নিশ্চিত করেছেন আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশাস।

নাটোর : মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পুকুরে পড়ে সুজন কুমার নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে সদর উপজেলার নাটোর-দয়রামপুর আঞ্চলিক সড়কের দিয়ারভিটা হাতিমারা ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সুজন কুমার লালপুর উপজেলার ফুলবাগান গ্রামের সুনিল কুমারের ছেলে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর ২০২৫,

কুমিরের আক্রমণে জেলে নিহত

খুলনায় সুন্দরবনে কুমিরের আক্রমণে সুব্রত মণ্ডল (৩২) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার বিকেলে চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল খাল সাঁতরে পার হওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করেন গ্রামবাসী ও বন বিভাগের কর্মীরা। করমজল পর্যটন ও বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাওলাদার আজাদ কবির প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সুব্রত দাকোপ উপজেলার ঢাংমারী এলাকার কুমুদ মণ্ডলের ছেলে। বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে সরকারি রাজস্ব দিয়ে পাস সংগ্রহ করে সুব্রতসহ কয়েকজন জেলে কাঁকড়া ধরতে বনে প্রবেশ করেছিলেন। গত বছরও করমজল খালে কুমিরের আক্রমণে মোশাররফ হোসেন গাজী নামের এক বনজীবীর মৃত্যু হয়েছিল।

প্রতিনিধি, *বাগেরহাট*

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর ২০২৫,

পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে দুই জেলেসহ ছয়জনের মৃত্যু

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

গত মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল বুধবার দুপুর পর্যন্ত কখনো ঝিরিঝিরি, আবার কখনো প্রবল বৃষ্টি চলাকালে বজ্রপাতে তাঁরা মারা যান।

প্রথম আলো ডেস্ক

যশোরের কেশবপুর, রাজশাহীর বাগমারা, যশোর সদর, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া ও নোয়াখালী সদরে বজ্রপাতে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল বুধবার দুপুর পর্যন্ত কখনো ঝিরিঝিরি আবার কখনো প্রবল বৃষ্টি চলাকালে বজ্রপাতে তাঁরা মারা যান।

মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার কেশবপুর গ্রামের মিজানুর রহমান (৩৫), যশোর সদর উপজেলার খোলাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা এবং বসুন্দিয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল হাকিম সরদার (৬৫), কেশবপুরের বেলোকাটি গ্রামের শামীম হোসেন (২৫), রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার দানগাছি গ্রামের ফজেল আলী (৩৯), নোয়াখালী সদর উপজেলার পূর্ব চরমটুয়া গ্রামের মো. সাঈদ হোসেন (২৯) ও গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার লখন্ডা গ্রামের সমীর বাড়ৈ (৩৫)।

গতকাল সকালে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার জ্যোতিডাঙ্গা বিলে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে মাছ ধরতে নেমেছিলেন মিজানুর রহমান। আশা ছিল ঘরে ফিরবেন টাটকা মাছ নিয়ে। কিন্তু মাছ ধরতে যাওয়ার পর হঠাৎ শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হয়েছে।

গতকাল সকাল আটটার দিকে যশোর সদর উপজেলার গাইদগাছি গ্রামের মাছের খামারে যান বিএনপি নেতা আবদুল হাকিম সরদার। তখন বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি আবুল হাসনাত খান বলেন, সকালে ঘেরে মাছ শিকার করতে গিয়ে বজ্রপাতে ওই ব্যক্তি মারা যান।

গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে কেশবপুর উপজেলার সাগরদত্তকাটি গ্রামের কেরামত গাজীর মাছের ঘেরে কাজ করছিলেন বেলোকাটি গ্রামের শামীম হোসেন। এ সময় প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বজ্রপাতে তিনি মারা যান।

রাজশাহীর বাগমারায় গতকাল সকালে খালে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে মারা যান ভবানীগঞ্জ পৌরসভার দানগাছি গ্রামের ফজেল আলী। স্বজনেরা জানান, ফজেল আলী জাল নিয়ে বাড়ির পাশের বন্দির খালে মাছ ধরতে যান। এ সময় বৃষ্টি পড়ছিল। সকাল সাতটার দিকে বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নোয়াখালী সদর উপজেলার পূর্ব চরমটুয়া গ্রামে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে মো. সাঈদ হোসেন মারা গেছেন। পেশায় তিনি দিনমজুর ছিলেন।

মঙ্গলবার রাতে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার লখন্ডা গ্রামে বিলে মাছ ধরছিলেন সমীর বাড়ৈ (৩৫)। এ সময় বজ্রপাতে তিনি মারা যান।

বজ্রপাতে পুড়ল বসতবাড়ি

কুমিল্লার তিতাস উপজেলার জিয়ারকান্দি গ্রামে বজ্রপাতে স্থানীয় মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লার বসতবাড়ি পুড়ে গেছে। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দাউদকান্দি ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক এরশাদ হোসাইন বলেন, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে আশপাশের কয়েকটি বসতঘর রক্ষা পায়। পরিবারের সদস্যরা প্রাণে বাঁচলেও ঘরের কোনো মালামাল রক্ষা করতে পারেননি।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *রংপুর* ও *নোয়াখালী* এবং **প্রতিনিধি**, *তারাগঞ্জ, রংপুর; দাউদকান্দি, কুমিল্লা; বাগমারা, রাজশাহী; কেশবপুর, যশোর; গোপালগঞ্জ ও যশোর অফিস*]

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৭ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Thursday 2 October 2025

সুন্দরবনে কুমিরের আক্রমণে জেলের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের পূর্ব-সুন্দরবনে কুমিরের আক্রমণে মৃত সুব্রত মন্ডল (৩২) নামের একজন জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল খাল সাতরাতে গিয়ে সুব্রত মন্ডল কুমিরের আক্রমনে পড়ে নিখোঁজ হয়। কুমিরে টেনে নেওয়ার প্রায় সাত ঘণ্টা পর তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সুন্দরবনের করমজল পর্যটন ও বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাওলাদার আজাদ কবির এ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন নিহত সুব্রত খুলনার দাকোপ উপজেলার ঢাংমারী এলাকার কুমুদ মন্ডলের ছেলে। পেশায় তিনি একজন জেলে ছিলেন।

বনবিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সকালে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের ঢাংমারী স্টেশন থেকে সরকারি রাজস্ব দিয়ে পাশ সংগ্রহ করে সুব্রতসহ কয়েকজন জেলে কাঁকড়া ধরতে বনে প্রবেশ করেন। আমুরবুনিয়া গ্রাম থেকে হেঁটে জোংড়া এলাকায় যান তারা। পথে নদীখাল সাঁতরে পার হন। কাঁকড়া সংগ্রহ করে সুন্দরবন থেকে ফেরার পথে বিকাল ৩টার দিকে করমজল খাল সাঁতরে পার হওয়ার সময় একটি কুমির সুব্রতকে টেনে পানির নিচে নিয়ে যায়।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ১৭ আশ্বিন ১৪৩
Thursday 2 October 2025

কেশবপুরে ঘেরে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

কেশবপুরে বজ্রপাতে এক ঘের শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সকালে উপজেলার সাগরদত্তকাটি গ্রামের একটি মৎস্য খামারে এঘটনা ঘটে। প্রতিদিনের ন্যায় বুধবার পাশ্ববর্তী সাগরদত্তকাটি গ্রামের আমতলা বিলের মৎস্য ঘেরে কাজ করছিলেন উপজেলার বেলোকাটি গ্রামের আবু সাঈদ সরদারের ছেলে শামিম হোসেন (২৫)। সকালের বৃষ্টির মুহূর্তে হঠাৎ বজ্রপাতের সৃষ্টি হলে তার শরীর ঝলসে গিয়ে মারাত্মক আহত হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি পিতা, মাতা, স্ত্রী ও ৩ বছরের একটি ছেলে সন্তান রেখে গেছেন। কেশবপুর থানা পুলিশ এঘটনার সত্যতা নিশ্চিৎ করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৮ আশ্বিন ১৪৩২, ৩ অক্টোবর ২০২৫

কাঁচপুর সেতুতে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় দুই ট্রাকচালক নিহত

■ সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁচপুর সেতুর ওপর অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় দুই ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকামুখী লেন থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন—ময়মনসিংহের রহমতপুর এলাকার রাকিব ও রংপুরের সাগর।

শিমরাইল হাইওয়ে থানার ওসি জুলহাস উদ্দিন বলেন, 'ভোর ৪টা থেকে পৌনে ৬টার মধ্যে যে কোনো সময় ঘটনাটি ঘটেছে। ব্রিজের ওপরেই ট্রাক দুটি ছিল। কাঁচপুর ব্রিজের যে অংশে ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। তবে ঘটনাটি ঠিক কীভাবে ঘটেছে তা তদন্ত করছে পুলিশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৮ আশ্বিন ১৪৩২, ৩ অক্টোবর ২০২৫

পাথরঘাটায় বলেশ্বর নদে নিখোঁজ জেলের মরদেহ ২০ ঘণ্টা পর উদ্ধার

■ পাথরঘাটা (বরগুনা) সংবাদদাতা

বরগুনার পাথরঘাটায় বলেশ্বর নদে মাছ ধরতে গিয়ে মো. ছিদ্দিকুর রহমান (৩০) নামে এক জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। গত বুধবার রাত আটটার দিকে তিনি উপজেলার সদর ইউনিয়নের বড় টেংরা গ্রাম থেকে একটি ছোট নৌকা ও জাল নিয়ে প্রতিদিনের মতো নদীতে মাছ ধরতে যান। ভোর ৫টার দিকে বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও যথাসময়ে বাড়ি না ফেরায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল চারটার দিকে বলেশ্বর নদের বিহঙ্গ নামক দ্বীপ থেকে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সমাজকর্মীদের সাহায্যে প্রায় ২০ ঘণ্টা পর তার লাশ উদ্ধার করে বাড়িতে আনা হয়েছে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ সময় বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি। ধারণা করা হচ্ছে তিনি নদীতে ডুবে গেছেন। গভীর রাতে বজ্রপাতের কারণে হয়তো-বা তার মৃত্যু হয়েছে, এমনটাও জানালেন পরিবারের সদস্যরা।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ৩ অক্টোবর ২০২৫,

মুন্সিগঞ্জ

মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে শ্রমিকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল উপজেলার জামালদী এলাকার মেঘনা সেতুর নিচ থেকে ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। নিহত ব্যক্তির নাম আবুবকর সিদ্দিক। তিনি নওগাঁর সদর উপজেলার আবাসপুর গ্রামের প্রয়াত পরেশ আলী মণ্ডলের ছেলে। আবুবকর সিদ্দিক পরিবারের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয় থাকতেন। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন। এর আগে গত বুধবার মাছ ধরার সময় পানিতে পড়ে নিখোঁজ হন আবুবকর সিদ্দিক। নিখোঁজের পর থেকে উদ্ধার অভিযান চালায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, বুধবার সকাল ৯টার দিকে গজারিয়ার জামালদী এলাকায় মেঘনা সেতুর নিচে ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে পড়ে নিখোঁজ হন আবুবকর সিদ্দিক। খবর পেয়ে বুধবার থেকেই মুন্সিগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের ডুবুরি দল অভিযান শুরু করে। গতকাল বেলা ১১টার দিকে দুর্ঘটনাকবলিত স্থানে আবুবকর সিদ্দিকের লাশটি ভেসে ওঠে। পরে লাশটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

যুগান্তর | শুক্রবার ৩ অক্টোবর ২০২৫ | ১৮ আশ্বিন ১৪৩২

বাস উলটে দোকানে নারীসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

ফেনীর সিলোনিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই নারীসহ তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের সিলোনিয়া বাজারসংলগ্ন লাকি রোডের মুখে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সাত স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ১০ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও বগুড়ায় তিন চালক, ঝিনাইদহে শিশুসহ দুজন, নাটোরে যুবক, নওগাঁয় ইউপি চেয়ারম্যান, পাবনায় আরোহীসহ দুজন ও দিনাজপুরে শিক্ষার্থী রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

পাবনা ও ঈশ্বরদী : ঈশ্বরদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন—মোটরসাইকেল আরোহী দিব্য কুমার কুন্ড ও ট্রাকচালক সবুজ মিয়া। বৃহস্পতিবার ঈশ্বরদী-রাজশাহী মহাসড়কের গোপালপুরে ও পাবনা-ঈশ্বরদী মহাসড়কের হারুখালী এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। সবুজ পাবনা সদর উপজেলার টেবুনিয়া বড়মাটিয়া গ্রামের খোকন প্রামানিকের ছেলে ও দিব্য ঈশ্বরদী উপজেলার আরাবাড়িয়া গ্রামের পীযূষ কুন্ডুর ছেলে।

ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহে বাস-ইঞ্জিনচালিত ভ্যান সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—ভ্যানচালক সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের নজরুল ইসলাম ও লেবুতলা গ্রামের শিশু শিফাত। বৃহস্পতিবার দুপুরে আঠারো মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ অক্টোবর ২০২৫

গফরগাঁওয়ে বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

■ গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে রবি মিয়া (৪০) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে উপজেলার [illegible] নার পূর্ব গোলাবাড়ি গ্রামে এ [illegible] ঘটে। নিহত রবি মিয়া পূর্ব গোলাবাড়ি গ্রামের বাইগাটেক এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার বিকালে বৃষ্টির মধ্যে জেলে রবি মিয়া বাড়ির পাশে বিলে নৌকা দিয়ে মাছ ধরতে যান। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। পাগলা থানার ওসি ফেরদৌস আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩ অক্টোবর ২০২৫

ফেনীতে বাস উলটে দোকানে পড়ে নিহত ৩

পৃথক স্থানে আরো চার জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

ফেনীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উলটে দোকানে পড়ায় তিন জন নিহত হয়েছে। এছাড়া পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরো চার জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন। গতকাল বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নন্দীগ্রাম (বগুড়া) সংবাদদাতা : নন্দীগ্রামে গরু বোঝাই ভটভটি উলটে চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম শাহিনুর রহমান শাহীন (২৮)। দুর্ঘটনায় চার জন গরু ব্যবসায়ী গুরুতর আহত হয়েছেন। সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার ওমরপুর-তালোড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের থালতা মাঝগ্রাম ইউনিয়নের আগাপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিনুর রহমান শাহীন থালতা মাঝগ্রাম ইউনিয়নের পাঠান মির্জাপুর গ্রামের রেজাউল করিমের ছেলে। নন্দীগ্রাম থানার ওসি ফইম উদ্দিন বলেন, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ না থাকায় লাশ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন | রবিবার ॥ ৫ অক্টোবর ২০২৫

ঝড়ে লন্ডভন্ড ঘরবাড়ি, জেলের মৃত্যু

নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁর পত্নীতলা, ধামইরহাট, মহাদেবপুর ও সদর উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় ওপর দিয়ে গতকাল বিকালে আকস্মিক ঝড় বয়ে গেছে। প্রায় আধঘণ্টার এ ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে শতাধিক ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ফসলের জমি। বহু গাছ উপড়ে পড়েছে, বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় অনেক এলাকা এখনো অন্ধকারে। এ সময় বজ্রপাতে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম বসু (৬০)। তিনি তার বাড়ি সদর উপজেলার হাঁসাইগাড়ি এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে প্রবল বেগে ঝড়, সঙ্গে মেঘের গর্জন শুরু হয়। এর কিছুক্ষণ পর শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। এতে লন্ডভন্ড হয় ঘরবাড়ি-দোকানপাট ও গাছপালা। বিশেষ করে পত্নীতলা উপজেলার মাতাজী, ভাবিচা মোড়, কাঁটাবাড়ি, মহাদেবপুর উপজেলার বিলশিকারী, দেওয়ানপুর, ধামইরহাট ও সদর উপজেলায়সহ কয়েকটি এলাকার লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে। এ সময় সদর উপজেলার হাঁসাইগাড়ি এলাকায় মাছ ধরতে গিয়ে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে।

ইউপি সদস্য বিপুল মন্ডল জানান, 'মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে। বহু পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। বিদ্যুৎবিহীন রয়েছে অনেক এলাকা।' বিদ্যুৎ বিভাগ জানায়, 'অনেক খুঁটি পড়ে গেছে, দ্রুত মেরামতের কাজ চলছে।' নওগাঁর জেলা প্রশাসক আবদুল আউয়াল বলেন, 'উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ ও সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৯ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Saturday 4 October 2025

দর্শনায় ট্রেনের ধাক্কায় ভ্যানচালকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ট্রেন দুর্ঘটনায় সোবদুল (৪০) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোরে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সোবদুল দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজ শেখের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, জীবিকার তাগিদে ভ্যান চালাতেন সোবদুল। তবে তিনি হঠাৎ করেই প্রায় সময় ঘুমিয়ে পড়তেন যেখানে সেখানে। দুর্ঘটনার দিন ভোরে তিনি মা ও শিশু হাসপাতালের পাশের রেললাইনের ধারে শুয়ে ছিলেন। ওই সময় ট্রেনের আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি।

এ বিষয়ে দর্শনা জিআরপি ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই রফিকুল ইসলাম বলেন, সোবদুল সারারাত জেগে থাকতেন ও ভ্যান চালাতেন। এর ফলে দিনে অচেতনভাবে যেখানে-সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। ধারণা করা হচ্ছে, ঘটনার সময়ও তিনি রেললাইনের পাশে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে দর্শনা হয়ে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল বেনাপোল এক্সপ্রেস। ট্রেনটি হল্ট স্টেশন অতিক্রম করার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর
শনিবার ৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২

নারী ও যুবকসহ সড়কে ঝরল ৬

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে গাজীপুরে দুই অটোযাত্রীসহ তিনজন, চট্টগ্রামে সাইকেল আরোহী, ঢাকার ধামরাইয়ে কিশোরী ও মাদারীপুরে গৃহবধূ রয়েছেন। এছাড়া ময়মনসিংহে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

কালীগঞ্জ ও কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালীগঞ্জে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার দুই যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। এরা হলেন—নরসিংদীর মনোহরদী থানার সুকুন্দি গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে অলিউল্লাহ ও ময়মনসিংহের তারাকান্দার পাগুলি পশ্চিমচর গ্রামের শুক্কুর মাহমুদের ছেলে আবু তালেব। শুক্রবার সকালে টঙ্গী-ঘোড়াশাল বাইপাস সড়কের দেওপাড়া চত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় শিশুসহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন। এছাড়া কালিয়াকৈরে দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে কুয়েত প্রবাসী শংকর মালো প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার বংশীবাড়ি কলেজ রোড এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। শংকর মালো উপজেলার ডুবাইল এলাকার মনমোহন চন্দ মালোর ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২০ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Sunday 5 October 2025

চান্দিনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, চান্দিনা (কুমিল্লা)

কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. নাজিম উদ্দিন (৪০) নামে গণতান্ত্রিক যুবদলের এক নেতার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বেলাশ্বর গ্রামে নিজ বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নাজিম উদ্দিন বেলাশ্বর গ্রামের প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাশেমের ছেলে। তিনি চান্দিনা পৌর এলডিপি গণতান্ত্রিক যুবদলের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পেশাগতভাবে তিনি একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রাতে তার নিজ বাড়িতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি চার্জে দেন চালক। চালক চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর অটোরিকশাটি বিদ্যুতায়িত হয়ে হঠাৎ হর্ণ বাজতে থাকে। হর্ণ বন্ধ করতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরিবারের সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের মামা মো. আব্দুল ওয়াদুদ শেখ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রাত সাড়ে ১১টায় জানান, রাতে এমন দুর্ঘটনা ঘটবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। নাজিম একজন ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তার মৃত্যু আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

নাজিম উদ্দিনের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহকর্মী, প্রতিবেশী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

যুগান্তর
রোববার ৫ অক্টোবর ২০২৫

কোনাবাড়ীতে মেশিনের ভেতর পড়ে নিটিং শ্রমিক নিহত

কাশিমপুর-কোনাবাড়ী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে মেশিনের ভেতরে পড়ে হাসান (১৭) নামের এক নিটিং শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত ৩টার দিকে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে নিহত শ্রমিকের দাদা আব্দুর রশীদ ভূঁইয়া। তিনি জানান, আমার নাতি হাসান রেন্ড ড্রপ নিটিং কারখানায় চাকরি করে। প্রতিদিনের ন্যায় সে রাত ৮টার সময় তার কর্মস্থলে যোগদান করে। রাত ৩টার একটু আগে জানতে পারি ওই কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। পরে ওই কারখানা কর্তৃপক্ষ তাকে কোনাবাড়ী ক্লিনিকে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত হাসান ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার রুপ্সদী গ্রামের মানিক ভূঁইয়ার ছেলে। হাসানের পরিবার জানান রাত ৪টার দিকে নিহত হাসানের নিথর দেহটি নিয়ে আসা হয় কোনাবাড়ীর জরুন এলাকায় হাসানের দাদার বাড়িতে। এ বিষয়ে কোনাবাড়ী থানার ইন্সপেক্টর তদন্ত আসিফ ইকবাল জানান, কারখানায় ডিউটি করা অবস্থায় ঘুম ঘুম ভাব ছিল তার। ওই সময় কোনোভাবে মেশিনের ভেতরে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৪ আশ্বিন ১৪৩২, ৯ অক্টোবর ২০২৫

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাত বাংলাদেশি নিহত

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানের দুকুম সিদরা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বজনরা। গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানান তারা। নিহতদের বাড়ি চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায়। তবে এ বিষয়ে ওমানের বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি। খবর বাংলা ট্রিবিউনের।

স্বজনদের ভাষ্যমতে, নিহতরা হলেন আমিন সওদাগর, রকি, আরজু, বাবলু, সাহাবুদ্দিন, জুয়েল ও রনি। প্রত্যক্ষদর্শী এক বাংলাদেশি জানিয়েছেন, তারা সাগরে মাছ ধরার কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে গাড়ির বেপরোয়া গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের লাশ দুকুম হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি তার।

স্বজনরা জানিয়েছেন, বুধবার বিকালে তারা খবর পেয়েছেন সাগরে মাছ ধরা শেষে মাইক্রোবাসযোগে বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় সড়ক দুর্ঘটনায় তাদের গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে ঘনাস্থলেই সাত জনের মৃত্যু হয়।

নিহত বাবলুর ভাই আলমগীর হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'আমার ভাই ওমানে থাকে। সেখানে সাগরে মাছ ধরার কাজ করে। বুধবার বিকালে মাছ ধরা শেষে বাসায় ফেরার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় আমার ভাইসহ সাত জন মারা গেছে বলে শুনেছি। তাদের সাত জনের বাড়ি সন্দ্বীপে।'

সন্দ্বীপ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মংচিংনু মারমা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় সন্দ্বীপ উপজেলার সাত জন প্রবাসী মারা গেছেন বলে শুনেছি। এ বিষয়ে তাদের পরিবার প্রশাসনিক সহযোগিতার জন্য এলে আমরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করব। এ ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছি।'

যুগান্তর | শুক্রবার ১০ অক্টোবর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২

তাড়াশে নসিমনের ধাক্কায় ভাইবোনসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে নসিমনের ধাক্কায় ভাইবোনসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার তাড়াশ-মহিষলুটি আঞ্চলিক সড়কের উলিপুর ব্রিজের পূর্বপাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় আরও পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে চট্টগ্রামে দুই যুবক, বগুড়ায় গৃহবধূ, রাজশাহীতে জামায়াতকর্মী এবং খাগড়াছড়িতে বৃদ্ধ রয়েছেন। নারায়ণগঞ্জে বাস উলটে খাদে পড়ে নারী-শিশুসহ ১৫ জন আহত হয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সিরাজগঞ্জ : নিহতরা হলেন—তাড়াশ পৌর শহরের দক্ষিণপাড়া মহল্লার রফিকুল ইসলামের ছেলে মো. জনি, তার আট মাসের বোন তুবা ও কোহিত গ্রামের বাহাদুর আলীর ছেলে অটোরিকশাচালক হাইফোত হোসেন। সকালে গরুবোঝাই নসিমন নওগাঁয় হাটের দিকে যাওয়ার সময় অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক হাইফোত, অটোরিকশায় থাকা শিশু জনি ও তার বোন তুবা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা জনি ও হাইফোতকে উদ্ধার করে তাড়াশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে তুবাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিরাজগঞ্জ শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২

গুলশানে বাইকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন রিকশাচালক

তিন জেলায় দুর্ঘটনায় নিহত আরও ৩

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর গুলশানে বেপরোয়া মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত রিকশাচালক দেলোয়ার হোসেন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে গুলশানের আজাদ মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া তিন স্থানে দুর্ঘটনায় আরও তিনজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গাজীপুরে মোটরসাইকেলচালক, জামালপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং কুষ্টিয়ায় পথচারী রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : নিহত দেলোয়ারের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার আন্ধা এলাকায়। তার বাবার নাম তারা মিয়া। বর্তমানে তিনি রাজধানীর মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। রাত আড়াইটার দিকে দেলোয়ার তার ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ে গুলশান আজাদ মসজিদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান।

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) : বকশীগঞ্জে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম দফাদারের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের মির্ধাপাড়া স্কুলবন্দর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নজরুল মির্ধাপাড়া মৃত হোসেন আলীর ছেলে।

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর এলাকায় কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক দাবিরুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে উপজেলার সফিপুর ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দাবিরুল দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার রকিব মিয়ার ছেলে।

কুমারখালী (কুষ্টিয়া) : কুমারখালীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী সনদ কুমার শীল নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তেবাড়িয়া শহীদ গোলাম কিবরিয়া সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সনদ কুমার তেবাড়িয়া গ্রামের মৃত কুঞ্জলাল শীলের ছেলে।

সংবাদ
Dhaka : Friday 10 October 2025

মহেশপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মহেশপুর (ঝিনাইদহ)

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট জালাল উদ্দিন (৪৮) নামের এক কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে উপজেলার শ্যামকুড় পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জালাল উদ্দিন ওই গ্রামের সোহরাব উদ্দিনের ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে জালাল উদ্দিন নিজের বাড়ি থেকে বের হয়ে ড্রাগন ফলের বাগানে কাজ করতে যান। দুপুর গড়িয়ে গেলেও তিনি বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে সন্ধ্যার দিকে নয়াপাড়া গ্রামের নিকটবর্তী নিজ বাগানে নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্বজনরা। পরিবারের সদস্যরা জানান, বাগানে কাজ করার সময় জমিতে টানানো বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

মহেশপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়েছি, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলো • রোববার, ১২ অক্টোবর ২০২৫

তাড়াইল

মাছ শিকারে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু

কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে হাওরে মাছ শিকারে গিয়ে বজ্রপাতে বজলু মিয়া (৪৮) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার জাওয়ার ইউনিয়নের বোরগাঁও গ্রামের চিকনী হাওরে এ ঘটনা ঘটে। মৃত বজলু মিয়া বোরগাঁও গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো শনিবার বিলে মাছ শিকারে যান বজলু মিয়া। তবে ভোর থেকেই আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং মাঝেমধ্যে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায় এবং মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় বজ্রঘাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় আহত দুজনের নাম জানা যায়নি। তাড়াইল থানার ওসি সাব্বির রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সকালে বজলু মিয়া মাছ ধরতে হাওরে গেলে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। একপর্যায়ে বজলু মিয়ার ওপর বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পাশে থাকা আরও দুজন সামান্য আহত হয়েছেন।

প্রতিনিধি, *কিশোরগঞ্জ*

যুগান্তর
রোববার ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২

আশুলিয়ায় সেপটিক ট্যাংক বিস্ফোরণে নিহত ১ আহত ৫

আশুলিয়া (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় সেপটিক ট্যাংক বিস্ফোরণে ১ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ৩টায় আশুলিয়ার ধামসোনা ইউনিয়নের ভাদাইলের রহমতুল্লাহর টিনশেড বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান শনিবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নিহত ব্যক্তির নাম রাব্বানী। তিনি ওই টিনশেড বাড়ির ম্যানেজার ছিলেন। তার বাড়ি বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলায়। আহতরা হলেন রোহান, ইমান আলী, ফারিয়া বেগম রত্না, ইশরাত জাহান প্রিয়া ও সোনিয়া আক্তার। তারা ওই বাড়ির ভাড়াটিয়া।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ অক্টোবর ২০২৫

গোপালগঞ্জে পিকআপের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে পিকআপের ধাক্কায় এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম পরেশ বালা (৬০)। গতকাল শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার কংশুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পরেশ বালা গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার আড়ুয়া কংশুর গ্রামের মৃত রূপচাঁদ বালার ছেলে।

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বৌলতলী পুলিশ ফাঁড়ির এস আই এমানুর রহমান জানিয়েছেন, চালক বেপরোয়া গতিতে পিকআপ চালিয়ে যাচ্ছিল। পিকআপটি কংশুর নামক স্থানে পথচারী পরেশ বালাকে ধাক্কা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরেশ বালা জমিতে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। লাশ উদ্ধার করার পর আবেদনের প্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই দুপুরে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ঐ পুলিশ কর্মকর্তা।

যুগান্তর | শনিবার ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২

সড়কে রাবি শিক্ষক নিহত সহকর্মী হাসপাতালে

যুগান্তর ডেস্ক

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. শিব শংকর রায় প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে রাজশাহী মহানগরীর নওহাটা জুটমিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে পিকআপচাপায় স্বামী নিহত ও স্ত্রী গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় দুই স্থানে আরও দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকার দোহারে যুবক এবং কুমিল্লায় অটোযাত্রী রয়েছেন।

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) : মীরসরাইয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে স্বামী মনিরুল ইসলাম নিহত হয়েছেন এবং স্ত্রী গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শুক্রবার বিকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই উপজেলার সোনাপাহাড় ফেবো ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাদের বাড়ি গাইবান্ধা সদর থানার এলাকায়। এই দম্পতি চট্টগ্রামের ইপিজেড এলাকায় গার্মেন্টে চাকরি করতেন। জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক বোরহান উদ্দিন জানান, মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। এর পরপরই পেছন থেকে আসা পিকআপ তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী নিহত হন। গুরুতর আহত স্ত্রীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫.

সড়কে প্রাণ গেল রাবি শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

মোটরসাইকেলযোগে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. শিব শংকর রায়। এ সময় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান মারাত্মকভাবে আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের পবা থানাধীন নওহাটা জুট মিলের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, শুক্রবার সকালে টিকিট বড়শিতে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেলে করে বের হয়েছিলেন তারা দুজন। অধ্যাপক আসাদুজ্জামান মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। পেছনে বসে ছিলেন অধ্যাপক শিব শংকর। নওহাটা এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার হন তারা। তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা তাদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা অধ্যাপক শিব শংকর রায়কে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রাবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান একটি পোস্ট দিয়ে লিখেছেন, অসীমে ভালো থাকবেন স্যার। সড়ক দুর্ঘটনায় আজ সকালে (গতকাল) আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শিব শংকর রায়। স্যারের আত্মার শান্তি কামনা করছি। অপরজন দর্শন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বাদশা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সকালে মাছ ধরতে যাওয়ার পথে নওহাটা আনসার ক্যাম্পের অদূরে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

পবা থানার ওসি মনিরুল ইসলাম বলেন, তারা দুজন নওগাঁর দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় নওহাটা জুট মিলের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে এটি কীভাবে ঘটল সেটি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কোনো গাড়ির ধাক্কায়, নাকি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারা দুর্ঘটনার শিকার হন এটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে তাদের মোটরসাইকেলের সামনের অংশ খুলে গেছে। এতেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারেন। আবার কোনো গাড়ির ধাক্কাও হয়ে থাকতে পারে। স্থানীয় একজনকে পাওয়া গেছে, যিনি ঘটনার পরপরই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওই ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছেন, তিনি জোরে শব্দ পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখেন একটি মোটরসাইকেল ও দুজন পড়ে আছেন। এ সময় কোনো যানবাহন তিনি দেখেননি।

ওসি জানান, স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় দ্রুত উদ্ধার করে দুজনকেই রামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে একজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আরেকজনের চিকিৎসা চলছে।

অ্যাম্বুলেন্সে ট্রাকের ধাক্কায় কারখানা কর্মীর মৃত্যু, আহত ৩: টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে, অ্যাম্বুলেন্সে বালু বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় এক কারখানা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছেন অ্যাম্বুলেন্স চালকসহ অন্য আরও দুই কারখানা কর্মী। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর ধেরুয়া এলাকার নাসির গ্লাস ফ্যাক্টরির সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নাসির গ্লাস ফ্যাক্টরির আব্দুল্লাহ (১৮) নামের কর্মী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার কামারদহ গ্রামের আলম মোল্লার ছেলে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ ছাড়া একই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত বায়েজিদ, জীবন ও অ্যাম্বুলেন্স চালক মোহাম্মদ শামীম আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন গোড়াই হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক আনিসুর রহমান। আহতরা সবাই চিকিৎসাধীন। উপপরিদর্শক আনিসুর রহমান বলেন, সন্ধ্যায় অ্যাম্বুলেন্সটি মহাসড়কে থেমে ছিল। সে সময় নাসির গ্লাস ফ্যাক্টরির কিছু কর্মী ও অ্যাম্বুলেন্সটির আশপাশে অবস্থান করছিল। এমন সময় ঢাকা মুখী বালুবোঝাই একটি ট্রাক অ্যাম্বুলেন্সটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। গোড়াই হাইওয়ে থানার ওসি

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ অক্টোবর ২০২৫.

মুন্সীগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে ও গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার হাসাড়া এলাকায় দুই বাসের সংঘর্ষে এক জন নিহত ও অন্তত তিন জন আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, মাওয়ামুখী এক্সপ্রেসওয়ের হাসাড়া এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা হানিফ পরিবহনের একটি বাসকে পেছন দিক থেকে দ্রুতগামী ইমাদ পরিবহনের একটি বাস ধাক্কা মারে। এতে ঘটনাস্থলেই ইমাদ পরিবহনের হেলপার শরিয়াতউল্লাহ (২০) নিহত হন। তিনি পিরোজপুর জেলার হরিনা গাজিপুর গ্রামের জামাল হোসেনের ছেলে। এ দুর্ঘটনায় আরো তিন জন আহত হয়েছে বলে জানান ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা।

গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, গাজীপুরে পৃথক মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত ও দুইজন আহত হয়েছেন। গত শনিবারর রাতে রাজেন্দ্রপুর ও ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— কালিয়াকৈরের কাঁথাচোরা এলাকার ইমরান হোসেন ইমু (১৯) ও তার বন্ধু গাজীপুর সদর উপজেলার পিরোজালী এলাকার শাহরিয়ার নাসির (১৮) এবং অন্যজন হলেন নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানার কিসমতপাড়ার মো. রিয়াজ (১৯)।

পুলিশ ও স্থানীয়ভাবে জানা গেছে, শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ইমরান হোসেন ইমু বন্ধু শাহরিয়ার নাসিরকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে রাজেন্দ্রপুর যাচ্ছিল। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের নান্দুয়াইন এলাকায় পৌঁছালে অজ্ঞাত একটি যানবাহন তাদের চাপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার আধাঘণ্টা পর মহানগরীর গাজীপুর-ঢাকা সড়কের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে প্রাইভেট কারের সঙ্গে একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলের পেছনে থাকা রিয়াজ সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক ১২ অক্টোবর ২০২৫

রাইস মিলের বয়লারের গরম পানিতে পাঁচ শ্রমিক দগ্ধ

■ মাগুরা প্রতিনিধি

মাগুরা সদর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামে একটি রাইস মিলের বয়লারের পানি পরিবর্তন করার সময় গরম পানিতে পাঁচ জন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছে। তাদের মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত শ্রমিকরা হলেন সবুজ, রেজোয়ান, শিপন, শাহিন ও অনুকূল। এদের বাড়ি মাগুরা ও ফরিদপুরে।

রাইস মিলের অন্য শ্রমিকরা জানান, ঐ রাইস মিলে আট জন শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। গত দুদিন মিলটি বন্ধ ছিল। গতকাল শনিবার পাঁচ জন শ্রমিক মিলটির বয়লারের পানি পরিবর্তনের সময় নাট খোলার পর বয়লারের গরম পানি ওপরের দিকে উঠে এসে পাঁচ জন শ্রমিক দগ্ধ হন।

এদের মধ্যে দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত পাঁচ জন শ্রমিককে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা আরো বলেন, মিল দুদিন বন্ধ থাকায় তাদের ধারণা ছিল বয়লারের পানি ঠান্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু পানি প্রচণ্ড গরম থাকায় পাঁচ জন শ্রমিক গুরুতর আহত ও দগ্ধ হন।

যুগান্তর সোমবার ৬ অক্টোবর ২০২৫ ২১ আশ্বিন ১৪৩২

দাঁড়িয়ে থাকা বাসে ধাক্কা, নিহত ১

যুগান্তর ডেস্ক

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কায় চালকের সহকারী নিহত ও চালকসহ ৫ যাত্রী আহত হয়েছেন। এছাড়া ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে আরও ছয়জনের। তাদের মধ্যে মাগুরা সদরে বৃদ্ধ, শরীয়তপুরের নড়িয়ায় মোটরসাইকেল আরোহী, হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে ব্যবসায়ী, মাদারীপুরে ট্রাকচালক, বরিশালের বাবুগঞ্জে অজ্ঞাত বৃদ্ধা ও ভালুকায় জামায়াত নেতা রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

আরও ছয় জেলায় সড়কে ঝরল ৬ প্রাণ

সিরাজদিখান (মুন্সীগঞ্জ) : দাঁড়িয়ে থাকা হানিফ পরিবহণের একটি বাসের পেছনে ইমাদ পরিবহণের যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দেয়। এতে নিহত শরিয়তুল্লা ইমাদ পরিবহণের চালকের সহকারী ছিলেন। তিনি পিরোজপুর সদরের হরিনা গাজীপুর এলাকার জামাল হোসেনের ছেলে। রোববার সিরাজদিখান উপজেলার চালতিপাড়ায় মাওয়াগামী লেনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মাগুরা : তেলবাহী ট্রাকের সঙ্গে গোল্ডেন লাইন পরিবহণের যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে নিহত দীনবন্ধু বিশ্বাস ঝিনাইদহ জেলার বারোবাজার এলাকার বাসিন্দা। রোববার মাগুরা-যশোর সড়কের ভাবনহাটির ঢাল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

শরীয়তপুর : ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত মুন্নুর রহমান মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার টুপি পাড়া গ্রামের মোসলেম মোল্লার ছেলে। রোববার শরীয়তপুর-ঢাকা মহাসড়কের জামতলা বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : ট্রাক ও পিকআপের সংঘর্ষে নিহত আজমত আলী সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার সাদীপুর এলাকার সাজিদ আলীর ছেলে। রোববার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জের দেওপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : ইউনিক পরিবহণের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ট্রাকচালকের পরিচয় জানা যায়নি। শনিবার রাতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার সমাদ্দার এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে।

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) : গাড়ির ধাক্কায় নিহত বৃদ্ধার পরিচয় জানা যায়নি। রোববার সন্ধ্যায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাকুদিয়া নতুনহাটসংলগ্ন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন সেতু এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক ২১ আশ্বিন ১৪৩২ ০৬ অক্টোবর ২০২৫

হোমনায় বজ্রপাতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীসহ তিন জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহ নারায়ণগঞ্জ ও গাইবান্ধায় আরো চার জন নিহত

■ হোমনা (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

হোমনায় বজ্রপাতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীসহ তিন জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় দুই জন আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার বিকালে উপজেলার ঘাগুটিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর খেয়াঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন খোদে দাউদপুর গ্রামের রাহিনুর ইসলামের ছেলে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাশেদুল ইসলাম (২৩), নালা দক্ষিণ গ্রামের মতিউর রহমানের মেয়ে মমতাজ বেগম (৩৭) ও জাকিয়া সুলতানা (২৩)। আহত অটোরিকশাচালক ছামাদ মিয়া ও বাবুল মিয়াকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

হোমনা থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, বজ্রপাতে তিন জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালে সদর উপজেলার আড়মুখি ও শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আড়মুখী গ্রামের আমজাদ বিশ্বাসের ছেলে কৃষক শিমুল বিশ্বাস (৪৫) বাড়ির পাশের মাঠে নিজ জমিতে কাজ করছিলেন। এ সময় বৃষ্টি শুরু হলে অন্যদের সঙ্গে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ঐ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান শিমুল বিশ্বাস। অন্যদিকে একই সময় শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ বাড়ির পাশের মাঠে কাজ করছিলেন। বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে তিনিও বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন তিনি। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিলে তার মৃত্যু হয়।

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের উলুকান্দি গ্রামে বজ্রপাতে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম ওয়াসিম (১৪)। সে স্থানীয় সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। রবিবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে। ওয়াসিম উপজেলার উলুকান্দি গ্রামের দিলা মিয়ার ছেলে।

গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় বজ্রপাতে আব্দুল আজিজ (৪৫) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। গতকাল রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের দিঘলকান্দি চরে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল আজিজ ওই গ্রামের আলহাজ্ব মকবুল হোসেনের ছেলে।

কালের কণ্ঠ সোমবার। ৬ অক্টোবর ২০২৫।

পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে নিহত ৮

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের পাঁচ জেলায় গতকাল রবিবার বজ্রপাতে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লায় বজ্রপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী এবং দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। ঝিনাইদহে ক্ষেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষক নিহত হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জে বজ্রপাতে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

কুমিল্লার হোমনায় বজ্রপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী এবং দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলে উপজেলার ঘাগুটিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের খেয়াঘাটে এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে বেশ কয়েকজন লোক উজানচর-ঘাগুটিয়া খেয়াঘাটে নদী পারাপারের জন্য অপেক্ষা করছিল। এ সময় বজ্রপাতে মমতাজ, জাকিয়া ও রাশেদ গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলেই মমতাজ ও জাকিয়ার মৃত্যু হয়। রাশেদকে গুরুতর আহত অবস্থায় হোমনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকেও মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ও শৈলকুপায় গতকাল সকালে ক্ষেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন সদর উপজেলার আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস এবং শৈলকুপা উপজেলার শেখড়া গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের উলুকান্দি গ্রামে গতকাল বিকেলে বজ্রপাতে মো. ওয়াসিম (১৩) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। সে স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

নওগাঁর রানীনগর উপজেলার গোনা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে গতকাল সকালে বজ্রপাতে জাহের আলী (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি একই গ্রামের আফছার আলীর ছেলে।

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের দীঘলকান্দী গ্রামে গতকাল দুপুরে বজ্রপাতে আব্দুল আজিজ নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি একই গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন নিজস্ব প্রতিবেদক, ঝিনাইদহ এবং কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, গাইবান্ধা, তিতাস-হোমনা (কুমিল্লা) ও রানীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি]

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সোমবার ॥ ৬ অক্টোবর ২০২৫

মেশিনের ভিতরে পড়ে প্রাণ গেল শ্রমিকের

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে মেশিনের ভিতরে পড়ে হাসান (১৭) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাতে রেন্ড ড্রপ নিটিং কারখানায় তার মৃত্যু হয়। হাসান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার রুহুদী গ্রামের মানিক ভুঁইয়ার ছেলে। তিনি কোনাবাড়ীর জরুন এলাকায় থাকতেন। এ ঘটনায় নিহতের পিতা বাদী হয়ে অপমৃত্যু মামলা করেছেন। নিহতের দাদা আবদুর রশীদ জানান, হাসান প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাত ৮টার দিকে কর্মস্থলে যায়। রাত ৩টার দিকে কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে। হাসানকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোনাবাড়ী থানার ওসি সালাহউদ্দিন আহমেদ জানান, কারখানায় ডিউটির সময় হাসানের ঘুম ঘুম ভাব ছিল। অসাবধানতাবশত মেশিনের ভিতরে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

সংবাদ ৮ অক্টোবর ২০২৫

সিংগাইরে নিখোঁজের ২ দিন পর জেলের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, সিংগাইর (মানিকগঞ্জ)

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার চান্দহর ইউনিয়নের ধলেশ্বরী নদী থেকে নিখোঁজের দুই দিন পর ভাসমান অবস্থায় ভজন রাজবংশী (৫৫) নামে এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল রোববার ভোরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ওই ইউনিয়নের ঢালীপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে।

নিহত ভজন রাজবংশী চান্দহর ইউনিয়নের ওয়াইজনগর-মানিকনগর গ্রামের বাসিন্দা এবং মৃত ফকির চান রাজবংশীর ছেলে।

এর আগে গত শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ধলেশ্বরী নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হন ভজন রাজবংশী। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন জেলে থাকলেও ঘটনার সময় কেউ কিছু বুঝে ওঠতে পারেননি।

নিহতের ছোট ভাই বলেন, রাতে একসঙ্গে মাছ ধরছিলাম। হঠাৎ দেখি ভাইয়ের নৌকা একা ভাসছে, কিন্তু তিনি নেই। তবে অনেক চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে পাইনি।

জানা গেছে , ভজন রাজবংশী দীর্ঘদিন ধরে জেলে পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। ওষুধ সেবনের পরেই তিনি নদীতে মাছ ধরতে যান। ধারণা করা হচ্ছে, অসুস্থতা বা অসাবধানতাজনিত কারণে তিনি নৌকা থেকে পড়ে যান এবং সবার অগোচরে পানিতে তলিয়ে যান।

ঘটনার পরদিন, গত শনিবার সকাল থেকে সিংগাইর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের একটি ডুবুরি দল ওই নদীতে উদ্ধার তৎপরতা চালায়। স্থানীয়রাও এতে অংশ নেন।

সিংগাইর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহিবুর রহমান বলেন, স্থানীয়রা ঘটনার বিবরণ স্পষ্টভাবে জানাতে না পারায় উদ্ধারকাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। তবে আমাদের ডুবুরি দল সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।

সিংগাইর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জেওএম তৌফিক আজম ঘটনাটি নিশ্চিত করে জানান, এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

সমকাল

৬ অক্টোবর ২০২৫

উল্লাপাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় দিনমজুরের মৃত্যু

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ঈশ্বরদী-ঢাকা রেলপথে ট্রেনের ধাক্কায় আলহাজ আলী নামের এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে উপজেলার চর ঘাটিনা গ্রামের পাশে এ ঘটনা ঘটে। আলহাজ আলী (৪৫) এই উপজেলার বালসাবাড়ী মহেশপুর গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে। তিনি শ্রবণপ্রতিবন্ধী ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর ২টার দিকে আলহাজ আলী রেলপথ ধরে হেঁটে উল্লাপাড়া স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। দুর্ঘটনার সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একতা আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেনের চালক রেললাইনের পাশে তাঁকে দেখতে পেয়ে হুইসেল দিচ্ছিলেন। কিন্তু আলহাজ শ্রবণপ্রতিবন্ধী হওয়ায় হুইসেল শুনতে পাননি। পরে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তিনি পাশে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে তাঁর স্বজনরা আলহাজের মরদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান। ট্রেনের ধাক্কায় দিনমজুর নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের কর্তব্যরত স্টেশনমাস্টার মনিরুল ইসলাম।

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার । ৭ অক্টোবর ২০২৫

দুই জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

প্রিয় দেশ ডেস্ক ▷

নাটোর ও নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় গতকাল বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা চালকসহ তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন লালপুরের ধলা গ্রামের অটোরিকশাচালক মুনছের আলী (৬৫), যাত্রী একই এলাকার নয়ন হোসেন (২৮) ও কালিকাপুর এলাকার আনছার আলী (৫৫)।

নারায়ণগঞ্জ : ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে মৌমিতা বাসের ধাক্কায় মোজাম্মেল হক (৫৫) নামের এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে দুজন। এ ঘটনায় বাসচালক ও হেলপারকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। গতকাল লিংক রোডের জেলা পরিষদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোজাম্মেল হক ফতুল্লার দক্ষিণ সস্তাপুর এলাকার মোক্তার হোসেনের ছেলে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

মঙ্গলবার ॥ ৭ অক্টোবর ২০২৫

বজ্রপাতে স্কুলছাত্র ও কৃষক নিহত

বৃষ্টির সময় মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে আওয়াল হোসেন (৪৮) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার জয়পুর গ্রামে গতকাল বিকালে এ ঘটনা ঘটে। আওয়াল ওই গ্রামের ওয়াহেদ আলীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল দুপুরের পর থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়। বিকালে বাড়ির সামনের হাওড় থেকে আওয়াল গরু আনতে যান। তখন বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। এদিকে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে গতকাল নিরব (১২) নামে এক স্কুলছাত্র বজ্রপাতে নিহত হয়েছে। টৌটারবাগ এলাকায় গতকাল এ ঘটনা ঘটে। -নেত্রকোনা ও নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫

জাহাঙ্গীরনগরের ছাত্রীসহ পাঁচ জেলায় ৮ জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

ফারহানা ওয়াহেদা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীসহ পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাকের সংঘর্ষে তিনজন ও ফরিদপুরে বাস খাদে পড়ে শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছেন।

মেহেরপুর সদরের ফতেপুরে গতকাল সকালে নিহত হন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ফারহানা ওয়াহেদা। তিনি স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে ট্রাকের নিচে পড়ে যান। ফারহানা ইংরেজি বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

ফারহানা মেহেরপুর পৌর শহরের পেয়াদাপাড়ার রাইহানুল ইসলামের স্ত্রী। রাইহান বলেন, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে শ্বশুরবাড়ি রামদাসপুর গ্রামে যাচ্ছিলেন। একটি ট্রাককে অতিক্রম করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে থাকা ইটের স্তূপের মধ্যে পড়ে যায় মোটরসাইকেলটি। এতে পেছনে থাকা ফারহানা একটি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হন।

টাঙ্গাইলের বাসাইলে গতকাল দুপুরে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে নারীসহ তিনজন নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছেন। হতাহত সবাই বাসযাত্রী। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের সোহরাব আলী সরকার (৭৮), জামালপুরের সরিষাবাড়ীর শিল্পী বেগম (৪২) ও ফাহিম (২২)।

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় গতকাল দুপুরে বাসের ধাক্কায় আরেকটি বাস মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে নিহত হন বরিশালের শামসুন্নাহার বেগম (৪০) ও পটুয়াখালীর রাবেয়া (৮)। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন।

গাজীপুরের শ্রীপুরে মঙ্গলবার রাতে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী কবির হোসেন (৪৫)। এ ঘটনায় তাঁর ১১ বছর বয়সী ছেলে আহত হয়েছে। দিনাজপুরের বিরামপুর পৌর শহরে মহাসড়কে গতকাল সন্ধ্যায় ট্রাকচাপায় নিহত হন ইজিবাইকচালক আতিয়ার রহমান (৫০)।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, অক্টোবর ৭, ২০২৫

সাভারের আশুলিয়ায় গতকাল আয়েশা ক্লদিং কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রায় ২ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সাভার

সাভারের আশুলিয়ায় আয়েশা ক্লদিং নামে একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে জামগড়া এলাকার ফ্যান্টাসি কিংডমের বিপরীতে পলমল গ্রুপের ওই কারখানায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট বেলা সোয়া ২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে আগুনে হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও নিশ্চিত করতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মিডিয়া সেলের স্টেশন অফিসার মো. তালহা বিন জসিম বলেন, 'দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর আসে। পরে জিরাবো ফায়ার স্টেশনের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটও যোগ দেয়। পরে বেলা ২টা ১২ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে।'

কারখানাটির শ্রমিকরা জানান, দুপুরে হঠাৎ করে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। তারপর আগুন জ্বলে ওঠে। এতে সবাই আতঙ্কিত হয়ে বের হয়ে যান।

এদিকে আগুন লাগার খবরে কারখানার আশপাশে উৎসুক জনতা জড়ো হয়। এতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী কাজ শুরু করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যারা গার্মেন্টসের চারপাশে ভিড় করেছিল তাদেরও সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার । ১৬ অক্টোবর ২০২৫

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় জাবি শিক্ষার্থী নিহত

প্রিয় দেশ ডেস্ক ▷

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে ফরিদপুর ও যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের তথ্যে বিস্তারিত :

জাবি : গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেহপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ফারহানা ওয়াহেদ অমি নিহত হয়েছেন।

পুলিশ জানায়, বুধবার সকালে স্বামীর সঙ্গে ফতেহপুর থেকে মোটরসাইকেলে শ্বশুরবাড়ি রামদাসপুরে যাচ্ছিলেন অমি। পথে মোটরসাইকেলটিকে একই দিক থেকে আসা একটি ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অমির। তবে অক্ষত রয়েছেন তাঁর স্বামী।

দুই জেলায় নিহত আরো ৩

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার পূর্ব সদরদী নামক স্থানে গতকাল সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ইউরোলাইন পরিবহন ও শ্যামলী পরিবহনের দুটি গাড়ি পরস্পর ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইউরোলাইনের গাড়িটি খাদে উল্টে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই শামসুন্নাহার বেগম (৪১) মারা যান। এ ঘটনায় আহত রাবেয়া আক্তার (১২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুপুর ২টার দিকে মারা যায়। নিহত রাবেয়া পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লোন্দা গ্রামের হানিফ গাজীর মেয়ে।

অভয়নগর (যশোর) : অভয়নগরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার চেঙ্গুটিয়া বাজারসংলগ্ন যশোর-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালক রফিকুল ইসলাম (৬২) যশোর সদর উপজেলার রামনগর গ্রামের মৃত আনারুল ইসলামের ছেলে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন সোমবার ॥ ১৩ অক্টোবর ২০২৫

সিসা কারখানায় আগুন সাত শ্রমিক দগ্ধ

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীতে সিসা তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে সাত শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। গতকাল সদর উপজেলার পাঁচদোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহতরা হলেন কাদির মিয়ার ছেলে মোজাম্মেল হোসেন (১৯), সাদ্দাম মিয়ার ছেলে হোসেন আলী (২৪) এবং সাদ্দাম হোসেনের ছেলে তাইজুল ইসলাম (২৫)। স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে পুরোনো ব্যাটারি থেকে সিসা তৈরির কারখানা পরিচালনা করে আসছে একটি প্রতিষ্ঠান। সদর থানার ওসি জানান, পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

সমকাল ১৬ অক্টোবর ২০২৫

স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে প্রাণ গেল জাবি ছাত্রীর

সড়ক দুর্ঘটনা

- টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩
- আরও তিন স্থানে গেল শিশুসহ চারজনের প্রাণ

বাস উল্টে চালকের সহকারী নিহত

গোপালগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে পড়ে চালকের সহকারী (হেলপার) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ যাত্রী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার রাতইল হর্টিকালচার সেন্টারের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হেলপারের নাম নাঈম হাওলাদার (১৮)। তিনি খুলনা শহরের সোনাডাঙ্গার ময়লাপোতা পৌর কলনীর বাসিন্দা বিল্টু হাওলাদারের ছেলে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২

নিজ বিয়ের বাজার করতে গিয়ে ট্রাকচাপায় নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

আজ গার্মেন্টি শ্রমিক সুমন আহমেদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। তাই তিনি বিয়ের বাজার করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিধি বাম, পথে ট্রাকচাপায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। বুধবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের জয়পুরা এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। মেহেরপুরে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থী ফারহানা ওয়াহেদা অমির মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে টাঙ্গাইলে তিন বাসযাত্রী, ফরিদপুরে গৃহবধূসহ দুজন, গাজীপুরে ব্যবসায়ী, মুন্সীগঞ্জে যুবক এবং যশোরে আরোহী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৪ অক্টোবর ২০২৫

নিখোঁজ শ্রমিকের লাশ কুশিয়ারায়

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার কুশিয়ারা নদীতে বালু উত্তোলনের সময় নিখোঁজ হওয়া শ্রমিক গোলাম রাব্বির (৩২) লাশ এক দিন পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। গতকাল হবিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল কুশিয়ারা নদীতে অভিযান চালিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। গোলাম রাব্বি বরগুনার আবদুল হকের ছেলে। তিনি অবৈধ বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত একটি বলগেটে শ্রমিক ছিলেন। নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫

আগুনের ঘটনায় নিখোঁজ এক শ্রমিকের স্বজনদের আহাজারি। গতকাল বিকেলে রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে। ছবি : সাজিদ হোসেন

রাসায়নিক গুদামের আগুনে ১৬ মৃত্যু

মিরপুরের রূপনগর

গুদামে আগুন ধরে বিস্ফোরিত হয়ে পাশের চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ভবনের ছাদ ছিল তালাবদ্ধ।

- বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি ৩ জন।
- পোড়া লাশ চেনার উপায় নেই।
- ভবন ও গুদামে অগ্নিনিরাপত্তা নেই, অনুমতিও নেই।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে রাসায়নিক গুদামে লাগা আগুনে পুড়ে অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সব লাশ পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। কোনটি কার লাশ, দেখে বোঝার উপায় নেই। রাসায়নিক গুদামটি টিনশেড দোতলা। এই গুদামে আগুন ধরে বিস্ফোরিত হয়ে পাশের চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে বলে ফায়ার সার্ভিস জানায়।

লাশগুলো চারতলা ভবনের দোতলা ও তিনতলার বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দোতলায় স্মার্ট প্রিন্টিং নামের একটি কারখানায় টি-শার্ট প্রিন্ট করা হয়। আর তিন ও চারতলায় আর এন ফ্যাশন নামের একটি পোশাক কারখানা রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রূপনগর থানাধীন শিয়ালবাড়ির ৩ নম্বর সড়কের একটি ভবন ও একটি রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা চেষ্টার পর সন্ধ্যা সাতটার দিকে ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে রাত ১০টায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাসায়নিক গুদামের আগুন পুরোপুরি নেভেনি। সেখানে কোনো লাশ আছে কি না, ফায়ার সার্ভিস জানাতে পারেনি। এ ঘটনায় দগ্ধ তিনজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

অগ্নিনিরাপত্তা ছিল না

সরেজমিনে দেখা গেছে, ভবনটি চারতলা হলেও ছাদে টিনশেড দিয়ে আরও একটি তলা করা হয়েছে। এই ভবন এবং টিনশেডের রাসায়নিক গুদামে কোনো অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। ভবন ও গুদাম কোনোটিরই ফায়ার সেফটি প্ল্যান বা লাইসেন্স ছিল না।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

রাসায়নিক গুদামের আগুনে ১৬ মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চারতলা ভবনের ওপরের দুটিতে তালা লাগানো ছিল। এ কারণে কারখানা থেকে অনেকেই বের হতে পারেননি।

ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বিস্ফোরণের পর বিষাক্ত সাদা ধোঁয়া বা টক্সিক গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে, যা প্রাণঘাতী ছিল। আগুন খুব দ্রুত পোশাক কারখানার বিভিন্ন তলায় ছড়িয়ে পড়ে। লাশগুলো পাওয়া গেছে দোতলা ও তিনতলার বিভিন্ন স্থানে। ওপরের দুটি তলায় তালা দেওয়া ছিল। এ কারণে আটকে পড়া মানুষ ওপরে বা নিচে পালাতে পারেননি।

রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ড। গতকাল বিকেলে রাজধানীর মিরপুরের শিয়ালবাড়িতে। প্রথম আলো

চারতলা ভবনে ছিল তিনটি প্রতিষ্ঠান

রাতে শিয়ালবাড়ি এলাকায় কথা হয় মোহাম্মদ নাজমুল নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি জানান, চারতলা ভবনের দোতলা ও তিনতলায় থাকা আর এন ফ্যাশনে 'কাটিং মাস্টার' হিসেবে এক বছর ধরে তিনি কাজ করছেন। এ কারখানার মালিক দুজন নজরুল ইসলাম ও রেজাউল ইসলাম। এখানে টি-শার্ট তৈরি করা হয়। ভবনটির নিচতলা ফাঁকা ছিল। দোতলায় স্মার্ট প্রিন্টিং নামের একটি টি-শার্ট প্রিন্টিং কারখানা। চারতলার ছাদে টিনশেড দিয়ে বিসমিল্লাহ ফ্যাশন নামের আরও একটি প্রিন্টিং কারখানা রয়েছে। এর মালিক রাজীব নামের এক ব্যক্তি।

আগুনের ঘটনা সম্পর্কে নাজমুল বলেন, তখন তিনি চারতলায় অবস্থান করছিলেন। সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। ভবনের সামনের দিকে এসে জানালা খুলে দেখেন বিপরীত পাশের রাসায়নিক গুদাম দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুহূর্তেই তাঁদের ভবনের ভেতরে আগুন ধরে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কাপড় দিয়ে নাক ও মুখ বেঁধে ফেলেন। দৌড়ে পেছনের দিকে গিয়ে জানালার গ্রিল ভাঙেন। সেখান থেকে তিনিসহ চারজন পোশাককর্মী চারতলার জানালা দিয়ে পাশের টিনের ছাউনিতে লাফ দেন। এ সময় তিনি তিনতলা থেকে আরও চারজনকে জানালা ভেঙে নামতে দেখেন।

আর এন ফ্যাশনে পাঁচ হাজার সেট ছুড়ির অর্ডার ছিল ব্যবসায়ী কাজী রেমানুল হকের। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর অর্ডারের ছুড়িগুলো তৈরি করা হয়েছিল। এগুলো আগুনে পুড়ে গেছে।

জেলা প্রশাসক তানভীর আহমেদ রাতে ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, এই রাসায়নিক গুদামের কোনো অনুমতি ছিল না।

নিখোঁজ স্বজনদের ভিড়

গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে ঘটনাস্থলের আশপাশে রাসায়নিকের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। রাত ১০টার দিকে এই প্রতিবেদন লেখার সময়ও সেখান থেকে ঝাঁজালো গন্ধ বের হচ্ছিল। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গুদামের আগুন নেভাতে তখনো চেষ্টা করছিলেন। পাশাপাশি উৎসুক জনতার ভিড় ঠেকাতে পুরো এলাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘিরে রেখেছেন। উদ্ধারকাজে স্থানীয় মানুষ সহায়তা করছিলেন। গতকাল দুপুরের পর থেকে সেখানে নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে স্বজনদের ভিড় বাড়ছিল।

গতকাল বিকেলে ও সন্ধ্যার পর নিখোঁজ কয়েকজন পোশাক কারখানার কর্মীর স্বজনদের আহাজারি করতে দেখা যায়। কেউ কেউ সঙ্গে ছবি নিয়ে স্বজনদের সন্ধান করেন। তাঁদের একজন ষাটোর্ধ্ব সুরমা বেগম মেয়ে নার্গিস আক্তারের খোঁজে এসেছেন। মেয়ের পাসপোর্ট সাইজের ছবি হাতে নিয়ে তিনি বলেন, 'আর্মি, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস কেউ কিছু বলতাছে না। ভেতরে কী অবস্থা, মাইয়াডার কিছু হইল কি না, কিছুই জানি না।'

ডিএনএ পরীক্ষার পর লাশ হস্তান্তর

উদ্ধার হওয়া ১৬টি লাশ গতকাল সন্ধ্যার পর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হবে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পরই লাশগুলো স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

গতকাল রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গেও নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজনদের ভিড় করতে দেখা গেছে। মর্গের সামনে মাহিরা (১৪) নামের এক কিশোরীর খোঁজ করছিলেন স্বজনেরা। তার এক স্বজন জানান, এক মাস আগে পোশাক কারখানার কাজে যোগ দিয়েছিল মাহিরা। অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে তার খোঁজ নেই। তার মুঠোফোনটিও বন্ধ।

আর এন ফ্যাশনের কর্মী খালিদ হাসানেরও (৩০) খোঁজে তাঁর বড় বোন সালমা আখতার ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে এসেছেন। তিনি জানান, এক মাস আগে তাঁর ভাই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকতেন। ঘটনার পর থেকে তাঁর ভাই নিখোঁজ।

মেয়ে মারজিয়া ও তাঁর স্বামী জয় মিয়ার খোঁজে মর্গে এসেছেন মো. সুলতান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, অগ্নিকাণ্ডের সময় তাঁর মেয়ে মারজিয়া মুঠোফোনে জানিয়েছিলেন কারখানায় আগুন লেগেছে, তাঁরা বের হতে পারছেন না। এর পর থেকেই তাঁদের আর খোঁজ নেই।

শোক

অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। শোকবার্তায় তিনি বলেন, 'এই দুর্ঘটনায় নিরীহ মানুষের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক। আমরা এই শোকের সময়ে তাদের পরিবারের পাশে আছি।' প্রধান উপদেষ্টা আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেন।

এর আগেও বিভিন্ন সময় ঢাকায় অগ্নিদুর্ঘটনায় অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারান। এর মধ্যে গত বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি বেইলি রোডে গ্রিন কোজি কটেজ ভবনে আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়। ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে পুরান ঢাকার চকবাজারের চুড়িহাট্টায় আগুনে মারা যান ৭১ জন। একই বছরের ২৮ মার্চ বনানীর এফ আর টাওয়ারে আগুনের ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। আর ২০১০ সালের ৩ জুন পুরান ঢাকার নিমতলীতে রাসায়নিকের গুদাম থেকে ছড়িয়ে পড়া আগুনে মারা যান ১২৪ জন। এসব ঘটনায় সরকারি সংস্থাগুলোর অবহেলার বিষয়টি উঠে আসে।

যুগান্তর | শনিবার ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২

চকবাজারে নির্মাণাধীন ভবনে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর চকবাজার নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় এক শ্রমিক প্রাণ
হারিয়েছেন। তার নাম মো. রুবেল। শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে চকবাজার চার
রাস্তার মোড়ে মোল্লা ডাস্টবিনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, লাশ হাসপাতাল
মর্গে রাখা হয়েছে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।
মৃতের সহকর্মী নূর উদ্দিন বলেন, সকালে নির্মাণাধীন দোতলা বিল্ডিংয়ের পাইলিংয়ের
কাজ করার সময় লোহার পাইপ শ্রমিক রুবেলের শরীরের ওপর পড়ে গুরুতর আহত
হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে সকাল পৌনে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ
হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জানা যায়, রুবেলের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর সদরপুর উপজেলার তালপট্টি গ্রামে।
তিনি কৃষি ব্যাংক গলি নন্দীপাড়া মাদারটেক এলাকায় থাকতেন।

বণিক বার্তা শনিবার, অক্টোবর ১৮, ২০২৫

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ট্রেনে কাটা পড়ে নিয়াম মিনা (৪০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে খুলনা-মোংলা রেললাইনের ফকিরহাট উপজেলার ভট্টখামার এলাকার ১৮ নম্বর রেল ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নিয়াম মিনা ভট্টখামার গ্রামের বাসিন্দা। মোংলা রেলস্টেশন মাস্টার এসএম মনির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, বাগেরহাট

কালের কণ্ঠ

। সোমবার । ১৩ অক্টোবর ২০২৫

চুয়াডাঙ্গায় মদপানে ছয়জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ▷

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নে অতিরিক্ত মদপানে ছয়জন মারা গেছেন। গুরুতর অসুস্থ আরো তিনজনকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা সবাই নিম্ন আয়ের পেশাজীবী; কেউ ভ্যানচালক, কেউ মিল শ্রমিক আবার কেউ মাছ ব্যবসায়ী।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই ইউনিয়নের ডিঙ্গেদহ বাজার এলাকায় কয়েকজন মিলে দেশি মদ পান করেন। এরপর একে একে ছয়জনের মৃত্যু হয়। গতকাল রবিবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যুর পর বিষয়টি আলোচনায় আসে।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন—চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নফরকান্দি গ্রামের পূর্ব পাড়ার ভ্যানচালক খেদের আলী (৪০), খেজুরা গ্রামের হাসপাতালপাড়ার মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম (৪০), পিরোজখালী গ্রামের স্কুলপাড়ার ভ্যানচালক মোহাম্মদ লালটু ওরফে রিপু (৩০), শংকরচন্দ্র গ্রামের মাঝেরপাড়ার শ্রমিক মোহাম্মদ শহীদ (৪৫), ডিঙ্গেদহ গ্রামের টাওয়ারপাড়ার মিল শ্রমিক মোহাম্মদ সামির (৫৫) এবং ডিঙ্গেদহ এশিয়া বিস্কুট ফ্যাক্টরি পাড়ার শ্রমিক সরদার মোহাম্মদ লালটু (৫২)। এ ছাড়া একই এলাকার দিনমজুর আলিম উদ্দিন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ডিঙ্গেদহ বাজারে অবৈধভাবে দেশি মদ বিক্রি চলছে। প্রশাসনের যথাযথ নজরদারির অভাবে মদপানে মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে ওই বাজারে মদ বিক্রি বন্ধের দাবি জানিয়েছে তারা।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল আল নাসের কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অ্যালকোহলিক পয়জনিংয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।' তিনি বলেন, 'ওই বাজারের মদের দোকান বন্ধে জেলা প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে। শিগগিরই অভিযান চালিয়ে এ ঘটনায় জড়িতদের আটক করা হবে।'

যুগান্তর | বুধবার ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২

বাবা-মেয়েসহ সড়কে নিহত ১১

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার ও আগের দিন এসব প্রাণহানি ঘটে। নিহতদের মধ্যে সিরাজগঞ্জে বাবা-মেয়েসহ চারজন, ফরিদপুরে কলেজছাত্র, নেত্রকোনায় নারী, রাজবাড়ীতে মোহরী, মেহেরপুরে মোটরসাইকেলচালক, চট্টগ্রামে অটোচালকসহ দুজন এবং নোয়াখালীতে গৃহবধূ রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সীতাকুণ্ড ও লোহাগাড়া দ. (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় অটোচালক নুরুল মোস্তফা প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি মিরসরাই উপজেলার গজারিয়া সাহেরখালী গ্রামের শফিউল আলমের ছেলে। মঙ্গলবার উপজেলার পৌরসদরের শেখপাড়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী ছফুরা বেগমের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর হাতিয়ারপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ছফুরা উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সিকদারপাড়া গ্রামের মৃত রফিক আহমদের স্ত্রী।

বণিক বার্তা

মঙ্গলবার, অক্টোবর ১৪, ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় নিহত ৪

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জেলায় চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় মুন্সিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মুন্সিগঞ্জ : গজারিয়ায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় থাকা স্বামী-স্ত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এক শিশুসহ গুরুতর আহত হয়েছে আরো চারজন। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন এলাকায় ইউটার্নে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন বিল্লাল হোসেন (৬৫) ও তার স্ত্রী আলেমা বেগম (৫০)। তারা কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার দড়ি লুটেরচর গ্রামের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহতরা হলেন বিল্লাল হোসেনের পুত্রবধূ অঞ্জনা (২৩), নাতনি আনিশা (৪) ও অটোরিকশাচালক আব্দুল করিম (৪০)।

আহতরা জানান, কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার বাসিন্দা বিল্লাল হোসেনের মেয়ে রত্না আক্তারের বিয়ে হয় গজারিয়া উপজেলার আনারপুরা গ্রামে। সম্প্রতি রত্নার মেয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়। পরিবারসহ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে তাকে দেখতে যাচ্ছিলেন বিল্লাল হোসেন। অটোরিকশাটি আনারপুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ইউটার্ন নেয়ার সময় মতলব পরিবহনের একটি বাস পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় বিল্লাল হোসেন ও তার স্ত্রী আলেমা বেগমসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিল্লাল হোসেন, আলেমা বেগম ও অঞ্জনাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হচ্ছিল। পথে আলেমা বেগম ও বিল্লাল হোসেন মারা যান।

ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. শওকত হোসেন জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অটোরিকশাটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। বাসচালক কাউসার হোসেনকে আটক করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ : বাসের ধাক্কায় নান্নু মোল্লা (৪৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নান্নু মোল্লা শহরের বেদগ্রামের সোনামিয়া মোল্লার ছেলে।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মীর মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান জানান, গোবরা এলাকায় রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি বাসের ধাক্কায় নান্নু মোল্লা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

নারায়ণগঞ্জ : জেলার আড়াইহাজারে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মো. ছগির (৫৫) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে পৌরসভার পায়রা চত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. ছগির উপজেলার আতাদী এলাকার মৃত নঈম উদ্দিনের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৪ অক্টোবর ২০২৫

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণে দুই শ্রমিক দগ্ধ

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের এসি মেরামতের সময় সংঘটিত এক বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক মারাত্মক আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুই জন অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। অপর এক জন ছিটকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার সকালে চমেক হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। এতে মারাত্মকভাবে দগ্ধরা হলেন—শওকত, মিশকাত। অপর আহতের নাম তানভীর। তিন জনই গণপূর্ত বিভাগের আউটসোর্সিং কর্মচারী বলে চমেক সূত্র জানায়।

কালের কণ্ঠ

। মঙ্গলবার । ১৪ অক্টোবর ২০২৫ ।

মানিকগঞ্জে এক দিনে ৫ মরদেহ উদ্ধার

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

মানিকগঞ্জে পৃথক স্থান থেকে একদিনে নারীসহ পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মানিকগঞ্জ সদর, ঘিওর, সিংগাইর ও সাটুরিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়।

সদর থানা পুলিশ জানায়, দুপুরে মানিকগঞ্জ শহরের পশ্চিম দাশড়া এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে দরজা ভেঙে আবু হানিফ (২৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া সদর উপজেলার জয়রা এলাকার মানিকগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয় অজ্ঞাতপরিচয় এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মরদেহ।

এদিকে সোমবার সকালে ঘিওর উপজেলার দেওভোগ এলাকায় সোনা মিয়া (৪০) নামের এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সকালেই সিংগাইর উপজেলায় রোজিনা (৩২) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রোজিনা বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন। এ ছাড়া সাটুরিয়ায় একটি কারখানায় কাজ করার সময় ড্রামের চাপায় রাসেল মাহমুদ (৩৫) এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

NEW AGE
TUESDAY, OCTOBER 14, 2025,

6 die after consuming toxic liquor in Chuadanga

Our Correspondent · Kushtia

SIX people died and another fell critically ill between Thursday night and Sunday after they had reportedly consumed toxic liquor in Dingedah area of Chuadanga sadar upazila.

The deceased were identified as Kheder Ali, 40, a resident of Nafarkanti village, Mohammad Selim, 40, a fish trader from Khejura village, Mohammad Laltu alias Ripu, 30, a van driver from Pirojkhali village, Mohammad Shahid, 45, a worker from Shankarchandra village, Mohammad Samir, 55, a mill worker from Dingedah village, and Sardar Mohammad Laltu, 52, also a wage labourer from Dingedah village.

Another man, Alim Uddin, a daily wage labourer from the same area, who fell critically ill, is undergoing treatment at Chuadanga Sadar Hospital.

Chuadanga additional superintendent of police (crime and operations) Jamal Al Naser said that some men reportedly consumed alcohol together in Dingedah Bazar area on Thursday night.

'One by one, six of them died. The matter came to light when the last victim passed away at hospital on Sunday,' he said.

The police were visiting the homes of the deceased and an investigation was under way in this connection, he added.

Meanwhile, local residents alleged that illegal liquor, often referred to as 'spirit', was being sold openly in Dingedah market for long amid lax monitoring by authorities.

Local people demanded urgent administrative action to stop illegal alcohol sale in the area.

NEW AGE
TUESDAY, OCTOBER 14, 2025,

Worker dies, two injured in CMCH AC blast

Staff Correspondent · Chattogram

ONE of the three workers who were injured in an air-conditioner compressor explosion on the rooftop of Chattogram Medical College Hospital on Monday morning died in the afternoon.

The worker, Mohammad Shawkat, 28, succumbed to his injuries while he was undergoing treatment at the CMCH, a doctor said.

Shawkat was an outsourced employee of the Public Works Department.

The two other workers, Md Mishkat and Md Tanvir, were also outsourced employees of the same department.

Professor Dr Harunur Rashid, head of the CMCH's intensive care unit, said that the three critically injured workers were admitted to the ICU at the hospital following the blast.

Shawkat died at about 2:45pm, he said, adding that the condition of the other two injured workers remained critical.

The explosion occurred at about 11:00am on the rooftop of the seven-floor hospital building, said police.

CMCH police outpost in-charge sub-inspector Alauddin Talukder said that the accident occurred while the three were repairing an AC unit of the gynaecology ward.

Shawkat and Mishkat were admitted to the hospital's burn and plastic surgery unit, while Tanvir suffered critical injuries after falling from the rooftop following the blast. Tanvir is now undergoing treatment at the hospital's intensive care unit, Alauddin said.

No patients or other hospital staff members were injured in the incident, the police official added.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ অক্টোবর ২০২৫

রূপগঞ্জে তেল কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার তারাবো এলাকার শবনম অয়েল কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত রবিবার রাতে কারখানার তেলের প্লান্টের রিফাইনারিতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ডেমরা, কাঁচপুর ও নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সোমবার ভোর ৫টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে কারখানার মেশিনারিজ ও আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে।

ডেমরা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মোহাম্মদ আলী বলেন, শবনম অয়েল কারখানায় আগুনের সংবাদ পেয়ে মোট পাঁচটি ইউনিট দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সোমবার ভোর ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। কোনো হতাহতের ঘটনা নেই। ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫,

মাদারীপুর

শ্রমিকের মৃত্যু

মাদারীপুরের নির্মাণাধীন ভবনের ছাদে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে মাদারীপুর শহরের সবুজবাগ এলাকার সিদ্দিকুর রহমানের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই শ্রমিকের নাম মো. রনি সরদার (২২)। তিনি কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার সোনাইগাজী এলাকার হারুন সরদারের ছেলে ও পেশায় তিনি একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে রনিসহ কয়েকজন শ্রমিক সিদ্দিকুর রহমানের মালিকানাধীন একটি চারতলা ভবনে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে আসেন। ভবনের ছাদে কাজ করতে গেলে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে বিদ্যুতায়িত হয়ে তিনি নিচে পড়ে যান। পরে তিনি মারা যান।

প্রতিনিধি, মাদারীপুর

বণিকবার্তা
শনিবার, অক্টোবর ১৮, ২০২৫

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় গাইবান্ধা, বগুড়া ও মৌলভীবাজারে আরো তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

খাগড়াছড়ি : জেলার বাঘাইহাট থেকে ছেড়ে আসা শান্তি পরিবহনের একটি বাস পাহাড়ের ঢালু পথ ধরে নামার সময় চাকা ফেটে যায়। এ সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে বাসটি উল্টে পড়ে। গতকাল বেলা সোয়া ১১টার দিকে খাগড়াছড়ি-মাটিরাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের সাপমারা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন দীঘিনালার কলাখালী মুসলিমপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল করিমের ছেলে আবদুর রাজ্জাক (৭২) ও চৌধুরীপাড়া এলাকার বিন্দু চাকমার ছেলে অনিল চাকমা (৩২)।

মাটিরাঙ্গা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার কাজী ওয়াজেদ আলী জানান, স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাটিরাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ উদ্ধারকাজ শুরু করে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন।

গাইবান্ধা : জেলার পলাশবাড়ীতে বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে গাইবান্ধা-পলাশবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের ঢোলভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাকিব (১৭) পলাশবাড়ী উপজেলার কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের আসমতপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।

পলাশবাড়ী থানার ওসি জুলফিকার আলী ভুট্টু জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বগুড়া : দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আরেকটি ট্রাকের ধাক্কা লেগে এক হেলপার নিহত হয়েছে। গতকাল সকাল ৮টার দিকে শেরপুর উপজেলার ছোনকা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফেরদৌস (১৬) বগুড়া সদর উপজেলার কৌয়াগিপাড়া গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে।

শেরপুর হাইওয়ে থানার ওসি আল আমিন জানান, ঢাকা থেকে গরু বিক্রি করে ফেরার পথে একটি ট্রাক শেরপুর উপজেলার ছোনকা এলাকায় মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। চালক সামান্য আহত হলেও হেলপার ফেরদৌস ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

মৌলভীবাজার : জেলার কুলাউড়ায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ২টার দিকে উপজেলার আছুরিঘাট এলাকায় মৌলভীবাজার-বড়লেখা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সালাউদ্দিন (২৫) বড়লেখা উপজেলার ভোলারকান্দি গ্রামের বাসিন্দা।

কুলাউড়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা শামীম আহমদ জানান, সালাউদ্দিন মোটরসাইকেলে কুলাউড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। মোটরসাইকেলের পেছনে সামাদ নামে আরো এক যুবক ছিলেন। তিনি সালাউদ্দিনের বন্ধু। আছুরিঘাট এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মাইক্রোবাস তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি উল্টে পড়ে সালাউদ্দিন ঘটনাস্থলেই মারা যান। তবে পেছনে থাকা সামাদ অক্ষত রয়েছেন।

সংবাদ
মঙ্গলবার ২৯ আশ্বিন ১৪৩২
Tuesday 14 October 2025

চুয়াডাঙ্গায় বিষাক্ত স্পিরিট পানে ৬ জনের মৃত্যু হাসপাতালে ৩

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নে ভয়াবহ এক ট্র্যাজেডি, বিষাক্ত স্পিরিট পানে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও তিনজন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

নিহতরা সবাই নিম্নআয়ের পেশাজীবী কেউ ভ্যানচালক, কেউ মিল শ্রমিক, আবার কেউ মাছ ব্যবসায়ী। পরিবারের রুজি-রোজগারের একমাত্র ভরসা ছিলেন তারা। হঠাৎ করেই বিষাক্ত পানীয় তাদের জীবন কেড়ে নিয়েছে।

পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ বাজার এলাকায় একদল শ্রমজীবী মানুষ একত্র হয়ে স্পিরিট পান করেন। এরপর থেকেই তাদের মধ্যে বমি, মাথাব্যথা ও দৃষ্টিহীনতার উপসর্গ দেখা দেয়। তিন দিনের ব্যবধানে একে একে ছয়জনের মৃত্যু হয়। সর্বশেষ গত রোববার সন্ধ্যায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হলে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। এবং সাধারণ মানুষের ভিতর বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়।

নিহতরা হলেন- নফরকান্দি গ্রামের ভ্যানচালক খেদের আলী (৩৮), খেজুরা গ্রামের মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম (৩৯), পিরোজখালি গ্রামের ভ্যানচালক লালটু ওরফে রিপু (৩৮), শংকরচন্দ্র গ্রামের শ্রমিক মোহাম্মদ শহীদ (৪৫), ডিঙ্গেদহ গ্রামের মিল শ্রমিক মোহাম্মদ সামির (৫৫) এবং এশিয়া বিস্কুট ফ্যাক্টরি পাড়ার শ্রমিক সরদার লালটু (৫২)।

এছাড়া একই এলাকার দিনমজুর আলিম উদ্দিনসহ আরও দুইজন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, ডিঙ্গেদহ বাজারে দীর্ঘদিন ধরেই গোপনে দেশি মদ ও স্পিরিট বিক্রি চলছিল। প্রশাসনের নজরদারি না থাকায় এসব বিষাক্ত পানীয়ই এখন মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামাল আল নাসের বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অ্যালকোহলিক পয়জনিংয়েই তাদের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে পুলিশি তদন্ত চলছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম জানান, গত রোববার বিকালে পরিবারের সদস্যরা লালটু মিয়া নামের এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জানা যায়, তিনি দুই দিন আগে স্পিরিট পান করেছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হলেও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তিনি মারা যান।

স্থানীয়দের মতে, এটি কোনো একক দুর্ঘটনা নয় বরং দীর্ঘদিনের অবহেলা ও প্রশাসনিক তদারকির অভাবের ভয়াবহ পরিণতি। গ্রামীণ জীবনের প্রান্তিক মানুষগুলো এক বোতল নেশায় হারিয়ে ফেলল তাদের পুরো জীবন। তবে এক একটি জীবন নয় ৬টি জীবন। আরো মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Friday 17 October 2025

খোকসায় বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, খোকসা (কুষ্টিয়া)

ধানের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করতে যাওয়ার সময় স্যালো মেশিনের বিদ্যুতের লাইনে হাতে থাকা কাঁচি বেঁধে বিদ্যুৎ স্পিষ্ট হয়ে কৃষক মান্নান শেখ মারা গেছেন। গত বুধবার দুপুরে খোকসা উপজেলার গোপগ্রাম ইউনিয়নের বড়ইচারা গ্রামের মান্নান শেখ (৪৫) ধানের জমিতে যাবার পথে স্যালোমেশিনের বিদ্যুতের ৪৪০ ভোল্টের লাইনের বিদ্যুত স্পিষ্ট হয়ে ঘটনা স্থলে মারা যান। নিহত কৃষক বড়ই চারা গ্রামের রহমত আলীর ছেলে। এ সময় মাঠের অন্য কৃষকরা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে কৃষক মান্নান শেখ বাড়ি পাশের মাঠে নিজের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করার জন্য রওনা দেন। এ সময় তার মাথার উপর সিলভারের গামলা, হাতে কাচি ও পিঠে কীটনাশক স্প্রে করার মেশিন ছিলো। নিজের ধানের জমিতে পৌঁছানোর আগেই কৃষকের হাতে কাঁচি আব্দুল খালেকের স্যালো মেশিনের বিদ্যুতের লাইনে স্পর্শ হয়। বিদ্যুত স্পিষ্ট হয়ে মুহূত্তের মধ্যে কৃষক মান্নান মাটিতে লুটিয়ে পরেন। স্থানীয় কৃষকরা তাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসে। ততক্ষনে কৃষক মারা যান।

নিহত কৃষকের পিতা রহমত আলী বলেন, আমার ছেলে মাথায় সিলভারে গামলা ও হাতে ধানের খেতের আগাছা ছাপ করার কাচি ছিলো।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৭ অক্টোবর ২০২৫

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রীসহ নিহত ২

■ নাগরপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

টাঙ্গাইলের নাগরপুরে বাসচাপায় নওরিন আক্তার (১৫) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে পাকুটিয়া খানপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সংবাদ পেয়ে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও সেনা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। নাগরপুর থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলাম জানান, বাসের চালককে আটক করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিরামপুর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা জানান, বিরামপুর শহরের ঢাকা মোড়ে গত বুধবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে ট্রাকের চাপায় আতাউর রহমান (৫০) নামে এক অটোচালকের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক জানান, এ ঘটনায় সড়ক আইনে মামলা হয়েছে।

সংবাদ
শুক্রবার ১ কার্তিক ১৪৩২
Friday 17 October 2025

সিইপিজেডের আগুন নেভাতে ব্যস্ত ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা —সংগৃহীত

সিইপিজেডে কারখানায় ভয়াবহ আগুন, শ্রমিকদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে

চট্টগ্রাম ব্যুরো

প্রায় আট ঘণ্টায়ও (রাত পৌণে দশটা পর্যন্ত) নিয়ন্ত্রণে আসেনি চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানার আগুন। আগুন নেভাতে প্রথমে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ১৭টি ইউনিট। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের তীব্রতা বাড়ে। পরে আরো দু'টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়।

গতকাল দুপুর ২টার দিকে চট্টগ্রাম ইপিজেডের ৫ নম্বর রোডে অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল লিমিটেড ও জিহং মেডিকেল কোম্পানির গুদামে আগুন লাগে। প্রথমে ভবনের সাততলায় আগুন লেগেছিল, তা এখন ছড়িয়ে পড়েছে ছয়তলাতেও। তবে শ্রমিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইপিজেড কর্তৃপক্ষ।

ইপিজেড কর্তৃপক্ষ ও কারখানার শ্রমিকদের বরাতে জানা যায়, দুপুরের দিকে অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইলস লিমিটেডের সাততলায় আগুনের সূত্রপাত হয়। সাততলা ভবনটিতে দুটি কারখানা রয়েছে

নিচে নামতে গিয়ে কয়েকজন নারী শ্রমিক আহত

আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের ২০টি ইউনিট

অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইলস এবং চীনা মালিকানাধীন জিহং মেডিকেল কোম্পানি লিমিটেড, যার কার্যক্রম চলছে ভবনের পাঁচতলায়।

ভবনের ছয় ও সাততলায় উভয় কারখানার গুদাম ও মালামাল সংরক্ষণের জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দুই ও তিনতলায় ছিল অ্যাডামস ক্যাপসের সেলাই ও কাটিং বিভাগ, যেখানে প্রায় ৪০০ শ্রমিক কাজ করেন।

অন্যদিকে, জেহং মেডিকেলের পাঁচতলায় ৬০০ থেকে ৭শ' শ্রমিক কাজ করেন, যারা সার্জিক্যাল মাস্ক, পিপিই এবং হ্যান্ড গ্লাভসসহ নন-ওভেন মেডিকেল সামগ্রী তৈরি করেন।

অ্যাডামস ক্যাপসের ফাইন্যান্স ম্যানেজার রিফাত হাসান দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, দুপুরের খাবারের কিছুক্ষণ পর ২টার দিকে আগুন লাগে। আমাদের কাটিং ও সেলাই বিভাগ তিন ও চারতলায়। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সব শ্রমিককে নিরাপদে বের করে আনি। আগুনের সূত্রপাত হয় স্টোরেজ এলাকায়, যেখানে কাঁচামাল ও কাপড়

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সিইপিজেডে কারখানায় ভয়াবহ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

রাখা ছিল। তিনি আরও বলেন, কয়েক দিন আগে আমরা একটি নতুন অর্ডার পেয়েছিলাম। সেই অর্ডারের কাপড় ও কাঁচামাল গুদামে আনা হয়েছিল। সবকিছু এখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

জেহং মেডিকেলের সেলাই অপারেটর ইয়াসিন বলেন, দুপুরের খাবারের পর এক নারী সহকর্মী জানান, তিনতলায় আগুনের গন্ধ পাচ্ছেন। পরে সাততলায় গিয়ে দেখি কালো ধোঁয়া ও আগুনের শিখা। সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে অন্যদের বেরিয়ে যেতে বলি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের শ্রমিকরা তিন, চার ও পাঁচতলায় ছিলেন। দ্রুত নিচে নামার সময় কয়েকজন নারী শ্রমিক পড়ে আহত হন। পরে তাদের বেপজা মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুস সোবহান জানান, শ্রমিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, ভেতরে এখন কেউ নেই।

ফায়ার সার্ভিসের চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, ভবনের ভেতরে দাহ্য পদার্থ বেশি থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছেন। আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হলেও পানির চাপ কম থাকায় কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে।

চট্টগ্রাম কাস্টমস অ্যান্ড বন্ড কমিশনার মাহফুজুল হক ভূঁইয়া গণমাধ্যমকে বলেন, বন্ড ওয়্যার হাউস কারখানা কম্পাউন্ডের মধ্যে হতে হবে। একই ভবনের উপর বা নিচে হতে পারে। তবে নির্মাণের আগে নকশা জমা দিয়ে অনুমোদন নিতে হয়। বন্ড ওয়্যার হাউজে বৈদ্যুতিক সংযোগ রাখা রাখার অনুমতি নেই। যদি কেউ সংযোগ রাখে তবে তারা কোনো ক্ষতিপূরণ পাবে না। তিনি আরও বলেন, আজ সিইপিজেড অগ্নিকাণ্ডে এমন কোনো কিছু হয়েছিল কি না, তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৭ অক্টোবর ২০২৫ | ১ কার্তিক ১৪৩২

বাসচাপায় ছাত্রী নিহত বিক্ষোভ, গাড়িতে আগুন

যুগান্তর ডেস্ক

টাঙ্গাইলের নাগরপুরে বাসচাপায় স্কুলছাত্রী নওরীন আক্তারের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার পাকুটিয়া ইউনিয়নের খানপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে এবং পরে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা। মধুপুরে ত্রিমুখী সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন দুজন। এছাড়া পাঁচ স্থানে আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে অটোভ্যানচালক, দিনাজপুরে যুবকসহ দুজন, বরিশালে মোটরসাইকেলচালক, বরগুনায় বৃদ্ধা এবং চট্টগ্রামে শ্রমিক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

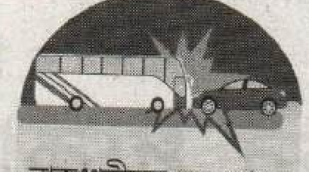

রাজধানীসহ ছয় স্থানে ঝরল আরও ৮ প্রাণ

নাগরপুর ও মধুপুর (টাঙ্গাইল) : নওরীন উপজেলার পাকুটিয়া ইউনিয়নের পাঁচতারাইল গ্রামের সোহেল মিয়ার মেয়ে। সে পাকুটিয়া বৃন্দাবন চন্দ্র রাধা গোবিন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা নাগরপুরগামী বাস তাকে চাপা দেয়। এদিকে মধুপুরে মাহিন্দ্রা-পিকআপ-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতরা হলেন—ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার কাশিপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে যুবক মিজানুর রহমান এবং একই এলাকার বৃদ্ধা লাইলি বেগম। এ ঘটনায় শিশুসহ আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক বেশ কয়েকজনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঢাকা : রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোভ্যান উলটে চালক সুজন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। এর আগে বুধবার রাতে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। সুজন ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার হাটুরিয়া গ্রামের মো. মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। বর্তমানে রাজধানীর ১২ তেজগাঁও বেগুনবাড়ীতে রতন সাহেবের গলিতে থাকতেন।

দিনাজপুর ও বিরামপুর : ট্রাকচাপায় অটোচালক আতাউর রহমান নিহত হয়েছেন। তিনি পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ী উপজেলার চক শাহাবাজপুর গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে। বিরামপুর শহরের ঢাকা মোড়ে বুধবার তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এদিকে দিনাজপুর সদর উপজেলায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন যুবক জাহাঙ্গীর আলম। দিনাজপুর-দশমাইল সড়কে বৃহস্পতিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জাহাঙ্গীর দিনাজপুর সদর উপজেলার কর্ণাই কাটাপাড়া গ্রামের হাবিলের ছেলে।

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) : বাসচাপায় স্কুলছাত্র মোটরসাইকেলচালক ইমরান সিকদারের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উজিরপুর বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এমএ জলিল সেতুতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইমরান বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহেরগাতী ইউনিয়নের রাকুদিয়া গ্রামের সেলিম সিকদারের ছেলে।

আমতলী (বরগুনা) : বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধা রূপভানুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার আমতলী-কুয়াকাটা মহাসড়কের আবলবাড়ী স্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি আমতলী সদর ইউনিয়নের ছোটনীলগঞ্জ গ্রামের মৃত কাদের হাওলাদারের স্ত্রী।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : সীতাকুণ্ডে কনটেইনার ডিপোতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শ্রমিক মাহিন নিহত হয়েছেন। তিনি কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার কালাগাজীপাড়ার মীর কাসেমের ছেলে। বৃহস্পতিবার উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের ঘোড়ামরা পাকা মসজিদ এলাকায় কেডিএস লজিস্টিক কনটেইনার ডিপোতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার ২২ অক্টোবর ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত আট জন।

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহে বিকল হয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে যাত্রীবাহী একটি বাস ধাক্কা দেয়। এতে আলিমুল নামে এক জনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো পাঁচ জন। এদিন ভোরে ঝিনাইদহ-মাগুরা হাইওয়ের পাঁচমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঝিনাইদহ হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস স্থানীয়দের বরাতে জানান, মহাসড়কের পাঁচমাইল এলাকায় একটি ধানবোঝায় ট্রাক বিকল হয়ে যায়। রাস্তায় রেখে মেরামত করছিলেন ট্রাকের হেলপার ও চালক। সে সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে যশোরের চৌগাছাগামী মামুন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঘনকুয়াশার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের হেলপার আলিমুল মারা যান। খবর পেয়ে হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে।

দৈনিক ইত্তেফাক | ২১ অক্টোবর ২০২৫

সুন্দরবনে কাঁকড়া আহরণে গিয়ে জেলের মৃত্যু

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

পশ্চিম সুন্দরবনে কাঁকড়া আহরণে গিয়ে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। সুন্দরবনের ফ্রিঙ্গী নদীর কুকুমারী খালে রবিবার রাত ১১টার দিকে তার মৃত্যু হয়। মৃত জেলে হলেন—শ্যামনগর উপজেলার মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের ছোট ভেটখালী গ্রামের মৃত আক্কাস মোল্লার ছেলে খলিল মোল্লা।

জানা যায়, শুক্রবার বন বিভাগের কদমতলা স্টেশন থেকে পাশ নিয়ে খলিল মোল্লা, আলামিন মোড়ল ও নূর হোসেন নৌকা নিয়ে কাঁকড়া ধরার জন্য ফ্রিঙ্গী নদীর কুকুমারী খালে প্রবেশ করেন। রবিবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে খলিল মোল্লা মারা যান। পরে অন্য জেলেদের সহযোগিতায় তার লাশ সোমবার ভোর ৪টার দিকে হরিনগর এলাকায় নেওয়া হয়। সেখান থেকে তার পরিবার লাশ নিয়ে বাড়িতে পৌঁছায়।

তার সঙ্গী আলামিন মোড়ল বলেন, 'জাল বেয়ে মাছ ধরে রান্না করে খেয়ে আমরা শুয়ে পড়ি। আর খলিল চাচা বসে টর্চলাইটে ব্যাটারি লাগাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখি চাচা ছটফট করছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি নূর হোসেন চাচাকে ডেকে চাচাকে ধরে বসাই, তার পরেই চাচা মারা যান।' বন বিভাগের কদমতলা স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা সোলাইমান হোসেন জেলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সংবাদ | Sunday 19 October 2025

যশোরে অটোরাইস মিলের আগুনে দুই শ্রমিক আহত

প্রতিনিধি, যশোর

যশোরের মণিরামপুরে অটো রাইস মিলে আগুনে পুড়ে দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার বিজয়রামপুর গ্রামের আব্দুস সালামের অটো রাইস মিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, যশোর সদর উপজেলার কাশিপুর গ্রামের সাবাত-আলীর ছেলে মেহেদী হাসান (২৮), ও সাতক্ষীরা পাটকেলঘাটার রাড়িপাড়া গ্রামের মৃত হাজের আলীর ছেলে মনিরুল ইসলাম (৩০)।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, অটোরাইস মিলে কাজ করার সময় মেশিনে আগুন হিট দেওয়ার মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে দুজন শ্রমিকই আগুনে পুড়ে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হন।

প্রথম আলো • বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫,

৩ মোটরসাইকেল আরোহীসহ সাত জেলায় নয়জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

ময়মনসিংহে সহকারীসহ ট্রাকচালক এবং মুন্সিগঞ্জে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত নয়জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই বন্ধুসহ তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী রয়েছেন। ময়মনসিংহে এক ট্রাকচালক ও তাঁর সহকারী নিহত হয়েছেন।

গত সোমবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট স্থানের **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর।

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় গতকাল সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে থেমে থাকা ট্রাকে ধাক্কা দিয়ে নিহত হয়েছেন আরেক ট্রাকের চালক আল-আমিন (৪০) ও তাঁর সহকারী মো. রাশেদুল (২৮)। আল-আমিন নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বাসিন্দা। রাশেদুলের বাড়ি ময়মনসিংহ নগরের কালীবাড়ি গোদারাঘাট এলাকায়।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫,

দুই পুলিশ সদস্যসহ পাঁচ জেলায় ছয়জন নিহত

সড়ক দুর্ঘটনা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল ও সিলেটে নিহত থানা-পুলিশের কনস্টেবল। লাউয়াছড়ায় নিহত উদ্যানকর্মী।

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পুলিশের দুই সদস্য ও লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের এক কর্মী রয়েছেন।

মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল বুধবার দুপুরের মধ্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট এলাকার **প্রতিনিধি**দের পাঠানো খবর।

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার কালিকাপ্রসাদ এলাকায় মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটায় ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশের গাড়ি উল্টে নিহত হন হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল নাজমুল হক (২৮)। তাঁর বাড়ি পাকুন্দিয়া উপজেলার মান্দারকান্দি গ্রামে। এ ঘটনায় আরেক পুলিশ সদস্যসহ দুজন আহত হয়েছেন।

হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে নাজমুল কালিকাপ্রসাদ এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিলেন। রাত সাড়ে তিনটার দিকে টহল দলের সদস্যরা দেখতে পান সড়কে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। গভীর রাতে ট্রাক থেমে থাকার কারণ জানতে তাঁরা এগিয়ে যান। পুলিশের গাড়ি ট্রাকটির পেছনে থামানো হয়। নাজমুল তখন পুলিশের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় পেছন দিক থেকে আসা আরেকটি ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশের গাড়িটি উল্টে নাজমুলের ওপর পড়ে। এ ঘটনায় নাজমুলের সঙ্গে টহল দলে থাকা ভৈরব হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিল্লাল হোসেন ও থেমে থাকা ট্রাকের চালক আহত হয়েছেন।

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ সেতুর ফেরিঘাট এলাকায় মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী পুলিশ সদস্য আলমগীর হোসেন (২৭)। তিনি কনস্টেবল হিসেবে সুনামগঞ্জ থানায় কর্মরত ছিলেন। ছুটিতে তিনি গ্রামের বাড়ি ফেঞ্চুগঞ্জের নুরপুর যাচ্ছিলেন।

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান খান বলেন, আলমগীরের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছে। তাঁর মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের সড়ক থেকে গতকাল ভোরে সিরাজ মিয়া (৬৫) নামের এক উদ্যানকর্মীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি গাড়িচাপায় নিহত হয়েছেন। সিরাজ উদ্যানের দেখাশোনার দায়িত্ব থাকা কমিউনিটি প্যাট্রল গ্রুপের (সিপিজি) সদস্য ছিলেন। তাঁর বাড়ি শ্রীমঙ্গল উপজেলার ডলুছড়া এলাকায়।

বন্য প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের শ্রীমঙ্গল রেঞ্জ কর্মকর্তা কাজী নাজমুল হক বলেন, সিরাজ রাতে উদ্যানে দায়িত্বরত ছিলেন। সকালে তাঁর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ভোরে সড়কে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়। প্রাথমিক ধারণা, এটি সড়ক দুর্ঘটনা। পুলিশের তদন্ত শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

রাজশাহী নগরের শাহমখদুম থানার সিটিহাট এলাকায় গতকাল দুপুরে বাসচাপায় নিহত হন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আজিজুর রহমান খান (৪০) ও সৈবুর রহমান (৪৫)। তাঁদের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায়।

শাহমখদুম থানার ওসি মাছুমা মুস্তারী বলেন, আজিজ ও সৈবুর একই মোটরসাইকেলে চেপে রাজশাহী শহর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। সিটিহাট এলাকায় ইউটার্ন নেওয়ার সময় গ্রামীণ ট্রাভেলসের দ্রুতগতির একটি বাস তাঁদের মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে চাপা দেয়। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। নিহত একজনের আত্মীয় এই বাসের টিকিট কাউন্টারে চাকরি করেন। ফলে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি। তারা ময়নাতদন্ত ছাড়াই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি অপমৃত্যুর মামলা করেছে।

রংপুরের তারাগঞ্জে উল্টো পথে আসা বাসের চাপায় নিহত হয়েছেন ইজিবাইকচালক মোতালেব হোসেন (৩৫)। গতকাল ভোরে ইকরচালী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দিনাজপুর-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোতালেব নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। এ ঘটনায় গুরুতর আহত একজনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

অক্টোবর ২৩, ২০২৫ ■ কার্তিক ৭, ১৪৩২ বণিক বার্তা

পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজশাহীতে সড়কে ইউটার্ন নেয়ার সময় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পুলিশ সদস্যসহ আরো পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রংপুর: জেলার তারাগঞ্জে উল্টো পথে আসা একটি বাসচাপায় মোতালেব হোসেন (৩৫) নামে এক ইজিবাইকচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৬টার দিকে দিনাজপুর-রংপুর মহাসড়কের ইকরচালী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোতালেব নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। এ ঘটনায় গুরুতর আহত একজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

তারাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোস্তাফিজুর রহমান জানান, দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ইজিবাইক ও মুরাদ পরিবহনের বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে বাসচালক পালিয়ে গেছেন।

বণিকবার্তা বুধবার, অক্টোবর ২২, ২০২৫।

সড়ক দুর্ঘটনায় দশ জেলায় প্রাণ গেল ১৩ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের ১০ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে ময়মনসিংহ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জে ছয়জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া চট্টগ্রাম, ফেনী, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, সিরাজগঞ্জ ও মেহেরপুরে নিহত হয়েছেন আরো সাতজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ময়মনসিংহ : জেলার ত্রিশালে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে আরেক ট্রাকের ধাক্কায় চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল পৌনে ৬টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বৈলর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন চালক আল-আমিন (২৮) ও তার সহকারী রাশেদুল (২৫)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ত্রিশাল থানার এসআই তারেক হাসান।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, ময়মনসিংহগামী একটি মালবাহী ট্রাক বৈলর এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিল। সকাল পৌনে ৬টার দিকে ময়মনসিংহগামী আরেকটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে পেছনের ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই একজন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পর আরেকজনের মৃত্যু হয়।

রাজবাড়ী : গোয়ালন্দে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মকিম সরদার (৮০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দৌলতদিয়া ভূমি অফিসের সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মকিম সরদার গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের সোনাউল্লাহ ফকিরপাড়ার মৃত দিরাজ সরদারের ছেলে।

আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. শামীম শেখ জানান, বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন।

অন্যদিকে রাজবাড়ী সদর উপজেলার চন্দনী ইউনিয়নের চাঁদপুর এলাকায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইমদাদুল শেখ ওরফে আদুলে (৩০) সদর উপজেলার চন্দনী ইউনিয়নের চরআফড়া-খালিয়াবাড়ী গ্রামের আব্দুল শেখের ছেলে।

রাজবাড়ী সদর থানার ওসি মো. মাহমুদুর রহমান জানান, বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুন্সিগঞ্জ : ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার কুচিয়ামোড়া পুরাতন ধলেশ্বরী ব্রিজ এলাকায় মহাসড়কের সার্ভিস লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সিরাজদিখান উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের ঘনশ্যামপুর এলাকার সেন্টু ভূঁইয়ার ছেলে ইমন ভূঁইয়া (২৬) ও ঢাকার নবাবগঞ্জ এলাকার সামিউল ইসলাম (২৭)।

হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি আবু নাঈম সিদ্দিকী জানান, ধারণা করা হচ্ছে গাড়ির ধাক্কায় বা মোটরসাইকেলের অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

চট্টগ্রাম : রাউজানে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার গহিরা ইউনিয়নের দলইনগর এলাকার অদুদ চৌধুরী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে গেছে। নিহত নাজিম উদ্দিন (৪৪) উপজেলার চিকদাইর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইদ্রিস মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানচালক আমির হোসেন (৬০) ও সুপারভাইজার মো. ফারুককে (২৮) আটক করেছে পুলিশ।

রাউজান থানার ওসি মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ফেনী : দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মোহাম্মদ সাগর নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে ফেনী সদর উপজেলার লেমুয়া কসকা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাগর পাবনার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগর ইউনিয়নের মনি সরকারের ছেলে। তার আবাসন ব্যবসা রয়েছে। পাবনা থেকে মোটরসাইকেলে করে তিনি বান্দরবানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। সাগরের সঙ্গে আরো তিনটি মোটরসাইকেলে তিন বন্ধু ছিলেন।

ফেনীর মুহুরীগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোহাম্মদ জাকারিয়া জানান, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা করা হবে।

ঝিনাইদহ : দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো পাঁচজন। গতকাল ভোরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাঁচমাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের পাঁচমাইল এলাকায় একটি ধানবোঝাই ট্রাক বিকল হয়ে গেলে রাস্তায় রেখে মেরামত করছিলেন হেলপার ও চালক। এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে যশোরের চৌগাছাগামী মামুন পরিবহনের একটি বাস কুয়াশার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের হেলপার আলিমুল মারা যান। আহত হন দুই গাড়ির চালক ও যাত্রীসহ পাঁচজন।

চুয়াডাঙ্গা : জেলার জীবননগরে ভ্যান থেকে পড়ে সামেনা বেগম (৪০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কুলতলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সামেনা বেগম একই গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের স্ত্রী।

যশোর : অভয়নগরে ট্রাকচাপায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার যশোর-খুলনা মহাসড়কের চেঙ্গুটিয়া আলীপুর ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক আবুল কালাম (৫৫) উপজেলার প্রেমবাগ ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামের মৃত আনসার আলীর ছেলে।

নওয়াপাড়া হাইওয়ে থানার ওসি ফজলুর রহমান জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রাকটি আটকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ : জেলার তাড়াশে নছিমনচাপায় হাফিজুর রহমান (৩৭) নামে এক প্রতিবন্ধী যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার বারোয়ারিতলা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাফিজুর রহমান তাড়াশ দক্ষিণপাড়ার রবিউল করিমের ছেলে।

তাড়াশ থানার ওসি মো. জিয়াউর রহমান জানান, মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। নছিমনটি থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

মেহেরপুর : জেলার গাংনীতে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার গুকুরকান্দি সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুমি খাতুন (৩৫) উপজেলার বামুন্দি ইউনিয়নের বাদিয়াপাড়া গ্রামের উত্তরপাড়ার আরিফুল ইসলামের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুমি খাতুন তার ভাবি মনোয়ারা খাতুনকে নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে অটোরিকশায় করে বাড়ি ফিরছিলেন। গুকুরকান্দি সিএনজি স্টেশনের সামনে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশায় থাকা তিনজনই গুরুতর আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়ন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুমি খাতুনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রথম আলো • রোববার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫

ছয় জেলায় সড়কে নিহত ৯

সড়ক দুর্ঘটনা

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় বিএনপি নেতা, ছাত্রদল নেতা ও বেশ কয়েকজন তরুণ।

প্রথম আলো ডেস্ক

ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে বাড়ি ফিরছিলেন দুই ব্যবসায়ী। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ওই দুই ব্যবসায়ী। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে। গত শুক্রবার রাত ১১টার দিকের এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন।

ফরিদপুর ছাড়াও আরও অন্তত ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছে শুক্রবার বিকেল থেকে গতকাল শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে। সব মিলিয়ে ছয় জেলায় দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৯ জন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বিএনপি নেতা, ছাত্রদল নেতা ও একাধিক তরুণ।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, ফরিদপুরে নিহত দুজন হলেন বড়নগর গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র সাহা (৫৪) ও শিলাহাটি গ্রামের মধু সাহা (৫৫)। তাঁরা স্থানীয় সাতৈর বাজারের ব্যবসায়ী। নারায়ণ সাহা মুদিদোকানি ছিলেন। প্রসাধনীর ব্যবসা করতেন মধু সাহা।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কানখড়দী বাজারের অদূরে। বোয়ালমারী থানা-পুলিশ জানায়, ভ্যানটিকে চাপা দেয় ফরিদপুরগামী কাঠবোঝাই একটি ট্রাক। বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান বলেন, ট্রাকটি জব্দ করেছেন তাঁরা। তবে দুর্ঘটনার পরে চালক পালিয়ে যান।

নওগাঁর ধামইরহাটে গরুবোঝাই ভটভটি (ইঞ্জিনচালিত যান) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন চারজন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বিহারীনগর-পিড়লডাঙ্গা বাইপাস সড়কের তালঝাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ভটভটির চালক আড়ানগর গ্রামের বাসিন্দা মাসুদুর রহমান মণ্ডল (৩৫) ও একই গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ তুট্টু (৪০)। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁরা ধামইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আড়ানগর থেকে ওই ভটভটিতে করে গরু নিয়ে জয়পুরহাটে যাচ্ছিলেন কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী। পথে তালঝাড়ি এলাকায় একটি মোটরসাইকেলকে জায়গা দিতে গিয়ে ভটভটির নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। ভটভটি ও মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ভটভটির চালক ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ তুট্টু মারা যান।

লালমনিরহাটের আদিতমারীতে ব্যাটারিচালিত রিকশা উল্টে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল নয়টার দিকে মহিষখোচা-আদিতমারী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন দক্ষিণ বালাপাড়া ব্রমত্তর গ্রামের আতাউর রহমান (৬০) ও চণ্ডীমারির কচুমুড়া এলাকার আতিকুল ইসলাম (৩৫)।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, মহিষখোচা বাজার থেকে রিকশাটি আদিতমারী যাচ্ছিল। পথে রিকশাটি সড়ক থেকে উল্টে খাদে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান আতিকুল। গুরুতর আহত হন আতাউর। হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ঝালকাঠির রাজাপুরে বাসের ধাক্কায় নাসিম উদ্দিন নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি রাজাপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। গতকাল দুপুর পৌনে ১২টার দিকে রাজাপুর-ভান্ডারিয়া মহাসড়কের নলবুনিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রাজাপুর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সায়েম আকন বলেন, নলবুনিয়ায় একটি ঠিকাদারি কাজ পরিদর্শন শেষে মোটরসাইকেলচালক শহিদুলের সঙ্গে রাজাপুরে ফিরছিলেন নাসিম উদ্দিন। এ সময় বরগুনার পাথরঘাটাগামী একটি বাস মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নাটোরের নলডাঙ্গায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সোহেল রানা (২৪) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত আটটার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ছিলেন।

স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকেলে আত্রাই-নাটোর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহেল রানা মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাঁর মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। উদ্ধার করে নেওয়া হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ব্যাটারিচালিত রিকশা উল্টে চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার আটগ্রাম-শরিফপুর আঞ্চলিক সড়কে পাটানন্দী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জিহাদ হোসেন (১৯) নোয়াপাড়া গ্রামের আবদুল হকের ছেলে।

দুর্ঘটনায় আহত একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রতিনিধি সিয়াম বলেন, সড়কে খানাখন্দ থাকায় রিকশা উল্টে যায়। এ সময় তিনি ছিটকে পড়েন। গাড়ির নিচে চাপা পড়েন জিহাদ। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে তাঁদের হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক জিহাদকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
বুধবার ১৩ কার্তিক ১৪৩২
: Wednesday 29 October 2025

সিরাজগঞ্জে ট্রেনের ধাক্কায় সাংবাদিক নিহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলার কড্ডার মোড় সংলগ্ন শহীদ এম মনসুর আলী রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের ধাক্কায় মনিরুজ্জামান খান মনি (৬০) নিহত হয়েছেন।

তিনি বেসরকারি ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের সাবেক সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ছিলেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি লেখক, সংস্কৃতিকর্মী এবং অন্যভুবন কালচারাল স্কুল ও অন্যভুবন মডার্ন ইংলিশ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

গত সোমবার সন্ধ্যায় লালমনিরহাট থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মনিরুজ্জামান খান মনি সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার মুজিব সড়কের মৃত আব্দুল মজিদের পুত্র। গতকাল মঙ্গলবার সকালে রহমতগঞ্জ পৌর কবরস্থান প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে দাফন করা হয়।

সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) তপন ঘোষ জানান, গত সোমবার বিকালে তিনি ঢাকায় মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সন্ধ্যায় রেলস্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনেই তার যাওয়ার কথা ছিল। ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য তিনি প্লাটফর্মের অন্যপাশে যান। এরপর প্লাটফর্মে আসার জন্য রেললাইন পার হতেই লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেন স্টেশনে প্রবেশ করে এসময় লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। রাতেই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ১৩ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 29 October 2025

সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, দেবীদ্বার (কুমিল্লা)

কুমিল্লার দেবীদ্বারে সাপের কামড়ে মামুনুর রশিদ(৪০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ভোরে উপজেলার ৪নং সুবিল ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামের মধ্যপাড়া নায়েব আলী ফরেস্টারের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, গত সোমবার রাত সাড়ে ১১টায় গোয়াল ঘরে গরুর চিৎকার শুনে মামুন গোয়াল ঘরে যান। গরুগুলোকে খাবার দিয়ে ফেরার পথে পায়ে বিষধর সাপের দংশন অনুভব করেন এবং তার বড় ভাই রহিমকে জানান। তাৎক্ষণিক রহিম দেবীদ্বার থেকে ওঝা নিয়ে যান। ওঝা চিকিৎসা দিয়ে বলেন, এখন আর সমস্যা নাই, এখন বিপদমুক্ত, এখন ফুটবল খেলতে পারবেন। কিন্তু সময় যত গড়াতে থাকে মামুনের অবস্থা ততটাই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে তাকে দেবীদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বাড়িতে নেয়ার পর চান্দিনা থেকে আরও একটি ওঝার দল আসে, তারাও জানান এখন আর কিছুই করার নেই। এ ব্যাপারে দেবীদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইলিয়াছ জানান, সাপের দংশনে এক লোকের মৃত্যুর বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছি, তবে কেউ অভিযোগ দেয়নি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন ॥ ২৯ অক্টোবর ২০২৫

ট্রাক-ট্রেন সংঘর্ষে নৈশপ্রহরী নিহত

তিন জেলায় সড়কে আরও চারজনের মৃত্যু

প্রতিদিন ডেস্ক

চট্টগ্রাম নগরীতে গতকাল ট্রাক ও মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষে এক নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন আরও চারজন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম নগরীর সাগরিকা রেলগেট এলাকায় গতকাল ভোরে ট্রাক ও মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। এতে শামসুল হাই আলম নামে এক নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। গোপালগঞ্জ : গতকাল টুঙ্গিপাড়ার রামচন্দ্রপুর ও ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চর পাথালিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন- জসিম শেখ (২৩) ও আলমগীর লস্কর (৫৫)। রাজবাড়ী : পাংশায় নসিমনের ধাক্কায় ছিবারন বিবি (৭০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার দত্তের বাজারে এ ঘটনা ঘটে। পাবনা : চাটমোহরে ট্রাকচাপায় এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছে। বিকালে উপজেলার মূলগ্রাম ভবানীপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম নওশাদ প্রামাণিক।

যুগান্তর

রোববার ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কাফরুলের বউ বাজার এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের চতুর্থ তলা থেকে পড়ে বায়েজিদ (২১) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকাল ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক জানান, লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

বায়েজিদের ভাই আল আমিন জানান, তার ভাই নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। সকালে কাফরুলের বউ বাজার এলাকায় নির্মাণাধীন ওই ভবনের চতুর্থ তলায় কাজ করার সময় নিচে পড়ে যান বায়েজিদ। এতে গুরুতর আহত হলে প্রথমে তার সহকর্মীরা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে বায়েজিদ মারা যান।

বায়েজিদের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার আশুতিয়াপাড়া এলাকায়। বাবার নাম কাজল মিয়া।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২

দায়িত্ব পালনকালে ট্রাকের ধাক্কায় এএসআই নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়কে দায়িত্ব পালনকালে ট্রাকের ধাক্কায় হাইওয়ে পুলিশের এএসআই নাজমুল নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে কালিকাপ্রসাদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভৈরবে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক জিসান মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া পাঁচ স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রংপুরে অটোচালক, মেহেরপুরে অটোযাত্রী, চুয়াডাঙ্গায় বৃদ্ধ, নারায়ণগঞ্জে শিশু ও বরিশালে যুবক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

শিশু ও যুবকসহ পাঁচ স্থানে ঝরল আরও ৬ প্রাণ

কিশোরগঞ্জ, পাকুন্দিয়া ও ভৈরব : নাজমুল পাকুন্দিয়া উপজেলার চর মান্দারকান্দি গ্রামের রাজু মিয়ার ছেলে। রাত সাড়ে ৩টার দিকে এএসআই নাজমুল ও বিল্লাল হোসেনসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য পিকআপ ভ্যানে রাত্রীকালীন ডিউটিতে ছিলেন। ঘটনার সময় তারা কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়কের কালিকাপ্রসাদ বাজারের দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একটি ট্রাকের চালকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় ভৈরবগামী বেপরোয়া গতির অপর একটি ট্রাক পিকআপ ভ্যানসহ পুলিশ সদস্য নাজমুলকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে ভৈরবে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক জিসান মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। তিনি পেশায় প্রাইভেটকার চালক। জিসান পৌর শহরের তাতারকান্দির কাঁইতার বাড়ির মৃত রোকন মিয়ার ছেলে। বুধবার বিকালে ভৈরব বাসস্ট্যান্ড মধুমতি সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে।

তারাগঞ্জ (রংপুর) : তারাগঞ্জে বাসচাপায় অটোরিকশাচালক মোতালেব হোসেন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার সকালে রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কের তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালি বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোতালেব নীলফামারী কিশোরগঞ্জ উপজেলার উন্টরবাজার বাহাগিলী মুন্সিপাড়া গ্রামের মঞ্জুর হোসেনের ছেলে।

মেহেরপুর : গাংনীর শমুকুরকান্দিতে লরির ধাক্কায় অটোযাত্রী সুমি খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। কুষ্টিয়া হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মঙ্গলবার বিকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সুমি গাংনীর বাদিয়াপাড়া গ্রামের আরিফুল ইসলাম গণির স্ত্রী।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ মজিদ আলী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সদর উপজেলার হাতিকাটা গ্রামের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মজিদ পার্শ্ববর্তী মনিরামপুর গ্রামের মৃত ইসাহাক আলীর ছেলে।

নারায়ণগঞ্জ ও সিদ্ধিরগঞ্জ : সিদ্ধিরগঞ্জে সড়ক পারাপারের সময় অটোরিকশার ধাক্কায় শিশু মো. জাবেরের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ধনকুন্ডা চেয়ারম্যান অফিস সংলগ্ন ক্যানেলপার এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। জাবের সিদ্ধিরগঞ্জের ধনকুন্ডা এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে।

মুলাদী (বরিশাল) : মুলাদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক রানা আহম্মদ নিহত হয়েছেন। বুধবার উপজেলার মুলাদী সদর ইউনিয়নের চরলক্ষীপুর বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয় এলাকায় মুলাদী-মীরগঞ্জ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রানা আহম্মদ কাজিরচর ইউনিয়নের আলাউদ্দীন আহম্মদ হাওলাদারের ছেলে। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে চাকরি করতেন।

ইত্তেফাক

বুধবার
২৯ অক্টোবর ২০২৫

চাটমোহরে ট্রাকচাপায় অটোচালকের মৃত্যু

■ চাটমোহর (পাবনা) সংবাদদাতা

চাটমোহর-পাবনা সড়কের চাটমোহর উপজেলার কায়েমখোলা মোড়ে ট্রাকচাপায় অটোভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে। নিহত অটোভ্যান চালক হলেন—চাটমোহর উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের বালুদিয়ার গ্রামের মৃত নজু প্রামাণিকের ছেলে নওশের প্রাং (৬৫)। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে নওশের অটোভ্যান নিয়ে চাটমোহর থেকে আটঘরিয়া যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কায়েমখোলা মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক অটোভ্যানটিকে চাপা দেয়। এ সময় নওশের ট্রাকের নিচে পড়ে গেলে চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। চাটমোহর থানার ওসি মো. মনজুরুল আলম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাকের চালক পালিয়েছে। ট্রাকটি পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
১৬ আশ্বিন ১৪৩২, ১ অক্টোবর ২০২৫

নন্দীগ্রামে ইজিবাইক চালকের লাশ উদ্ধার

■ নন্দীগ্রাম (বগুড়া) সংবাদদাতা

নন্দীগ্রামে গতকাল মঙ্গলবার এক ইজিবাইক চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম রিপন আকন্দ (৫০)। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার বুড়ইল ইউনিয়নের নুন্দহ ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার পাশের জঙ্গল থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত রিপন শেরপুর উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের হাটগাড়ি তালপট্টি গ্রামের বদিউজ্জামানের ছেলে।

নিহতের ভাই নান্নু আকন্দ বলেন, 'গত সোমবার রাত ৮টার দিকে রিপন তার ভাড়ায় চালিত ইজিবাইকে তিন জন যাত্রী নিয়ে গাড়িদহ থেকে বের হয়। এরপর থেকে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সকাল থেকে আমরা পরিবারের লোকজন বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করি। পরে আমরা শাজাহানপুর উপজেলার জামাদারপুকুর এসে জানতে পারি, নুন্দহ এলাকায় অজ্ঞাত এক জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি রিপনের লাশ। তিনি অভিযোগ করেন, রিপনকে হত্যা করে তার ইজিবাইক ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আমরা আমার ভাই হত্যার বিচার চাই।'

নন্দীগ্রাম সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার নুরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করছি। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর ২০২৫

চালককে গলা কেটে হত্যার পর অটোরিকশা ছিনতাই

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড

অটোরিকশা ছিনতাইয়ের জন্য চালককে খুন করা হয়। পরে ছিনিয়ে নেওয়া অটোরিকশাটি বিক্রি করতে গিয়ে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

প্রতিনিধি, *সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে এক অটোরিকশাচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল বুধবার ভোরে সীতাকুণ্ড পৌর সদরের শেখপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার হয়। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের জন্য চালককে খুন করেন গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। পরে ছিনিয়ে নেওয়া অটোরিকশাটি বিক্রি করতে গিয়ে তাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন। অটোরিকশাটিও উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহত অটোরিকশাচালকের নাম হাবিবুর রহমান (১৬)। সে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর এলাকার বাসিন্দা। তবে সে সীতাকুণ্ড পৌর সদরের গোডাউন সড়কের পাশে একটি ভাড়া বাসায় থাকত। অটোরিকশাটি ভাড়ায় চালাত সে।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন মো. বাপ্পী ও রাজীব। তাঁরাও সন্দ্বীপের বাসিন্দা। তবে দুজন সীতাকুণ্ড পৌর সদরের শেখপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। খুনের ঘটনায় মো. মহিউদ্দিন নামের একজন পলাতক।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যাত্রীবেশে ভোরে হাবিবুর রহমানের অটোরিকশায় উঠেছিলেন তিন ছিনতাইকারী। রাস্তা ফাঁকা পেতেই হাবিবুরের ওপর আক্রমণ শুরু করেন তাঁরা। একপর্যায়ে তাঁকে কুপিয়ে জখম ও গলা কেটে হত্যা করে অটোরিকশাটি ছিনতাই করা হয়। পরে এই অটোরিকশা বিক্রি করতে বাপ্পী ও রাজীব স্থানীয় একটি গ্যারেজে যান।

পুলিশ জানায়, গ্যারেজের মালিক অটোরিকশাটির দাম জানতে চান। তবে মাত্র ১০ হাজার টাকা দাম চাওয়া হলে তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি অটোরিকশায় লিখে রাখা একটি মুঠোফোন নম্বরে ফোন দেন।

তখন ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলা হয়, অটোরিকশাটি ছিনতাই হয়েছে। এ সময় চারপাশে থাকা লোকজন দুজনকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা চালককে খুন করে অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের বিষয়টি স্বীকার করেন। পরে তাঁদের পিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। এর আগে ভোরে অটোরিকশাচালকের লাশটি মহাসড়কে একটি ময়লার ভাগাড়ের পাশ থেকে উদ্ধার হয়।

নিহত অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

অটোরিকশাচালককে খুনের প্রতিবাদে গতকাল বেলা একটার দিকে থানার সামনে মানববন্ধন করে অটোরিকশা শ্রমিক দল। তারা চালককে খুনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে।

সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর *প্রথম আলো*কে বলেন, হাবিবুরের বাবা দিদার আলম বাদী হয়ে সুনির্দিষ্ট দুজন ও অজ্ঞাতনামা দুজনকে আসামি করে সীতাকুণ্ড থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। এ ঘটনায় আটক দুজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গ্রেপ্তার রাজীবকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অপর আসামি বাপ্পীকে স্থানীয় লোকজনের মারধরের কারণে গুরুতর আহত হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থার উন্নতি হলে তাঁকেও আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ১ অক্টোবর ২০২৫,

খুলনায় দুদিনে চার লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

খুলনায় মাত্র দুদিনে চারজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গত সোমবার থেকে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে এসব লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানায়, গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে নগরীর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রিন্স (২৫) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি স্টেশনসংলগ্ন একটি হোটেলের কর্মচারী ছিলেন।

রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর হাবিলদার ওহিদ খান জানান, লোকজন লাশটি প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।

এর আগে গত সোমবার রাত ৯টার দিকে রূপসা উপজেলার জাবুসা চৌরাস্তা মোড়ের কাছে আইডিয়াল কোম্পানির পুকুর থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির হাত-পা বাঁধা অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। এদিকে একই দিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে নগরীর খুলনা-মোংলা মহাসড়কের পাশ থেকে আনুমানিক ৮০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ছাড়া সোমবার সকালে বটিয়াঘাটা উপজেলার কুণ্ডুপাড়া এলাকায় নিজ বাড়ির পুকুর থেকে জোছনা কুণ্ডু নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি কুণ্ডুপাড়ার ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডুর স্ত্রী।

বটিয়াঘাটা থানার ওসি মো. আব্দুর রহিম জানান, তিনি পুকুরে থালাবাটি ধোয়ার সময় পড়ে যান এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ১ অক্টোবর ২০২৫,

চালককে হত্যা করে ইজিবাইক ছিনতাই

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়ার নন্দীগ্রামে জঙ্গল থেকে রিপন আকন্দ (৪৫) নামের ইজিবাইকচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কের নন্দীগ্রাম উপজেলার নুন্দহ মাদ্রাসার পাশের জঙ্গল থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত রিপন আকন্দ শেরপুর উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের হাটগাড়ি তালপট্টি এলাকার বদিউজ্জামানের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার রাতে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যার পর ইজিবাইক ছিনতাই করে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করতে ছায়াতদন্তে নেমেছে পুলিশ, র‍্যাব, গোয়েন্দা, পিবিআইসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ২ অক্টোবর ২০২৫

ছয় জেলায় ১০ খুন পাঁচজন গ্রেপ্তার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের ছয় জেলায় তুচ্ছ ঘটনা ও পূর্বশত্রুতার কারণে ছয়টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এসব খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। জেলাগুলো হচ্ছে খুলনা, জামালপুর, নওগাঁ, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ। কালের কণ্ঠের অফিস ও প্রতিনিধিদের পাঠানো প্রতিবেদনে বিস্তারিত :

খুলনা অফিস জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় তিনটি লাশ উদ্ধারের পর দৌলতপুরে ঘুমন্ত অবস্থায় এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। দৌলতপুর থানার মহেশ্বরপাশার ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় মঙ্গলবার ভোররাতে (১ অক্টোবর) ঘুমন্ত অবস্থায় তানভীর হাসান শুভ (২৯) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়। শুভ একটি আন্তর্জাতিক মার্কেটিং কম্পানিতে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দৌলতপুর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, 'এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। তদন্ত চলছে।'

জামালপুর প্রতিনিধি জানান, জেলার সদর উপজেলায় বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা না দেওয়ায় মো. মুনছুর আলী (৬০) নামের এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার তুলশীর চর ইউনিয়নের টেবিরচর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত মুনছুর আলী ওই গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি জানান, নওগাঁর বদলগাছীতে ভ্যানের চাকায় একটি রাজহাঁস দুর্ঘটনার শিকার হয়। এরপর ভ্যানচালকের এক ঘুষিতে হাঁস মালিকের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় ভ্যানচালকসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরের পর উপজেলা সদরে মহিলা কলেজ গেটের পাশে।

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, জেলার হোসেনপুরে মাদকসেবীদের ছুরিকাঘাতে আহত যুবক রামেল মিয়া (২২) মারা গেছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত রামেল উপজেলার জিনারী ইউনিয়নের চাকুরিয়া গ্রামের মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি জানান, জেলার সীতাকুণ্ডে এক অটোরিকশাচালককে গলা কেটে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনিয়ে নিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনার পর গতকাল রক্তমাখা অটোরিকশা বিক্রি করতে গেলে এলাকাবাসী দুই ছিনতাইকারীকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি জানান, জেলার ভালুকায় তাছলিমা আক্তার (২৮) নামের এক গৃহবধূর লাশ মঙ্গলবার রাতে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি উপজেলার ডাকাতিয়া ইউনিয়নের দৌলা গ্রামের শফিকুল ইসলামের স্ত্রী।

সমকাল শনিবার। ৪ অক্টোবর ২০২৫

ঢাকায় এক দিনে ৪ লাশ উদ্ধার

খুলনায় ঘরে পড়ে ছিল গলাকাটা লাশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর হাজারীবাগ, গেণ্ডারিয়া, রমনা পার্ক ও আব্দুল্লাহপুর থেকে চার জনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ফেরত শিক্ষার্থী, রিকশাচালক ও এক নারী রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার লাশগুলো ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ।

হাজারীবাগ মিতালি রোডের বাসা থেকে যুক্তরাষ্ট্র ফেরত শিক্ষার্থী বিদ্যাধরী সূর্য্য প্রসাদ দাসের (২৫) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি ইংরেজি মাধ্যমে ও এবং এ লেভেল পড়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে পাঁচ বছরে গ্রাজুয়েশন শেষে গত বছর দেশে ফেরেন।

হাজারীবাগ থানার এসআই শফিকুল ইসলাম তার কক্ষের দরজা ভেঙে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেন। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক মর্গে পাঠায়।

পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, বিদ্যাধরী একা ওই কক্ষে থাকতেন। রান্না নিজে করতেন এবং খুব কম কারও সঙ্গে মিশতেন। ১ অক্টোবর সন্ধ্যায় তিনি কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করেন, এরপর আর বের হননি। গতকাল সকালে ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে জানা যাবে।

এদিকে গেণ্ডারিয়ার ফরিদাবাদ থেকে রিকশাচালক আব্দুল জলিলের (৬০) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গেণ্ডারিয়া থানার এসআই তৌফিক আনান জানান, তুলার গলির ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আব্দুল জলিল গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার বাসিন্দা। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

অন্যদিকে রমনা পার্কের লেক থেকে ওয়াসিমুল হকের (৫৫) ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে রমনা থানার এসআই মিজানুর রহমান মরদেহ উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওয়াসিমুল হক ইস্কাটন গার্ডেন এলাকার বাসিন্দা। তার মামাতো ভাই হেলাল খান জানান, ওয়াসিমুল দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সকালে বাসা থেকে বের হয়ে রমনা পার্কে যান। কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা তার জুতা খুঁজে পান, পরে লেক থেকে ভাসমান অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার হয়। তিনি জানান, প্রায় ১৫-২০ বছর আগে একই স্থানে ওয়াসিমুলের আরেক চাচাতো ভাই রবিন ডুবে মারা যান।

মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। আজ শনিবার ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় রমনা থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

এছাড়া উত্তরা পূর্ব থানার আব্দুল্লাহপুরের কোটবাড়ি এলাকা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (২৫) এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সন্ধ্যা ৭টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওই নারীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী হুমায়ুন আহমেদ বলেন, বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে কোটবাড়ি এলাকায় অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মোহাম্মদ ফারুক বলেন, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। ওই নারীর পরিচয় জানা যায়নি। সিআইডির ক্রাইমসিন ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে।

খুলনায় ঘরে পড়ে ছিল গলাকাটা লাশ

খুলনা ব্যুরো জানান, খুলনায় নেশার জন্য টাকা না পেয়ে লিটন খান নামে এক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ ও গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে নগরীর বসুপাড়া বাঁশতলায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। ঘটনার পর থেকে নিহতের ছেলে আবু বকর লিমন ও পুত্রবধূ চাঁদনী পলাতক রয়েছে।

সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ওসি কবির হোসেন জানান, লিটন খান সম্প্রতি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। ওই টাকা থেকে ছেলে লিমন ২০ হাজার টাকা দাবি করে আসছিল। কিন্তু ছেলে নেশাগ্রস্ত হওয়ায় লিটন খান টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
৪ অক্টোবর ২০২৫

বাগেরহাটে সন্ত্রাসী হামলায় সাংবাদিক নিহত

বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাট পৌর বিএনপি নেতা ও দৈনিক ভোরের চেতনা পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হায়াত উদ্দিন (৪২) সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হয়েছেন।

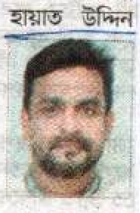

গতকাল সন্ধ্যায় শহরের হাড়িখালি এলাকায় এই সংবাদকর্মীর ওপর হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত হায়াত উদ্দিন বাগেরহাট শহরের হাড়িখালি এলাকার নিজাম উদ্দিনের ছেলে। সম্প্রতি তিনি বাগেরহাট পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন করেন। বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ-উল-হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহতের লাশ খুলনা মেডিকেলে রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে খোঁজখবর নিতে তার বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশের একাধিক ইউনিট এই হত্যার কারণ অনুসন্ধানে কাজ শুরু করেছে। তবে কারা মেরেছে, কী কারণে সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য জানাতে পারেনি পুলিশ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৪ অক্টোবর ২০২৫

খুলনায় নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

খুলনায় নেশার টাকা না পেয়ে লিটন খানকে (৪৫) কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার ছেলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর বসুপাড়া বাঁশতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে ছেলে আবু বকর লিমন (১৭) পলাতক।

পুলিশ সূত্র জানায়, লিটন খান ফেরি করে মাছ বিক্রি করতেন। সম্প্রতি তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন। ওই টাকা থেকে ছেলে লিমন ২০ হাজার টাকা দাবি করে আসছিল। কিন্তু সে নেশাগ্রস্ত হওয়ায় বাবা টাকা দিতে রাজি হননি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২১ আশ্বিন ১৪৩২, ৬ অক্টোবর ২০২৫

মোরেলগঞ্জে প্রতিপক্ষের হামলায় কৃষক নিহত

■ মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

মোরেলগঞ্জের চিংড়াখালী ইউনিয়নে প্রতিপক্ষের হামলায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম আবুল কালাম খান (৫০)। গত শনিবার রাতে উপজেলার ছোট জামুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের ছেলে মিঠু খান ও রাব্বি খান জানান, পারিবারিক দ্বন্দ্বের জের ধরে বর্তমান মেম্বার যুবলীগ নেতা সোহেল খানের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী চায়ের দোকান থেকে আবুল কালাম খান ও ভাই লুৎফর রহমান খানকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। পরে আহত অবস্থায় তাদের মোরেলগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে বাবা আবুল কালাম খান মারা যান। আহত লুৎফর রহমান খানকে খুলনা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আবুল কালাম খানের প্রতিবেশী ও চিংড়াখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মামুন খান বলেন, আবুল কালাম খান ও সোহেল খান পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন কোন্দল চলে আসছে। এরই জের ধরে এ ঘটনা ঘটতে পারে।

মোরেলগঞ্জ থানার ওসি মো. মতলুবর রহমান বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এলাকা শান্ত রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের বাগেরহাট মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আটক করতে পুলিশি অভিযান চলছে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৪ অক্টোবর ২০২৫ ॥

শ্বশুরকে হত্যার অভিযোগ

কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে চাচাশ্বশুরকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ভাতিজি জামাইয়ের বিরুদ্ধে। গতকাল দুপুরে ঘাগড়া ইউনিয়নের কলাপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নিহত মুক্তু মিয়া (৬০) কলাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন। অভিযুক্ত সোহেল মিয়া (৩৫) একই ইউনিয়নের ভরা গ্রামের বাসিন্দা। বিয়ের পর থেকে তিনি শ্বশুর বাড়িতেই থাকেন। স্থানীয়দের বরাতে মিঠামইন থানার ওসি আলমগীর কবির জানান, পারিবারিক বিষয় নিয়ে মুক্তু মিয়া ও তার ভাই মফিজ মিয়ার (সোহেলের শ্বশুর) মধ্যে বেশ কিছুদিন বিরোধ চলে আসছিল। এর জেরে গতকাল সকালে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। এ সময় পাশেই কোদাল দিয়ে কাজ করছিলেন জামাই সোহেল। এক পর্যায়ে সোহেল তার হাতে থাকা কোদাল দিয়ে মুক্তু মিয়াকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করেন। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। -কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

সমকাল
রোববার। ৫ অক্টোবর ২০২৫

নোয়াখালীতে পাঁচ মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

■ সমকাল ডেস্ক

- ঈশ্বরগঞ্জে পৃথক স্থানে দুজন খুন
- সোনারগাঁ ও গোলাপগঞ্জে দুই গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ
- সিংগাইরে চাচাতো ভাইদের হাতে নিহত গাড়িচালক

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আরমান হোসেন বিজয় (২০) নামে এক তরুণকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার রাতে একলাশপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আরমানের বিরুদ্ধে ডাকাতি, অপহরণসহ বিভিন্ন অভিযোগে পাঁচটি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে পৃথক স্থানে দুজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সিলেটের গোলাপগঞ্জে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। মানিকগঞ্জের সিংগাইরে জমি নিয়ে বিরোধে চাচাতো ভাইদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন গাড়িচালক।

তরুণকে কুপিয়ে হত্যা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় নিহত আরমান হোসেন বিজয় হাজীপুর গ্রামের শাহীন চৌধুরীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে একলাশপুর থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন আরমান। সঙ্গে ছিলেন দুজন। পথে ৪-৫ জন মোটরসাইকেল থামিয়ে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আরমানকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে রাস্তায় ফেলে চলে যায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের স্বজনদের দাবি, পূর্বশত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। ওই সময় বিজয়ের সঙ্গে থাকা দুজন হত্যার কারণ জানতে পারেননি।

বেগমগঞ্জ থানার (পরিদর্শক তদন্ত) হাবিবুর রহমান বলেন, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। নিহত আরমানের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা রয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঈশ্বরগঞ্জে দুজনকে কুপিয়ে হত্যা

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে পৃথক স্থানে দুজনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার সদর ইউনিয়নের খৈরাটি গ্রামে পারিবারিক বিরোধের জেরে রৌশনারা বেগমকে (৫০) বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে তাঁর প্রতিবেশী নাতি সাখাওয়াত হোসেন। ঘটনার পর পুলিশ সাখাওয়াত, তার বাবা মোস্তফা ও ভাই সাজ্জাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে।

অপরদিকে শুক্রবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার মগটুলা ইউনিয়নের কর্মা গ্রামে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে খোকন মিয়া (৫৫) নামে এক ইজিবাইক চালককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহতের ছেলে বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে ঈশ্বরগঞ্জ থানায় নজরুল ইসলামসহ ১৩ জনের নামে মামলা করেছেন। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা হলেন– সোহাগ মিয়া ও জোসনা আক্তার বেলি।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ওসি ওবায়দুর রহমান বলেন, পৃথক দুই হত্যাকাণ্ডে থানায় মামলা হয়েছে। পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূকে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় যৌতুক না পেয়ে স্মৃতি রানী বর্মণ (২৫) নামে এক নারীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। শুক্রবার বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের সাতভাইয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ঘটনার পর স্মৃতির স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মরদেহ রেখে পালিয়ে যান।

নিহত স্মৃতি কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার উত্তর দুর্গাপুর এলাকার যতীশ চন্দ্র বর্মণের মেয়ে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই শামু চন্দ্র বর্মণ শনিবার চারজনের নামে সোনারগাঁ থানায় মামলা করেছেন। সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ রাশেদুল হাসান খান বলেন, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামী আটক

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় পারিবারিক কলহের জেরে সাহিদা বেগম (২৩) নামে এক নারীকে বঁটি দিয়ে হত্যার অভিযোগে তাঁর স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর সাহিদার স্বামী রেজাউল করিমকে আটক করে পুলিশ। ইসলামপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে তিনি। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চাচাতো ভাইদের হাতে খুন

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হানিফ (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে ও টেঁটাবিদ্ধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর চাচাতো ভাইদের বিরুদ্ধে। শনিবার বিকেলে আঠালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হানিফ ওই গ্রামের ইলা ব্যাপারীর ছেলে। তিনি মানিকগঞ্জ মমতাজ চক্ষু হাসপাতালের এক চিকিৎসকের গাড়িচালক।

নিখোঁজের পরদিন মিলল রাজমিস্ত্রির মরদেহ

লক্ষ্মীপুরে নিখোঁজের পরদিন ইউছুফ হোসেন (৪৫) নামে এক রাজমিস্ত্রির হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার দালালবাজার-পালেরহাট সড়কের কোরালিয়া খাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ইউছুফ সদর উপজেলার দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নের পশ্চিম গোপীনাথপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার পর থেকে ইউছুফের খোঁজ মিলছিল না। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে স্থানীয় এক যুবক খালে মাছ শিকার করতে গিয়ে মরদেহ দেখতে পান।

(সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ও সংবাদদাতার পাঠানো তথ্য)

যুগান্তর
রোববার ৫ অক্টোবর ২০২৫
E-mail : s

বন্দরে হোসিয়ারি শ্রমিক হত্যা

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে আলমগীর হোসেন (৫২) নামে এক হোসিয়ারি শ্রমিককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। শুক্রবার রাতে বন্দরের বাড়ইপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আলমগীর বন্দর শাহী মসজিদ এলাকায় ভাড়া থাকতেন। তার বাবার নাম সোবহান মিয়া। নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আলমগীরের ছেলে সাইফুলের কাছ থেকে একই এলাকার সন্ত্রাসী রাসেল ও কাইয়া পারভেজ জোর করে মোটরসাইকেল রেখে দেয়। এ ঘটনায় আলমগীর প্রতিবাদ করায় সন্ধ্যায় রাসেল ও কাইয়া পারভেজ গ্রুপের লোকজন আলমগীরকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর আলমগীরের সঙ্গে বারইপাড়ার জোড়া পুকুরের সামনে তাদের ধস্তাধস্তি হয়। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে আলমগীরের মাথা ধরে পাশের দেয়ালে সজোরে ধাক্কা দিলে মাথা ফেটে রক্তাক্ত জখম হয়। পরে স্থানীয় লোকজন আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে বন্দর থানা পুলিশ শাহবাগ থানা পুলিশের মাধ্যমে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এ ব্যাপারে বন্দর থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে পুলিশের টিম মাঠে নেমে পড়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন

শ্রীপুরে বিষপানে সাংবাদিকের মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে বিষপানের ১৭ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন সাংবাদিক জামাল উদ্দিন। তিনি শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং 'আজকালের খবর' পত্রিকার শ্রীপুর প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। প্রায় ১৭ দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর তিনি মৃত্যুর কাছে হার মানেন। জানা যায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জামাল উদ্দিন উপজেলা রাজবাড়ি ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের নিজ বাড়িতে কীটনাশক পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের সদস্যরা তাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় প্রথমে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে দীর্ঘ ১৭ দিন লাইফ সাপোর্টে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৫ অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় তিনি মারা যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত্যুর কারণ হিসাবে বিষপানের বিষয়টি উল্লেখ করে শাহবাগ থানাকে অবহিত করে। শাহবাগ থানা থেকে শ্রীপুর থানাকে বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি বার্তা পাঠানো হয়। শ্রীপুর থানার এসআই আব্দুল লতিফ তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

ইত্তেফাক
বুধবার
২৩ আশ্বিন ১৪৩২, ৮ অক্টোবর ২০২৫

অটোরিকশার চালকের হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

■ কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে নিখোঁজের একদিন পর কাশবন থেকে বাচ্চু মিয়া (৬০) নামের এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত বাচ্চু মিয়া কেরানীগঞ্জের রোহিতপুর ইউনিয়নের মুগারচর গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে উপজেলার রোহিতপুর ইউনিয়নের সোনাকান্দা এলাকায় সবুজছায়া আবাসিক প্রকল্পের অভ্যন্তরে কাশবন থেকে ঐ অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে সুরতহাল শেষে লাশ ময়নাতদন্তের জন্যে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে পুলিশ।

কালের কণ্ঠ
রবিবার । ৫ অক্টোবর ২০২৫ ।

৮ জেলায় ৭ খুন, ৩ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধে মানিকগঞ্জে বড় ভাইয়ের হাতে খুন হয়েছেন ছোট ভাই। এ ছাড়া সিলেট, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে বিভিন্ন ঘটনায় আরো ছয়জনকে খুন করা হয়েছে। খুলনা, শেরপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাওয়া গেছে তিনজনের লাশ।

অন্যদিকে সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রামের মহাসড়কে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের খবর পাওয়া গেছে।

কালের কণ্ঠের অফিস, নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সিংগাইর-হরিরামপুর (মানিকগঞ্জ) : সিংগাইরে বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই হানিফ বেপারী (৫৫) খুন হয়েছেন। গতকাল উপজেলার আঠালিয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। তাঁরা দুই ভাই ওই গ্রামের মৃত এলা বেপারীর ছেলে। এ ঘটনায় বড় ভাই বাচ্চু মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ।

সিলেট : গোলাপগঞ্জ উপজেলায় স্বামীর হাতে স্ত্রী খুনের খবর মিলেছে। গতকাল ইসলামপুর গ্রামে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত নারীর নাম সাহিদা বেগম (২৩)। এ ঘটনার পর এলাকাবাসী স্বামী রেজাউল করিমকে আটকে রাখে। পরে পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

নোয়াখালী : বেগমগঞ্জ উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার ও মোবাইল ফোনসেট নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। শুক্রবার রাতে নতুন ব্রিজ এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আরমান হোসেন বিজয় (১৮) নামের এক কিশোরকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। বিজয় হাজীপুর গ্রামের শাহীন চৌধুরীর ছেলে। অন্যদিকে মোবাইল ফোনসেট নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে প্রতিপক্ষের মারধরে রাজাপুর গ্রামে আব্দুর রহমান ওরফে শুক্কুর (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

ময়মনসিংহ : ঈশ্বরগঞ্জে পৃথক ঘটনায় এক নারীকে পিটিয়ে এবং এক ইজিবাইক চালককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। দুটি ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে গতকাল মামলা হয়েছে। স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় খৈরাটি গ্রামে হারানো মুরগি খুঁজতে প্রতিবেশী মোস্তফার বাড়িতে যান রৌশনারা (৫০)। কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে মোস্তফার ছেলে সাখাওয়াত হোসেন (২২) দা দিয়ে রৌশনারার ঘাড়ে কোপ দেন। এতে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে একই দিন রাত ১০টায় কর্মা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধে ইজি বাইক চালক খোকন মিয়াকে (৫৫) পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে প্রতিবেশী নজরুল ইসলাম (২৮) ও তাঁর লোকজন।

টাঙ্গাইল : কালিহাতীর জোয়াইর গ্রামে ক্রিকেট খেলায় কথা-কাটাকাটি থেকে সংঘর্ষে শাহীন (১৭) নামের এক কিশোরের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। শাহীন বীরবাসিন্দা গ্রামের প্রবাসী আব্দুল্লাহর ছেলে। সে মায়ের সঙ্গে নানার বাড়ি জোয়াইরে বসবাস করত।

খুলনা : নগরীর আড়ংঘাটা থানার রায়েরমহল ব্যাংক কোয়ার্টার এলাকার একটি ঘর থেকে গতকাল হামিদ শেখ (৫৭) নামের এক দিনমজুরের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই এলাকার মৃত আতাউর রহমানের ছেলে।

শেরপুর : নিখোঁজের ৪০ ঘণ্টা পর চা বিক্রেতা আব্দুল মোতালেব ওরফে হাজীর (৫২) লাশ উদ্ধার হয়েছে। শহরের সজবরখিলা এলাকার হরিজনপল্লীর ডোবা থেকে গতকাল মরদেহটি পুলিশ উদ্ধার করে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : গোমস্তাপুরে সুজন আলী (৩০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি লাইনপাড়া গ্রামের নূহ আলীর ছেলে। ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া ও ইউপি সদস্য আব্দুল মান্নান জানান, সুজনের বিরুদ্ধে মাদকাসক্তির অভিযোগ রয়েছে। তিনি এর আগেও একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৫ অক্টোবর ২০২৫ ॥

হত্যার পর দিনমজুরকে গাছে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালীর হাতিয়ায় চুরির অভিযোগে মোহাম্মদ জাফর (১৮) নামে এক কিশোর দিনমজুরকে হত্যার পর গাছে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল উপজেলার প্রকল্প বাজার এলাকার প্রধান সড়কের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ তার লাশ মর্গে পাঠিয়েছে। জাফর উপজেলার চানন্দি ইউনিয়নের প্রকল্প বাজার এলাকার মোহাম্মদ জাকের হোসেনের ছেলে। নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, স্থানীয় বিএনপি নেতা সোহেলের বাড়িতে কাজ করতেন জাফর। তবে পাঁচ দিন আগে বাড়ির মালিককে না জানিয়ে সে সেখান থেকে চলে যান। সোহেলের অভিযোগ, ওই কিশোর যাওয়ার সময় তাদের আলমারির চাবি, মোবাইল চার্জার ও নগদ ১১০০ টাকা নিয়ে যায়। অভিযোগ, এর জেরে শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে স্থানীয় আলী বাজার এলাকা থেকে জাফরকে ধরে প্রকল্প বাজারে নিয়ে যান সোহেল মাহমুদ। সেখানে তাকে আটকে রেখে নির্যাতনে হত্যা করে লাশ গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত চানন্দি ইউনিয়ন পশ্চিম শাখা বিএনপির সভাপতি সোহেল মাহমুদ বলেন, তাকে রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হাতিয়ার মোর্শেদ বাজার তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. লেয়াকত আলী বলেন, প্রাথমিক ভাবে এটি হত্যাকান্ড মনে হচ্ছে। এছাড়া বেগমগঞ্জ মোবাইল নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে প্রতিপক্ষের মারধরে আবদুর রহমান ওরফে শুক্কুর (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার রাজাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার রাত ১১ টার দিকে মারধরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সন্ধ্যায় মারা যান তিনি। এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে রাজাপুর গ্রামের শুক্কুরকে বাড়ির সামনে রাস্তায় একটি মোবাইল চুরিকে কেন্দ্র করে সালিশি বৈঠকের পর কয়েকজন মারধর করে। ওসি লিটন দেওয়ান বলেন, তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মোবাইল নিয়ে দ্বন্দ্বে সালিশে মারধর যুবকের মৃত্যু

সময়ের আলো
রোববার। ১২ অক্টোবর ২০২৫।

স্বামীকে তালাক দেওয়ায় গার্মেন্টস কর্মীকে হত্যা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর মালেকের বাড়ী এলাকায় স্বামীকে তালাক দেওয়ায় গার্মেন্টস কর্মীকে প্রকাশ্যে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় শনিবার বিকালে নিহতের ভাই রুবেল মিয়া গাজীপুর মেট্রোপলিটনের গাছা থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। নিহত সোহেলা খাতুন (৪০) শেরপুরের নকলার মোমিলাকান্দা গ্রামের মিজানের মেয়ে। তিনি মালেকের বাড়ী শরীফপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটনের গাছা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম। এ বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে ওসি বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় কালু শেখকে আসামি করে নিহতের ভাই একটি হত্যা মামলা করেছেন। আসামিকে ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে বলেও জানান ওসি।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মালেকের বাড়ীর পশ্চিম পাশে শরীফপুর রোডে বাংলালিংক টাওয়ারের নিচে জিহাদ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার দোকানের সামনে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শেরপুরের নকলা থানার মোমিনাকান্দা আলতুব আলী শেখের ছেলে কালু শেখ (৪৫) পলাতক রয়েছেন।

বাদী মামলার এজাহারে উল্লেখ করেছেন, ২০ বছর আগে কালু শেখের সঙ্গে সোহেলা খাতুনের বিয়ে হয়। তাদের তিন কন্যা রয়েছে। বিয়ের পর থেকে তারা শরীফপুর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। সোহেলা খাতুন গার্মেন্টসে চাকরি করতেন এবং কালু শেখ ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিয়ের পর থেকেই তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রায় সময়ই ঝগড়া-বিবাদসহ মারপিট লেগেই থাকত। স্বামী কালু শেখের অত্যাচার নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়ায় সহ্য করতে না পেরে গত ৫ অক্টোবর তালাক দেন সোহেলা খাতুন। এরপর থেকে অভিযুক্ত কালু শেখের ভাড়াকৃত বাসা থেকে চলে যান সোহেলা খাতুন। তিনি মেয়ে কাকলীর ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। তালাকের বিষয়টি কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় খুনের হুমকি দিত কালু শেখ। শুক্রবার বিকালে সোহেলা খাতুন তার ক্রয়কৃত মোবাইলের টাকা পরিশোধ করতে শরীফপুর রোডের বাংলালিংক টাওয়ারের নিচে জিহাদ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার দোকানের সামনে পাকা রাস্তার ওপর পৌঁছলে ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলার বাম পাশে আঘাত করে পালিয়ে যায় কালু শেখ।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫

ছুরিকাঘাতে ট্রাকচালক খুন

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে এক ট্রাকচালক খুন হয়েছেন। গত শুক্রবার রাতে নগরের সদরঘাট জেটিগেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহত সজীব চন্দ্র নাথের (৩০) বাড়ি চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায়। নিহত সজীব ও গ্রেপ্তার হওয়া ইউসুফ হোসেন বিজয় (২৪) সদরঘাটে হাক্কানি ট্রান্সপোর্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ট্রাক চালাতেন। ইউসুফের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়।

সদরঘাট থানার ওসি মো. আবদুর রহিম জানান, জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেডের আমদানি করা কাঁচামাল স্ক্র্যাপ (পরিত্যক্ত লোহা) বহনের জন্য দুটি আলাদা ট্রাক নিয়ে জেটিগেটের সামনে অপেক্ষায় ছিলেন সজীব ও ইউসুফ। এ সময় জেটিতে প্রবেশের সিরিয়াল আগে পাওয়া নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও একপর্যায়ে হাতাহাতি শুরু হয়। এর মধ্যেই ইউসুফ সজীবকে বুকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে। দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৬ অক্টোবর ২০২৫

নিখোঁজ কৃষকের লাশ উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে বিলের জমিতে কচুরিপানা পরিষ্কার করতে গিয়ে নিখোঁজের ১৭ ঘণ্টা পর সিদ্দিক খান নামে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এর আগে সকালে উপজেলার বিদ্যাকুট ইউনিয়নের সেলিমনগর গ্রামের মারখালা বিলে ঘটনাটি ঘটে। ওসি মো. শাহিনুর ইসলাম বলেন, মারখালা বিল থেকে ভাসমান অবস্থায় সিদ্দিক খানের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।–ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২২ আশ্বিন ১৪৩২, ৭ অক্টোবর ২০২৫

কামরাঙ্গীরচরে কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে শ্রমিকের মৃত্যু

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) সংবাদদাতা

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে আহত শ্রমিক মো. পারভেজ মারা গেছেন। এ ঘটনায় সজল হোসেন নামের আরো এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। নিহত পারভেজ বরিশালের বন্দর থানার কাউয়াচর গ্রামের মৃত কাঞ্চন খানের ছেলে। তিনি কামরাঙ্গীরচরের হুজুরপাড়া এলাকার আরাফাত ট্রেডিং নামে একটি সিমেন্ট ডিলার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ছিলেন। গতকাল সোমবার নিহতের স্ত্রী স্বপ্না আক্তার বাদী হয়ে কামরাঙ্গীরচর থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। মামলায় কিশোর গ্যাংয়ের চার সদস্যকে এজাহারনামীয় ও অজ্ঞাত আরো পাঁচ থেকে ছয় জনকে আসামি করা হয়েছে। এজাহারভুক্ত আসামিরা হলেন কিশোর গ্যাং লিডার সাব্বির, আরমান হোসেন, তৌফিক হাসান ও জুবায়ের হোসেন।

সময়ের আলো
সোমবার। ১৩ অক্টোবর ২০২৫।

কিস্তির জন্য ভ্যান কেড়ে নেওয়ায় চালকের আত্মহত্যা

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীর মোহনপুরে ফ্রিজের কিস্তির টাকা দিতে না পারায় অটোভ্যান কেড়ে নেওয়ায় আত্মহত্যা করেছেন এক ভ্যানচালক। তিনি যে দোকান থেকে ফ্রিজ কিনেছিলেন সে দোকানেই বিষপান করেছেন। মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট পৌর এলাকার আলিফ মীম এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ইলেকট্রনিকস শোরুমে এই ঘটনা ঘটেছে। ভ্যানচালকের নাম হাসেম মণ্ডল (৪০)। তিনি উপজেলার সইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

ঘটনাটি বৃহস্পতিবার ঘটলেও জানাজানি হয়েছে রোববার। বৃহস্পতিবার ঘাসনাশক বিষ কিনে শোরুমের ভেতরেই বিষপান করেন হাসেম। পরে শোরুমের কর্মচারীরা তাকে দ্রুত বাইরে ফেলে রেখে চলে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক ভর্তি না নিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার সকালে তিনি মারা যান।

মোহনপুর থানার ওসি আতাউর রহমান বলেন, ফ্রিজের কিস্তির টাকার জন্য অটোভ্যান কেড়ে নেওয়ায় ভ্যানচালক হাসেম বিষপান করেন। এ ঘটনায় জিডি করা হয়েছে। আরএমপির রাজপাড়া থানাকে মরদেহটি ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে রোববার দুপুরে পরিবারের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় তার মরদেহ দাফন করা হয়েছে। পরিবার চাইলে মামলার আবেদন করতে পারবে। আমরা অবশ্যই মামলা গ্রহণ করব।

নিহতের স্ত্রী সালমা বেগম জানান, হাসেম মণ্ডল ওই শোরুম থেকে কিস্তিতে একটি ফ্রিজ ক্রয় করেন। তিনি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করলেও শোরুমের মালিক আকরাম আলী ও তার সহযোগীরা সুদসহ ১০ হাজার টাকার জন্য তাকে দীর্ঘদিন ধরে ভয়ভীতি ও চাপ সৃষ্টি করছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে হাসেম যাত্রী নিয়ে কেশরহাট বাজারে গেলে শোরুম মালিক আকরাম আলী, তার ছোট ভাই আকতার হোসেন ও কয়েকজন কর্মচারী মিলে তার অটোভ্যানটি কেড়ে নেয় এবং তাকে মারধর করে। জীবিকার একমাত্র মাধ্যম হারিয়ে হাসেম আকুতি জানালেও তারা টাকা ছাড়া ভ্যান ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানান। পরে সেখানেই অপমান সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেন।

এ ঘটনার পর থেকেই শোরুম মালিক আকরাম আলী ও তার ভাই আকতার হোসেন কেশরহাটের দুটি শোরুম বন্ধ করে পলাতক।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৩ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 8 October 2025

ভৈরবে যুবকের আত্মহত্যা

প্রতিনিধি, ভৈরব

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ফাঁসিতে ঝুলন্ত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। গত সোমবার সকালে ভৈরব পৌর শহরে আমলাপাড়া বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবকের নাম রাসেল মিয়া (২৫)। সে আমলাপাড়া এলাকার ভোলা মিয়ার ছেলে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ভৈরব থানা (ওসি) খন্দকার ফুয়াদ রুহানি। থানা পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাসেল মিয়া একজন অটোরিকশা চালক ছিলেন। সে দীর্ঘদিন যাবত মানুষিক রোগে ভুগছে। অস্বাভাবিক আচরণের কারণে ১ বছর আগে ১ মাস বয়সি কন্যা সন্তান নিয়ে তার স্ত্রী বাবার বাড়ি কুমিল্লায় চলে যান। এরপর থেকে তার মানুষিক রোগ আরো বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে রাসেল মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ৫ অক্টোবর রোববার রাতে না খেয়েই নিজ ঘরে শুতে যায়। ছোট ভাই সকাল ৬টায় ডাকতে গিয়ে দেখে রাসেল নিজ ঘরের সিলিং ফ্যানে ঝুলে আছে। পরে থানা পুলিশকে খবর দিলে তারা গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের স্বজন শাহদাত হোসেন বলেন, রাসেলরা চার ভাই। সে ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। রাসেল অনেক ভাল ছিল। তবে তার অস্বাভাবিক আচরণ ও মাদকের সাথে জড়িত ছিল বলে বাবা-মা তাকে দুয়েকবার জেলেও রেখে এনেছে। তবে সঠিক চিকিৎসা পেলে ছেলেটিকে ভাল করা যেতো।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৭ অক্টোবর ২০২৫

পিটিয়ে হত্যা ইউপি সদস্য ও কৃষককে

ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলায় জামাল উদ্দিন (৬০) নামে এক ইউপি সদস্যকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রবিবার রাতে উপজেলার নলচাপড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। জামাল উদ্দিন বানিহালা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নলচাপড়া গ্রামের বাসিন্দা ও ওই ওয়ার্ডের সদস্য ছিলেন। তারাকান্দা থানার ওসি টিপু সুলতান বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আটক করা হয়েছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন। এদিকে নেত্রকোনার মদনে পূর্ববিরোধের জেরে পিটিয়ে হারুন চৌধুরী (৬০) নামে এক কৃষককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার রুদ্রশ্রী গ্রামে রবিবার রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মদন থানার ওসি শামসুল আলম শাহ্ জানান, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৭ অক্টোবর ২০২৫।

ডোবায় যুবক, ঝোপে ভ্যান চালকের হাত-পা বাঁধা লাশ

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনা শহরের শালগাড়ীয়া গোরস্থান পাড়ায় ডোবায় অজ্ঞাত যুবকের এবং ঈশ্বরদীর দাশুড়িয়া সুগার মিল এলাকা থেকে হাত-পা বাঁধা একজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, গতকাল গোরস্থানপাড়ার বাসিন্দারা ডোবায় লাশ দেখে থানায় খবর দেয়। সদর থানার ওসি আবদুস সালাম জানান, প্রাথমিক সুরতহালে মৃতের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এটি হত্যাকাণ্ড কি না জানতে পিবিআই তদন্ত করছে। ঈশ্বরদীতে পাওয়া লাশটি ইমান আলী প্রামাণিক (৫৭) নামে একজন ভ্যানচালকের। তিনি মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন জানা গেছে। বুধবার রাতে দাশুড়িয়া এলাকায় ঝোপ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ওসি আসম আবদুন নূর বলেন, ভ্যান ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে চালককে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয়েছে প্রাথমিকভাবে ধারণা।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ২৮ অক্টোবর ২০২৫

E-mail : sportsjugantor@gmai

রাজশাহীতে নার্স ধর্ষণে চিকিৎসক কারাগারে

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীতে ক্লিনিকে নার্সকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নার্স বাদী হয়ে মামলা করলে পুলিশ অভিযুক্ত চিকিৎসককে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে। ওই চিকিৎসকের নাম আহসান হাবিব। তার গ্রামের বাড়ি নওগাঁ। গত ৮ সেপ্টেম্বর দিবাগত গভীর রাতে রাজশাহী মহানগরীর লক্ষীপুর এলাকায় অবস্থিত আল-আরাফাহ ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ধর্ষণের ওই ঘটনা ঘটে। চিকিৎসক আহসান হাবিব ওই প্রতিষ্ঠানটির আবাসিক মেডিকেল অফিসার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ভুক্তভোগী নার্স (২৫) অন্য একটি বেসরকারি ক্লিনিকে কর্মরত। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিকিৎসক আহসান হাবিব তাকে আল-আরাফাহ ক্লিনিকে নিজের চেম্বারে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন। এজাহারের বর্ণনা অনুযায়ী, দুবছর আগে ওই নার্স ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। তখন ফেসবুকের মাধ্যমে ওই চিকিৎসকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এরপর বিয়ের কথা বলে ঢাকার চাকরি ছাড়িয়ে ওই নার্সকে রাজশাহী আনেন চিকিৎসক। বিয়ে না করে তার ভাড়া বাসায় নিয়ে শারীরিক সম্পর্ক চালিয়ে যান। সবশেষ ক্লিনিকে নিয়ে ধর্ষণ করে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। ২৩ সেপ্টেম্বর মহানগরীর রাজপাড়া থানায় ধর্ষণ মামলা করেন ভুক্তভোগী নার্স।

যুগান্তর

মঙ্গলবার ২৮ অক্টোবর ২০২৫

১২ কার্তিক ১৪৩২

নাসিরনগরে কৃষকের মৃত্যু নিয়ে রহস্য

খাগড়াছড়িতে নবজাতকের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

নাসিরনগরে গুনিয়াউক ইউনিয়নের চিতনা গ্রাম থেকে সোমবার এক কৃষকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার মৃত্যু নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। খাগড়াছড়িতে চেঙ্গী নদী থেকে এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান :

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে গুনিয়াউক ইউনিয়নের চিতনা গ্রাম থেকে সোমবার ফারুক মিয়া নামে এক কৃষকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের এনু মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, ফারুক মিয়া রোববার জমিতে কাজ করতে গিয়ে আর ফেরেননি। পরিবারের লোকজন রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পায়নি। সোমবার বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। তবে স্থানীয়রা জানান, ওই কৃষকের মৃত্যু রহস্যজনক। তার মুখে বিষের গন্ধ পাওয়া গেছে। ওসি মাকসুদ আহমেদ বলেন, ঘটনাটি আমাদের কাছেও সন্দেহজনক মনে হয়েছে। খাগড়াছড়িতে গঞ্জপাড়া ব্রিজ এলাকায় চেঙ্গী নদী থেকে সোমবার এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওসি মো. আব্দুল বাতেন মৃধা জানান, চেঙ্গী নদীতে ওই নবজাতকের লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

সোমবার ॥ ২০ অক্টোবর ২০২৫

ঘরে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা ভ্যানচালককে

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় বসতঘরে ঢুকে মোশারফ হোসেন মুসা (৫৫) নামে এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার শান্তিডাঙ্গা গ্রাম থেকে গতকাল সকালে তার লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় পুলিশ। মোশারফ হোসেন মুসা ওই এলাকার আকবর মন্ডলের ছেলে। তিনি প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতে বসতঘরের বারান্দায় ঘুমাচ্ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ভোররাতে পরিবারের লোকজন বাইরে বের হয়ে রক্তাক্ত লাশ দেখতে পায়। নিহতের বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের একাধিক চিহ্ন রয়েছে। মুসার মেয়ে শিখার দাবি, ভ্যান চুরির জন্য আমার বাবাকে এমন নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে না। পূর্ব শত্রুতার জেরে তাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান তিনি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার ওসি মেহেদি হাসান বলেন, বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে। দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

দেশ রূপান্তর

বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫,

কচুয়া-শার্শায় দুজন খুন

বাগেরহাট ও শার্শা (যশোর) প্রতিনিধি

বাগেরহাট শহরতলির পচা দিঘি থেকে সুমন্ত বিশ্বাস নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে

বাগেরহাটের দিঘি থেকে ভাসমান অবস্থায় সুমন্ত বিশ্বাস (৪৫) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে বাগেরহাট শহরতলির পচা দিঘি থেকে ওই নির্মাণশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। সুমন্ত বিশ্বাস শহরের দশানী এলাকায় ভাড়াবাড়িতে পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।

পরিবারের বরাত দিয়ে বাগেরহাট সদর মডেল থানার ওসি মো. মাহমুদ-উল-হাসান বলেন, স্থানীয় লোকজন পচা দিঘিতে মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ সেখানে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করলে তার পরিবারের সদস্যারা নির্মাণ শ্রমিক সুমন্ত বিশ্বাসকে শনাক্ত করেন। গত সোমবার সকালে সুমন্ত বিশ্বাস কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

এদিকে, বাগেরহাটের কচুয়ায় জাহিদুল ইসলাম মিন্টু (৪৫) নামে এব ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার রাতে কচুয়া উপজেলার শিবপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে জাহিদুলকে একদল দুর্বৃত্ত পিটিয়ে গুরুতর জখম করে রেখে পালিয়ে যায়। পরে তার বাড়ির সদস্যরা উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত জাহিদুল ইসলাম কচুয়া উপজেলার শিবপুর গ্রামের এস এম আবু বক্করের ছেলে।

অন্যদিকে, যশোরের শার্শায় নিখোঁজের চার দিন পর স্টিলের বাক্সের মধ্যে মিলল এক ভ্যানচালকের অর্ধগলিত লাশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার নাভারণ কাজীরবেড় গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে তার লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত ভ্যানচালকের নাম আব্দুল্লাহ (২৫)। তিনি পার্শ্ববর্তী গাতীপাড়া গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে।

শার্শা থানার ওসি আব্দুল আলিম বলেন, গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে এক ভ্যানচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দেশ রূপান্তর

সোমবার, ৬ অক্টোবর ২০২৫,

ইজিবাইক চালককে হত্যা

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ইজিবাইক চালক খোকন মিয়াকে (৫৫) নৃশংসভাবে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রদল নেতাসহ এজাহারভুক্ত ১৩ জনের বিরুদ্ধে। হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গত শনিবার মধ্যরাতে উপজেলার মগটুলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি মো. নজরুল ইসলামকে বহিষ্কার করা হয়। নিহতের ছেলে বিল্লাল হোসেন বাদী হয়ে উপজেলা মগটুলা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি নজরুল ইসলামসহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার

৪ কার্তিক ১৪৩২, ২০ অক্টোবর ২০২৫

রাজধানীতে ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে অটোচালক খুন

■ **ইত্তেফাক রিপোর্ট**

রাজধানীর মতিঝিলের ফকিরাপুলে পালক ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে আরেক ভাই খুন হয়েছে। নিহতের নাম বুলবুল আহমেদ রুবেল (৩৩)। তিনি পেশায় অটোচালক। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ফকিরাপুল কমর গলির একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় ইসলামী হাসপাতাল, পরে সেখান থেকে রাত সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃতের ছেলে আলিফ আহমেদ অনিক বলেন, আমার বাবা থাকেন মুন্সিগঞ্জে। ফকিরাপুল কোমর গলিতে দাদি, আমি, ছোট চাচা ও অভিযুক্ত পালক চাচা রনি (৩৫) থাকি। পারিবারিক বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে বাবার বুকে ও হাতে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করেন চাচা রনি। মৃত রুবেল মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার যশলং গ্রামের মৃত আজিজ ভুঁইয়ার ছেলে। দুই মেয়ে ও এক ছেলের জনক রুবেল সৌদি প্রবাসী ছিলেন। পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশে এসে নিজের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালানো শুরু করেন।

কালের কণ্ঠ

সোমবার । ২০ অক্টোবর ২০২৫ ।

তিন শ্রমিককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর পূর্ব রামপুরায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে তিন শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার ভোরে কমিশনার গলিতে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন আমিনুল ইসলাম, মো. রাজন ও আশরাফুল ইসলাম। তাঁদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. রিফাত বলেন, ভোরে রিকশায় যাওয়ার সময় ছয়-সাতজন ছিনতাইকারী রিকশার গতিরোধ করে তাঁদের কাছে থাকা টাকা ও মোবাইল ফোনসেট ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিলে ছিনতাইকারীরা আমিনুলের ডান হাতে ছুরিকাঘাত করে সাত হাজার ৫০০ টাকা ও দুটি মোবাইল ফোনসেট, রাজনের বাঁ কাঁধে ছুরিকাঘাত করে একটি মোবাইল ফোনসেট ও আশরাফুলের বাঁ কাঁধে ছুরিকাঘাত করে ১১ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোনসেট ছিনিয়ে নেয়।

প্রথম আলো • সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫,

রাজধানীতে নারী গণমাধ্যমকর্মীর লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর একটি বাসা থেকে এক নারী গণমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি নতুন অনলাইন সংবাদমাধ্যম ঢাকা স্ট্রিমের কর্মী ছিলেন। গত শনিবার সন্ধ্যার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয় বলে জানা গেছে।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক প্রথম আলোকে বলেন, ওই নারীর পরিবারের লোকজন ঘরের দরজা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। পুলিশ ওই হাসপাতাল থেকে শনিবার তাঁর লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। ময়নাতদন্তের পর বলা যাবে, তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছে। তাঁর পরিবার এখনো থানায় কোনো অভিযোগ করেনি।

ওই নারী অনলাইন সংবাদমাধ্যম ঢাকা স্ট্রিমে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি ঢাকা স্ট্রিমের বাংলা কনটেন্ট এডিটর আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে যৌন নিপীড়নের অভিযোগকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তথ্যে জানা যায়।

এ ব্যাপারে আলতাফ শাহনেওয়াজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠিয়েও কোনো ফিরতি বার্তা মেলেনি।

যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁকে শাস্তির পরিবর্তে চাকরিতে পুনর্বহাল করার কথা বলা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

তার মধ্যে এই নারী সংবাদকর্মীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। তাতে বলা হয়েছে, এমন সব ঘটনায় কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে 'আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট'ও। এই বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন অধিকারকর্মী সুলতানা কামাল, শাহীন আনাম, শীপা হাফিজা, রেখা সাহা প্রমুখ।

ঢাকা স্ট্রিমের বিবৃতি

বিকেল চারটার দিকে ঘটনার বিষয়ে ঢাকা স্ট্রিমের মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক পি এম সজল আহমেদ স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে ১৩ জুলাই অভিযোগ জমা পড়ে। পরে আলতাফ শাহনেওয়াজকে বার্তাকক্ষ থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং অভিযোগ তদন্তে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে সহকর্মীদের সঙ্গে আলতাফ শাহনেওয়াজের কিছু ক্ষেত্রে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রমাণ পাওয়া সাপেক্ষে তাঁকে বার্তাকক্ষ থেকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। এসব সিদ্ধান্তে কর্মীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ওই নারীর নাম উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের কোনো সম্পর্ক নেই। তিন মাস আগের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৩ কার্তিক ১৪৩২
Dhaka : Sunday 19 October 2025

কেশবপুরে পত্রিকায় খবর প্রকাশ করায় সাংবাদিককে মারপিট, আটক ২

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুরে পত্রিকায় খবর প্রকাশের জের ধরে কেশবপুর প্রেসক্লাবের সদস্য সাংবাদিক সুশান্ত মল্লিককে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করা হয়েছে। এঘটনায় ওই রাতেই পুলিশ জড়িত থাকার অভিযোগে ২ জনকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। এছাড়া, গত শুক্রবার সকালে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে কেশবপুর প্রেসক্লাবে এক জরুরী সভায় এঘটনার তীব্র নিন্দা ও অন্য আসামীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সবুজ বাংলা ও বিডি খবর পত্রিকায় খবর প্রকাশের জের ধরে কেশবপুর প্রেসক্লাবের সদস্য সুশান্ত মল্লিককে বেধড়ক মারপিট করে উপজেলার সরাপপুর গ্রামের মৃত গৌরচন্দ্র মল্লিকের ছেলে প্রদীপ মল্লিক, তার স্ত্রী মাধবী মল্লিকসহ কতিপয় ব্যক্তি। এতে তিনি রক্তাক্ত জখম হয়ে কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। ওই রাতেই পুলিশ প্রদীপ মল্লিক ও তার স্ত্রী মাধবী মল্লিকে আটক করে। এদিকে, সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে শুক্রবার কেশবপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি আশরাফ-উজ-জামান খানের সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা করা হয়। সভায় অবিলম্বে সাংবাদিক সুশান্ত মল্লিকের ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়।

এব্যাপারে পুলিশের এসআই শামীম হোসাইন বলেন, সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় থানায় মামলা হওয়ার পর প্রদীপ মল্লিক ও তার স্ত্রী মাধবী মল্লিকে আটক করে জের হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৭ অক্টোবর ২০২৫

রোহিঙ্গাসহ তিন লাশ উদ্ধার

কক্সবাজার ও গাইবান্ধা প্রতিনিধি

কক্সবাজারের উখিয়ায় পৃথক স্থান থেকে বুধবার রাতে এক রোহিঙ্গা যুবক এবং একজন বাংলাদেশির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। থানা সূত্রে জানা যায়, উপজেলার পূর্ব লেঙ্গুরবিল গ্রামে বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন মো. আলম (৩৮)। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অপরদিকে ৮ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ওয়েস্ট ই-ব্লকের জাহিদ আলমের (২৫) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গাইবান্ধা : সুন্দরগঞ্জে নিখোঁজের দুই দিন পর আনিছুর রহমান (৪৫) নামে এক অটোভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আনিছুর উপজেলার তালুক ফলগাছা এলাকার মতিউর রহমানের ছেলে। বৃহস্পতিবার সকালে সাতগিরি শিলপাড়া গ্রামের ধান খেতে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। চুয়াডাঙ্গা : পৌর এলাকার সিঅ্যান্ডবিপাড়ায় দোকান থেকে রফিকুল ইসলাম (৪৫) নামে এক ইজিবাইক চালকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে সঠিক কারণ জানা যাবে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২১ অক্টোবর ২০২৫

কিশোর শ্রমিকের পায়ুপথে বাতাস ঢুকালো সহকর্মী

গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে একটি প্লাস্টিক কারখানায় কিশোর শ্রমিকের পায়ুপথে তার সহকর্মীরা বাতাস ঢুকালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অসুস্থ ওই কিশোরের নাম তানভীর। সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক এর সত্যতা নিশ্চিত করেন। স্বজনরা জানায়, দুষ্টামির ছলে পায়ুপথে সহকর্মীদের দেওয়া বাতাসে পেট ফুলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে তানভীর। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাতে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বাবা মানিক মিয়া জানিয়েছেন, তার ছেলে কামরাঙ্গীরচর থানাধীন চেয়ারম্যান বাড়ির সামনে একটি প্লাস্টিক ও বোতল কারখানায় কাজ করে। ওই কারখানায় তারই সহকর্মী রিফাতসহ ২-৩ জন মিলে দুষ্টামি করে পাইপ দিয়ে পায়ুপথে বাতাস দেয়, এতে তার পেট ফুলে অবস্থা গুরুতর হয়ে পড়ে। সহকর্মীরা তাকে প্রথমে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে আমরা সেখান থেকে রাতে তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসি। চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার পালকিনী গ্রামের মানিক মিয়ার ছেলে তানভীর। কামরাঙ্গীরচরের কয়লারঘাট রফিক মিয়ার ভাড়া বাড়িতে থাকে সে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২

দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে কিশোর খুন

যুগান্তর প্রতিবেদন

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন কালীগঞ্জ বয়েজ ক্লাব এলাকায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মো. রুমান দেওয়ান নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পেশায় গার্মেন্টিস শো-রুমের সেলসম্যান ছিলেন। রোববার রাতে কালীগঞ্জ বয়েজ ক্লাবসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রুমান দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ আগানগর খালপাড় এলাকার বাসিন্দা ছিট কাপড় ব্যবসায়ী সানি দেওয়ানের ছেলে।

বাবা মো. সানি দেওয়ান বলেন, রুমান রাতে শো-রুমের কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে হঠাৎ কয়েকজন দুর্বৃত্ত অতর্কিতভাবে তার রাস্তা গতিরোধ করে বুকে ও ডান পায়ে ছুরিকাঘাতে আহত করে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে চলে যায়।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৩, ২০২৫

সাংবাদিকের ওপর হামলা

ফরিদপুরে আনিচুর রহমান নামে এক সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ফরিদপুর জেলা প্রতিনিধি। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শহরের গোয়ালচামটের খোদাবক্স সড়কে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ফরিদপুর

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৬ কার্তিক ১৪৩২, ২২ অক্টোবর ২০২৫

শরীয়তপুরে গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার

গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা বলে ধারণা পুলিশের

■ শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুর পৌরসভার রূপনগর এলাকার একটি ভাড়া বাসার খাটের উপরে পড়ে থাকা গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় নাজমা বেগম (৪২) নামের এক গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঐ নারীকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পৌর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুল মালেক মাদবরের বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নাজমা বেগম নড়িয়া উপজেলার নশাসন ইউনিয়নের ডগ্রি এলাকার সেকেন্দার কাজীর মেয়ে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নাজমা বেগমের সঙ্গে তিন বছর আগে স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এরপর থেকে তিনি ছেলে নিলয়কে নিয়ে আব্দুল মালেক মাদবরের বাসায় দোতলায় ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করে। ছেলে নিলয় পালং তুলাসার গুরুদাস সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ালেখা করেন। আর নাজমা বেগম ভরণপোষণের জন্য অন্যের বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে। প্রতিদিনের ন্যায় সকালে ছেলে বিদ্যালয়ে চলে গেলে নাজমা বেগম একাই বাসায় ছিলেন। স্কুল থেকে ছেলে দুপুরে ফিরে এসে মাকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় খাটের উপর পড়ে থাকতে দেখে প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানায়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে থানা পুলিশ।

ছেলে নিলয় বলেন, স্কুল থেকে ফিরে দেখি মা খাটের উপর পড়ে আছে। প্রথমে ভেবেছিলাম মা ঘুমিয়ে আছে। পড়ে ডাকাডাকি করলে দেখি মায়ের গলায় ফাঁস দেওয়া। আমার মা মারা গেছে।

এ ব্যাপারে পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে কেউ তাকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছে। তাছাড়া তাঁর ঘরের আলমারিটি খোলা ছিল এবং জিনিসপত্র সব এলোমেলো ছিল। পুরো বিষয়টি তদন্ত করছি। এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২

টঙ্গীতে কারখানা থেকে নিরাপত্তা কর্মীর লাশ উদ্ধার

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানার ভেতর থেকে মো. দুলাল নামে এক নিরাপত্তা কর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে টঙ্গী বিসিক এলাকার ট্যাংগন গার্মেন্ট লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। দুলাল পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার প্রামানিকপাড়া গ্রামের তমিজ উদ্দিনের ছেলে। পুলিশ জানায়, রোববার রাত্রিকালীন ডিউটিতে ছিলেন দুলাল। সোমবার ভোর ৬টার দিকে নিরাপত্তা পোস্টের পাশের রুম তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান সহকর্মী রবিউল ইসলাম। পরে পুলিশে খবর দিলে তারা এসে লাশ উদ্ধার করে। টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মো. ওয়াহিদুজ্জামান করে বলেন, লাশ উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২ অক্টোবর ২০২৫

নারায়ণগঞ্জে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে নৈশপ্রহরীকে পিটিয়ে হত্যা

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জে এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে পিটিয়ে আবু হানিফ (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার দুপুরে হানিফকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে পিটুনি দেন স্থানীয় কিছু যুবক। পরে গুরুতর আহতবস্থায় তাকে নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে যান ঐ যুবকরা। রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান হানিফ। নিহত হানিফ নগরের খানপুর এলাকার ইতু ভিলার নৈশপ্রহরী। তিনি খুলনা জেলা সদরের খুনতাকাটা গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। ঐ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ তিন জনকে আটক করেছে। নিহতের ভাই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, সোমবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হানিফ মারা যান। তার শরীর ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হানিফ যে বাড়ির নৈশপ্রহরী ছিলেন, ঐ বাড়িরই এক ভাড়াটের ১১ বছর বয়সি সন্তানকে ভয় দেখিয়ে একাধিক বার ধর্ষণ করে। ঘটনাটি গত রবিবার রাতে শিশুটি তার মাকে জানায়। শিশুটির মা ঘটনাটি গত সোমবার সকালে এলাকার কিছু যুবককে জানান।

নিহতের বোন রাবেয়া জানান, সোমবার দুপুরে এলাকার কিছু ছেলে বাসায় এসেই ভাইরে মারতে মারতে নিয়ে চলে যান। আমাদের কোনো বাধা শোনেননি, কী কারণে মারছেন তাও বলেননি। অনেক পরে বলেছে, সে (হানিফ) নাকি কোন বাচ্চারে ধর্ষণ করেছে।'

নিহতের বাবা আবুল কালাম বলেন, 'আমার ছেলে কোনো অপরাধ করলে তারে শাস্তি দিব আইনের লোক। কিন্তু তারে মাইরা ফেলল কোন যুক্তিতে! আমি এর বিচার চাই।'

নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি নাসির উদ্দিন বলেন, 'হানিফ ১১ বছরের একটি শিশুকে একাধিক বার ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ ঐ শিশুর সঙ্গে কথা বলেছে। শিশুটি তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত হতে পুলিশ শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এর পরই আসল ঘটনা জানা যাবে। তবে হানিফকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন জনকে আটক করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

যুগান্তর
বুধবার ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২

ফতুল্লায় ইজিবাইক চালককে হত্যা

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় মমিন নামে এক ইজিবাইক চালককে বেধড়ক মারধর করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার বিকালে ফতুল্লার পঞ্চবটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা এ ঘটনায় ৪ জনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। নিহত মমিন ফতুল্লার উত্তর নরসিংপুর এলাকার জালাল মিয়ার ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকালে চারজন যুবক মমিনকে মৃত অবস্থায় তার বাড়িতে নিয়ে আসে। তখন মমিনের মৃত দেহের বিভিন্ন স্থানে মারধরের আঘাত দেখতে পায়। এ সময় ওই চারজনকে সন্দেহ হলে স্থানীয় লোকজন তাদের আটক করে পুলিশে দেয়।

নিহত মমিনের পরিবার জানান, মমিনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার মৃতদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

ফতুল্লা মডেল থানার উপপরিদর্শক ইয়াছিন আরাফাত জানান, আটক ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। নিহতের শরীরের একাধিক স্থানে আঘাতের দাগ রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার । ২১ অক্টোবর ২০২৫ । ৫ কার্তিক ১৪৩২ । ২৮ রবি

হাত-পায়ের রগ কাটা চবি শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

চার জেলায় আরো ৪ খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

চট্টগ্রাম নগরের বন্দর থানার আনন্দবাজার সাগরতীরের কাশবন থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) এক শিক্ষার্থীর হাত ও পায়ের রগ কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গাজীপুরের টঙ্গীতে এক কলেজছাত্রকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। তা ছাড়া দেশের আরো তিন জেলায় তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

চট্টগ্রাম নগরের বন্দর থানার আনন্দবাজার সাগরতীরের কাশবন থেকে শামীম মাকসুদ খান জয় (২৬) নামের চবি শিক্ষার্থীর হাত ও পায়ের রগ কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শামীম ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করছিলেন। গত রবিবার সন্ধ্যায় কাশবনে তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (বন্দর) আমিরুল ইসলাম বলেন, রবিবার সন্ধ্যায় সাগরতীরের কাশবনে হাত-পা কাটা অবস্থায় পড়ে ছিলেন শামীম। সেদিকে মানুষজন কম যায়। চিৎকার শুনে কয়েকজন এগিয়ে যায়, কিন্তু হাত-

শামীম মাকসুদ খান

পা কাটা থাকায় তারা তাকে ধরেনি। এ সময় একজন ৯৯৯-এ কল করে। এরপর হালিশহর থানার পুলিশ গিয়ে তাঁকে নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে হালিশহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল বন্দর থানা হওয়ায় লাশ সেখানে হস্তান্তর করে।

তিনি আরো বলেন, 'ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, তিনি শামীমের কাছে ঘটনা জানতে চেয়েছিলেন। তিনি ক্যামেরাও বের করেছিলেন ভিডিও করতে। শামীম ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি। ক্যামেরা বন্ধ করলে শামীম বলেন, ঘটনা তিনি নিজেই করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি অ্যান্টিকাটার উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।'

টঙ্গীতে ৫০০ টাকার জন্য কলেজছাত্রকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, গ্রেপ্তার ৩ : গাজীপুরের

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৯ অক্টোবর ২০২৫

পিটিয়ে ইজিবাইকচালক হত্যার অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মমিন (৩০) নামে এক ইজিবাইকচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল ফতুল্লার পঞ্চবটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মমিন ফতুল্লার উত্তর নরসিংপুরের জালাল মিয়ার ছেলে। স্থানীয়রা জানান, বিকালে ওই চার যুবক মমিনকে মৃত অবস্থায় তার বাড়িতে নিয়ে যায়। তখন মমিনের দেহের বিভিন্ন স্থানে মারধরের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। ওই চারজনকে সন্দেহ হলে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে দেয়। এসআই ইয়াছিন আরাফাত বলেন, নিহতের শরীরের একাধিক স্থানে আঘাতের নীলা ফুলা দাগ রয়েছে।

হাত-পায়ের রগ কাটা চবি শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

টঙ্গীতে মাত্র ৫০০ টাকা পাওনাকে কেন্দ্র করে জাহিদুল আহসান জিহাদ (১৯) নামের এক কলেজছাত্রকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। রবিবার রাতে টঙ্গীর আউচপাড়া জহির মার্কেটের পাশের গলিতে এই ঘটনা ঘটে।

জিহাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চতুর্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে টঙ্গীর দেওড়া আদর্শপাড়ায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

ঘটনার পর জিহাদের বাবা জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে গতকাল সোমবার টঙ্গী পশ্চিম থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশ মূল অভিযুক্ত আব্দুল্লাহসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানায়, ৫০০ টাকা পাওনাকে কেন্দ্র করে পূর্বশত্রুতার জেরে ছয়-সাতজন হামলা চালায়। জিহাদ প্রতিবাদ করায় তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাঞ্ছারামপুরে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে শাশুড়িকে হত্যা : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার আছাদনগর গ্রামে পারিবারিক কলহের জেরে পারুল বেগম (৬০) নামের এক বৃদ্ধাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছেন তাঁর পুত্রবধূ লিলি বেগম (২৬)। রবিবার সন্ধ্যায় মধ্যপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজনের সন্দেহে আটক লিলি জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার দায় স্বীকার করেন। নিহতের মেয়ে থানায় হত্যা মামলা করেছেন।

মঠবাড়িয়ায় বকেয়া টাকা চাওয়ায় বৃদ্ধ চা দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা : পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় আলম হাওলাদার (৭০) নামের এক চা দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রবিবার রাত ৯টার দিকে বড় শৌলা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহতের ছেলে জানান, বকেয়া টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে তাঁর বাবার ওপর হামলা করা হয়। পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যা মামলা করা হয়েছে।

কাউখালীতে ডাকাত সন্দেহে গণপিটুনিতে যুবক নিহত : পিরোজপুরের কাউখালীতে ডাকাত সন্দেহে গণপিটুনিতে মো. আলী (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। রবিবার রাতে বান্দাকাটা গ্রামে তাঁকে পিটিয়ে আহত করা হয়। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত সাড়ে ১২টায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহতের পরিবার দাবি করেছে, আলীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, তিনি মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ছিলেন।

জামালপুরে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ ধানক্ষেতে : জামালপুরের বকশীগঞ্জে নিখোঁজ হওয়ার এক দিন পর ধানক্ষেত থেকে ইয়ার হোসেন (১০) নামের একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ ও পরিবার জানায়, রবিবার রাতে টেলিভিশন দেখার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ইয়ার হোসেন। গতকাল দুপুরে এক কৃষক ধানক্ষেতে তার লাশ পান। তার মুখ ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

সমকাল শনিবার । ৪ অক্টোবর ২০২৫

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা আবু জাফর, প্রণব পালসহ গ্রেপ্তার হওয়া শ্রমিক নেতাদের মুক্তি, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহারসহ কয়েকটি দাবিতে গতকাল শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা ■ সমকাল

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহারসহ কয়েকটি দাবিতে গতকাল শুক্রবার সারাদেশে বিক্ষোভ করেছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুলের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য দেন সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জুলফিকার আলী, কোষাধ্যক্ষ আবু নাঈম খান বিপ্লব, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেলিম মাহমুদ প্রমুখ।

এ সময় তাদের দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাকিল আক্তার চৌধুরী, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ হোসেন, জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক প্রকাশ দত্ত, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের অর্থ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে নেতারা অবিলম্বে শ্রমিক নেতা আবু জাফর, প্রণব জ্যোতি পালসহ সৈকত ও রণির নিঃশর্ত মুক্তি এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। তারা বলেন, গ্রেপ্তার-নির্যাতন কখনও শ্রমিক আন্দোলনকে পরাস্ত করতে পারেনি। তারা এশিয়ান পেইন্টের ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক অভিযোগপত্র দাখিলের নিন্দা জানিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশের হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি জানান।

বণিক বার্তা অক্টোবর ২, ২০২৫

মৎস্যজীবীদের মানববন্ধন

সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের চাঁদপাই ও শরণখোলা রেঞ্জে ঘোষণা করা অভায়ারণ্য প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মৎস্যজীবীরা। গতকাল বিকালে বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার শরণখোলা বাজারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। বক্তারা বলেন, সাবেক বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী তালুকদার হাবিবুন নাহার চাঁদপাই রেঞ্জের ৪৮ শতাংশ ও শরণখোলা রেঞ্জে ৮৪ শতাংশ অভায়ারণ্য ঘোষণা করেন। ফলে শরণখোলা রেঞ্জের মৎস্য ও বনজীবীরা মাছ আহরণে সংকটে পড়েন। এ বৈষম্য দূর করার জন্য বন মন্ত্রণালয় ও সরকারের কাছে দাবি জানান তারা।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, বাগেরহাট

যুগান্তর
বার ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ● ১
torial.jugantor@gmail.con

শ্রীপুরে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে অবরোধ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

শ্রীপুরে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করলে সরিয়ে দিতে পুলিশ ব্যাপক লাঠিপেটা ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছেন। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের নগরহাওলা গ্রামে এএ ইয়ার্ন মিলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের কয়েকটি পয়েন্টে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে দফায় দফায় মহাসড়ক অবরোধ করেন।

বণিক বার্তা শুক্রবার, অক্টোবর ১০, ২০২৫

বেতন দাবিতে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ভালুকায় বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করেছেন মুলতাজিম স্পিনিং মিলের শ্রমিকরা। এ সময় মহাসড়কে টানা ২ ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। গতকাল বেলা ২টার দিকে ভরাডোবা নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। বিকাল ৪টা ২০ মিনিটে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং মহাসড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিকরা জানান, ওই কারখানায় প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক কাজ করেন। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় তারা চরম ভোগান্তিতে রয়েছেন। বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, তাই তারা বেতন আদায়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৫-এর এসপি মো. ফরহাদ হোসেন খান জানান, শ্রমিকদের বেতন ১০ তারিখ দেয়ার কথা ছিল। ওইদিন শুক্রবার হওয়ায় কোম্পানি রোববারে বেতন দেয়ার সিদ্ধান্ত জানায়। এতে শ্রমিকরা অসন্তোষ প্রকাশ করে সড়ক অবরোধ করেন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন দেয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।

ভালুকা মডেল থানার ওসি মো. হুমায়ন কবীর জানান, দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার ২৫ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Friday 10 October 2025

মামলায় হয়রানি, সিইপিজেডে হাজারো শ্রমিকের দিনভর বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) প্যাসিফিক গ্রুপের বিভিন্ন কারখানার কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দিনভর বিক্ষোভ করেছেন। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের মামলায় হয়রানির অভিযোগে শ্রমিকরা বিক্ষোভে অংশ নেয়। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ কারখানাগুলোতে ছুটি ঘোষণা করে। পরে শিল্প পুলিশের মধ্যস্থতায় শ্রমিকরা আগামীকাল থেকে কাজে যোগ দেয়ার ঘোষণা দিয়ে ফিরে যান। গতকাল সকাল ১০টার দিকে 'জিনস ২০০০ লিমিটেড' নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা প্রথমে বিক্ষোভ শুরু করে।

জানা গেছে, ওই কারখানায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক কাজ করে। সকালে কাজ শুরুর পর শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে প্রায় সব শ্রমিক একযোগে কারখানা থেকে বেরিয়ে বেপজা কার্যালয়ের সামনে চলে আসেন। সেখানে অবস্থান নিয়ে তারা বিক্ষোভ শুরু করেন।

আধা ঘন্টার মধ্যে প্যাসিফিক গ্রুপের মালিকানাধীন 'ইউনিভার্সেল জিনস, প্যাসিফিক জিন্স ও এনএইচপি ফ্যাশনের শ্রমিক-কর্মচারীরাও এসে বিক্ষোভে যোগ দেন। এরমধ্যে ইপিজেড থানা থেকে পুলিশের টিম, শিল্প পুলিশ ও সেনাসদস্যরা সেখানে পৌছান। তারা প্রথমে শ্রমিকদের বুঝিয়ে কারখানায় ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

দুপুর ১টার দিকে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় বসে শিল্প পুলিশ ও বেপজা কর্তৃপক্ষ। প্যাসিফিক গ্রুপ কর্তৃপক্ষ তাদের কারখানাগুলো ছুটি ঘোষণা করে। আলোচনার পর দুপুর আড়াইটার দিকে শ্রমিকরা বেপজা কার্যালয়ের সামনে থেকে সরে যায়।

শ্রমিকরা জানান, ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি সিইপিজেডের অভ্যন্তরে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনায় ইপিজেড থানায় একটি মামলা হয়েছিল। ওই মামলায় শিল্প পুলিশ শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হয়রানি শুরু করেছে। তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে তারা কর্মবিরতির ডাক দিয়ে বিক্ষোভে নামতে বাধ্য হন।

জানতে চাইলে শিল্প পুলিশের চট্টগ্রামের পুলিশের সুপার আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় একটি মামলা হয়েছিল। সেই মামলা শিল্প পুলিশ তদন্ত করছে। সেটা নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। কোনো শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। শুধুমাত্র তদন্তের নিয়মানুযায়ী, শ্রমিকদের ঠিকানা যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ তাদের বাড়িতে, গিয়েছিল।

সেটাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা ভেবে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

তিনি আরও বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখলাম, শ্রমিকদের মধ্যেই আবার ছয়টা গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে। আমরা ছয় গ্রুপের মধ্য থেকে প্রতিনিধি ঠিক করি। তাদের ঐক্যবদ্ধ দাবি নিয়ে আলোচনায় বসি। তদন্তের বিষয় বুঝিয়ে বলার পর শ্রমিকরা শান্ত হয়েছে। দুপুর আড়াইটার দিকে তারা চলে গেছেন।

পুলিশ কর্মকর্তা মাহমুদ আরও জানান, বিক্ষোভের সময় বেপজা আইনানুযায়ী প্যাসিফিক গ্রুপ কর্তৃপক্ষ কারখানাগুলো ছুটি ঘোষণা করে। তবে আগামীকাল থেকে যথারীতি কারখানা খোলা রাখার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আর শ্রমিকরাও শান্তিপূর্ণভাবে কাজে যোগ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে তিনি জানান।

বণিক বার্তা

অক্টোবর ১০, ২০২৫

মানববন্ধন

চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুরে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার প্রতিবাদ, বিচার ও নিরাপত্তার দাবিতে রাঙ্গামাটিতে মানববন্ধন করেছেন সাংবাদিকরা। গতকাল বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাবের সভাপতি আনোয়ার আল হকের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইলিয়াছ, সাবেক সভাপতি এসএম সামশুল আলম, রাঙ্গামাটি রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক এম কামাল উদ্দিন, রাঙ্গামাটি সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি নন্দন দেবনাথ প্রমুখ।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

রবিবার ॥ ১২ অক্টোবর ২০২৫

জুলাই যোদ্ধাদের অবস্থান

৮

প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ দিনভর বন্ধ বাস চলাচল

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহে জুলাই যোদ্ধাদের বাধায় আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল হক শামীমের মালিকানাধীন বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। শুক্রবার রাত থেকে নগরীর মাসকান্দায় আমিনুল হক শামীমের মালিকানাধীন কোনো গাড়ি ইউনাইটেড বাস কাউন্টার থেকে চলতে দেওয়া হবে না। এ দাবিতে সেখানে অবস্থান কর্মসুচি শুরু করেন জুলাই যোদ্ধারা। এতে সকাল থেকেই ইউনাইটেড সার্ভিসের পুরো বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে, জুলাই যোদ্ধাদের অবস্থানের প্রতিবাদে নগরের ঢাকা-ময়মনসিংহ বাইপাসে ঢাকাগামী সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। এতে গতকাল দুপুর ১২টা থেকে ঢাকাগামী কোনো যান চলাচল করেনি। এতে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ। বৈষম্যবিরোধী

প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ছাত্রদের অভিযোগ, গেজেটভুক্ত 'জুলাই যোদ্ধা' আবু রায়হানের গায়ে হাত, কটূক্তি ও আহত করে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে শুক্রবার থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গতকালও দোষীদের বিচারসহ শহীদ সাগর হত্যা মামলার আসামি কার্যক্রম নিষিদ্ধ জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক শামীমকে গ্রেপ্তার ও তার মালিকানাধীন ইউনাইটেট পরিবহনের সব বাস বন্ধের দাবি জানানো হয়। জানা যায়, হালুয়াঘাটের আবু রায়হান শুক্রবার রাতে বাসে উঠার সময় বাসশ্রমিক ঝন্টুর শরীরে ধাক্কা লাগে। এ ঘটনায় নিজেকে জুলাই যোদ্ধা পরিচয় দিয়ে রায়হান একাধিকবার দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপরও ঝন্টু তার সঙ্গে অশালীন আচরণ ও কটূক্তি করে তাকে বাস থেকে নামিয়ে দেন। এ ঘটনার পর থেকেই মূলত বাস টার্মিনালের সামনে অবস্থান নেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা।

ময়মনসিংহ মোটর মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর মাহমুদ আলম জানান, জুলাই যোদ্ধারা আমাদের সার্ভিসের কাউন্টার বন্ধ করে শ্রমিকদের আটকে রাখে। পরে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং সেনা সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। তবে ছাত্ররা বাস চলাচল করতে না দেওয়ায় শ্রমিকরা অবরোধ করেছে।

তিনি আরও জানান, দুপুরের পর থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক শামীমের কোনো বাস ইউনাইটেড সার্ভিসে চলবে না। এ আশ্বাসের ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা।

কালের কণ্ঠ শনিবার । ৪ অক্টোবর ২০২৫ ।

গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের দাবি, কারখানা বন্ধ ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মানববন্ধন করে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। ছবি : কালের কণ্ঠ

সমকাল রোববার । ১২ অক্টোবর ২০২৫ ।

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ

■ সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

সীতাকুণ্ডে কারখানা বন্ধের প্রতিবাদ ও তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন মার্স টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকরা। শনিবার বিকেলে বারআউলিয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা।

মহাসড়ক অবরোধের কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রামমুখী উভয় লেনে ৩০ কিলোমিটার যানজট তৈরি হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আশ্বাসে সমঝোতার জন্য সন্ধ্যা ৬টার দিকে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। মালিকপক্ষ ন্যায্য দাবি না মানলে আবারও আন্দোলনে নামবেন বলে জানিয়েছেন তারা।

গত বৃহস্পতিবার থেকে আন্দোলন করছেন এই শ্রমিকরা। শনিবার দুপুর থেকে কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন তারা। সানজা রানী দাশ নামে এক নারীশ্রমিক জানান, মালিকপক্ষ ঠিকমতো বেতন দেয় না, রাতে কাজ করলে কোনো প্রকার নাশতার বিল দেয় না। সামান্য কারণে বেতন কেটে নেয়। তিন মাস ধরে বেতন বন্ধ। মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা।

শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আলী বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের ওপর জুলুম করছে। মাসের পর মাস বেতন বন্ধ, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বন্ধ। প্রতিবাদ করলে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয়। শ্রম আইনের কিছুই মানা হয় না এখানে।

শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে কারখানা প্রাঙ্গণে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলার লেবার কোর্টের সদস্য মশিউরদৌলা, সদস্য মাহবুবুল হক চৌধুরী, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র ফৌজদারহাট-বাড়বকুণ্ড শিল্পাঞ্চলের সহসভাপতি জহির উদ্দিন মাহমুদ।

সমকাল সোমবার । ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ।

১২টি দাবি নির্বাচনী ইশতেহারে দেখতে চান পোশাক শ্রমিকরা

■ সমকাল প্রতিবেদক

তৈরি পোশাক খাতে ১২ দফা দাবি জানিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলোর জোট 'আরএমজি ওয়ার্কিং গ্রুপ কোর কমিটি'। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে এসব দাবি অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। গতকাল রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন সংগঠনের নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের হাওলাদার, ডব্লিউএফটিইউ-বিসির সদস্য সচিব রাজেকুজ্জামান রতন, আইবিসির সভাপতি কুতুবউদ্দিন আহমেদ, এনসিসিডব্লিউইয়ের সদস্য সচিব নইমুল আহসান জুয়েল ও শাকিল আখতার চৌধুরী এবং জি-গ্রুপের যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী রুহুল আমিন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, পোশাক খাতে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। এর বেশির ভাগ নারী। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। সংবিধান, শ্রম আইন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কনভেনশন ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা শ্রমিকদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি দেখা যায়নি।

সংগঠনের উপস্থাপিত ১২ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে– ইপিজেড, এসইজেডসহ সব গার্মেন্ট শ্রমিকের জন্য একই শ্রম আইন প্রযোজ্য করা, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করা ও ইউনিয়ন নেতাদের হয়রানি বন্ধ করা। গার্মেন্ট শিল্পের টেকসই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ ও বিদ্যমান শ্রমিকদের কাজের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা ও তা আইনি সুরক্ষার আওতায় আনা। কর্মস্থলে বিল্ডিং, ফায়ার ও

প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন

ইলেকট্রিক সেফটি স্ট্যান্ডার্ড বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্যসেবা ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা। বাকি দাবিগুলো হলো– পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড বাধ্যতামূলক করা, শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু এবং দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণ। সব গার্মেন্ট শ্রমিকের জন্য মানসম্মত আবাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা জাল সম্প্রসারণ। ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি, পিতৃত্ব ছুটি চালু এবং কারখানাভিত্তিক ডে কেয়ার কেন্দ্র স্থাপন। আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুযায়ী যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতামুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ পরিবহন চালু করা। শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজেশন ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) প্রক্রিয়া চালু করা। শ্রম পরিদর্শন ও প্রশাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। প্রযুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকিতে থাকা শ্রমিকদের পুনঃদক্ষতা উন্নয়ন ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (এইচআরডিডি) বাস্তবায়ন এবং শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা।

সংগঠনটি জানায়, ১৫ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠনের কাছে প্রস্তাবনা হস্তান্তর করা হবে। ২০ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত লিফলেট ও স্টিকার বিতরণ করা হবে। তিনটি আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে– গাজীপুরে ২৪ অক্টোবর, সাভার-আশুলিয়ায় ৩১ অক্টোবর এবং পোস্তগোলায় ১৫ নভেম্বর। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ অক্টোবর ২০২৫

ভালুকায় বকেয়া বেতনসহ ১০ দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের ভালুকায় বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শেফার্ড গ্রুপের শ্রমিকরা। সোমবার সকালে উপজেলার কাঠালী এলাকায় তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। অবরোধের কারণে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হলে ভোগান্তিতে পড়ে যাত্রী ও সাধারণ মানুষ। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত দাবি পর্যালোচনা ও সমাধানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা

যুগান্তর | শনিবার ১১ অক্টোবর ২০২৫ | ২৬ আশ্বিন ১৪৩২

ডার্ড গ্রুপের পাঁচ প্রতিষ্ঠান

শ্রমিক-কর্মচারীদের ১৪ কোটি টাকা পরিশোধের দাবি

জয়দেবপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

ডার্ড গ্রুপের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া ১৪ কোটি টাকাসহ সব পাওনা পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন ওই কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী ও ৩৮টি শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা। আগামী ৭ দিনের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করলে তারা আন্দোলন করতে বাধ্য হবেন বলেও জানান। শুক্রবার গাজীপুর সদর উপজেলার হোতাপাড়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিক-কর্মচারীসহ শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ডার্ড গ্রুপের প্রিন্টিং অ্যান্ড এমব্রয়ডারি সেকশনের সিনিয়র কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম শরিফ বলেন, ডার্ড গ্রুপের গাজীপুর ও সাভারে অবস্থিত পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকার কারণ দেখিয়ে ২০২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত লে-অফ ঘোষণা করেন মালিক কর্তৃপক্ষ। ওই ৫টি কারখানায় সাড়ে ১১ হাজার শ্রমিক রয়েছে বলে জানানো হয়। এদিকে শ্রমিকদের কয়েক মাসের বেতন পরিশোধ না করেই ডার্ড গ্রুপের ৫টি প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালের ২২ নভেম্বর থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করেন মালিকপক্ষ।

সংবাদ সম্মেলনে ডার্ড গ্রুপের সুইং সেকশনের অপারেটর রৌশন ও রহিমা খাতুন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছি। হঠাৎ করে মালিকপক্ষ কারখানা বন্ধ ঘোষণা করায় স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে খুব কষ্টে দিন পার করতে হচ্ছে। আমাদের অনেকের বয়স হয়ে যাওয়ায় অন্য কোনো কারখানায়ও কাজে যোগ দিতে পারছি না। প্লানিং সেকশনের উর্ধ্বতন নির্বাহী আব্দুল্লাহ আল ফাহিম ও কাটিং সেকশনের ইনপুটম্যান মীর আবুল মিয়া বলেন, হঠাৎ করে বন্ধ ঘোষণা করায় আমরা মানবেতর জীবন পার করছি। আমার মতো ডার্ড গ্রুপের প্রায় সাড়ে ১১ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী একই অবস্থায় পরিবার নিয়ে কষ্টে আছে। সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি শ্রম আইন অনুযায়ী আমাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করা হোক।

গার্মেন্ট শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি আশরাফুল ইসলাম আবির বলেন, চলতি বছরের মার্চ মাসে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফাহমিদা আক্তারের সভাপতিত্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ত্রিপক্ষীয় সভায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত সুদমুক্ত ১৩ কোটি টাকা বণ্টন করা হয়। ওই সভায় শ্রম মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের অবশিষ্ট ১৪ কোটি টাকা পরিশোধের কথা থাকলেও এখনো পর্যন্ত মালিকপক্ষ ও সরকার পরিশোধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। আগামী ৭ দিনের মধ্যে অবশিষ্ট ১৪ কোটি টাকা পরিশোধ না করলে শ্রমিক-কর্মচারীরা যে কোনো ধরনের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

ডার্ড গ্রুপের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) ফয়েজ আহমেদ বলেন, মোট ৫৬ কোটি টাকা বকেয়া ছিল। সব টাকা দেওয়া হয়েছে। ১৪ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে, যেটা শ্রম মন্ত্রণালয়ের মিটিংয়ে চূড়ান্ত হয়েছে। মালিকপক্ষ বলছে, আর দিতে পারবে না। যেটা শ্রমিক নেতারাও মেনে নিয়েছিলেন। সরকার যে ১৩ কোটি টাকা লোন দিয়েছিল সেটাই চূড়ান্ত পাওনা। ডিআইএফই এবং মন্ত্রণালয়ে মালিকপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে তাদের পক্ষে আর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিন বছর ধরে কারখানাগুলো বন্ধ। মন্ত্রণালয়ে আরও সিদ্ধান্ত হয়েছে, যদি মালিকপক্ষ কারখানা বিক্রি করতে পারে তাহলে বকেয়া কোটি টাকা পরিশোধ করতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক | বুধবার, ৮ অক্টোবর ২০২৫

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানার ম্যানেজারের ওপর হামলা

প্রতিবাদে শ্রমিকদের মানববন্ধন

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় ঝুট ব্যবসা না দেওয়ায় ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের ওপর সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে সাধারণ শ্রমিক ও কর্মচারীরা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউনিয়ন পরিষদ-সংলগ্ন অ্যালিওন ফ্যাক্টরির সামনে বৃষ্টির মধ্যেই তারা এ কর্মসূচি পালন করেন। পরে বিক্ষোভ মিছিলটি বাইপাইল-আবদুল্লাহপুর মহাসড়কের সরকার মার্কেট এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্রায় ২০ মিনিট মহাসড়ক অবরোধ করে রাখলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকরা জানান, শ্রমিক লীগ নেতা ও ছাত্র-জনতা হত্যা মামলার আসামি আবু-সামা মৃধা সম্প্রতি কারখানায় প্রবেশ করে ঝুট ব্যবসা দাবি করেন। কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড তাকে বাধা দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে তার শ্যালক কথিত স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা আমান শেখ ভুট্টোর নেতৃত্বে কিশোর গ্যাং সদস্যরা গার্ডকে মারধর করে। এ ঘটনার পর ভুক্তভোগী থানায় জিডি করলেও সন্ত্রাসীরা জিডি তুলে নিতে তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫ অক্টোবর বিকালে কারখানার ম্যানেজার তাউস খান জনি কাজ শেষে মোটরসাইকেলে করে বাসায় ফেরার পথে বড়ইতলা এলাকায় পৌঁছালে আবু-সামা মৃধা ও আমান ভুট্টোর নেতৃত্বে কয়েক জন যুবক লোহার রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। ঘটনার পরদিন সোমবার ম্যানেজারের পরিবার আশুলিয়া থানায় আবু-সামা মৃধাকে প্রধান আসামি করে অজ্ঞাত আরো ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান বলেন, হামলার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫

বেতনের দাবিতে ওষুধ কারখানার শ্রমিকদের কর্মবিরতি

গাজীপুর

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সুরিচালা এলাকায় ওষুধ তৈরির একটি কারখানার শ্রমিকেরা কর্মবিরতি শুরু করেছেন। গতকাল সোমবার সকালে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। পরে বিকেলে পুলিশের সহযোগিতায় বেতন পাওয়ার আশ্বাসে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেন শ্রমিকেরা।

ঘটনাটি উপজেলার সুরিচালা এলাকায় জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের ইউনিট-২-এ। কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁদের তিন মাস ধরে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। মালিকপক্ষের কাছে বেতন চাইতে গেলে নানা টালবাহানা শুরু করে। বাধ্য হয়ে বেতনের দাবিতে গতকাল সকাল থেকে কর্মবিরতি এবং কারখানার ভেতরে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন।

খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানার পুলিশ, শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশের কর্মকর্তারা শ্রমিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সামাধান করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কারখানার এক শ্রমিক বলেন, কর্তৃপক্ষ মাঝেমধ্যে কিছু টাকা দেয়। সেই টাকা দিয়ে কোনোরকমে চলছি। বেতন চাইলেই দিই, দিচ্ছি বলে সময়ক্ষেপণ করে। এভাবে তিন মাসের বেতন বকেয়া পড়েছে। ঘরভাড়া দিতে পারছেন না।

জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালের কর্মকর্তা রাজু আহাম্মেদ বলেন, কারখানায় বর্তমানে স্টাফসহ তিন শতাধিক শ্রমিক আছেন। এর মধ্যে স্টাফদের বেতন বাকি প্রায় আট মাস; আর শ্রমিকদের পাওনা রয়েছে তিন মাসের। কারখানার মহাব্যবস্থাপক তৌহিদুল ইসলাম ও উৎপাদন কর্মকর্তা কৌশিক আরেফিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান বলেন, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা চলছে। শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণভাবে কর্মবিরতি পালন করছেন। কারখানা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ

গতকাল সকালে গাজীপুর মহনগরীর কোনাবাড়ীতে কাদের সিনথেটিক ফাইভার্স লিমিটেড নামের তৈরি পোশাকের একটি কারখানার শ্রমিকেরা ৯ দফা দাবিতে কারখানার ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেন। সকালে শ্রমিকেরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার মূল ফটকের সামনে অবস্থান নেন। কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ দফা দাবি উপস্থাপন করার পরও কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

ইত্তেফাক | ৬ অক্টোবর ২০২৫

ভালুকায় বেতন-বোনাসের দাবিতে টেক্সটাইল শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের ভালুকায় অর্ডার সংকটে বন্ধ হয়ে গেছে ওরিয়ন নিট টেক্সটাইল লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম। দীর্ঘদিন ধরে বেতন-বোনাসসহ বিভিন্ন পাওনা পরিশোধ না করায় ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। রবিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার জামিরদিয়ার আইডিয়াল মোড় এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে এই বিক্ষোভ হয়। এতে কারখানার ১২ শতাধিক কর্মকর্তা ও শ্রমিক অংশ নেন।

শ্রমিকরা জানান, আগস্ট মাসের বেতন ১৮ সেপ্টেম্বর দেওয়ার কথা থাকলেও এখনো ম্যানেজমেন্টের ৪২ জন কর্মকর্তা তা পাননি। শ্রমিকদের গত মাসের বেতন ও বকেয়া রয়েছে। এছাড়া রিজাইন করা ৫৩ জন শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য বেনিফিট বকেয়া রয়েছে।

খবর পেয়ে ভালুকা আর্মি ক্যাম্পের টহল দল, শিল্প পুলিশ ও হাইওয়ে থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ বিষয়ে শিল্প পুলিশ-৫ এর পুলিশ সুপার ফরহাদ হোসেন খান বলেন, 'বিক্ষোভের পেছনে মালিকানা জটিলতা রয়েছে। বিষয়টি সমাধানে আমরা মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা করছি। শ্রমিকদের বকেয়া বেতন দ্রুত দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, কারখানা মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫,

ময়মনসিংহ থেকে সব বাস বন্ধ

ময়মনসিংহ ও জামালপুর প্রতিনিধি

গত শুক্রবার এক জুলাই যোদ্ধাকে ইউনাইটেড বাস সুপারভাইজারের হেনস্তার ঘটনায় শনিবার এনসিপি ও পরিবহন শ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি নিয়ে স্বাভাবিক হয়নি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বাস চলাচল। দুপক্ষের দ্বন্দ্বের জেরে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে গতকাল রবিবার সকাল ৬টা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহসহ বিভাগের সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। এদিকে বিভাগের সব রুটে (নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিলেট ও উত্তরবঙ্গ) বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীদের প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও সিএনজি যোগে ভাড়া চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি গুনতে হচ্ছে। এ নিয়ে চরম নাখোশ দূরদূরান্তের যাত্রীরা।

গতকাল সকালে নগরীর মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, পাটগুদাম ব্রীজমোড় বাসস্ট্যান্ড ও বাইপাস মোড় গিয়ে দেখা যায়, ঢাকাগামী ইউনাইটেড, সৌখিন পরিবহনসহ বিভাগের সব রুটের বাস চলাচল বন্ধ। যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। নিরুপায় যাত্রীরা গন্তব্যে ছুটছেন প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, পিকআপভ্যান ও সিএনজি যোগে চার থেকে পাঁচ গুণ ভাড়া দিয়ে। তারা অভিযোগ করেন, এভাবে ঘোষণা ছাড়া বাস চলাচল বন্ধ রাখা উচিত নয়। একটি স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থের দ্বন্দ্বের জের সাধারণ যাত্রীরা ভোগ করবেন কেন? যাত্রীরা প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

গত শুক্রবার ঢাকা যাওয়ার সময় নগরীর মাসকান্দা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে পরিবহন শ্রমিক দ্বারা নাজেহালের শিকার হন গেজেট তালিকাভুক্ত জুলাই যোদ্ধা আবু রায়হান। আবু

এনসিপি ও পরিবহন শ্রমিক দ্বন্দ্ব

রায়হানের অভিযোগ, ঢাকা যাওয়ার পথে বাস টার্মিনালে ইউনাইটেড পরিবহন সার্ভিসে ওঠার সময় মারধরসহ হেনস্তার শিকার হন তিনি। খবর পেয়ে জুলাই যোদ্ধা ও এনসিপির স্থানীয় নেতারা মাসকান্দা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে গিয়ে ইউনাইটেড পরিবহন কাউন্টারের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ প্রতিবাদ জানান।

পরে শনিবার সকালে এনসিপি নেতারা ইউনাইটেড পরিবহন বন্ধের দাবিতে মাসকান্দা বাস টার্মিনালের ইউনাইটেড পরিবহনের কাউন্টারের সামনে অবস্থান নেন। জুলাই যোদ্ধারা এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল হক শামীমের মালিকানাধীন ইউনাইটেড পরিবহন সার্ভিসের সব দূরপাল্লার সার্ভিস প্রত্যাহারসহ স্থানীয় প্রশাসনের কাছে ইউনাইটেড পরিবহন জব্দ করার দাবি জানান এবং আন্দোলন শুরু করেন। এ সময় পুলিশ অরুন নামের এক শ্রমিককে আটক করে। অন্যদিকে, শ্রমিক আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে পরিবহন শ্রমিকরা নগরীর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাইপাস মোড়ে অবস্থান নিয়ে শ্রমিকের মুক্তি ও ইউনাইটেড পরিবহন বন্ধের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় ঢাকাগামী সব রুটের বাস চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। এরপর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা দুই পক্ষের অবরোধের পর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক শামীমের মালিকানায় চলা ইউনাইটেড পরিবহনের ১৬টি বাস চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্তের আশ্বাসে বিকেল ৫টায় অবরোধ তুলে নেন এনসিপি ও জুলাই যোদ্ধারা।

পরে গতকাল সকাল থেকে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের নির্দেশে আবার ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডসহ বিভাগের সব রুটে (নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিলেট ও উত্তরবঙ্গ) বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে বিপাকে পড়েন দূরপাল্লার যাত্রীরা।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম বলেন, 'আমরা এনসিপির দাবিগুলো মেনে নেওয়ার জন্য পরিবহন মালিক সমিতিকে বলেছিলাম। পরিবহন মালিক সমিতি রাজি হয়েছে। তারা ১৬টি বাস ময়মনসিংহ রোডে চলাচল বন্ধ রাখবে। যেসব ফ্যাসিস্ট কর্মচারী রয়েছেন, তাদের পরিবহন ব্যবসা থেকে সরিয়ে দেবেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই এনসিপি আরও একটা দাবি উত্থাপন করেছে। সেই দাবিটি পরিবহন মালিক সমিতির পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। দাবিটি হলো ইউনাইটেডের ১৬টি গাড়ি জব্দ করতে হবে।'

অন্যদিকে গতকাল রাত ৮টার মধ্যে বাস চলাচল স্বাভাবিক না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ ও আহত সেলের ময়মনসিংহ বিভাগের নেতারা। বিকেলে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বাস চলাচলে সিন্ডিকেটবিরোধী জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে তারা এই হুঁশিয়ারি দেন।

জামালপুর-ময়মনসিংহ সড়কে বাস চলাচল বন্ধ

এদিকে ময়মনসিংহ বাস টার্মিনালের টিকিট কাউন্টারে হামলা ও শ্রমিক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জামালপুর-ময়মনসিংহ রোডে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে জামালপুর বাস মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন।

গতকাল সকাল থেকে জামালপুর-ময়মনসিংহ রোডে বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। হঠাৎ এই সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা।

সংবাদ
সোমবার ২৮ আশ্বিন ১৪৩২
: Monday 13 October 2025

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছে। গত শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উভয়মুখী লেইনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পুলিশ খবর পেয়ে শ্রমিকদেরকে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পজেলার সোনাইছড়ী ইউনিয়নের বার আউলিয়া বক্তারপাড়া এলাকায় এঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও হাইওয়ে থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সোনাইছড়ী ইউনিয়নে বারআউলিয়া মার্স টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকরা শনিবার বিকাল সাড়ে চারটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা বকেয়া বেতন/শ্রমিক ছাঁটাই/দুপুরের খাবার সরবরাহ না করা ও অধিকাংশ মেশিন চালু না করে মিল বন্ধ করে দেয়ার পাঁয়তারার প্রতিবাদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। ফলে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে উভয়মুখী লেনে ১০ কিলোমিটার এলাকায় শতশত যানবাহন আটকা পড়ে।

মারস টেক্সটাইল মিলের সূতা তৈরির কারখানার শ্রমিক সাইফুল জানান, তাদের ৩ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধের কথা। কিন্তু তিন মাস পার হয়ে গেলেও মার্স টেক্সটাইল মিলস কর্তৃপক্ষ বেতন পরিশোধ করছে না। অনেক বছর ধরে এ টেক্সটাইল মিলে কাজ করি। তিন চার মাস ধরে মিলে কাজ কমতে শুরু করে, বেতন ও দুই বেলা খাবার বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। বেতন না দিয়ে মিল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এজন্য আমরা মহাসড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। আমরা শুনছি এ মিলটি বন্ধ করে দিবে। তবে আমাদের বকেয়া বেতন না পাওয়ায় আমরা খুব কষ্টে আছি। এজন্য আমরা আন্দোলন করছি। বেতন না পেলে আরও বড় আন্দোলন করব।

উক্ত বিষয়ে মার্স টেক্সটাইল মিলের এজিএম হুমায়ুন কবির এর সাথে একাধিক বার মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫,

জেলেদের মানববন্ধন | কুড়িগ্রামের চিলমারীতে আটক দুই জেলের মুক্তি ও সরকারি ভাতা বাড়ানোর দাবিতে মানববন্ধন করেছেন জেলেরা। প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫

দুই দিকে দুই শ্রমিক বিক্ষোভ

গাজীপুর ও ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ভালুকায় বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন শেফাড গ্রুপের শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার কাঠালী বাগরাপাড়া এলাকায় তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। অবরোধের কারণে মহাসড়কের দুপাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হলে ভোগান্তিতে পড়ে যাত্রী ও সাধারণ মানুষ।

খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত দাবি পর্যালোচনা ও সমাধানের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন। পরে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিকরা জানান, সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া-বেতন এখনো পরিশোধ করা হয়নি। প্রতি মাসের বেতন নির্ধারিত সময়ে প্রদান, ওভারটাইমের হার আগের মতো ৬৮ শতাংশে বহাল রাখা, হাজিরা বোনাস বৃদ্ধি, টিফিন বিল বাড়ানো এবং অবসরোত্তর পেনশন ও ফান্ডের টাকা দ্রুত পরিশোধসহ ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে নেমেছেন।

তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সুবিধা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে জীবনযাপন ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। শ্রমিকরা বলেন, প্রশাসনের আশ্বাস অনুযায়ী যদি তাদের দাবিগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন না হয়, তবে তারা আবারও আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

শেফাড গ্রুপের কারখানা জেনারেল ম্যানেজার মোখলেছুর রহমান জানান, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সহযোগিতায় শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধান হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের বেতন আগামী ২০ তারিখে দেওয়া হবে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ময়মনসিংহ জোন-৫-এর পুলিশ সুপার মো. ফরহাদ হোসেন খান জানান, সাধারণত শ্রমিককদের বেতন ১০ তারিখে মধ্যে দেওয়া হয়। তবে এবার ২৩ তারিখ বেতন দেওয়ার ঘোষণা দিলে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন। সেপ্টেম্বর মাসের বেতন আগামী ২০ তারিখে দেওয়া হবে এই আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নেন।

গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ : ৯ দফা দাবিতে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় কাদের সিনথেটিক ফাইবার্স লি. কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কারখানার শ্রমিকরা মূল ফটকের সামনে এ বিক্ষোভ করে।

পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার মূল ফটকের সামনে অবস্থান করেন। কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ দফা দাবি উপস্থাপন করার পরও কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

একপর্যায়ের শ্রমিকরা দুপুরে দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করে। পরে ধাওয়া দিয়ে তাদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা তাদের সাত দফা তুলে ধরে জানান, সব শ্রমিকের বেতন ৭ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। মেডিকেল ছুটি পাস করালে হাজিরা বোনাস থাকতে হবে। মেডিকেল ছুটি কোনো অফিসের কর্মকর্তা পাস করাতে পারবে না, মেডিকেল ছুটি মেডিকেল ডাক্তার দ্বারা পাস করাবে। মেডিকেলে সব ধরনের ওষুধ থাকতে হবে। নাইট বিল সর্বনিম্ন ১৫০ টাকা দিতে হবে। বাৎসরিক ছুটির টাকা জানুয়ারি মাসে দিতে হবে। শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য ছোটি বাটন ফোন আনার অনুমতি দিতে হবে। যারা রিজাইন দেবে তাদের রিজাইনের টাকা সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ করতে হবে। বিনা কারণে কোনো শ্রমিককে বের করা যাবে না। যদি কোনো কারণে শ্রমিককে বের করা হয়, তাহলে রানিং মাসের বেতন এবং তিন মাস ১৩ দিনের বেতনসহ রিজাইনের টাকা বুঝিয়ে দিতে হবে।

এ বিষয়ে কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা অরোঙ্গ জেব খান বলেন, গত মাসের বেতন ১৬ তারিখ দুপুর ১২টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে। অন্য যেকোনো দাবি-দাওয়া আছে তা পর্যায়ক্রমে মেনে নেওয়া হবে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পুলিশ পরিদর্শক মোর্শেদ জামান জানান, শ্রমিকরা ৯ দফা দাবিতে কারখানার মূল ফটকের সামনে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিক্ষোভ করে। তিনি বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৪ অক্টোবর ২০২৫

বেতনসহ ৯ দাবিতে বিক্ষোভে শ্রমিকরা

গাজীপুর প্রতিনিধি

৯ দফা দাবিতে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় কাদের সিনথেটিক ফাইবার্স লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মূল ফটকের সামনে এ বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা।

পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার মূল ফটকের সামনে অবস্থান নেন। কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ দফা দাবি উপস্থাপন করার পর তারা কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে শ্রমিকরা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। তবে ধাওয়া দিয়ে তাদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। শ্রমিকদের দাবির মধ্যে রয়েছে বেতন ৭ থেকে ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। মেডিকেল ছুটি পাস করালে হাজিরা বোনাস থাকতে হবে। এ বিষয়ে কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা অরোঙ্গ জেব খান বলেন, 'গত মাসের বেতন ১৬ তারিখ দুপুর ১২টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে। অন্য দাবিদাওয়া পর্যায়ক্রমে মেনে নেওয়া হবে।' গাজীপুর শিল্পপুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পুলিশ পরিদর্শক মোর্শেদ জামান জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বণিক বার্তা শনিবার, অক্টোবর ১৮, ২০২৫

শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের ৮ কারখানা বন্ধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

টানা কয়েক দিনের শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে বন্ধ হয়ে গেছে প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের আট কারখানা। এসব কারখানায় ৩৫ হাজারের বেশি শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। বৃহস্পতিবার প্যাসিফিক জিন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীরের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে কারখানা বন্ধের এ তথ্য জানানো হয়। সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ এবং এ নিয়ে পুলিশের মামলাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক অসন্তোষের পর প্রতিষ্ঠানটির মালিক কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানাগুলো বন্ধ ঘোষণা করল।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত জানুয়ারিতে শ্রমিক বিক্ষোভের সময় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় শ্রমিকদের নামে হওয়া মামলার তদন্ত চলছিল। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত শ্রমিকদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় তথ্য সংগ্রহে যোগাযোগ করলে শ্রমিকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা শুরু হয়। এতে অসন্তোষ শুরু হলে কিছুদিন আগে শিল্প পুলিশ ও বেপজার সমন্বয়ে মালিক পক্ষ মৌখিকভাবে মামলার কার্যক্রম স্থগিত ও ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। সম্প্রতি একটি কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করলে শ্রমিকদের দুই পক্ষের সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হন। পরে সব কারখানায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার মালিক পক্ষ বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯-এর ধারা ১২(১) অনুযায়ী কারখানা কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। তবে পরবর্তী সময়ে কারখানা খোলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে কর্তৃপক্ষ নোটিসের মাধ্যমে জানিয়ে দেবে বলে বন্ধের নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিল্প পুলিশ চট্টগ্রাম-৩ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের শ্রমিক অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প পুলিশের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে বিষয়টি সমাধান করা হয়। কিন্তু সমস্যা সমাধানের পর একটি মিথ্যা ভিডিও শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে শ্রমিকদের উত্তেজিত করা হয়েছে। এ কারণে একটি কারখানার সমস্যার পর শিল্প গ্রুপটির সব কারখানার অনেক শ্রমিক কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। আবার কেউ কেউ কাজে যোগ দিতে চাইলে শ্রমিকদের দুই পক্ষের মধ্যেও সংঘর্ষ হয়েছে। প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের এ সংকট সরকারের উচ্চপর্যায়ে অবহিত করা হয়েছে। কারখানাটি দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকলে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান বিনষ্ট হওয়ার পাশাপাশি দেশের রফতানিমুখী অর্থনীতিতে বড় ধরনের ক্ষতি হবে বলে জানিয়েছেন শিল্প পুলিশের কর্মকর্তারা।

জানতে চাইলে শিল্প পুলিশ চট্টগ্রাম-৩-এর পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ আল মাহমুদ *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'শ্রমিকদের অসন্তোষ নিয়ে আমরা একাধিক পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে সমাধান করেছি। তবে সংঘর্ষের পর আহত তিন শ্রমিক মারা গেছেন এমন একটি গুজব অনলাইনে ছড়িয়ে শ্রমিকদের আবারো বিক্ষোভের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। কে বা কারা ভিডিওটি ছড়িয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। দেশের বৃহৎ একটি রফতানিমুখী শিল্প-কারখানায় অহেতুক অসন্তোষ সৃষ্টি কিংবা বাইরে থেকে ইন্ধন দেয়া হলে সেটি তদন্তের মাধ্যমে বের করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

প্যাসিফিক গ্রুপের দাবি, ১৫ অক্টোবর কিছু শ্রমিক কাজ বন্ধ করে কারখানায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে দেন। জোরপূর্বক অন্য শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে কর্মবিরতি পালনে বাধ্য করেছেন। কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কাজে যোগ দিতে আহ্বান জানালেও তারা কর্মবিরতি অব্যাহত রাখেন। এমনকি শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে মারামারি, কারখানা ভাংচুর ও কারখানার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শারীরিকভাবে আঘাত করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বন্ধের নোটিস দেয়া কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে প্যাসিফিক অ্যাটায়ার্স লিমিটেড, প্যাসিফিক অ্যাকসেসরিজ লিমিটেড, এনএইচটি ফ্যাশনস লিমিটেড, জিন্স ২০০০ লিমিটেড, ইউনিভার্সাল জিন্স লিমিটেড (১, ২, ৩, ৪), প্যাসিফিক ওয়ার্কওয়্যারস লিমিটেড, প্যাসিফিক জিন্স লিমিটেড, প্যাসিফিক জিন্স লিমিটেড (ইউনিট-২)।

শিল্প পুলিশ-৩-এর সহকারী পুলিশ সুপার (ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া) মো. জসিম উদ্দিন *বণিক বার্তা*কে জানান, আগের একটি মামলার ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। মামলা প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে তা সংঘাত ও ভাংচুরে রূপ নেয়। এজন্য প্যাসিফিক গ্রুপ সব কারখানাই বন্ধ রেখেছে। কারখানার অনেক শ্রমিকই কাজে ফিরতে চাইছেন। এ কারণে শ্রমিকদের মধ্যেও একাধিক গ্রুপ তৈরি হয়েছে। মালিক পক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা করে কারখানাগুলো চালু করতে কাজ চলছে।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ৩০ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : wednesday 15 October 2025

পলাশে বেতন-বোনাসের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, পলাশ (নরসিংদী)

বেতন বোনাসের দাবিতে নরসিংদীর পলাশে কর্মবিরতীসহ বিক্ষোভ মিছিল করেছে দেশ বন্ধু পলিমার লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। গত ১৩ অক্টোবর উপজেলার বালিয়া গ্রামে অবস্থিত কারখানটির মুল ফটকের সামনে শতশত শ্রমিক অবস্থান নিয়ে এই বিক্ষোভ মিছিল করে। এতে পুরো কারখানা জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, কারখানাটিতে বর্তমানে সাড়ে ৫০০ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে মালিক পক্ষ ঠিকমত শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করছে না। একই সাথে গত ৩ বছরের ইনক্রিমেন্টের টাকাও পাওনা রয়েছে শ্রমিকরা। তাদের পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে বিভিন্ন সময় কর্তৃপক্ষ থেকে হুমকী ও ভয়ভীতি মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের। এ অবস্থায় কর্মবিরতীসহ বিক্ষোভ মিছিল করে শতশত শ্রমিকরা। দাবি মানা না হলে আরো কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার কথা জানান তারা।

এদিকে এ বিষয়ে কারখানাটির কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা এ বিষয়ে কোন কথা বলতে রাজি হয়নি।

পলাশ থানার ওসি মো. মনির হোসেন জানান, সকালে দেশবন্ধু পলিমার কারখানাটিতে শ্রমিক আন্দোলনের সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এছাড়া কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বেতন পরিশোধে শ্রমিকদের আশ্বাস দেওয়া হয়।

পলাশ (নরসিংদী) : বেতন-বোনাসের দাবিতে শ্রমিকেদের বিক্ষোভ -সংবাদ

সমকাল । রোববার । ১৯ অক্টোবর ২০২৫

মিরপুরের শিয়ালবাড়ি ও চট্টগ্রামে ইপিজেড কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থতার জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) ● ফোকাস বাংলা

NEW AGE
SATURDAY, OCTOBER 18, 2025,

8 CEPZ factories shut amid worker unrest

Staff Correspondent · Chattogram

AUTHORITIES of the Pacific Group have announced the closure of eight of its factories in the Chattogram Export Processing Zone for an indefinite period following a wave of worker protests and clashes over the past several days.

The decision was made on October 16 night and will take effect today, according to eight separate notices signed by Syed Mohammed Tanvir, managing director of the Pacific Group.

Pacific Group's chief operating officer Suhrit Chowdhury said that the management had initially announced a temporary closure following the October 16 demonstrations by workers over internal issues, but decided later to shut the factories indefinitely.

More than 35,000 workers are employed across the eight factories of the Pacific group.

The closed factories are Pacific Jeans Ltd, Pacific Jeans Ltd (Unit-2), Pacific Attires Ltd, Pacific Accessories, Pacific Workwears Ltd, Universal Jeans Ltd, NHT Fashions Ltd and Jeans 2000 Ltd.

According to the notices, a section of workers began an 'illegal work stoppage' on October 14, defying repeated instructions to return to work.

The management said workers engaged in 'unruly behaviour' on October 15 and 16, including internal clashes, acts of vandalism and assaults on officials.

The notices stated that such activities constituted an 'unlawful strike' under the Bangladesh EPZ Labour Act 2019, making it 'impossible to continue factory operations.'

As a result, the authorities decided to suspend operations indefinitely, the notices said.

Earlier, on October 9, Pacific Group workers staged a protest alleging harassment by the police. Later, on October 14, a fresh round of demonstrations began.

On October 16, workers protested in front of several Pacific Group factories in different sectors of the EPZ. During the protests, production came to a halt, and there were also allegations of attacks on officials of several factories.

In February, workers of Pacific Casuals Limited held strike over a 22-point demand, leading to clashes and a temporary closure of two units.

Operations resumed later after the workers signed undertakings to return to work.

কালের কণ্ঠ
। সোমবার । ২০ অক্টোবর ২০২৫

নারী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

আশুলিয়ায় শ্রমিক তাজমিনা খাতুনের মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের বিচার দাবিতে পঞ্চম দিনের মতো কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন সহকর্মীরা। গতকাল রবিবার তিনটি কারখানার শ্রমিকরা নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে তাঁদের সরিয়ে দেন।

বিক্ষোভকারীরা জানান, আশুলিয়ার পলাশবাড়ী এলাকার গিভেন অ্যাক্টিভ ওয়্যার বিডি লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা সকাল থেকেই কর্মবিরতিসহ বিক্ষোভ করতে থাকেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন জামগড়া এলাকার গিভেন গার্মেন্টস লিমিটেড ও নয়ারহাট এলাকার এসডিএস ইন্টারন্যাশনাল কারখানার শ্রমিকরা।

গত ১৩ অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান গিভেন গ্রুপের শ্রমিক তাজমিনা খাতুন (২৫)। তিনি নয়ারহাটের এসডিএস ইন্টারন্যাশনাল কারখানায় সুইং অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সহকর্মীদের অভিযোগ, গর্ভবতী অবস্থায় অসুস্থ হলেও তাজমিনার ছুটি ও চিকিৎসা সহায়তা করেনি কর্তৃপক্ষ। সহকর্মীরা চাঁদা তুলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাইলে তাতেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় কারখানা কর্তৃপক্ষ। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালে নেওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

NEW AGE SUNDAY, OCTOBER 19, 2025,

The Sramik Karmachari Oikya Parishad forms a human chain with several demands, including the exemplary punishments for those responsible for death of 16 workers of a garment factory at Mirpur, in front of the National Press Club in Dhaka on Saturday.
— New Age photo

SKOP demands punishment for death of garment workers in Mirpur fire

Staff Correspondent

LEADERS of Sramik Karmachari Oikya Parishad on Saturday at a human chain formed in Dhaka city demanded exemplary punishments for those responsible for death of 16 workers of a garment factory in Mirpur.

SKOP, a coalition of 14 labour right bodies, formed a human chain in front of the National Press Club led by joint convener Abdul Kader Hawlader.

Abdul Kader Hawlader called on interim government to find out the people who are responsible for the death of 16 garment workers in a fire in a garment factory in Mirpur on Tuesday and to ensure exemplary punishments after trials.

Labour leader Mahbubul Alam said that the owners of the garment factory and warehouse with explosive materials were responsible for the death of the workers as they did not ensure safety measures of the establishments.

Another labour leader Razequzzaman Ratan called on the interim government to take steps for ensuring safety of the workers in their workplaces.

Labour leaders Saifuzzaman Badsha, Mohammad Shah Alam, Azizun Nahar, Ahsan Habib Bulbul and others spoke at the human chain rally.

The rally was followed by a protest procession that paraded several city roads.

রোববার, অক্টোবর ১৯, ২০২৫ ■ কার্তিক ৩, ১৪৩২ বণিকবার্তা

বকেয়া বেতন দাবিতে গাজীপুরে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

দুই মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। এ সময় তারা কোনাবাড়ি-জরুন সড়ক অবরোধ করে রাখেন। গতকাল সকাল ৮টার দিকে স্বাধীন গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে রাখলে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন পথচারী ও যানবাহনের যাত্রীরা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কারখানার শ্রমিকরা জানান, স্বাধীন গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকদের দুই মাস ধরে বেতন পরিশোধ করেনি কর্তৃপক্ষ। বেতন পরিশোধ করা হবে বলে বারবার নোটিস দেয়া হলেও এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সর্বশেষ ৫ অক্টোবর কারখানা কর্তৃপক্ষ ১৮ অক্টোবর বেতন পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করে। পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী গতকাল সকালে তারা কারখানার সামনে এসে দরজা বন্ধ দেখতে পান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা কারখানার সামনের সড়কে বিক্ষোভ শুরু করেন।

কারখানার সুইং অপারেটর হাসি বেগম বলেন, 'গত দুই মাস আমরা ডিউটি করেছি এবং ওভারটাইমও করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের বেতন দেয়া হয়নি। চলতি মাসও প্রায় শেষের দিকে। অনেক কষ্টে দিন যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করেছি।'

এ ব্যাপারে স্বাধীন গার্মেন্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) কামরুজ্জামান বলেন, 'শ্রমিকদের গত দুই মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের বিষয়ে আমরা সচেষ্ট আছি। কারখানার অর্থনৈতিক সংকটের কারণে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। মালিকের স্ত্রী বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন। মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।'

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক মোর্শেদ জামান বলেন, 'শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে রাখেন। ২৪ অক্টোবর তাদের বেতন দেয়া হবে বলে মালিকপক্ষ থেকে কারখানার প্রধান ফটকে একটি নোটিস টাঙানো হয়েছে। তবে শ্রমিকেরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে গেছেন।'

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫,

মিরপুরের রূপনগরে কেমিক্যাল গুদামে আগুনে প্রাণহানির সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে গতকাল শাহবাগে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি প্রতিবাদ সমাবেশ করে

NEW AGE
SUNDAY, OCTOBER 19, 2025,

Workers stage demo for reopening of 8 CEPZ factories

Staff Correspondent
Chattogram

WORKERS of the Pacific Jeans Group staged demonstrations in the Chattogram Export Processing Zone on Saturday, demanding the reopening of eight factories of the group that had been declared closed indefinitely by the authorities.

Workers from various units of group gathered in front of their respective factory gates at about 9:00am and began protests. Later, they dispersed following discussions with officials of the police and the CEPZ authorities.

CEPZ executive director Abdus Sobhan said that several factories of Pacific Jeans Group were declared closed, but many workers were unaware of the decision. They came in the morning to join work and demanded that the factories be reopened. After discussions with the Industrial Police and CEPZ authorities, they left the area.

CEPZ police station officer-in-charge Mohammad Jamir Hossain Zia said that about 700 to 800 workers had gathered near the closed factories in the morning. They assembled and demonstrated for some time, and later left after talks with the police and administration.

On Thursday evening, the Pacific Jeans Group authorities announced an indefinite shutdown of eight factories in the CEPZ following worker protests and clashes earlier in the week. The closure, effective from Saturday, was declared through eight notices signed by managing director Syed Mohammed Tanvir.

The closed factories are Pacific Jeans Ltd, Pacific Jeans Ltd (Unit-2), Pacific Attires Ltd, Pacific Accessories, Pacific Workwears Ltd, Universal Jeans Ltd, NHT Fashions Ltd, and Jeans 2000 Ltd.

More than 35,000 workers are employed across the eight factories of the Pacific Jeans Group.

NEW AGE
FRIDAY, OCTOBER 17, 2025,

Punishment for death of garment workers demanded

Staff Correspondent

GARMENT labour leaders and professionals on Thursday at a protest rally in Dhaka called on the interim government to arrest those responsible for the death of 16 garment labourers in a fire at Mirpur on Tuesday.

Garment Sramik Samhati organized the rally in front of the National Museum where its president Taslima Akhter said that the owners of chemical factory and garment factory built the establishments side by side and they could not avoid the responsibly of death of the workers.

Central leader of Ganosamhati Andolan Firoz Ahmed said that the government should take adequate measures to stop death of the workers in the garment factories.

General secretary of the organization Miznur Rahim Chowdhury demanded adequate compensations for the family members of the deceased garment factory workers.

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৬ কার্তিক ১৪৩২, ২২ অক্টোবর ২০২৫

গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ফ্রাউলিন ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা বকেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেন —শামসুদ্দিন আহমেদ চারু

সময়ের আলো
বুধবার। ২২ অক্টোবর ২০২৫।

আশুলিয়ার ফ্রাউলিন ফ্যাশনের শ্রমিকরা বকেয়া পাওনার দাবিতে মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ● সময়ের আলো

NEWAGE WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025,

The families of the Bangladeshi workers, missing in Russia, form a human chain, demanding the return of the migrants presumably recruited by Russian army, in front of the National Press Club in Dhaka. — Md Saurav

দৈনিক ইত্তেফাক মঙ্গলবার ৫ কার্তিক ১৪৩২; ২১ অক্টোবর ২০২৫

রূপগঞ্জে বকেয়ার দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

■ রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার আলিফ গার্মেন্টসের শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। গতকাল সোমবার শ্রমিকরা মহাসড়কের বরপা এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করেন। খবর পেয়ে রূপগঞ্জ থানা ওসি মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম উপস্থিত হয়ে মিল কর্তৃপক্ষের পক্ষে এ মাসেই বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন। অবরোধকালে মহাসড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকরা জানান, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতন গত সপ্তাহে পরিশোধ করার কথা ছিল; কিন্তু বেতন দেই-দিচ্ছি করে না দেওয়ায় শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন। আগামী সাত দিনের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ করা না হলে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নানা প্রতিকূলতায় শ্রমিকদের দুই মাসের বকেয়া বেতন দেওয়া যায়নি। তবে আগামী সাত দিনের মধ্যে শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধ করা হবে।

মাদ্রাসার তিন ছাত্রকে বলাৎকারে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে ফের মানববন্ধন

এদিকে, উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের আধুরিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার তিন ছাত্রকে বলাৎকারে অভিযুক্ত শিক্ষক মোহাম্মদ হোসেনের শাস্তির দাবিতে গতকালও মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়েছে। গতকাল ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আধুরিয়া এলাকায় মাদ্রাসার ছাত্র, অভিভাবক ও এলাকাবাসী এ কর্মসূচি পালন করেন। মানববন্ধনপূর্বক মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বলাৎকারের শিকার ছাত্রের পিতা ও মামলার বাদী ইয়ার আহম্মেদ।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫,

শ্রম আইন সংশোধন ও অধ্যাদেশ জারির দাবি

আসন্ন নির্বাচনের আগে শ্রম আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারি করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। সংগঠনটি বলেছে, শ্রমিক স্বার্থ, শ্রম খাত ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগেই সংশোধিত শ্রম আইন কার্যকর করা জরুরি। গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর হাতিরপুলে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'আসন্ন শ্রম আইন সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৫ ও শ্রমিকের প্রত্যাশা' শীর্ষক আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। সংগঠনের প্রয়াত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ্ আতিউল ইসলামের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাসলিমা আখতার। তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ নেন সহসাধারণ সম্পাদক আলিফ দেওয়ান, গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির যুগ্ম সম্পাদক প্রবীর সাহা, বাংলাদেশ বহুমুখী শ্রমজীবী ও হকার সমিতির সভাপতি বাচ্চু ভূঁইয়া, পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ সোহেলা রুমি প্রমুখ। এর আগে সকালে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে ও সংগঠনের কার্যালয়ে প্রয়াত নেতা শাহ্ আতিউল ইসলামের স্মরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সমকাল বৃহস্পতিবার। ২৩ অক্টোবর ২০২৫

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালসহ বন্দরের কোনো স্থাপনা দেশি-বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে গতকাল বুধবার চট্টগ্রাম নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। মিছিলটি বন্দর এলাকার দিকে যেতে চাইলে বাধা দেয় পুলিশ ● সমকাল

চট্টগ্রাম বন্দরের ইজারা বাতিল দাবি

শ্রমিকদের মিছিলে পুলিশের বাধা অনশনের ডাক

■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ইজারা না দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। গতকাল বুধবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদ এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করে তারা। সমাবেশ শেষে শ্রমিকরা মিছিল নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকার দিকে এগোতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এক পর্যায়ে শ্রমিক নেতারা আগামী ১ নভেম্বর চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে অনশন কর্মসূচির ঘোষণা দেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশের অন্যতম রাজস্ব আয়ের খাত চট্টগ্রাম বন্দরকে বেসরকারীকরণ বা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার কোনো চেষ্টা সফল হতে দেবো না। তারা অভিযোগ করেন, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে।

আগ্রাবাদ বাদামতলী মোড়ে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি তপন দত্ত। বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, বিএলএফের সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল হকসহ আরও অনেকে।

তপন দত্ত বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যক্তিমালিকানাধীন নয়। এটি জনগণের সম্পদ। এই বন্দরের কোনো অংশ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া মানে দেশের শ্রমজীবী মানুষের পেটে লাথি মারা। আগামী ১ নভেম্বর সকাল ১০টায় প্রেস ক্লাবের সামনে কয়েকশ শ্রমিক-কর্মচারী অনশনে বসবেন বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন বুধবার ॥ ২২ অক্টোবর ২০২৫

বকেয়া বেতন দাবিতে রামপাল মৈত্রী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শ্রমিক বিক্ষোভ

বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাটে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এক মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান সাহারা করপোরেশনের ৬০ থেকে ৭০ শ্রমিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বকেয়া বেতনের দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ করেন। জানা গেছে, বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (বিআইএফপিসিএল) ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ২ নম্বর গেটের সামনে সকালে শ্রমিকরা এক মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে কাজ ফেলে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বিআইএফপিসিএলের অপারেশন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ কুমার ও ম্যানেজার মো. অলিউল্লাহ। তারা শ্রমিকদের কথা শুনে সাহারা করপোরেশনের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে বুধবারের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন। বিআইএফপিসিএলের ম্যানেজার মো. অলিউল্লাহ জানান, গত মাসে ২৫০ শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সাহারা করপোরেশন। ওই বকেয়া বেতনের দাবিতেই শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন।

দেশ রূপান্তর মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫

উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিক বিক্ষোভ

নীলফামারী প্রতিনিধি

চারটি কারখানা বন্ধের ঘোষণা

কয়েক দিনের আন্দোলনের জের ধরে উত্তাল হয়ে উঠেছে নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড)। বেতন-বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে টানা আন্দোলনে নামেন শ্রমিকরা। প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণার পর গতকাল সোমবার সকালে ইপিজেডের মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ করেছে চারটি প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শ্রমিকরা। ফলে ইপিজেড এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জানা গেছে, গত রবিবার বিকেলে নোটিসের মাধ্যমে উত্তরা ইপিজেডের চারটি কারখানা যথাক্রমে দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, সেকশন সেভেন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ইপিএফ প্রিন্টিং লিমিটেড এবং মেইগো বাংলাদেশ লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা করা হয়। তাদের নোটিসে বলা হয়, গত ২৫ অক্টোবর থেকে কারখানার শ্রমিকরা অবৈধ ও অঘোষিত ধর্মঘট, কর্মবিরতি এবং উৎপাদন ব্যাহতসহ বিভিন্ন বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। শ্রমিকদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনার চেষ্টা করেও কোনো সমাধানে না আসায় কর্তৃপক্ষ কারখানা আইন ১৯৬৫এর ধারা ১৩(১) অনুযায়ী ২৬ অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। এসব নোটিসে আরও বলা হয়, কারখানা বন্ধ থাকা অবস্থায় শ্রমিকদের বেতন, ওভারটাইম, ছুটি ও বোনাসসহ অন্যান্য পাওনা আইন অনুযায়ী প্রদান করা হবে। তবে এই সময়ে কোনো শ্রমিক বা কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কারখানায় প্রবেশ করতে পারবে না। পরিস্থিতি অনুকূলে এলে এবং উৎপাদনের পরিবেশ সৃষ্টি হলে কারখানা পুনরায় খোলার তারিখ জানানো হবে।

কারখানা বন্ধের প্রতিবাদ ও পুনরায় চালুর দাবিতে গতকাল সকাল থেকে ইপিজেডের প্রধান ফটকের সামনে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া চার কারখানার কয়েক শ্রমিক জানান, কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের প্রাপ্য বেতন বেতন নিয়মিত পরিশোধ করে না।

এ ছাড়া অতিরিক্ত সময় কাজ (ওভারটাইম) করলেও সেই পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। বেতন বাড়ানোসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে আসছিল তারা। হঠাৎ চারটি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় আমাদের শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আমরা পরিবার চালাই এই কাজের আয়ে। কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতেই আমরা অবস্থান নিয়েছি। শ্রমিকরা বলেন, কারখানাগুলো পুনরায় চালুর দাবিতে সকালে ইপিজেডে সামনের অবস্থান নিয়েছি আমরা।

ইপিজেড বাজার এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা আরমান হোসেন বলেন, আমরা এই ইপিজেডের আশায় লোন নিয়ে বাজারে ব্যবসা করছি। যদি এই কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরা কিভাবে চলব।

উত্তরা ইপিজেডের এক্সিকিউটিভে ডিরেক্টর মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার দেশ রূপান্তরকে বলেন, রবিবার কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চারটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার সকালে কিছু শ্রমিক ইপিজেডের প্রধান ফটকের সামনে বিক্ষোভ করে। আমরা মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত বন্ধ চারটি কারখানা চালুর চেষ্টা করছি।

নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ বলেন, খবর পেয়ে ইপিজেড এলাকায় আমরা উপস্থিত হয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে কথা বলে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৩০ অক্টোবর ২০২৫

আশুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) সংবাদদাতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। আশুগঞ্জ সার কারখানা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের (সিবিএ) উদ্যোগে গতকাল বুধবার সকালে কারখানার প্রধান গেটে এই বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। সমাবেশে অবিলম্বে কারখানায় গ্যাস সরবরাহ দেওয়া না হলে আশুগঞ্জ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ বন্ধসহ রাজপথ অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

কারখানার সিবিএর সভাপতি মো. বজলুর রশিদের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র সহসভাপতি মো. আকতার হোসেইন, সাধারণ সম্পাদক আবু কাউছার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাদী মো. তানভীর রহমান, কেমিক্যাল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা মো. হারুন অর রশিদ প্রমুখ।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ॥

গাজীপুরের শ্রীপুরে গতকাল সড়কে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা —বাংলাদেশ প্রতিদিন

কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বন্ধ কারখানা এএ ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড খুলে দেওয়ার দাবিতে গতকাল দুপুরে দুই দফা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন শ্রমিকরা। এতে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়ে। শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এএ ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেডে শ্রমিকরা কয়েক দিন ধরে বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মবিরতিসহ বিক্ষোভ করে আসছিলেন। একপর্যায়ে কারখানার বিভিন্ন ফ্লোরে ভাঙচুর চালান। রবিবার বকেয়া বেতন পরিশোধের পর কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ [illegible] ঘোষণা করেন কর্তৃপক্ষ। গতকাল সকালে শ্রমিকরা কারখানার সামনে বিক্ষোভ করতে থাকেন। একপর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে শ্রমিকদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। শ্রমিকরা ফের বিভিন্ন বর্জ্য মহাসড়কে এনে আগুন ধরিয়ে অবরোধ করেন। শ্রীপুর থানা ও শিল্পপুলিশ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে। বেলা পৌনে ১টায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫,

প্ররোচনা ও যৌন হয়রানির বিচার দাবিতে মানববন্ধন

নারী সংবাদকর্মীর আত্মহত্যা

১৯ অক্টোবর রাজধানীর একটি বাসা থেকে স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা স্ট্রিমের সংবাদকর্মী স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের আত্মহত্যার ঘটনায় প্ররোচনা ও যৌন হয়রানির বিচার দাবিতে মানববন্ধন করেছে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি। এ ঘটনায় ঢাকা স্ট্রিমের বাংলা কনটেন্ট এডিটর আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁর বিচার দাবি করা হয় মানববন্ধনে।

গতকাল রোববার বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

১৯ অক্টোবর রাজধানীর একটি বাসা থেকে স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই নারী অনলাইন সংবাদমাধ্যম ঢাকা স্ট্রিমে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে যৌননিপীড়নের অভিযোগকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তথ্যে জানা যায়।

মানববন্ধনে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম বলেন, 'আমাদের প্রায়ই নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ঘটনায় বিচারের দাবিতে সমবেত হতে হচ্ছে। দু-একটি ঘটনার বিচার হলেও বেশির ভাগ সহিংসতার ঘটনায় যুক্ত অপরাধীর বিচারিক প্রক্রিয়ায় কোনো শাস্তি হতে দেখা যায় না।'

মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু বলেন, 'অভিযুক্ত সাংবাদিক আলতাফ শাহনেওয়াজের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ থাকলেও এ সকল ঘটনার কোনো সুষ্ঠু বিচার হতে দেখা যায়নি। ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু বিচার হলে স্বর্ণময়ীর অকালে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটত না।'

এ সময় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় অভিযুক্তকে আশ্রয় না দিয়ে শাস্তি নিশ্চিতের পাশাপাশি ঘটনার প্রশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক।

মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম বলেন, 'আমাদের সমাজে নারীরা কর্মস্থলে, পরিবারে এবং জনপরিসরে ক্রমাগত সহিংসতার শিকার হয়েই যাচ্ছে। গণমাধ্যমে কর্মরত নারী সাংবাদিকেরা যৌন নিপীড়নের শিকার হলেও এ সকল ঘটনায় সাংবাদিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ। সাংবাদিকতায় নারীর অগ্রসর হওয়াকে নিশ্চিত করতে হলে কর্মস্থলে নারীর নিরাপত্তা ও সহিংসতার ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে।'

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের শাহনাজ সুমী বলেন, যৌন নিপীড়নকারীকে শাস্তির মুখোমুখি করার পরিবর্তে যাঁরা প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তাঁরাও সমান অপরাধী। এমন নিপীড়কের সাফাই না গেয়ে তাঁকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানান তিনি।

মানববন্ধন কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করে আরও বক্তব্য দেন উইক্যান অ্যালায়েন্সের মারফিয়া নূরশিফা, গণসাক্ষরতা অভিযানের জয়া সরকার, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সহসভাপতি মাখদুমা নার্গিস রত্না, প্রচার ও গণমাধ্যম উপপরিষদের সদস্য সেবিকা দেবনাথ। মানববন্ধন সঞ্চালনা করেন মহিলা পরিষদের অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং পরিচালক জনা গোস্বামী।

সংবাদকর্মী আত্মহত্যায় প্ররোচনা ও যৌন হয়রানির বিচার দাবিতে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির মানববন্ধন। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে। ছবি : আয়োজক সংগঠনের সৌজন্যে

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৭ অক্টোবর ২০২৫

বেতন-ভাতা দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ সড়ক অবরোধ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার সাভারের ইপিজেড এলাকার তিনটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা গতকাল বকেয়া বেতন-ভাতা দাবিতে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন। এ দিন সকালে গোল্ডটেক্স, অ্যাক্টর ও সাউথ চায়না কারখানায় কাজে এসে তারা অনির্দিষ্টকালের বন্ধের নোটিস দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। শিল্প পুলিশ-১ এর এসপি ইফতেখার রহমান বলেন, সকালে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করেন সাউথ চায়না, গোল্ডটেক্স লিমিটেড এবং অ্যাক্টর স্পোর্টিং লিমিটেডের প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক। আমরা শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। শ্রমিকরা বলেন, ডিইপিজেডের পুরাতন জোনে কাজ করে আসছেন তারা। তিন মাসের বেতন ও সার্ভিস চার্জের পাওনা পরিশোধ না করে হঠাৎ কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেন কর্তৃপক্ষ। বকেয়া বেতনের দাবিতে ইপিজেডের গেটের সামনে সমবেত হয়ে তারা ঢাকা-চন্দ্রা মহাসড়কে অবস্থান নেন। ডিইপিজেডের জিএম আবদুস সোবহান বলেন, শ্রমিকরা কারখানার সামনে জমায়েত হলে মাইক দিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় যত দ্রুত সম্ভব তাদের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এরপরও শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন।

THE FINANCIAL EXPRESS Friday • October 10, 2025

Cases against 48,000 withdrawn as govt upholds labour rights

Says Labour and Employment Adviser

FE REPORT

Cases against 48,000 workers have been withdrawn, which were previously filed by factory owners, said Labour and Employment Adviser Brig Gen (Retd) Dr M Sakhawat Hussain on Thursday.

Speaking at a forum on labour rights, he highlighted the government's efforts to reform labour laws and implement stricter measures to improve workers' conditions in Bangladesh.

The government has also recognised three major demands related to workers' health, protection from harassment, and safety, he said.

The Centre for Governance Studies (CGS) organised the discussion on 'Democratic Reconstruction of Labour Rights' at the CIRDAP (Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific) Auditorium in Dhaka.

CGS President Zillur Rahman moderated the event.

The adviser said employers could no longer blacklist workers arbitrarily. If someone needs to be blacklisted, the employer must report it to the labour ministry in advance, he added.

Labour and Employment Adviser Brig Gen (Retd) Dr M Sakhawat Hussain speaks at a discussion on labour rights at the CIRDAP Auditorium in Dhaka on Thursday. Syed Nasim Manzur, President of the Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh, was also present. — FE Photo

However, it will take time for factories and industries to meet the required standards for workers' condition, he said, adding: "Our biggest challenge is determining how to bring informal sector workers under the policy framework."

He also said the government has taken action against many unscrupulous employers, confiscated their passports, and seized their property–a move that 'no previous government could have taken, as ministers in the past were often factory owners'.

Syed Nasim Manzur, President of the Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh, said there have been remarkable improvements in sectors that are highly monitored, but small and medium enterprises, which are not under such scrutiny, continue to lag behind.

He pointed out that medium-sized factories contribute the most, but they receive limited support from banks.

To address inflation, the government has increased interest rates but this is not a complete solution as to run business with 13 per cent interest rates is difficult, he said.

Emphasising the need for a shift in mindset, he said that there is no need to create new laws, "We simply need to enforce the existing ones."

At present, Bangladesh has 2.6 million unemployed people, many of whom are graduates, while factories struggle to find educated workers, as many are employed elsewhere for even lower wages, he opined.

Dr. Fahmida Khatun, Executive Director of the Centre for Policy Dialogue (CPD), noted that Bangladesh's economy is deeply connected to the global economy. To remain competitive, the country must adhere to international standards, enhance its export competitiveness, and ensure labour rights are protected.

"The progress we make is quickly outpaced by other countries. In terms of global competition, there are challenges such as rising US tariffs and domestic limitations in raw materials and services," she noted.

Bangladesh Institute of Labour Studies' Syed Sultan Uddin Ahmed stressed the need for establishing democratic system in institutional way so that workers can exercise their rights, including trade union and collective bargaining.

He called for national minimum wage standards, job security and social recognition for workers.

Participants at the forum also raised the need for creating a workers database, formalising workers from the informal sector, and ensuring their inclusion in the purview of labour laws. They further called for easier trade union registration and better functionality for unions.

Executive Director of Awaj Foundation Nazma Akter, General Secretary of Bangladesher Samajtantrik Shramik Front (BSD) Razekuzzaman Ratan, President of Bangladesh Jatiotabadi Shramik Dal Anwar Hossain, General Secretary of Bangladesh Sramik Kalyan Federation Advocate Atiqur Rahman, Vice President at Bangladesh Garment Workers Trade Union Centre (GWTUC) Joly Talukder, Chief Coordinator of National Citizen's Party Workers' Wing Mazharul Islam Fakir, among others, also spoke.

munni_fe@yahoo.com

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১৪ অক্টোবর ২০২৫।

আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থনের দাবি

শোভন কর্মপরিবেশ পাচ্ছে না দেশের শ্রমজীবী নারী

● নিজস্ব প্রতিবেদক

এখনও নারীবান্ধব ও বৈষম্যহীন শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা যায়নি শ্রমজীবী নারীর জন্য। নারীর জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার। একই সঙ্গে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন এবং শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে অতিদ্রুত বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্ব শোভন কর্মদিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ দেশের নারী ও কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে জনমত গঠনের জন্য গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানানো হয়।

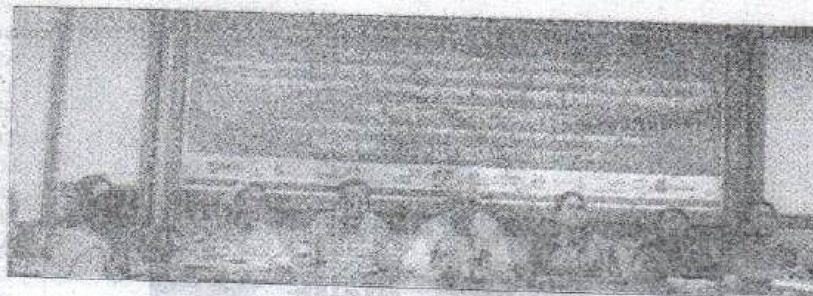

জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের সংবাদ সম্মেলন

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্ল্যাটফর্মের সদস্য সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলসের পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন। সম্মেলনে শ্রম সংস্কার কমিশন-২০২৪-এর প্রধান ও বিলস নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমদ, কমিশন সদস্য অ্যাডভোকেট মো. নাসিম, সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মাহমুদা বেগম, আওয়াজ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক নাজমা আক্তার বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়, সরকারের পক্ষ থেকে আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন ও 'কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০২৪'- খসড়া আইন পাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। পক্ষান্তরে সাম্প্রতিক সময়ে নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা আরও বেড়েই চলেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যমতে এ বছর প্রথম ৯ মাসে মোট ৫৭৬ জন ধর্ষণের শিকার হয়, যার ২৯৫ জনের বয়স ১৮ বছর বা তার কম।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১১ অক্টোবর ২০২৫

শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান

শ্রমিকের জীবন-জীবিকার উপাদান ধ্বংস থেকে বিরত থাকুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ শ্রমিকের জীবন-জীবিকার উপাদান কেড়ে নেওয়া বা ধ্বংসের যেকোনো আয়োজন থেকে বিরত থাকার জন্য সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার গাজীপুর মহানগরের নাওজোড় হর্টিকালচার সেন্টারে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ও রূপরেখা নিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সুলতান উদ্দিন বলেন, নিম্নতম মজুরি বা বাঁচার মতো মজুরি নয়, এখন শ্রমিকদের প্রয়োজন লিভিংওয়েজ বা জীবনযাপন উপযোগী মজুরি। শ্রমিকরা শ্রম দেন, উৎপাদন করেন। শ্রমিকরা দয়া নয়, অধিকার চান।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য দেন শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, জেলা বাসদের আহ্বায়ক আবদুল কাইয়ুম, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আ স ম জাকারিয়া, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের গাজীপুর মহানগরীর যুগ্ম আহ্বায়ক বারেক সরকার, শ্রমিক ফ্রন্টের জেলার সাধারণ সম্পাদক রাহাত আহমেদ প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ২২ অক্টোবর ২০২৫।

ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জেন্ডার সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান

গোলটেবিল বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

জেন্ডার সহিংসতাকে সঠিক লেন্স দিয়ে দেখতে হবে, যাতে নারী, তৃতীয় লিঙ্গ, শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধীসহ সব ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। বর্তমানে জেন্ডার সহিংসতা বিষয়ে তথ্যের অপর্যাপ্ততার জন্যও বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে বেগ পেতে হচ্ছে। এ জন্য সরকারিভাবে ডেটা বেইস তৈরি ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থাগুলোর এগিয়ে আসা প্রয়োজন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর আজিমুর রহমান মিলনায়তনে জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন।

'কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবেলায় কাঠামো শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিলসের নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশন ২০২৪-এর প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। বক্তব্য দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মো. সানওয়ার জাহান ভূঁইয়া, আইএলও বাংলাদেশের পরিচালক ম্যাক্স টুনন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক বেগম মেহেরুন্নেসা, শ্রম অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক শাহ আবদুল তারিক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক জুলিয়া জেসমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তানিয়া হক, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি ও পুলিশ সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক মোসাম্মৎ নুরজাহান খাতুন প্রমুখ।

সময়ের আলো
বুধবার। ২২ অক্টোবর ২০২৫।

গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত

কর্মক্ষেত্রে হয়রানিতে উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছে কর্মজীবী নারী

নিজস্ব প্রতিবেদক

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী কর্মীরা হয়রানি, ভয় দেখানো এবং সহিংসতার মুখোমুখি হওয়ায় কর্মজীবী নারীরা উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছেন। দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি কর্মক্ষেত্রে আপত্তিকর মন্তব্য এবং যৌনভাবে আপত্তিকর ভাষার মুখোমুখি হন। ১৪টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারভিত্তিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত জেন্ডার প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের উদ্যোগে 'কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় কাঠামো শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। গতকাল মঙ্গলবার ডেইলি স্টার সেন্টারে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বক্তারা আরও বলেন, কর্মক্ষেত্রে কর্মরত নারীরা যখন জেন্ডার সহিংসতার শিকার হন তখন তাদের কাজের অধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে লঙ্ঘিত হয়। এ ধরনের সহিংসতা এবং হয়রানি কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক, কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং প্রতিষ্ঠানের সুনামকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, যার ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং আর্থিক ক্ষতি হয়। ট্রেড ইউনিয়ন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বলেন, জেন্ডার সহিংসতাকে সঠিক লেন্স দিয়ে দেখতে হবে যাতে করে নারী, তৃতীয় লিঙ্গ ও শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধীসহ সব ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। বর্তমানে জেন্ডার সহিংসতা বিষয়ে তথ্যের অপর্যাপ্ততার জন্যও বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে বেগ পেতে হচ্ছে। এ জন্য সরকারিভাবে ডাটাবেজ তৈরিসহ এ বিষয়ে গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

গোলটেবিল বৈঠকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. সানওয়ার জাহান ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিলসের নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশন-২০২৪-এর প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। বৈঠকে জেন্ডার প্ল্যাটফর্মের পক্ষে মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন বিলস পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর ২০২৫,

শ্রমিকদের স্বার্থে আইএলওর তিন কনভেনশনে সই করছে সরকার

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে। সহিংসতা ও হয়রানি কমানোই লক্ষ্য। তবে মালিকপক্ষের আপত্তি।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তিনটি কনভেনশন একসঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুসমর্থন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর ফলে শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হবে এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি কমবে বলে মনে করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। তবে কারখানার মালিকদের এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে।

কনভেনশনগুলো হচ্ছে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কনভেনশন ১৫৫, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান উন্নয়নে প্রচারণামূলক কাঠামো কনভেনশন ১৮৭ এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধবিষয়ক কনভেনশন ১৯০। এ তিনটির মধ্যে ১৮৭ ও ১৫৫ আইএলওর মৌলিক কনভেনশন। ২০২২ সালে এ দুটিকে মৌলিক কনভেনশন হিসেবে গ্রহণ করে আইএলও।

অন্তর্বর্তী সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)। এ বিষয়ে ব্লাস্টের দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটির অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন বলেছেন, অনেক দিন ধরে অধিকারভিত্তিক সংগঠনগুলো এই তিন কনভেনশন অনুসমর্থনের দাবি জানিয়ে আসছিল। অনুসমর্থনের পর শ্রমিকের নিরাপত্তা অধিকারের পরিধি নিয়ে আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এবং অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রতিকার পাওয়া সহজ হবে। তবে এগুলো বাস্তবায়নে সরকারকে আইন প্রণয়ন বা সংশোধনে মনোযোগী হতে হবে।

কবে হবে অনুসমর্থন

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে গত ২৪ জুলাই উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে তিন কনভেনশনে অনুসমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ মাসেই কনভেনশনগুলো স্বাক্ষরের কথা রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন আইএলওর এই তিন কনভেনশনে সই করবেন। এরপর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলওর প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হাউংবোর কাছে তিন কনভেনশন অনুসমর্থনের প্রমাণপত্র তুলে ধরার কথা সাখাওয়াত হোসেনের।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্প্রতি আইএলও কনভেনশন স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজনের তারিখ ও সময় জানতে চেয়ে ইতিমধ্যে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে চিঠি পাঠিয়েছে।

শ্রমসচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, শিগগিরই আইএলওর তিন কনভেনশন অনুসমর্থন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এটি হলে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাড়বে।

- কনভেনশন ১৫৫ : পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা।
- কনভেনশন ১৮৭ : কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান উন্নয়ন।
- কনভেনশন ১৯০ : সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ।

এখন পর্যন্ত কতটি অনুসমর্থন হয়েছে

১৯১৯ সালের ১৯ এপ্রিল ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী গঠিত হয় আইএলও, যার বর্তমান সদস্য ১৮৭। ১৯৪৬ সালে এটি জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৯ সালে সংস্থাটি উন্নয়নশীল দেশে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কারণে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায়। আইএলওর মৌলিক ৮টিসহ এ পর্যন্ত ৩৬টি কনভেনশন ও একটি প্রটোকলে অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। তবে কনভেনশনগুলোর মধ্যে ৩১টি বর্তমানে কার্যকর রয়েছে।

গত বছরের ৭ জুন ২০২৪-২৭ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইএলওর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশ ১৯৯৬-৯৯ ও ২০০৮-১১ মেয়াদে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল।

বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অস্থির সময়ে সরকার কেন স্বপ্রণোদিত হয়ে আইএলওর তিন কনভেনশন অনুসমর্থন করতে যাচ্ছে, আমরা তা বুঝতে পারছি না, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মতো দেশ আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন করেনি। জাতীয় স্বার্থে আলোচ্য তিন কনভেনশনের অনুসমর্থন থেকে সরকারের সরে আসা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য

আইএলও ১৯৮১ সালে পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য কনভেনশন গ্রহণ করে। এটি আইএলও কনভেনশন ১৫৫, যা অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ (ওএসএইচ) হিসেবে পরিচিত। এখন পর্যন্ত মোট ৮৩টি সদস্যরাষ্ট্র এ কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশ এ কনভেনশন অনুসমর্থন করেনি।

কর্মক্ষেত্রে ওএসএইচ সংস্কৃতি গড়ে উঠলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলোর আস্থা অর্জনে ভূমিকা রাখবে। এটি অনুসমর্থন করলে প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকর্তাদের দায়িত্ব নিতে হয়।

তিন কনভেনশনকে অনুসমর্থনের পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য এক বছরের বেশি সময় ধরে শ্রম উপদেষ্টার পাশাপাশি কাজ করেছেন সদ্যবিদায়ী শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তিন কনভেনশন অনুসমর্থন করলে চূড়ান্ত অর্থে লাভবান হবেন শিল্পকারখানার মালিকেরা। ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব কারখানার মালিকেরই এতে সম্মতি রয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান উন্নয়ন

আইএলও কনভেনশন ১৮৭ গৃহীত হয় ২০০৬ সালে। এটিও ওএসএইচ নামে পরিচিত। ১৫৫ ও ১৮৭ মোটামুটি কাছাকাছি ধরনের। কনভেনশন ১৮৭ অনুসমর্থন করেছে এ পর্যন্ত ৬৯টি সদস্যদেশ। দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশ এটি অনুসমর্থন করেনি।

এ কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্রমাগত উন্নতিতে সহায়তা করা। এটি অনুসমর্থন করার পর নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের পেশাগত আঘাত, রোগ এবং মৃত্যু প্রতিরোধে অধিকতর মনোযোগী হবেন।

কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ

আইএলও কনভেনশন ১৯০ গৃহীত হয় ২০১৯ সালে। এটি অনুসমর্থন করেছে ৪৯টি সদস্যদেশ। এটি অনুসমর্থনের ফলে পোশাকশিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প খাতে ও কর্মক্ষেত্রে কর্মরত নারী কর্মী ও শ্রমিকদের অপ্রত্যাশিত আচরণ ও হয়রানি থেকে মুক্ত রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। মালিকপক্ষও হয়রানি থকে সুরক্ষা পাবে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের এক নির্দেশনার সঙ্গে কনভেনশন ১৯০ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে জানা গেছে।

সূত্রগুলো জানায়, কনভেনশন ১৯০-এর সঙ্গে সংগতি রেখে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কিছু আইনকানুন তৈরি করছে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, তিন কনভেনশন অনুসমর্থনের পর একদিকে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে, অন্যদিকে মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষেরই দায়বদ্ধতা বাড়বে।

যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত এখনো কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন করেনি। বাংলাদেশ কেন করছে, এমন প্রশ্নের জবাবে সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, তাদের দেশে তো রানা প্লাজা বা তাজরীন ফ্যাশনস ট্র্যাজেডি ঘটেনি। তাদের দেশে তো ৪৮ হাজার অজ্ঞাতনামা শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা হয় না, পরে আবার সেগুলো তুলে নিতে হয় না। তাদের দেশে বেতন-মজুরির দাবিতে আন্দোলন করতে হয় না, সে আন্দোলন থামাতে জলকামানও ব্যবহার করতে হয় না। একটি গেঞ্জি চুরির জন্য শ্রমিককে পিটিয়ে মেরে ফেলার উদাহরণও নেই। তিনি মনে করেন, ১৯০সহ তিন কনভেনশন অনুসমর্থন করলে শুধু শ্রমিক নন, মালিকপক্ষের জন্যও ভালো হবে।